













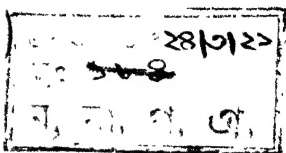
১০২ The copyright of this Book is registered  
under Act. XX of 1847.

# বাঙ্গালী-ব্যাকরণ

( ৩ )

রচনা-শিক্ষা

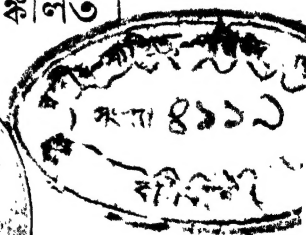
( চতুর্দশ সংস্করণ )



গ্রামবাজার মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের

প্রধান পণ্ডিত ও তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীজগদ্বন্ধুমোদক-সঙ্কলিত ।



সেন্ট্রাল টেক্সট-বুক কমিটির অনুমোদিত এবং প্রথম ও দ্বিতীয়

শ্রেণীর পাঠ্য-রূপে নির্দিষ্ট ।

Calcutta

PRINTED BY A. BANERJE AT THE METCALFE PRESS  
*76 Balaram Dey Street.*

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,  
" 30, CORNWALLIS STREET.  
1909.

# ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

চিহ্ন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

পরম প্রদ্যাম্পদ ভক্তি-ভাজন

মদীয় অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন

মহাশয়ের কর-কমলে

অর্পিত হইল ।



# বিজ্ঞাপন ।

যে ভাষায় সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায়, তাহাই পূর্ণ বা সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভাষা । যদিও এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, তথাপি দিনে দিনে যে, ইহার উন্নতি হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এই উন্নতি-সহকারে ব্যাকরণেরও বিস্তৃতি আবশ্যক, কারণ, ব্যাকরণ ভাষা-জ্ঞানের অন্ততম দ্বার ।

আমি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ-সমূহ হইতে অধিক-পরিমাণে সূত্র সংগ্রহ করিয়া মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজী পরীক্ষার্থী-গণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে এই ব্যাকরণের সঙ্কলন করিলাম । বাঙ্গালা-ব্যাকরণকে সৰ্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিবার অভিলাষে আমার উদ্যম নহে ।

শিক্ষক-মহাশয়-গণ অধ্যাপনা-কালে বাঙ্গালা-ব্যাকরণের যে যে অংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, ইহাতে ঐ সকল অংশ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল ।

এই পুস্তক চারি প্রকরণে বিভক্ত হইল । যথা,—বর্ণ-প্রকরণ, নাম-প্রকরণ, ধাতু-প্রকরণ ও বাক্য-প্রকরণ । পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্ত শেষভাগে কয়েকটি পরিশিষ্ট দেওয়া হইল ।

যাহারা বাঙ্গালা অধ্যয়ন সমাপনান্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্ত সংস্কৃত প্রত্যয়গুলি কোনরূপে বিকৃত না করিয়া অবিকল গ্রহণ করিলাম । অপিচ ইংরাজী শিক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন বুঝিয়া কোন কোন পদের ইংরাজী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল ।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, কতিপয় সুবিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয় ইহার কোন কোন গুল দেখিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন ।

শ্রীমবাজার বঙ্গবিদ্যালয়

৩রা আশ্বিন, ১২৯০ সাল

শ্রীজগদ্বন্ধুমোদক ।

## সংবাদ-পত্রের অভিপ্রায় ।

সোম প্রকাশ ; ৮ই পৌষ ১২৯১ সাল ।

\* \* \* এই ব্যাকরণ খানি মধ্যবঙ্গালা, মধ্যভংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি-গণের বিশেষ উপকারী হইবে । বিশেষতঃ ইহার পরিশিষ্ট ভাগটি যেরূপ পাঠ করিলাম, তাহাতে পরীক্ষার্থি-গণের অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া প্রতীতি জন্ম । শিক্ষার্থি-গণের প্রয়োজন বুঝিয়া এই পুস্তকে যে যে অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে জগদ্বন্ধু বাবু নিজের পরিশ্রমের লাভ করিবার জন্য কয়েক খানি ব্যাকরণের মত সংগ্রহ করিয়াই এই ব্যাকরণ-সঙ্কলনে উদ্যত হন নাই ; গ্রন্থ খানির জন্য তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান, পারিশ্রম ও চিন্তা করিতে হইয়াছে ।

নববিভাকর ; ২০ এ ফাল্গুন, ১২৯১ সাল ।

\* \* \* বঙ্গালা ব্যাকরণ খানির সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট আশ্বাস দীকার করিয়াছেন । ভংরাজী বঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের যাহা শিখিতে হইবে, সে সমস্তই এই ব্যাকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে । স্কুল পাঠ্য বলিয়া নির্দেশিত অন্যান্য ব্যাকরণে যাহা নাই, এমন অবশ্য-প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় এই ব্যাকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে । অজ্ঞাত ব্যাকরণে আছে, এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ই ইহাতে পরিত্যক্ত হয় নাই । শ্রেণীবিভাগে বেশ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে । লক্ষণাদিও বিশদ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । স্তত্রাং ব্যাকরণ খানি ভালই হইয়াছে ।

বঙ্গবাসী ; ১৩ ই পৌষ, ১২৯২ সাল ।

\* \* \* এই ব্যাকরণ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম । \* \* \* আজ কাল অনেক নবীন গ্রন্থকার হইতেছেন, তাঁহাদের অনেকই ব্যাকরণের ধার ধারেন না, এই ব্যাকরণ-পাঠে তাঁহাদেরও জ্ঞান লাভ হইতে পারে । রচনা শিখিবার প্রকরণটি অতি সন্দর হইয়াছে ।

*Mirror*, 2nd December, 1892,

This is one of the most comprehensive Bengali Grammars that have been published of late. It has been got up of the English model. The objects of prosody, Figures of speech and Analysis have received special attention. The Appendices contain quite a fund of useful matter. We are glad to find that this book has been selected for use in the Vernacular Schools by the Central Text book committee.

# সূচীপত্র ।

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
<b>বর্ণ-প্রকরণ</b>	<b>১</b>	কারক	৩৮
স্বরবর্ণ	১	কর্তা	৩৮
ব্যঞ্জনবর্ণ	২	কর্ম	৪০
সংজ্ঞা	৪	করণ	৪১
সন্ধি	৫	সম্প্রদান	৪২
স্বর-সন্ধি	৫	অপাদান	৪২
ব্যঞ্জন-সন্ধি	৮	অধিকরণ	৪৩
বিসর্গ-সন্ধি	১১	অর্থ-বিশেষ ও শব্দ-বিশেষ-	
অনুশীলনার্থ প্রস্তাবনী	১৪	যোগে বিভক্তি	৪৫
গড়-বিধান	১৪	অনুশীলনার্থ প্রস্তাবনী	৪৯
বক-বিধান	১৭	বিশেষণ	৫০
অনুশীলনার্থ প্রস্তাবনী	১৮	সর্বনাম	৫২
<b>নাম-প্রকরণ</b>	<b>১৮</b>	অব্যয়	৫৬
বিশেষ্য	২০	সমাস	৫৯
লিঙ্গ	২১	দ্বন্দ্ব	৬০
স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ	২২	তৎপুরুষ	৬২
স্ত্রী-প্রত্যয়	২৩	নঞ	৬৪
বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়	২৮	উপপদ	৬৫
অনুশীলনার্থ প্রস্তাবনী	২৯	কর্মধারয়	৬৫
পুরুষ	২৯	উপস্মিত	৬৭
বিভক্তি	২৯	রূপক	৬৭
বচন	৩০	অলুক	৬৮
শব্দ-বিভক্তির মূল	৩১	মধ্যপদলোপি-কর্মধারয়	৬৮
শব্দ-বিভক্তি	৩২	দ্বিগু	৬৯
শব্দ-রূপ পরিবারের নিয়ম	৩৩	বহুব্রীহি	৭০
শব্দ রূপ	৩৫	অব্যয়ীভাব	৭৪
সম্বোধন পদ	৩৬	নিত্যসমাস	৭৫
		সমাসের পরিশিষ্ট	৭৫
		বাঙ্গালা সমাস	৭৮



বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	৭৯	রচনা-শিক্ষা।	
তজ্জিত	৮০	বাক্য প্রকরণ	১৪১
বাস্তব তজ্জিত	৯৭	অভিধা শক্তি	১৪২
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	৯৯	লক্ষণা শক্তি	১৪৩
ধাতু-প্রকরণ	৯৯	ব্যঞ্জনা শক্তি	১৪৩
কতিপয় ধাতু ও অর্থ	১০০	রচনা	১৪৪
বিজাতীয় ধাতু	১০২	গদ্য বচনায়	
যোগিক ধাতু	১০২	পদ-বিশ্রাস-প্রণালী	১৪৬
অকল্পক ধাতু	১০২	কতিপয় অব্যয়ের ব্যবহার	১৪৯
সকল্পক ধাতু	১০৩	রচনা-শিক্ষা-বিষয়ে	
ক্রিয়াপদ	১০৪	কতিপয় উপদেশ	১৫৬
সমাপিকা ক্রিয়া	১০৫	বাক্য বিশ্লেষণ	১৭৯
অসমাপিকা ক্রিয়া	১০৫	সরল বাক্য	১৮০
ধাতু-বিভক্তি	১০৬	মিশ্র বাক্য	১৮১
ধাতু বিভক্তির আকার	১০৬	বৈয়াকরণিক বাক্য	১৮২
কাল	১০৯	যতি চিহ্ন	১৮৪
বর্তমান কাল	১০৯	প্রায় উচ্চারণ সাম্য শব্দের অর্থভেদ	১৮৬
অতীত কাল	১০৯	বর্ণগত ক্রিয়াক্রম ভিন্নরূপ একার্থক	
ভবিষ্যৎ কাল	১১০	কতিপয় শব্দ	১৮৯
ধাতু-রূপ	১১০	কতিপয় বিপরীতার্থক শব্দ	১৯০
ধাতুব্যয়ব	১১২	প্রচলিত কতিপয় অপপ্রয়োগ	১৯১
গিজন্ত ধাতু	১১২	কাব্য	১৯৩
সনন্ত ধাতু	১১৩	ছন্দঃ	১৯৪
যঙন্ত-ধাতু	১১৫	পদা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিবরণ	১৯৭
নাম-ধাতু	১১৫	অলঙ্কার	১৯৯
বাচ্য	১১৬	অর্থালঙ্কার	২০০
কৃদন্ত	১১৯	দোষ	২০৬
বাস্তব কৃদন্ত	১১৯	রস	২০৮
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	১২০	গুণ	২০৯
		পত্র লিখিবার দ্বারা	২১০
		পরিশিষ্ট	২১৩

# তদ্বিত সূচী ।

প্রত্যয়	সূত্রাক	প্রত্যয়	সূত্রাক
অয়ট্	৪৪৪	ডামহ	৪২২
আকিন্	৪২৩	ডিন্	৩২৮
আরক	৪১২	ডিম	৪৪৮
আল	৪২১	ডুর	৩৪৬
আল্	৪১০	ডুল	৪২২
ইত	৩২৩	গীন	৩৮৮
ইন্	৪০৮	গায়	৩৪১, ৩৪৭
উন	৪২০	ত	৪১২
ইমন্	৪০০	তন	৪৪১
ইয়	৩৮৮	তম	৪২৭
ইল	৪১৭	তমট্	৪৫৫
ইঠ	৪২৭	তয়ট্	৪৪৪
ঈন	৩৮৮	তর	৪২৭
ঈমস	৪২০	তরট্	৪২৫
ঈয়স্	৪২৭	তস্	৪৪৫
উর, উল	৪১৮	তা	৩৮৭
ক, কার	৪৩৫	তি	৪২৩
কণ্	৩৬১	তিক	৩৮৬
কল্প	৪২৪	তীয়	৪৫২
কাণ্ড	৩৮৭	জ, তা	৩২৯
চতরাম্	৪২২।ক	তা	৪৪২
চন	৩২৪, ৪৪২	তাণ্	৪৪৩
চর	৪৩৪	ত্র	৪৩৭
চশস্	৪৩১	থট্	৪৫২
চসাৎ	৪৫০	থাট্	৪৩৬
চিং	৪৪২	দা	৪৩৮
চুখ্	৩২৪	দানীস্	৪৪০
চুৎ	৩২৬	দেশীর	৪২৪
চি	৪৫১	ধাট্	৪৩২
ঠ	৪২৩	ধেয়	৩৮৬
ডট্	৪৫৪, ৪৫৫	ন	৩৮২
ডতি	৩২৪	নণ্	৩৫৮

প্রত্যয়	সূত্রাক	প্রত্যয়	সূত্রাক
ব	৪১৪	রি	৪৪৬
বতু	৩৯৭, ৪০৫	ল	৪১১
বল	৪১৩	শ	৪১৬
বিন্	৪০৭	ক	৩৪৪
ব্য	৪২২	ফায়ন	৩৪২
ম	৪৪৭	ফি	৩৪১
মট্	৪৫৩	ফিক	৩৫০
মতু	৪০৪	ফৌক	৩৮৮
মষট্	৪৩৩	ফেয়	৩৪৮
মাত্র	৩৯৫	ফ্য	৩৪৪
মিন্	৪২১, ৪২৩	ম্	৪৩০
য	৭১	স্তাৎ	৪৪৬
র	৪১৫, ৪২৫	স্থানীয়	৪২৬

### রূদন্ত সূচী ।

প্রত্যয়	সূত্রাক	প্রত্যয়	সূত্রাক
অ	৫৮৮	ভ	৫৬০
অথ	৫৯৪	ভি	৫৯৩
অন্	৬১০	ভু	৬২৯
অন	৫৮৬, ৬০৭, ৬৪৫	ভ্র	৬৩৭
অনট্	৫৮৫	কাপ্	৫৮২
অনৌয়	৫৭৮	কস্	৬০৩
অল্	৫৯০	কিপ্	৬৩৯
ঐত্র	৬৪৭	ক্ৰপ্	৬৩২
ইন্	৬২৪	খ	৬১৭
ঐক্ষ	৬২৬	খল্	৬৪৪, ৬৪৫
উ	৬৩৫	খন্	৬১৭
উক	৬৩৩	খি	৬১৯
ক	৬১২	খ্য	৬২০
কান	৬০৩	যক্	৫৯১
কি	৬৪১	যুর	৬৩১
কুর	৬৩১	ঘিন্	৬৫৫

প্রত্যয়	সূত্রাক	প্রত্যয়	সূত্রাক
যাণ্	৫৮০	নঙ্	৫৮৭
ঙ	৫৮৯	য	৫৭৮
ঞক	৬২৭	র	৬৩৪
ট	৬১৩	রু	৬৩০
টক্	৬১৪, ৬৪২	বর	৬৩৬
টনণ্	৬০৬	বিণ্	৬৩৮
ড	৬১৬	শ	৬৪০
ডু	৬২১	শত্	৬২৫
ণ	৬০৮	শান	৬২৬
ণক	৬০৪	যক	৬০৫
ণিন্	৬২২	যণ্	৬০৯
তয্য	৫৭৮	যাক	৬৩০
ত্বন্	৬০৪	কুক	৬২৮
ত্র	৬৪৬	সাত্	৬০০
ত্রিমক	৬৪৩	স্তমান	৬০১
• থক	৬০৬		

### পরিশিষ্ট সূচী ।

(১) বর্ণের উচ্চারণ স্থান	...	২১৬
(২) প্রচলিত কতিপয় সংস্কৃত ধাতু	...	২১৪
(৩) অকারাদি ক্রমে কতিপয় উণাদি প্রত্যয়	...	২১৬
(৪) উপসর্গের অর্থ ও তদ্ব্যোমে ধাতুর অর্থগত বৈলক্ষণ্য	...	২২০
(৫) অনিটু ধাতু	...	২২২
(৬) পদাঙ্ক	...	২২৩
(৭) ছাত্রবৃত্তির ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন	...	২২৫
(৮) রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী	...	২৩১
(৯) ভাষা-বিচার	...	২৩৪
(১০) বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতিপয় আরবী-পারসী-হিন্দী শব্দ ও তাহাদের অর্থ	...	২৩৫

## চতুর্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

কতিপয় এণ্ট্রান্স স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধে এবার “রচনা-শিক্ষা” প্রকরণটিকে এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্রগণের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি। ঐ প্রকরণ-পাঠে ছাত্রগণ রচনা-শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপকার পাইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, যদি ইহার কোন স্থানে কোন প্রকার ত্রুটি বা ভ্রম সন্দর্শন করেন, তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাইলে বারাস্তরে সংশোধন করিয়া দিব।

১লা বৈশাখ

১৩১৬ সাল

}

শ্রীজগদ্বন্ধু মোদক ।

### ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	৯	ব্রাহ্ম	ব্রাহ্ম
৮	৭	গা	গো
১৬	২৩	হন্	নহ্
২২	১৯	দি	দিক্
২৩	১৭	তপস্বিনী	তপস্বিনী
৩৩	১৯	দি	দিক্
৩৭	১৫	বধু	বধু
৪৭	১৩	মনস্	নমস্
৭৯	৩২	বিপাক্	বিপাক
১২১	৬	যা	বা

# বান্ধালা-ব্যাকরণ



১। মনুষ্যেরা যে ব্যক্তি ও সার্থক শব্দ (১) দ্বারা আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাহাকে ভাষা কহে।

২। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে, ভাষার শুদ্ধ-রূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ (২) কহে।

## বর্ণ-প্রকরণ।

৩। অ আ ক খ ইত্যাদি এক একটি বর্ণ (৩)।

(ক) বর্ণ দুই প্রকার। যথা,—স্বর ও ব্যঞ্জন।

## স্বর-বর্ণ (Vowel)।

৪। যে সকল বর্ণ অল্প বর্ণের আশ্রয়-বাতরেকে উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে স্বর-বর্ণ কহে। যথা,—অ (৪), আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ৐, এ, ঐ, ও, ঔ।

(১) শব্দ দ্বিবিধ। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বর্ণই লেখ্য ভাষার প্রধান উপাদান; সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দই ব্যাকরণের আলোচ্য।

“শব্দোৎপত্তিঃ বর্ণাচ্চ মৃদঙ্গাদি-ভবো ধ্বনিঃ।

কণ্ঠ-সংযোগাদি-জন্তা বর্ণান্তে কাদয়ো মতাঃ।”

(২) “ব্যাক্রিয়ন্তে অনেন সাধুশব্দা ইতি ব্যাকরণম্।” ব্যাকরণ অর্থে শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র।

(৩) শব্দের সূক্ষ্মতম অংশকে বর্ণ কহে। অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি লেখ্য বর্ণ।

(৪) অ-কার লুপ্ত হইলে তাহার ‘হ’ এইরূপ চিহ্ন থাকে; ইহাকে লুপ্ত অকারের চিহ্ন কহে (৬০ সূত্র দেখ)।

(ক) স্বর দ্বিবিধ । যথা,—হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ।

৫। অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব স্বর ।

৬। আ ঈ উ ঋ এ ঐ ও ঔ এই আটটি দীর্ঘ স্বর ।

৭। হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে ।

## ব্যঞ্জন-বর্ণ ( Consonant ) ।

৮। স্বর-বর্ণের সাহায্য-ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জন-বর্ণ কহে । যথা,—ক খ গ ঘ ঙ্গ । চ ছ জ ঝ ঞ্জ । ট ঠ ড ঢ ণ্ণ । ত থ দ ধ ন্ণ । প ফ ব ভ ম্ণ । ষ ঝ ল্ণ । শ ষ স্ফ (১) ।

(১) ড ও ঢ স্বরবর্ণের পরে থাকিলে ড ও ঢ উচ্চারিত হয় । যথা,—জড়, খড়গ, ষোড়শ, দুঢ়, আষাঢ় ইত্যাদি । কিন্তু জাড়া, আঢ় প্রভৃতি স্থলে হয় না ।

য, স্বরবর্ণের পরে থাকিলে প্রায়ই য় (ইয়) উচ্চারিত হয় । যথা,—নিয়ম, বায়, ময়ূর ইত্যাদি । কিন্তু উপযোগ, সরযু প্রভৃতি স্থলে হয় না ; এবং দুইটি য ন্যযুক্ত হইলে পূর্ববর্তী য, জকারের গায় উচ্চারিত হয় । যথা,—হুয়া, ধায়া, স্বীকায়া ইত্যাদি ।

বাক্সালা ভাষায় অন্তঃস্থ ও বর্গীয় বকারের প্রভেদ জানিবার সহজ উপায় নাই । সন্ধি প্রভৃতিতে দুই বকারের কার্য দেখা যায় ; হ্রস্বরাং বর্ণ-মালায় দুই ব গৃহীত হইল ।

বংহ, বৃংহ, বন্ধ, বৃধ, ক্র প্রভৃতি কতিপয় বাতুর ব, বর্গীয়, তত্ত্বিন্ন প্রায় সমস্ত ব অন্তঃস্থ । বধু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ উভয়-বকার যটিত । প-বর্গীয় বর্ণ স্থানে জাত বকার-মাত্রই তৎস্থানীয় বলিয়া বর্গীয় ।

একাল পর্য্যন্ত বর্ণমালায় যতগুলি বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা লিখিত হইল । কিন্তু এক্ষণে ভাষায় বিদেশীয় অনেক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তজ্জন্ত সেই সেই শব্দের যথাযথ উচ্চারণ করিবার জন্ত ঃ=জ, ঞ্=ঝ, ঞ্=ব ইত্যাদি কয়েকটি নূতন বর্ণ ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ও ভূগোল-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতেছে ।

নু ও ম স্থানে (ং) এবং ব্ ও স্ স্থানে (ঃ) হয় । অনুনাসিক বর্ণ স্থানে অন্ত বর্ণের উৎপত্তি কালে (ঁ) চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার দেখা যায় । অতএব ইহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলা সঙ্গত হয় না । স্বরের আশ্রয়-ব্যতিরেকে অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না ; এই কারণে কেহ কেহ ইহাদিগকে ব্যঞ্জন-বর্ণ মধ্যে গণনা করাই সঙ্গত বোধ করেন ।

বর্ণ-মালা-পাঠ-কালে সকল বর্ণই অকারান্ত উচ্চারিত হয় ।

যে ব্যঞ্জন-বর্ণে স্বর যুক্ত না থাকে, তাহার নিম্নে ( ্ ) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়, ইহাকে হ্রস্ব চিহ্ন কহে ।

মধ্যে স্বর-বর্ণ না থাকিলে ছই বা ততোহধিক ব্যঞ্জন-বর্ণ যুক্ত হইয়া যায় । এইরূপ বর্ণকে যুক্ত-বর্ণ কহে । যথা—ক্+ম্+অ=ক্ম ইত্যাদি ।

কোন কোন যুক্ত-বর্ণের আকার অল্প প্রকার হয় । যথা,—জ্+ঞ্+অ=জ্ঞ, ঙ্+গ্+অ=গ্গ, ঞ্+চ্+অ=ঞ, ক্+ম্+অ=ক্ম, হ্+ম্+অ=হ্ম ইত্যাদি ।

র, ব্যঞ্জন-বর্ণের পরবর্তী হইলে ( ্র ) এবং পূর্ববর্তী হইলে ( ৎ ) এইরূপ হয় । যথা,—শ্+র্+অ=শ্র ; র্+শ্+অ=শ্র̐ ।

ব্-কারের পরবর্তী চ্, ছ্, জ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্, ম্, য্, ল্ বর্ণের প্রায় দ্বিগু হইয়া থাকে । যথা—র্+চ্+অ=চ্চ ইত্যাদি ।

ছ, থ, ধ, ভ এই কয়টি বর্ণের দ্বিগু হইলে চ্ছ, থ্খ, ভ্ভ এইরূপ হয় ।

৯। ক অবধি ম পয্যন্ত পাঁচশটি বর্ণকে স্পর্শ-বর্ণ কহে ( ১ ) ।

১০। স্পর্শ বর্ণ সমুদয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত । ইহাদের এক এক ভাগকে বর্ণ কহে । প্রথম বর্ণানুসারে বর্ণের নাম হয় । যথা,—ক-বর্ণ, চ-বর্ণ, ট-বর্ণ, ত-বর্ণ এবং প-বর্ণ । বর্ণের বর্ণকে বর্ণা বা বর্ণীয় বর্ণ কহে ।

১১। য র ল ব এই চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ ( ২ ) ।

১২। শ ষ স হ ইহাদিগের নাম উষ্ম বর্ণ ( ৩ ) ।

(১) উচ্চারণ-কালে বায়ু, জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল স্থানকে সম্যক্রূপে স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ কহে ।

(২) স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে ।

(৩) এই গুলির উচ্চারণে উষ্মা অর্থাৎ বায়ুর প্রাধান্ত থাকায়, ইহাদিগকে উষ্ম-বর্ণ কহে ।



বর্ণের ১ম, ৩য় ও ৫ম বর্ণ এবং য র ল ব অল্পপ্রাণ-বর্ণ, আর বর্ণের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং ণ য স হ মহাপ্রাণ-বর্ণ বলিয়া অভিহিত হয় ।

১৩। ২ : এই দুইটিকে অযোগ-বাহ বর্ণ (১) বলে ।

১৪। ° অনুনাসিকের চিহ্নমাত্র ।

### সংজ্ঞা ।

১৫। পদ-সিদ্ধির জন্ত প্রকৃতির আদি, মধ্য বা অন্তে বর্ণ-বিশেষের উপস্থিতিকে আগম কহে । যথা,—আম্পদ, আরম্ভ, আপতিত (২) ।

১৬। প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের যে রূপের পরিবর্তন, তাহাকে আদেশ কহে । যথা—উষিত, শুষ্ক (৩) ।

১৭। ই ঙ্গ স্থানে এ ; উ ঊ স্থানে ও ; ঋ ঌ স্থানে অর্ এবং ঞ স্থানে অল্ আদেশকে গুণ কহে ।

১৮। অ আ স্থানে আ ; ই ঙ্গ এ ঐ স্থানে ঐ ; উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ ; ঋ ঌ স্থানে আর্ এবং ঞ স্থানে আল্ আদেশকে বৃদ্ধি কহে (৪) ।

১৯। লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ না হওয়াকে নিপাতন কহে ।

২০। কোন বর্ণের অদর্শনকে লোপ কহে ।

(১) প্রাচীন মতে যর-বাক্সন-নংজার ইহাদিগের যোগ না থাকিলেও গজ-বজ-কার্ধ্য নির্বাহ করে বলিয়া ইহাদিগকে অযোগ-বাহ বলে ।

(২) আম্পদ পদে—পদ এই প্রকৃতির আদিতে স্কারের, আরম্ভ পদে—রভ্, এই প্রকৃতির মধ্যে স্কারের এবং আপতিত পদে—পৎ এই প্রকৃতির অন্তে ইকারের আগম হইয়াছে ।

(৩) উষিত পদে-বস্ এই প্রকৃতির স্থলে উষ্ এবং শুষ্ক পদে ত প্রত্যয়ের স্থলে ক এর আদেশ হইয়াছে ।

(৪) বাঙ্গালা ভাষায় ঞ স্থানে আল্ হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় না ।

## সন্ধি ।

### ( Conjunction of Letters ) ।

২১। দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি (১) কহে। ঐরূপ মিলনে কখনও পূর্ব বর্ণ, কখনও পর বর্ণ এবং কখনও বা উভয় বর্ণই পরিবর্তিত হয়। যথা—অপ্+জ=অজ ; আকৃষ্+ত=আকৃষ্ট ; উৎ+শ্বাস উচ্ছ্বাস ।

( ক ) সন্ধি দুই প্রকার। যথা—স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি ।

২২। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বর-সন্ধি কহে। (২)

২৩। ব্যঞ্জন-বর্ণে ব্যঞ্জন-বর্ণে বা ব্যঞ্জন-বর্ণে স্বর-বর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জন-সন্ধি কহে। যথা,—অপ্+জ=অজ ; অচ্+অস্ত=অজস্থ ।

## স্বর-সন্ধি ।

### ( Conjunction of Vowels ) ।

২৪। অকার কিংবা আকারের পর, অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—শশ+অক্ক=শশাক্ক ; মহা+অর্ণব=মহাৰ্ণব ; সিংহ+আসন=সিংহাসন ; মহা+আশয়=মহাশয় ইত্যাদি ।

(১) একটি শব্দের পরেই আর একটি শব্দের উচ্চারণ করিতে হইলে, অনেক সময়ে উচ্চারণ-স্থানগুলি স্বতই আয়াস-লাঘবার্থ পূর্ব-শব্দের অন্ত্যবর্ণ ও পর শব্দের আদিবর্ণ মিলাইয়া স্বতন্ত্র আকারে পরিবর্তিত করে। কুশ আসন এই দুইটি শব্দের পৃথক্ উচ্চারণ যেরূপ আয়াস-সাধ্য 'কুশাসন' এই মিলিত উচ্চারণ তত আয়াস-সাধ্য নহে। এইরূপ বর্ণ-মিলনকে সন্ধি কহে। কখন বা দুইটি নিকটবর্তী বর্ণের কেবল মিলন হয়। যথা,—সম্+আগত=সমাগত ইত্যাদি ।

(২) কখন কখন স্বর-ভাবাপন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত স্বর-সন্ধি হয়। যথা—গো+ম্=গব্য ইত্যাদি। এ স্থলে 'য' স্বর-ভাবাপন্ন ব্যঞ্জন-বর্ণ।

২৫। ইকার কিংবা ঙ্গিকারের পর, ইকার কিংবা ঙ্গিকার থাকিলে উভয়ে 'মলিয়া ঙ্গিকার হয়। ঙ্গিকার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—  
অতি + ইত = অতীত ; মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র ; প্রতি + ঙ্গিকা = প্রতীক্ষা ;  
শ্রী + ঙ্গেশ = শ্রীশ ইত্যাদি ।

২৬। উকার কিংবা উকারের পর, উকার কিংবা উকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া উকার হয়। উকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—ভানু +  
উদয় = ভানুদয় ; কটু + উক্তি = কটুক্তি ; বধু + উক্তি = বধুক্তি ইত্যাদি ।

২৭। ঋকারের পর ঋকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ঋকার হয়। ঋকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—ভ্রাতৃ + ঋদ্ধি = ভ্রাতৃদ্ধি ; মাতৃ = ঋণ  
= মাতৃণ ইত্যাদি ।

২৮। অকার কিংবা আকারের পর, ইকার কিংবা ঙ্গিকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—  
দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র ; মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র ; গণ + ঙ্গেশ = গণেশ ;  
মহা + ঙ্গেশ = মহেশ ইত্যাদি ।

২৯। অকার কিংবা আকারের পর, উকার কিংবা উকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—চন্দ্র +  
উদয় = চন্দ্রোদয় ; গঙ্গা + উদক = গঙ্গোদক ; এক + উন = একোন ;  
মহা + উর্ধ্ব = মহোর্ধ্ব ইত্যাদি ।

৩০। অকার কিংবা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ (১) হয়। অরের অকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্

(১) উপসর্গের অকার কিংবা আকারের পর ঋকার ঋ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আর হয়। যথা—আ + ঋত = আর্ত ।

তৃতীয়া-তৎপুঙ্খ সহাস হইলে, অকার বা আকারের পর-স্থিত ঋত শব্দের ঋ স্থানে আর হয়। যথা,—শীত + ঋত = শীতার্ভ ; ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ভ ; অস্ত্র সমাসে হয় না।  
যথা,—পরম + ঋত = পরমর্ভ ( কণ্ঠধারয় সমান ) ।

পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা,—দেব+ঋষি=দেবর্ষি ; উত্তম+ঋণ=উত্তমর্গ ; অধম+ঋণ=অধমর্গ ; মহা+ঋষি=মহর্ষি ইত্যাদি ।

৩১। অকার কিংবা আকারের পর, একার কিংবা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—জন+এক=জনৈক (১) ; মত+ঐকা=মতৈকা ইত্যাদি ।

৩২। অকার কিংবা আকারের পর, ওকার কিংবা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা ;—জল+ওকাঃ=জলোকাঃ ; মহা+ঔষধি=মহৌষধি ; চিত্ত+ঔদার্য্য=চিত্তৌদার্য্য ; মহা+ঔষধ=মহৌষধ ইত্যাদি ।

৩৩। ই ঙ্গে ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ই ঙ্গে স্থানে য্ হয়। য্ পরের স্বরের সহিত পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—যদি+অপি=যত্বপি ; অতি+আচার=অত্যাচার ; নদী+অশু=নতশু ; মহী+আদি=মহাদি ; অতি+উক্তি=অতীক্তি ; প্রতি+এক=প্রত্যেক ইত্যাদি ।

৩৪। উ উ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, উ উ স্থানে ব্ হয়। ব্ পরের স্বরের সহিত পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা,—অনু+অয়=অবয় ; বহু+আয়ত=বহুয়ায়ত ; অনু+এষণ=অনুেষণ ইত্যাদি ।

৩৫। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ঋ স্থানে র্ হয়। র্ পরের স্বরের সহিত পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা ;—পিতৃ+আলয়=পিত্রালয় ; পিতৃ+উপদেশ=পিত্রপদেশ ইত্যাদি ।

৩৬। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্, ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। অ বা আ পূর্ববর্ণে এবং পরবর্তী স্বর য্ বা ব্ কারে যুক্ত হয়। যথা ;—শে+অন=শয়ন ; নৈ+অক=নায়ক ; ভো+অন=ভবন ; পো+অক=পাবক ইত্যাদি ।

(১) বাঙ্গলা ভাষায় জন+এক=জনৈক, এইরূপ বারেক, অর্ধেক, শতেক, তিলেক ইত্যাদি পদের প্রয়োগ দেখা যায় ।

৩৭। কুলটা প্রভৃতি কতকগুলি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—  
 কুল+অটা = কুলটা ( অসতী স্ত্রী বা সতী ভিক্ষুকী ) ; সীম+অন্ত =  
 সীমান্ত ( কেশ-বিভ্রাস ), অত্র সীমান্ত ; অত্র+অন্ত = অত্রোন্ত ( পর-  
 স্পর ) ; অন্যত্র অন্যান্য ( অপরাপব ) ; সার+অঙ্গ = সারঙ্গ ( চাতকাদি ) ;  
 অন্যত্র সারঙ্গ ( মল্ল ) দশ+ঋণ = দশার্ণ ; শুদ্ধ+ওদন = শুদ্ধোদন ;  
 স্ব+ঈর = ঈশ্বর ; অক্ষ+উহনী = অক্ষোহিনী ; প্র+উঢ় = প্রৌঢ় ;  
 দানন্+উদর = দামোদর ( ১ ) ; গো+অক্ষ = গবাক্ষ ; গা+ঈশ্বর =  
 গবেশ্বর, গবীশ্বর ইত্যাদি।

সমাস হইলে ওষ্ঠ ও ওত্ শব্দপরে বিকল্পে অবর্ণের লোপ হয়। যথা—  
 বিষ্ব+ওষ্ঠ = বিষ্বোষ্ঠ, বিষ্বোষ্ঠ ; স্থূল+ওত্ = স্থূলোত্, স্থূলোত্ (২) ইত্যাদি।

### ব্যঞ্জন-সন্ধি ।

#### ( Conjunction of Consonants ) ।

৩৮। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা,—  
 উৎ+চারণ = উচ্চারণ ; শরদ্+চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র ইত্যাদি।

৩৯। জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে, ত্ বা দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা ;—  
 সৎ+জ্ঞান = সজ্ঞান, বিপদ্+জ্ঞান = বিপজ্ঞান ; কুং+ঝটিকা = কুজ্জটিকা।

৪০। পদের অন্তস্থিত ত্ কিংবা দ্কারের পর, শ থাকিলে, ত্ কিংবা  
 দ্ স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা ;—উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ;  
 তদ্+শ্রবণ = তচ্ছ্রবণ ইত্যাদি।

৪১। পদের অন্তস্থিত ত্ কিংবা দ্কারের পর হ থাকিলে ত্  
 স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। যথা ; উৎ+হত = উদ্ধত ; উৎ+হার  
 = উদ্ধার ; তদ্+ধিত = তদ্ধিত ইত্যাদি।

(১) এস্থলে নিপাতনে ন্ কারের লোপ হইল। ঐরূপ আত্মাদর, আত্মোন্নতি ইত্যাদি।

(২) অসমাসে যথা,—তব+ওষ্ঠ = তবোষ্ঠ।

৪২। চ্ কিংবা জ্ এর পর ন থাকিলে, ন স্থানে ঞ হয়। যথা—  
যাচ্ + না = যাচ্ঞা, যজ্ + ন = যজ্ঞ, রাজ্ + নী = রাজ্ঞী ইত্যাদি।

৪৩। ত্ বা দ্ স্থানে, ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে ট্, ড কিংবা ঢ পরে থাকিলে ড্ হয়। যথা—বৃহৎ + টক্শালা = বৃহট্শালা ; উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন ইত্যাদি।

৪৪। য্ কারের পর, ত্ কিংবা থ থাকিলে ত স্থানে ট এবং থ স্থানে ঠ হয়। যথা ;—আবিয্ + ত = আবিষ্ট ; যয্ + থ = যষ্ঠ ইত্যাদি।

৪৫। ল পদে থাকিলে ত্ দ্ বা ন্ স্থানে ল্ হয়। যথা ;—  
বিহ্নাৎ + লতা = বিহ্নলতা ; তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত (১) ইত্যাদি।

৪৬। পঞ্চমবর্ণ ভিন্ন বর্ণীয় বর্ণ, শ, ষ, স বা হ পরে থাকিলে পদ-  
মধ্যস্থিত ন্ বা ম্ স্থানে ং হয়। যথা,—দন্ + শন দংশন ; প্রশন্ + সা =  
প্রশংসা ; বৃন্ + হিত = বৃংশিত ; কন্ + স = কংস ইত্যাদি।

৪৭। যে বর্ণের বর্ণ পরে থাকে, পদ-মধ্য-স্থিত ন্ বা ম্ স্থানে সেই  
বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা,—গ্ন্ + চনা = বঞ্চনা ; কন্ + টক = কণ্টক ;  
লুন্ + ঠন = লুণ্ঠন ; মন্ + ডল = মণ্ডল ; কন্ + প = কম্প ; গন্ + তবা  
= গম্ভবা ; শাম্ + ত = শাস্ত ইত্যাদি।

৪৮। অন্তঃস্থ অথবা উত্তরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে  
অনুস্বার হয়। যথা,—সন্ + যম = সংযম, কিন্ + বা = কিংবা, সন্ + বাদ =  
সংবাদ ; সন্ + শয় = সংশয়। সন্ শব্দের পর রাজ্ শব্দ থাকিলে  
হয় না (২)। যথা ;—সন্ + রাজ্ = সম্রাজ্।

৪৯। যে বর্ণের বর্ণ পরে থাকে, পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে

(১) বিহ্নান্ + লেখক = বিহ্নালেখক। ন স্থানে ল হইলে পূর্ব বর্ণ অনুনাসিক হয়।

(২) সম্রাজ্ শব্দ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সেই অর্থেই হইবে না, অল্প স্থলে হইবে।

সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ অথবা অক্ষর হয় । যথা,—সম্+গতি=সঙ্গতি, সংগতি ; সম্+জাত=সঞ্জাত, সংজাত ইত্যাদি ।

৫০। স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ক্, চ্, ট্, ত্, প্ স্থানে যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, দ্, ব্ হয় । যথা,—বাক্+জাল=বাগ্জাল (১) ; অচ্+অন্ত=অজন্ত ; ষট্+আনন=ষড়ানন (২) ; জগৎ+ঈশ=জগদীশ ; অপ্+জ=অজ ইত্যাদি ।

৫১। পঞ্চম বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত বর্ণীয় প্রথম বর্ণ স্থানে বিকল্পে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয় (৩) । যথা ;—দিক্+নাগ=দিগ্নাগ, প্রাক্+মুখ=প্রামুখ ইত্যাদি ।

৫২। ময়-মাত্র-প্রভৃতি প্রত্যয়ের ম পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত বর্ণীয় প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হইয়া থাকে । যথা,—চিৎ+ময়=চিম্ময় ; কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্নাত্র ইত্যাদি ।

৫৩। স্বরবর্ণের পরস্থিত ছকারের দ্বিত্ব হয় । যথা,—পরি+ছেদ=পরিচ্ছেদ, তরু+ছায়া=তরুছায়া, গৃহ+ছিদ্র=গৃহছিদ্র ইত্যাদি ।

৫৪। বর্ণের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা শ, ষ, স পরে থাকিলে, পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণীয় বর্ণ স্থানে সেই বর্ণের প্রথম বর্ণ হয় । যথা,—বিপদ্+কাল=বিপৎকাল ; ক্ষুধ্+ক্ষাম=ক্ষুৎক্ষাম, লিভ্+সা=লিপ্সা ; মদ্+ত=মত্ত ; সম্পদ্+সুখ=সম্পৎ-সুখ ইত্যাদি ।

(১) ১ম ও ২য় বর্ণ এবং শ, ষ, স পরে থাকিলে হয় না । যথা,—বাক্+কলহ=বাক্-কলহ, বাক্+চাতুর্য=বাক্চাতুর্য ইত্যাদি ।

(২) ২য় পৃষ্ঠায় (১) টীকা দেখ । পদের অন্তস্থিত না হইলে হয় না । যথা,—বচ্+অন=বচন ।

(৩) পক্ষান্তরে তৃতীয় বর্ণও হয় । যথা,—দিগ্নাগ, প্রামুখ ইত্যাদি । বাঙ্গাল ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না ।

বিরাম অর্থাৎ কোন বর্ণ পরে না থাকিলেও বর্ণের পঞ্চম বর্ণ ভিন্ন পদাস্ত-স্থিত বর্গীয় বর্ণ স্থানে সেই বর্ণের প্রথম বর্ণ হয়। যথা,— সংবিদ্—সংবিৎ, শরদ্—শরৎ, সমিধ্—সমিৎ ইত্যাদি।

৫৫। উৎ উপসর্গের পরস্থিত স্থা ও স্তন্ত্ৰ ধাতু ( ৮৯ সূত্র ) নিম্পন্ন শব্দের স্কারের লোপ হয়। যথা ;—উৎ+স্থান=উথান, উৎ+স্থাপন=উথাপন, উৎ+স্তম্ভ=উত্তম্ভ ইত্যাদি।

৫৬। বর্ণের ১ম বা ২য় বর্ণ পবে থাকিলে, পুম্‌ শব্দের ম্ স্থানে অন্তস্মার হয়। যথা,—পুম্‌+কোকিল=পুংস্কোকিল ইত্যাদি। এতদ্ব্যতি-  
রিক্ত বর্ণ অথবা ক্ষ বা খা পরে থাকিলে স্কারের লোপ হয়। যথা,—  
পুম্‌+জাতি=পুংজাতি ; পুম্‌+লিঙ্গ=পুংলিঙ্গ ; পুম্‌+খ্যাতি=পুংখ্যাতি।

### বিসর্গ-সন্ধি ।

৫৭। বিসর্গ স্থানে, চ ছ পরে থাকিলে শ্. ট ঠ পরে থাকিলে ষ্, এবং ত থ পরে থাকিলে স্ হয়। যথা ;—নিঃ+চিস্ত=নিশ্চিস্ত ; ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার ; ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ ইত্যাদি।

৫৮। ক, খ, প বা ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ হয়। যথা ;—  
নমঃ+কার=নমস্কার ; ভাঃ+কর=ভাস্কর ; নিঃ+পত্তি=নিষ্পত্তি(১) ;  
নিঃ+ফল=নিষ্ফল। প্রাতঃকাল, প্রাতঃকৃত্য, ছঃখ, পুনঃপ্রাপ্ত, অন্তঃ-  
পাতী, নভঃ-প্রদেশ, পয়ঃ-প্রবাহ, তেজঃপুঞ্জ, শ্রেয়ঃ-কল্প, মনঃ-কাল্পিত  
ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় না।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অথবা কোন বর্ণ পরে না থাকিলে, পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়। এই সকল বিসর্গকে যথাক্রমে র্-জাত ও স্-জাত বিসর্গ কহে। পুনঃ



প্রাতঃ, অন্তঃ, স্বঃ, অহঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ ও স্বকারাস্ত শব্দের সম্বোধনের বিসর্গ স্ব-জাত এবং বহিঃ, মনঃ, বয়ঃ, অতঃ, ততঃ, প্রাঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ স্-জাত বিসর্গ ।

৫৯। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গ, উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় । যথা ;—মনঃ+গত=মনোগত ; সন্তঃ+জাত=সন্তোজাত ; তেজঃ+ময়=তেজোময় ; তেজঃ+রূপ=তেজোরূপ ইত্যাদি । অন্য বর্ণ পরে হয় না । যথা ;—তপঃ+সাধন=তপঃসাধন ।

৬০। অকার পরে থাকিলে অকার ও অকারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় এবং পরবর্তী অকারের লোপ হয় । লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে (১) । যথা,—মনঃ+অভীষ্ট=মনোহীষ্ট ; বয়ঃ+অধিক=বয়োহধিক ; ততঃ=অধিক=ততোহধিক ইত্যাদি ।

৬১। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত স্ব-জাত বিসর্গ স্থানে স্ব হয় (২) । যথা—অন্তঃ+আত্মা=অন্তরাত্মা ; অন্তঃ+গত=অন্তর্গত ; প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ ; অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত । অহঃ+অহঃ=অহরহঃ ; অহঃ+নিশ=অহর্নিশ ইত্যাদি ।

৬২। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ব হয় । যথা—নিঃ+আকার=নিরাকার ; ছঃ+নাম=ছনাম ; মুহঃ+মুহঃ=মুহুমুহঃ ; আশিঃ+বাদ=আশীর্বাদ । ( ৩ ) ইত্যাদি ।

(১) বাঙ্গালা ভাষায় লুপ্ত অকারের চিহ্ন সর্বত্র দেখা যায় না ।

(২) অহন্ শব্দের ন্ স্থানে বিসর্গ হয় । রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে অহঃ পদের স্থানে অহো আদেশ হয় । যথা,—অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র । কর শব্দ পরে থাকিলে অহঃ এর বিসর্গ স্থানে স্ব হয় । যথা,—অহঃ+কর=অহস্কর ।

(৩) ধাতু-সম্বন্ধীয় র পরে থাকিলে ইকারাদি হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় । যথা,—

৬৩। র্কারের পর র্কার বা ঢ্ কারের পর ঢ্কার থাকিলে পূর্ব-স্থিত র্কার বা ঢ্ কারের লোপ হয় এবং ঋ ভিন্ন পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—নির্+রোগ=নীরোগ, চক্ষুর্+রোগ=চক্ষুরোগ ; র্কঢ্+ঢ=রুঢ্, মুঢ্+ঢ=মূঢ্ ইত্যাদি। অগ্রত্ব যথা;—দৃঢ্।

৬৪। অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত স্জাত বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা,—অতঃ+এব=অতএব (১); তপঃ+আধিক্য=তপআধিক্য ইত্যাদি।

৬৫। মনস্+ঈষা=মনীষা, পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি, বন+পতি=বনস্পতি, আ+পদ=আস্পদ, তৎ+কর=তস্কর, অটৎ+বী=অটবী, আ+চর্য্য=আশ্চর্য্য, প্রায়+চিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত, পর+অক্ষ=পরোক্ষ, হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র (ঋষি বুঝাইলে), পর+পর=পরস্পর, কপি+স্থ=কপিথ, বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি, ষট্+দশ=ষোড়শ ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

ক। উপসর্গ ও উপপদের সহিত ধাতুর নিত্য সন্ধি হয় (২)। যথা,—প্র+ঈরিত=প্রেরিত, প্রাহ্+ভাব=প্রাহর্ভাব।

আশিস্+বাদ=আশিঃ+বাদ=আশীর্+বাদ=আশীর্বাদ। শাস্ ধাতুর স্ স্থানে জ্ঞাত র্ বলিয়া উহা ধাতু সম্বন্ধীয় র।

ভোঃ পদের বিসর্গের লোপ হয়। যথা,—ভোঃ+নভোমণ্ডল=ভো নভোমণ্ডল।

(১) “ন বিসর্জনীয়-লোপে পুনঃ সন্ধিঃ” বাঙ্গালা ভাষায় কখন কখন বিসর্গান্ত পদের বিসর্গের লোপ না করিয়া, কখন বা বিসর্গের লোপ করিয়া সন্ধি করিতে দেখা যায়। বিসর্গের লোপ না করিয়া যথা,—মনোযোগ, শিরোভাগ; বিসর্গের লোপ করিয়া যথা,—মনাণ্ডন, মনাগ্নি, মনাক্কার, মনান্তর; শিরোপরি ইত্যাদি। পরন্তু মনাণ্ডন প্রভৃতি পদ অপপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য।

(২) সন্ধিনিত্যঃ সমাসেষু নিত্যো ধাতুপসর্গয়োঃ ।

স্বত্রেষপি ভবেন্নিত্যঃ প্রকৃতি-প্রত্যয়েষু চ ।

অতোহন্তর ভবেৎ সাধো সন্ধিস্ত পুরুষেচ্ছয়া ॥”

খ। প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের নিত্য সন্ধি হয়। যথা,—গম্+তব্য = গম্ভব্য ; শাম্+ত = শাস্ত ইত্যাদি।

গ। সমাস স্থলে নিত্য সন্ধি হয়। যথা,—পুরুষ + উত্তম = পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

ঘ। সন্ধি-সূত্র যথা-সম্ভব স্ত্রী-প্রত্যয়, সমাস, তদ্ধিত ও কৃদন্তে প্রযুক্ত হয়।

ঙ। বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ-কর্তার ইচ্ছানুসারে সন্ধি হয়। যেখানে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয় বা ছন্দের পণ্ডন হয়, সেখানে সন্ধি করা হয় না।

চ। সংস্কৃত শব্দেব সহিত বাঙ্গালা শব্দের সন্ধি প্রচলিত নাই। যথা,—  
গরু + আনয়ন = গর্হানয়ন এইরূপ পদ হইবে না।

ছ। বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না।  
যথা,—আমি + আসিতেছি = আম্যাসিতেছি, এইরূপ হইবে না।

ঞ। হে, অহে, অহো, লো প্রভৃতি অব্যয় শব্দের অন্ত্য স্বরের সহিত  
অন্য বর্ণের সন্ধি হয় না। যথা,—হে দৈব, অহো দৈবান ইত্যাদি।

### অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত সংহিত পদগুলির সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

অদ্যাপি, মহার্ঘ্য, অভীষ্ট স্বাদুক, পিতৃ, গণেশ, মহোন্মাদ, মহর্ষি, অবৈষ্ণব, লম্বোদর, বিপুলৈশ্ব্য, পর্যালোচনা, স্বাগত, গায়ক, পবন, ভাবুক, সচ্চরিত্র, উজ্জল, উদ্ভূত, অগচ্ছরণ, উদ্ধত, বাজ্য, তট্টীকা, ত্রিযাম্ব, উৎকৃষ্ট, দিগম্বর, পরিচ্ছদ, দিগ্ভুজ, যগ্ন, জগন্নাথ, চিন্নার, ক্ষুৎপিপাসা, নিশ্চয়, হস্তর, ভাস্কর, নিফল, অকুতোভয়, অন্ত্যামী, চতুষ্ক, দুঃখ, নীরস, রুঢ়, ভোদ্যর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি-যোজনা কর।

শর + অসন, উত্তম + ঋণ, অভি + ইষ্ + ত, গাত্র + উৎ + স্থান পরি + উষিত, উত্তম + ঔষধ, হে + অস্থিকে, গোবো + অ, ভো + ইনী, চে + অন, সঙ্কে + অক, উৎ + স্তম্ভিত, বাক্ + মনঃ, রজঃ + তমঃ, সর্বতঃ + ভাবে, স্বব্ + রাজ্য চতুঃ + আনন, সম্ + বিৎ, জ্ব + তা, স্ব + অচ্ছ, যথা + ইষ্ + ত, উৎ + শলিত, পুনঃ + রাজ্য, পুনঃ + প্রাপ্ত, পুনঃ + বার, নিদাঘ + ঋত, পরম + ঋত, আ + ঋত।

৩। সন্ধি করিবার উদ্দেশ্য কি ?

৪। সন্ধি করিলে শ্রুতি-কটু হয়, এমন কয়েকটি স্থলের উল্লেখ কর।

৫। সং + জ্ঞান, পরাক্ + মুখ সন্ধি করিলে কি কি পদ হইবে ?

৬। বশব্দ, সম্বাদ, কিস্বা, প্রিয়বদা, সম্বর্জনা পদে যদি ভুল থাকে সংশোধন কর।

৭। যশঃ+ইন্দু সন্ধি করিলে কি পদ হইবে? এবং মিলিত পদ যশেন্দু না হইবার হেতু নির্দেশ কর।

৮। বচ্+অন=বচন, অচ্+অস্ত=অজ্ঞপ্ত; যাবৎ+স্তর=যাবতীয়, তৎ+ঈয=তদীয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি হইবার হেতু নির্দেশ কর।

## গত-বিধান ।

৬৬। ঋ, র, ষ্ এই তিন বর্ণের পরস্থিত পদ মধ্য-গত ন মুর্দ্ধন্ত হয়। যথা,—ঋণ, বর্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি। পদের অন্তস্থিত হইলে হয় না। যথা,—উপকারিন্, ব্রহ্মন্, মধুর ভাষিন্ ইত্যাদি।

৬৭। ঋ, র, ষ্ এই তিন বর্ণের পর অনুস্বার, স্বরবর্ণ, কবর্ণ, পবর্ণ কিংবা য ব হ ব্যবধানে থাকিলেও পববর্ত্তী ন, মুর্দ্ধন্ত হইয়া থাকে (১)। যথা,—বৃংহণ, দর্পণ, কুষাণ ইত্যাদি।

৬৮। পূর্ব স্থত্রে লিখিত বর্ণ-বাতিরিক্ত অন্তবর্ণ ব্যবধানে থাকিলে ন, মুর্দ্ধন্ত হয় না। যথা,—অর্চনা, রচনা, রটনা, মুর্দ্ধন্ত ইত্যাদি।

৬৯। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ন, মুর্দ্ধন্ত হয় না। যথা,—করেন, ধরেন, পারেন, মারেন ইত্যাদি

৭০। পূর্বপদে ঋ, র, ষ্, ও পরপদে ন থাকিলে, প্রায়ই মুর্দ্ধন্ত হয় না। যথা,—হুর্নাম, বৃষবান, হরিনাথ, ত্রিনয়ন, বারি নিধি ইত্যাদি।

৭১। প্র, পূর্ব, পর, অপর প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অঙ্কের ন, মুর্দ্ধন্ত হয়। যথা,—প্রাহু, পূর্বাহু, পরাহু, অপরাহু ইত্যাদি।

৭২। পর, পার, রাম, চান্দ্র, নার ও উত্তর শব্দের পরস্থিত অয়ন শব্দের ন, মুর্দ্ধন্ত হয়। যথা,—পরায়ণ, পারায়ণ, রামায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, উত্তরায়ণ ইত্যাদি।

(১) সংস্কৃত-মূলক শব্দের ন, মুর্দ্ধন্ত হয়। অন্ত ভাবার শব্দে সর্বত্র গত ও বহু বিধনের কার্য হয় না—যথা—তুরান, কোরান, ফ্রান্স, জর্জনি, সাজনি ইত্যাদি।

৭৩। প্র, নিৰ্, অস্ত্র, অগ্র, শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র, খদির প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী বন, শব্দের ন, মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা,—প্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ, প্লক্ষবণ, আম্রবণ ইত্যাদি।

৭৪। প্র, পরা, পরি, নিৰ্ এই চারি উপসর্গের এবং অস্ত্র শব্দের পরস্থিত নদাদি (১) ধাতুর ন, মূৰ্দ্ধন্ত হয়। যথা ;—প্রণাম, পরিণাম, পরিণয়, প্রণোদন, প্রাণ, প্রণাশ। কিন্তু নশ্ ধাতুর শ্ পরিবর্তিত হইলে হয় না ; যথা,—প্রনষ্ট।

ক। উক্ত প্র প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত গদাদি (২) ধাতুর পরবর্তী নি উপসর্গের ন, মূৰ্দ্ধন্য হয়। যথা ;—প্রণিপাত, প্রণিধি ইত্যাদি।

খ। প্র, প্রভৃতির পরবর্তী খ্যা, ভা, ভূ, পূ, কন্, গন্, প্যায়্ ও বেপ্ ধাতুর পরস্থিত ক্ প্রত্যয়ের ন, মূৰ্দ্ধন্য হয় না। যথা—প্রথাপন ইত্যাদি।

৭৫। অগ্রণী, গ্রামণী, শূর্ণগথা ; অগ্র-হায়ণ ; বয়স্ অর্থে ত্রিহায়ণ ; রসার্থে লবণ শব্দের ন, মূৰ্দ্ধন্য হইয়া থাকে।

৭৬। দ্রাক্ষাবন, রস্তাবন, বিষপান, গিরিনদী, স্বর্ণদী, প্রভৃতি শব্দের ন বিকল্পে মূৰ্দ্ধন্য হয়।

৭৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ওকার স্থানান্তর—

আপণ, তূণী, পানি, বাণ, তুণ, গোণী.

বণিক্ কফোণি, পণ বেণু, বৌণা, ঘোণী.

কোণ, কণা, কিন, বাণী, চাণক্য, নিক্কণ,

গুণ, গণ, স্থাণ্ অণু, মাণিক্য, কঙ্কণ,

শিঙ্কণ, গণিকা, বেণী, পুণ্য, শণ, মণি,

নপুণ, কলাণ, বৃণ, চণক, বিপণি। ইত্যাদি।

(১) নদ, নম্, নশ্, হন নী, নু, শুদ, অন, হন্।

(২) গদ, পদ, পত, দা, ধা, হন্, নদ, মা, যা, বপ, বহ, শম, দি, দিহ্।

যত্ন-বিধান ।

৭৮। অ আ ভিন্ন স্বর-বর্ণ এবং ক্ ও র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত পদ-মধ্যবর্তী কৃত (১) স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয়। যথা,—জিগীষা, পরিকার, নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

৭৯। চসাং প্রত্যয়ের স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয় না। যথা,—বারিসাং, অগ্নিসাং, ধূলিসাং ইত্যাদি।

৮০। উপসর্গের ইকার বা উকারের পরস্থিত স্তা, সিধ্, সিচ্, সন্জ্, সদ্, সেব্, সহ্ প্রভৃতি ধাতুর স, মূর্দ্ধন্য য হয়। যথা;—নিষ্ঠা, অমুঠান; নিষেধ, প্রতিষেধ; নিষেক, অভিষেক; নিষঙ্গ; পরিবদ্; নিষেবিত; দুর্বিষহ ইত্যাদি। কিন্তু স্তু-বাতিরেকে, স্তু উপসর্গের পরস্থিত স্তা ধাতুর স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয় না। যথা;—স্তুত, স্তুতির।

৮১। সংজ্ঞা বুঝাইলে ইকারাদি স্বরবর্ণের পরস্থিত সেনা শব্দের স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয়। যথা;—সুষণে ইত্যাদি। সংজ্ঞা না বুঝাইলে হয় না। যথা;—কুরুসেনা, যত্নসেনা ইত্যাদি।

৮২। স্ত, বি, নিৰ্, হ্র্ উপসর্গের পরস্থিত সম শব্দের স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয়। যথা;—সুসম, বিষম ইত্যাদি।

৮৩। সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরস্থিত স্বস্ব শব্দের প্রথম স, মূর্দ্ধন্য য হয়। যথা;—মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা।

৮৪। স্ত, বি, নিৰ্, হ্র্ উপসর্গের পরস্থিত স্বপ্ ধাতুর স্থানে স্বপ আদেশ হইলে ঐ স্বপের স, মূর্দ্ধন্ত্র য হয়। যথা;—স্বপুপ্ত ইত্যাদি।

৮৫। সহ্ ধাতু স্থানে সাট্, শাস্ ধাতু স্থানে শিস্ ও বস্ ধাতু স্থানে উস আদেশ হইলে উহাদের স, মূর্দ্ধন্য য হয়। যথা,—তুরাষাট্, শিষা, উষিত।

(১) এখানে কৃত অর্থে প্রত্যয়, আগম ও আদেশ হইতে উৎপন্ন বুঝিতে হইবে।

৮৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্বকার নিপাতনে সিদ্ধ হয় । যথা,—  
ভূমিষ্ঠ, অঘষ্ঠ, অসুষ্ঠ, কুষ্ঠ, গোষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, অগ্নিষ্টোম, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি ।

৮৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির স্বকার স্বাভাবিক,—

প্রদোষ, বৃষভ, ষণ্ড, কুয়াণ্ড, আমিষ,  
ঈর্ষ্যা, বৃষ, কষ্ট, যৃগ, ভিষক্, মন্দিষ,  
সর্ষপ, ঔষধ, ভাবা, ষট্, অভিলাষ,  
ঘোষিং, অমর্ষ, মুক্, উষ্মা, নেষ, মাষ.  
হৃষাক, ষোড়শ, বাষ্ট্র, তুয়ার, পরুষ,  
উষ্ট্র, শীর্ষ, বিষ, শ্লেষ্ম, কষায়, পৌরুষ,  
কমা, ণ্যপ্ণ বেষ গ্রীষ্ম, পুষ্কর, পাষণ,  
উষা, পুষ্প, বাষ্প, ভীষ্ম, উষর, বিষাগ । ইত্যাদি ।

### অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংশোধন কর ।

দ্রুস্তি, ভংসণা, পরিমান, পাষান, আবিস্কার, শুষ্কসা, যন্ত্রনা, প্রনিপাত, সুস্থষ্ট,  
পরিবর্জন, পোদিত, শিষ্ট, সহধর্ম্মিনী, নিশাকন, নিষন্ন, গিরি তরঙ্গিনী, সম্মার্জনী,  
অদ্বৈন, পষাটণ, প্রার্থণা, চরন, অতর্কনীয়, বরনীয় ।

২। অদগন ও মর্জ্জগ্ন শব্দেব ন, মর্জ্জগ্ন গ তয় না কেন ?

৩। অমমা, নিলেব ও দিদুকা পদের স্বকার কি কি স্ত্রোত্মানে হইল ?

### নাম-প্রকরণ ।

৮৮। ধাতু ও বচন ভিন্ন, অর্থ যুক্ত বর্ণ বা বর্ণ-সমূহকে নাম (১)  
শব্দ বা পাতি বিন্যাস কহে ।

৮৯। ক্রিয় বচনকে ধাতু কহে ।

(১) যে নামের শব্দ স্বাধ মুখ্যার্থ প্রতাপদন জন্ত প্রথমাদি বিভক্তির অপেক্ষা  
করে, তাহাকে নাম প্রকরণ শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা ।

২০। নাম ও ধাতুকে প্রকৃতি কহে ।

২১। প্রকৃতির উত্তর বাহা হয়, তাহাকে প্রত্যয় কহে । প্রত্যয় পাঁচ প্রকার । যথা,—বিভক্তি, জ্ঞা, তদ্ধিত, ধাত্ববয়ব ও কৃৎ ।

২২। নামের উত্তর কে, দ্বারা, হইতে প্রভৃতি এবং ধাতুর উত্তর ইতোচ্ছ, ইতেচ্ছ, ইতেছে প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে বিভক্তি কহে ।

২৩। জ্ঞোলিঙ্গে নামের উত্তর আপ্, ঙ্গিপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে জ্ঞী প্রত্যয় বলে ।

২৪। ধাতুর উত্তর সন্, যঙ্ প্রভৃতি এবং নামের উত্তর কাঙ্ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে ।

২৫। ধাতুর উত্তর ণিন্ ভিন্ন বাচো তব্য, অনীয় প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে কৃৎ কহে ।

২৬। শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে কি, ফ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত বলে ।

২৭। প্রকৃতি বিভক্তি যুক্ত হইলে তাহাকে পদ কহে ।

২৮। পদ (১) প্রধানতঃ দ্বিবিধ ; যথা—নামপদ ও ক্রিয়াপদ । বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয় নাম-পদের অন্তর্ভুক্ত ।

(১) “সুপ্তিঙস্ত” পদমিতি ক্রমদীপকঃ ।”

কহে বলেন পদ ত্রিবিধ । যথা—বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া । সর্বনামের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ্য-রূপে, কতকগুলি বা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অব্যয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ্যবৎ এবং কতকগুলি বিশেষণবৎ ।

প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের মতে পদ চতুর্বিধ । যথা ;—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত । তন্মধ্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অধিকাংশ অব্যয় নাম-পদের অন্তর্গত ; অবশিষ্ট অব্যয়ের মধ্যে প্র-আদি বিংশতিটি উপসর্গ আর হে, ও, এবং, না, কেন, বটে প্রভৃতি অব্যয় নিপাত-সংজ্ঞক । বিভক্তি-যুক্ত ধাতুকে আখ্যাত বা ক্রিয়াপদ কহে ।



## বিশেষ্য ( Noun )।

৯৯। শ্বেত, কৃষ্ণ ; মৃদু, তীক্ষ্ণ ; হৃদয়, স্থূল ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যাহাকে বিশেষ করা যায়, তাহাকে বিশেষ্য কহে।

গো, মনুষ্য, পক্ষী, পতঙ্গ ; রাম, গঙ্গা, অগ্নি, বায়ু ; গুরুতা, কোমলতা, গুরুত্ব, কাঠিন্য ও নিক্ষেপ, আকর্ষণ, গতি, পাঠ ইত্যাদি পদগুলি বিশেষ্য।

পদার্থ বা বস্তু মাত্রেরই এক একটি নাম আছে, সেই নামকেই বিশেষ্য কহে। দেশ-ভেদে এই নামের বিভিন্নতা ঘটিলেও পদার্থ একই থাকে।

যেমন ‘গো’ একটি পদার্থের নাম, দেশ-ভেদে উহা অন্ত নামে অভিহিত হইলেও উহা সেই একই পদার্থ। শ্বেতাদি শব্দ দ্বারা উহাকে উহার স্বজাতীয় হইতে পৃথক্ করা যায়, অতএব ‘গো’ শব্দ ( ১ ) বিশেষ্য।

১০০। নীল, লোহিতাদি বর্ণ-বাচক পদ কখনও বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণ হয়। যখন বর্ণ-মাত্রের বোধক হয়, তখন বিশেষ্য এবং যখন গুণ-বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন বিশেষণ। যথা,—“নীল, পীত ও লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ” এস্থলে নীলাদি পদ বিশেষ্য “শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরিধান করিতেন” এস্থলে পীত পদ বিশেষণ।

১০১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি কতকগুলি জাতিবাচক শব্দ কখন বিশেষ্য, কখনও বা বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—“ব্রাহ্মণ হিন্দু

(১) শব্দ চতুর্বিধ ; যথা ;—রূঢ়, যৌগিক, যোগরূঢ় ও লক্ষক ( বাচ্যপ্রকরণ দ্রষ্টব্য ) রূঢ় শব্দ আবার জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়া-ভেদে চারি প্রকার। চাতুর্বিধ্যমেব রূঢ়ানাংমিতি যদুক্তং দণ্ডাচার্য্যঃ ;—

“সংস্কৃত্যেব প্রত্যয়ন্তে জাতি-দ্রব্য-গুণ ক্রিয়াঃ।

চাতুর্বিধ্যাদমীষাস্ত শব্দ উক্তচতুর্বিধঃ ॥”

“গোঃ গুরুশ্চলো ডিথ্বইতি চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ।”

গো শব্দে গোত্বাদি জাতি, গুরু শব্দে গুরুত্বাদি গুণ, চল শব্দে চলনাদি ক্রিয়া এবং ডিথ্ব শব্দে ডিথ্বাদি দ্রব্য লক্ষিত হইতেছে। দ্রব্য অর্থে ব্যক্তি বা সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে।

সমাজের শিক্ষক” এহলে ব্রাহ্মণ বিশেষ্য এবং “পরশুরাম, ব্রাহ্মণ হইয়া ও ক্ষত্রিয়াচারী ছিলেন” এহলে ব্রাহ্মণ পদ বিশেষণ ।

১০০ । এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সংখ্যামাত্রের বোধক হয়, তখন বিশেষ্য এবং যখন কোন পদের সংখ্যা-বোধক হয় তখন বিশেষণ । যথা,—“এক আর একে দুই হয়” এহলে ‘দুই’ সংখ্যা-বাচক বিশেষ্য এবং “দুই জনে আসিতেছে” এহলে ‘দুই’ সংখ্যা-বাচক বিশেষণ ।

বিশেষ্যের লিঙ্গ, পুরুষ ( ১ ), বচন ও বিভক্তি ( ২ ) আছে ।

### লিঙ্গ ( ৩ ) ( Gender ) ।

১০৩ । লিঙ্গ তিন প্রকার । যথা,—পুংলিঙ্গ, ক্লীব-লিঙ্গ ও স্ত্রী-লিঙ্গ ।

বাঙ্গালা ভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে, আকারগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না । সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত শব্দ মাত্রকেই পুংলিঙ্গ বলা হয় ।

রাজা, পুত্র, বালক ইত্যাদি শব্দ পুংলিঙ্গ ।

দধি, মধু, জল, ফল, বন, গমন, শয়ন ইত্যাদি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ।

রাক্তী কন্যা, বালিকা ইত্যাদি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ।

(১) বিশেষ্য মাত্রেরই প্রথম পুরুষ । কেবল সর্বনামের পুরুষ-ভেদ হইয়া থাকে ।

(২) অর্থ-বিশেষে ও শব্দ-বিশেষ-যোগে বিভক্তি-বৃত্ত যে সকল বিশেষ্য পদ, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ক্রিয়ার সহিত তাহাদের অঙ্গর থাকে না; সুতরাং ঐ সকল বিশেষ্য, কারক নহে । সেই জন্য এহলে অগ্ৰাণ্য ব্যাকরণ লেখকের স্থায় “কারক” না লিখিয়া “বিভক্তি” লিখিত হইল ।

(৩) পদ-সংস্কারের জগৎ প্রযোজ্য চিহ্ন বা সংকেত-বিশেষের নাম লিঙ্গ ( এই সংজ্ঞাটি পারিভাষিক ) ।

“স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা । শব্দ-সংস্কার-সিদ্ধার্থঃ ভাষয়া নাম ভিদ্ভাতে । স্ত্রীলিঙ্গং পুংলিঙ্গং নপুংসকলিঙ্গমিতি ত্রিধা ভিদ্ভাতে । তত্র স্ত্রীলিঙ্গস্তাদিকং ন স্ত্রীত্বাদিবাচকং তটপুটতটমিত্যাদৌ প্রকৃতার্থস্ত তটাদেঃ স্ত্রীত্বাদিব্যুৎপত্তাবয়োগতাপত্তেঃ পরন্তু স্ত্রীলিঙ্গত্বাদিনা পরিভাষিতত্বমাত্রম্ । পরিভাষায়াঃ প্রযোজনকঞ্চৈহ পদ-সংস্কারঃ ।

শব্দশক্তি প্রকাশিকা ।

অনেকে বলেন,—যে সকল শব্দ পুরুষ জাতির বোধক, তাহারা পুংলিঙ্গ এবং যে সকল শব্দ স্ত্রী-জাতির বোধক তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পুরুষ বা স্ত্রীজাতির বোধক না হইলেও বৃক্ষ, চন্দ্র প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ বা লতা, জ্যোৎস্না প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । ফলতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানানুসারে শব্দের লিঙ্গ-নির্দেশ হয়, অর্থানুসারে হয় না ।

### স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ ।

১০৪ । ভূমি, বিদ্যা, সরিৎ ( ১ ), লতা, বনিতা ( ২ ) ইত্যাদির বাচক শব্দ প্রাচীণ স্ত্রীলিঙ্গ । যথা,—মৃত্তিকা, সোদামিনী, নিমগ্না, বল্লী, ঘোষিৎ ইত্যাদি ।

১০৫ । ক্রি, তা, অ, ও, অনি, অন, উ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । যথা ;—শক্তি, শুক্রতা, প্রশংসা, চিন্তা, ধারণ, ধারণা, চমু ইত্যাদি ।

১০৬ । প্রায় সমুদয় আকারান্ত শব্দ ( ৩ ) স্ত্রীলিঙ্গ । যথা ;—মেধা কল্যা, দংশ, গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি ।

১০৭ । বিংশতি অবধি নব-নবতি পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ।

১০৮ । অগ্রাণী, সেনানী, সূণী প্রভৃতি ভিন্ন ঙ্গীকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । যথা ;—লক্ষ্মী, কাশী, আমলকী, মালতী ।

১০৯ । ক্রিপ্ ( ৬৩৯ ) প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বিশেষ্য শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । যথা ;—বিপদ, প্রতিপদ, ক্ষুদ্র, ত্বব, ধুব ( ৪ ) শ্রী, হ্রী, ধী, ভী, ঃ ইত্যাদি ।

(১) “ভূমি বিদ্যা সরিৎ লতা-বনিতাভিধানানি ।”

(২) সংস্কৃত হইলেও বাদঃ শব্দ ক্রাবলিঙ্গ এবং বনিতা-বাচক হইলেও দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও কলত্র শব্দ ক্রাবলিঙ্গ ।

(৩) বাগ, বিষণা-প্রভৃতি ভিন্ন ।

(৪) ক্ষুদ্র, ত্বব, ধুব প্রভৃতি কতিপয় ক্রিবন্ত শব্দ আকারান্তও হয় ।

## স্ত্রী-প্রত্যয়ে ।

১১০। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের উত্তর আপ্ হয়। প্ ইৎ ( ১ ) যায়। যথা,—রুশ—রুশা; অন্ধ—অন্ধা; সরল—সরলা; প্রথম—প্রথমা; দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া ইত্যাদি।

১১১। আপ্ প্রত্যয় করিলে অক-ভাগান্ত শব্দের ককারের পূর্ব-বর্ত্তী অ স্থানে ই ( ২ ) হয়। যথা—নামক—নামিকা; পাচক—পাচিকা; বালক—বালিকা ইত্যাদি।

১১২। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ ( ৩ ) হয়। প্ ইৎ যায়। ঈপ্ হইলে শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়। যথা,—সংহ—সিংহী, মৃগ—মৃগী, শৃগাল—শৃগালী ইত্যাদি।

গো শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গবীও হয়।

১১৩। ঈপ্ হইলে মৎস্য ও মনুষ্য শব্দের যকারের লোপ হয়। যথা;—মৎস্য—মৎসী, মনুষ্য—মনুষী ইত্যাদি।

১১৪। মাতৃ, স্বস্থ, যাতৃ, ননদ্ বা ননান্দ ও ভূত ভিন্ন স্ত্রীলিঙ্গ ঋকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা;—দাতৃ—দাত্রী, কর্তৃ—কর্ত্রী ইত্যাদি।

১১৫। ইন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয়। যথা.—গুণন্—গুণিনা, তপস্বিন্—তপস্বিনী ইত্যাদি।

(১) উৎ-পূর্ব্ব প্রভৃতি কোন কাষ্যের নিমিত্ত। য বর্ণ ইচ্ছারিত হয়, অথচ কার্য্য-কালে থাকে না। তাহার নাম ইৎ। এতদ্বারা ভাষায় এতলে প্কার ইতের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল প্রচলিত নিয়মানুবোধে লিখিত হইল।

(২) অইকা, উপত্যকা, অধিতাকা, অলকা, কঙ্ককা প্রভৃতির হয় না।

(৩) অজ প্রভৃতির হয় না। যথা;—অজা, পৌকিলা, চটকা, অখা, দ্বিজা, যড়বা, মক্ষিকা, পিপীলিকা, বলাকা, পত্তিকা, মৃষিকা, শূত্রা ( তজ্জাতীয়া স্ত্রী ), শূত্রী ( শূত্র-ভাষা ) ইত্যাদি। সমাসে মহৎ শব্দের পরবর্ত্তী শূত্র শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা;—মহাশূত্রী।

১১৬। অনুভাগান্ত শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ ( ১ ) হয় । ঙ্গিপ্ পরে, উপধা ( ২ ) অকারের লোপ হয় । যথা,—রাজন্—রাজ্ঞী, সীতানামন্—সীতানাম্নী ইত্যাদি ।

১১৭। বন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় ( ৩ ) । ব স্থানে উ হয় । যথা,—বন্—বুন্ ( ৪ ) ইত্যাদি ।

১১৮। যে সকল প্রত্যয়ের ট্, ষ্, ঞ বা উ ইং যায়, সেই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ (৫) এবং নদাদি (৬) শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় । ট্ ইং যথা,—ঈদৃশ—ঈদৃশী, জলচর—জলচরী, হিরণ্ময়—হিরণ্ময়ী, পঞ্চম—পঞ্চমী, ষষ্ঠ—ষষ্ঠী । ষ্ ইং ( ৭ ) যথা—বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী, নর্তক—নর্তকী, রজক—রজকী । ঞ ইং যথা,—সং—সংগী, ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতী । উ ইং যথা,—শ্রীমৎ—শ্রীমতী, বিজ্ঞাবৎ—বিজ্ঞাবতী, গরীয়স্—গরীয়সী,

(১) বভ্রাঃ সমাস স্থিত গন্ ও অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না । যথা ;—অনন্তকন্মা, মহাবিশ্বঃ ইত্যাদি । সংখ্যাবচিক অনুভাগান্ত শব্দের উত্তর ঙ্গী-প্রত্যয় হয় না । যথা ;—পঞ্চকন্মা ইত্যাদি ।

(২) অস্ত্যবর্ণের পূর্ববর্ণকে উপধা বা উপান্ত্য বর্ণ কহে ।

(৩) যজ্ঞন্ প্রভৃতিব উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না । মন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর ডাপ্ হয় । ড ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে অস্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় । যথা ;—সীমন্+ডাপ্=সীমা ।

(৪) মঘবন্+ঙ্গিপ্=মঘোনি, মঘবত্ । য়ান্+ঙ্গিপ্=য়নী, যুবতা (ইচ্ছাস্থ যুবতি পদও হয়), ধাবন্+ঙ্গিপ্=ধাববী ; গোদাবন্+ঙ্গিপ্=গোদাববী ; বিভাবন্+ঙ্গিপ্=বিভাববী ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ ।

(৫) শিক্ষক মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রকার প্রত্যয়ান্ত শব্দের কতকগুলি উদাহরণ দিয়া ছাত্রগণকে মৌখিক উপদেশদ্বারা যথাসম্ভব বুঝাইয়া দিবেন । ইং কাণ্য কৃৎ-তদ্ধিতে দ্রষ্টব্য ।

(৬) নদ, দেব, চর, চৌর, গৌর, কন্দর, তরুণ, কপল, বদর, আমলক, সূচ, হরীতক, বিভীতক, নট, মণ্ডল ইত্যাদি ।

শোণ, কণণ, কলাণ, পুরাণ, কমল, নিকট, উদার, চণ্ড, ঈশ্বর, সাধারণ, বিনষ্টক, সহায়, বিশাল প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ও ঙ্গিপ্ উভয়ই হয় ।

(৭) যে সকল শব্দের উপান্ত্যে য থাকে, তাহাদের উত্তর প্রায়ই ঙ্গিপ্ হয় না । যথা,—কোশল্যা, শৈব্যা ইত্যাদি ।

বিদ্বস্—বিদ্বসী ( ১ ) । নদাদি যথা,—নদ—নদী, দেব—দেবী, গৌর—গৌরী, নট—নটী, মণ্ডল—মণ্ডলী ইত্যাদি ।

১১৯ । অচ্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয় । যথা,—প্রাচ্—প্রাচী, অবাচ্—অবাচী । প্রত্যচ্—প্রতীচী, উদচ্—উদীচী পদ নিপাতন-সিদ্ধ ।

১২০ । জায়া অর্থে ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভব, সর্ব, মৃড়, ইন্দ্র, বরুণ শব্দের উত্তর আনী হয় । ব্রহ্মন্ শব্দের ন্-কারের লোপ হয় । যথা,—ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ভবাণী, ইন্দ্রাণী, বরুণাণী ইত্যাদি ।

১২১ । জায়া অর্থে ব্রাহ্মণাদি-জাতি-বাচক শব্দের উত্তর ঈপ্ (২) হয় । যথা,—ব্রাহ্মণী, গোপী, চণ্ডালী, যবনী ইত্যাদি । কিন্তু বৈশ্য শব্দের উত্তর আপ্ হয় । যথা,—বৈশ্য —বৈশ্যী ।

১২২ । জায়া অর্থে মাতুল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মাতুলানী (৩) হয় ।

১ ৩ । উপাধ্যায়, আচার্য্য, ক্ষত্রিয় ও সূর্য্য শব্দের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয় করিলে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদ হয় । যথা—

উপাধ্যায়——উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী ( উপাধ্যায়-স্ত্রী ) ;

উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ী ( স্বয়ং অব্যাপিকা ) ।

আচার্য্য——আচার্য্যানী ( ৪ ) ( আচার্য্য স্ত্রী ) ;

আচার্য্যা ( স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী ) ।

ক্ষত্রিয়-——ক্ষত্রিয়ানী, ক্ষত্রিয়া ( ক্ষত্রিয় জাতীয়া ) ;

ক্ষত্রিয়ী ( ক্ষত্রিয়-পত্নী ) ।

সূর্য্য——সূর্যা ( দেবতা স্ত্রী ) ; সুরী ( মানবী স্ত্রী—কুন্তী ) ।

(১) বস্ ভাগান্ত শব্দেব, ব স্থানে উ হয় ।

(২) যে সকল জাতিবাচক শব্দের অন্তে পালক শব্দ থাকে, তাহাদের উত্তর ঈপ্ হয় না । যথা :—গোপালিকা ইত্যাদি ।

(৩) মাতুলী ও মাতুল পদও হয় ।

(৪) আচার্য্যানী পদের ন মুর্জ্জ হয় না ।

১২৪। বহুব্রীহি সমাস হইলে পদ ও দন্ত স্থানে যে পদ<sup>১</sup> ও দৎ আদেশ হয়, তাহার উত্তর ঙ্গিপ্ হয়। যথা,—ত্রিপদ—ত্রিপদী, চতুপদ—চতুপদী। সূদৎ—সূদতী শুভদৎ—শুভদতী ইত্যাদি।

১২৫। বহুব্রীহি সমাসে সংজ্ঞা বুঝাইলে নথ ও মুখ শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না। যথা,—শূর্ণগথা, গোরমুখা ইত্যাদি। সংজ্ঞা না বুঝাইলে তাত্ত্বনথী ইত্যাদি।

১২৬। বহুব্রীহি সমাস হইলে যে সকল স্বাক্ষ-বাচক (১) শব্দের উপধা স্থানে সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহাদের ও ভূজ শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না। যথা ;—চাক নেত্রা, নোল-জিহ্বা ; চঃ ভূজা ইত্যাদি।

১২৭। বহুব্রীহি সমাস হইলে সহ, নঞ ও বিভূমান শব্দ পূর্বে থাকিলে, অবয়ব বোধ্যক শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না। যথা,—সকেশা, অকেশা ইত্যাদি।

১২৮। ইকারান্ত শব্দের উত্তর স্থানিল্পে বিকল্পে ঙ্গিপ্ (২) হয়। যথা ;—শ্রেণি, শ্রেণী ; অবন, অবনী ; সৃচি, সৃচী ; ভূমি, ভূমী ; বেদি, বেদী ; রাজি, রাজা ইত্যাদি।

সখি শব্দের উত্তর নিতা ঙ্গিপ্ হয়। যথা ;—সখি—সখী।

(১) বহুব্রীহি সমাস হইলে গজ, কণ্ঠ, জজ্বা, শৃঙ্গ, কর্ণ, দন্ত ওষ্ঠ, পুচ্ছ, মুখ, কেশ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঙ্গিপ্ হয়। যথা ;—কুশাঙ্গী, কুশাঙ্গী ; কোকিল-কণ্ঠা, কোকিল-কণ্ঠা ; বিঘোত, বিঘোতী ; স্রুগুণা, স্রুগুণা ; স্রুগুণা, স্রুগুণা ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস হইলে যে সকল অবয়বাক শব্দ দুয়ের অধিক স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না। যথা ;—চন্দ্রবন্দন, চাকদশনা ইত্যাদি। নাসিকা ও উদর শব্দের উত্তর বিকল্পে হয়। যথা ;—কুশোদরা, কুশোদরী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাস হইলে উৎস শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয়। ঙ্গিপ্ পরে উৎস স্থানে উৎস হয়। উপাত্ত্য স্বকারের লোপ হয়। যথা ;—উৎস্রা, উৎস্রা।

(২) মতি বুদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি ক্রি প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঙ্গিপ্ হয় না। অগ্নি শব্দের স্থানিল্পে অগ্নাঘী এবং মনু শব্দের স্থানিল্পে মনায়ী ও মনাবী পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

১২৯। গুণ-বাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর বিকল্পে ঙ্গপ্ হয়।  
যথা ;—সাধু,—সাধবা, সাধু ; গুরু—গুরুবা, গুরু ; তনু—তনুবা, তনু  
ইত্যাদি। সংযোগোপাস্ত উকারান্ত গুণবাচক শব্দের উত্তর ঙ্গপ্ হয়  
না। যথা ;—পাণ্ডু, বন্ধু, মঞ্জু প্রভৃতি।

১৩০। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কিঞ্চিং রূপান্তর হয়।  
যথা ;—শুশুর—শুশুরা ; নৃ বা নর—নারী ইত্যাদি।

১৩১। কতকগুলি শব্দের অর্থ-ভেদে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর হয়।  
যথা ;—অরণ্য অরণ্যানী (বৃহদারণ্য)।

হিম হিমানী (১) (হিম-সংহতি)।

(ক) কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ একরূপ আছে, যে, তাহাদের উত্তর কোন  
প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা যায় না। একরূপ শব্দের স্ত্রীবোধক শব্দ  
প্রস্তুত করিতে হইলে ভিন্ন শব্দ দ্বারা বা অত্র শব্দ যোগে সাধিত হয়।  
যথা,—পুরুষ—স্ত্রী ; ঋষি—ঋষি-পত্নী, ভ্রাতা—ভ্রাতৃ জায়া, হরি—  
হরি-প্রিয়া ইত্যাদি।

১৩২। পদ্ম + বৎ + ঙ্গপ্—পদ্মাবতী ; অমর + বৎ + ঙ্গপ্—  
অমরাবতী ; সমান পতি যাহার সে মপত্নী : ঐরূপ পঞ্চ-পত্নী, বীর পত্নী,  
এক-পত্নী, পতিবত্তা, অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি পদ নিপাতন-সঙ্গ।

১৩৩। বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যথা ;—সুশীল  
লক্ষণ, আৰ্য্য জ্ঞানকী, সুরস ফল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ-  
কর্তার ইচ্ছানুসারে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্দেশ হয়। যথা ;—  
“সীতা একান্ত-মুগ্ধ প্রভাবা ও নিতান্ত সরল-হৃদয়া ; লক্ষণের এই  
তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং গঙ্গাপার হটবার নিমিত্ত  
নিতান্ত উৎসুক হইয়া লক্ষণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে

(১) ঐরূপ ঘবন—ঘবনানী (ঘবন—লিপি), যব—যবানী (দুই যব) ইত্যাদি।



কহিতে লাগিলেন।” এতলে সঙ্কট ও উৎসুক স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণ হইলেও পুংলিঙ্গ-বৎ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সম্বোধন-স্থলে এ নিয়মের প্রায়ই অন্তথাভাব দেখা যায় না। যথা; হে গঙ্গে; হে যুনে; হা দেবি বসুন্ধরে; হা কুল-গুরো বশিষ্ঠ ইত্যাদি।

(ক) সংস্কৃত ভাষায় কলত্র শব্দ ক্রীবলিঙ্গ ও দার শব্দ পুংলিঙ্গ মধ্যে গণিত হয়, এই দুই শব্দ স্ত্রী-বোধক হইলেও, উহাদের বিশেষণে কোন প্রকার স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয় না।

(খ) বাঙ্গালা ভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্রীবলিঙ্গের বিশেষণের রূপ-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন সংস্কৃতজ লেখক অমৃত-নিশ্রুতি বাকা, পানোপযোগি জল, মহৎ বন লিখিয়াছেন; এইরূপ প্রয়োগও বিরল।

### বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়।

(১) পীলিঙ্গ বুঝাইতে কতিপয় জাতিবাচক শব্দের উত্তর তজ্জাতীয়া স্ত্রী অর্থে নী প্রত্যয় হয়। যথা,—কল—কলনী, ধোপা—ধোপানী, জেলে—জেলেনী, কামার—কামারণী, কুমার—কুমারী, চাডি—চাডিনী ইত্যাদি।

ক। কতিপয় জাতি বাচক শব্দের উত্তর উনী প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। যথা,—সাপ—সাপিনী, বাঘ—বাঘিনী, চাতক—চাতকিনী, পাগল—পাগলিনী, ইত্যাদি।

(২)। সংস্কৃত বাক্যবান্ধবে অশুদ্ধ নিম্নলিখিত স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রায়শঃ পদ্যে প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—মাতঙ্গিনী, ভূতঙ্গিনী, কুবঙ্গিনী, গৃধ্রিনী, চাতকিনী, গ্রামাঙ্গিনী, তুকেশিনী, তেমাঙ্গিনী, শূদ্রাঙ্গী, অধিনী, ইত্যাদি।

(৩)। কতিপয় জাতিবাচক শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। যথা,—পাঁঠা—পাঁঠী, ভেড়া—ভেড়ী, ঘোড়া—ঘোড়ী ইত্যাদি।

(৪) কতিপয় সম্পর্ক-বাচক শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে ঈ প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্যস্বরের লোপ হয়। যথা;—কাকা—কাকী, খুড়া—খুড়ী, মামা—মামী ইত্যাদি।

(৫) কতকগুলি নিপাতন-সিদ্ধ। যথা,—বাপ—মা, স্বশুর—স্বশুড়ী, নন্দাই—নন্দ, পিসে—পিসী, হাকুরদাদা—হাকুর মা, মেনো—মাসী, জ্যেঠা—জ্যেঠী বা জ্যেঠাই, আজা—আজী বা আজী ইত্যাদি।

(৬) অবস্থা বা বয়োহুসারে কতকগুলি শব্দের নিপাতনে নিম্নলিখিত রূপ হয়।

যথা,—বুড়া—বুড়ী, বর—বো, বর—কনে, ছেলে—মেয়ে, মন্দা—মাদী, বেটা—বেটী, দাদা—দিদি ইত্যাদি।

(৭) জীবাত্মক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।  
যথা,—মানুষ—মেয়ে মানুষ, হাঁস—মাদোহাঁস, গয়লা—গয়লা-বো, হাড়ি—হাড়ি-বো ইত্যাদি।

## অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী।

১। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত কর।  
কৃষ্ণ, সায়ন্তনী, পরিচারিকা, জননী, পারদর্শী, যুবরাজ, প্রাভাতিক, শ্রেয়নী, শুভকরী, ধীমান, করিগী, জ্যোত, বরণানী, কৃশাঙ্গী, মাদৃশী, কনীয়সী, স্বামিনী, বিধাতা, গুণী, সখা, শ্রুয়া, পরাঙ্গুপ, বলা, তেজাধিনী।

২। স্বাভাবিক স্ত্রীলিঙ্গ কাকাকে কহে? ইহার দশটি উদাহরণ দাও।

৩। শব্দের উত্তর “স্ত্রীলিঙ্গ ঈপ্” এবং “জায়া অথে ঈপ্” বলিবার তাৎপর্য কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

## পুরুষ (১) ( Person )।

১৩৪। পুরুষ তিন প্রকার। যথা,—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ ( ২ )। উত্তম পুরুষ ( First person ) যেমন,—আমি, আমরা ইত্যাদি; মধ্যম পুরুষ ( Second person ) যেমন,—তুমি, তোমরা ইত্যাদি এবং তদাভিন্ন ব্যবহারীয় শব্দ প্রথম পুরুষ। Third person ) বুঝায়। যেমন—তিনি, তাঁহারা; আপনি, আপনারা; মনুষ্য, মনুষ্যেরা ইত্যাদি।

## বিভক্তি ( Termination )।

১৩৫। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা,—শব্দ-বিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি।

(১) কোন কোন বৈয়াকরণের মতে—

“কারকের আশ্রয়ে পুরুষ কহে।”

‘যে সঙ্কল পদে কারক আছে তাহাদের নাম পুরুষ।’

(২) বক্তা উত্তম পুরুষ, যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, তিনি মধ্যম পুরুষ এবং যাহার উদ্দেশ্য বা যাহার বিষয় বলা হয়, তাহা প্রথম পুরুষ।

১৩৬। নামের উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে শব্দ বিভক্তি (১) কহে। শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা,—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমা, ষষ্ঠী, ও সপ্তমা বিভক্তি।

## বচন (২) ( Number )।

১৩৭। প্রত্যেক বিভক্তির দুই বচন আছে। যথা,—এক বচন ও বহুবচন। এক বচনে একটি বস্তুর আর বহুবচনে একাধিক বস্তুর বোধ হয় (৩)।

এক বচনের বিভক্তির স্থিরতা নাই। অনেক স্থলে অর্থ বুঝিয়া বিভক্তি-নির্ণয় করিতে হয়। শব্দের উত্তর ‘দিগ’ শব্দের যোগ করিয়া তাহাতে একবচনের বিভক্তি সংযোজিত করিলেই প্রথমা-ভিন্ন বিভক্তির বহুবচনের রূপ সার্থিত হয়।

প্রথমার এক বচনে বিভক্তির প্রায়ই কোন চিহ্ন থাকে না। বহুবচনে শব্দের উত্তর রা বিভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু নির্জীব পদার্থের উত্তর বহুবচনে রা বিভক্তি হয় না। সঙ্গ, সমূহ, রাশি, গুলি, চর, নিচয়, সমুদয়, জাত প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বহুবচন সূচিত হয়। যথা—নদী সকল, মেঘ-সমূহ, জল-রাশি, নক্ষত্রগুলি, পুষ্প-চয়, কমল-নিচয়, বৃক্ষ-সমুদয়, জবা-জাত ইত্যাদি।

(১) ইহা দ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ হয়।

(২) কোন কোন বৈয়াকরণের মতে —

“যাহা সংখ্যা-মাত্রের বোধক তাহাকে বচন কহে।”

একত্ব ও বহুত্ব-বোধক শাস্ত্রিক বচন কহে।

(৩) দুই জন, শত উপাসক ইত্যাদি স্থলে জন ও উপাসক পদে বহুবোধক প্রযুক্ত না থাকিলেও অর্থতঃ উহারা বহুবচন।

দ্বন্দ্ব, মিথুন, দম্পতি, দল, সম্প্রদায়, শ্রেণী প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের এক বচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

জাতি অর্থে শব্দের উত্তর বহুবচনের বিভক্তি প্রযুক্ত হয় না। যথা ;  
—তিনি কুসুম চয়ন করিতেছেন, মৎস্যের গাত্রে শব্দ আছে, পশুর গাত্রে  
গোম আছে, বানর বৃক্ষে আরোহণ করে, ইত্যাদি স্থলে—কুসুম সকল,  
মৎস্য সকলের, পশুদিগের, বানরেরা, বলিবার আবশ্যকতা হয় না।

## শব্দ-বিভক্তির মূল।

১। আদিম বাঙ্গালা-ভাষায় স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয়ান্ত পদের বহুল ব্যবহার দেখিতে  
পাওয়া যায়। যথা,—ভীষ্মক, শিখণ্ডীক, পাদপক, দূতক ইত্যাদি।

২। এই স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় প্রথমা-দ্বিতীয়া বিভক্তি-নির্বিশেষে ব্যবহৃত হওয়ার,  
অর্থ-বোধ দুর্বল হয়। যথা,—

“ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে।” কবীন্দ্র।

“শিখণ্ডীক দেগিয়া পাঠবা অমৃতাপ ;”

৩। কালক্রমে কর্তৃ-কর্তৃ-কারকে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য কর্ণে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত  
হইতে থাকে। এই ‘এ’ বিভক্ত্যন্ত কর্ণকাতক বর্তমান বাঙ্গালায় অনেক দেখিতে  
পাওয়া যায়। যথা,—“তীনুসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিত।” নরোত্তম-বিলাস।

৪। স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয়ান্ত পদে ‘দ্বিতীয়া-জ্ঞাপক ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হইয়াই যে,  
অধুনা ‘কে’ বিভক্তি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমত হয়।

৫। প্রথমার বহুবচন-বোধক ‘আদি’ শব্দের উত্তর স্বার্থে ‘ক’ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া  
‘আদিক’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এই ‘আদিক’ শব্দই সহস্রতঃ কালে ‘দিগ’ শব্দে পরিণত  
হইয়া থাকিবে। যথা,—“রামচন্দ্রাদিক বৈছে গেল বন্দাবনে। নরোত্তম বিলাস।

৬। ‘দ্বাবা’ এই সংস্কৃত বিভক্ত্যান্ত শব্দ হইতে তৃতীয়া বিভক্তি-বোধক ‘দিয়া’  
বিভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

অন্য শব্দের সহিত কর্তৃ-শব্দের বহুত্রীহি সমাসে ক-কারের আগমে ‘অন্য কর্তৃক’ পদ  
হয়। এইরূপ শব্দের কর্তৃক অংশ কিরূপে তৃতীয়া-বিভক্তির সূচক হইল, তাহা  
ভাষাতত্ত্বানুসংক্রান্ত-গণের চিন্তনীয়।

৭। ‘হইতে’ এই প্রাকৃত বিভক্তি ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া ‘হইতে’ বিভক্তিতে পরি-  
ণত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

৮। ‘কেরন’ শব্দের অপভ্রংশে কালে ‘এর’ বা ‘র’ বর্ণী বিভক্তির সূচক হইয়া  
উঠিয়াছে। যথা,—“ক্ষত্রজাতিকেরক ঘোষ লঙ্কাভাঙ।” তুলসী দাস।

৯। সংস্কৃত ‘তে’ প্রত্যয়ের উত্তর আধারার্থে ‘এ’ সংযুক্ত হইয়া কালে সপ্তমী  
বিভক্তি-সূচক ‘তে’ বিভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদাহরণগুলি গৃহীত।

## শব্দ-বিভক্তি ।

	এক বচন	বহুবচন
প্রথমা	অ ( ১ )	রা
দ্বিতীয়া	কে	দিগ ( ২ ) কে
তৃতীয়া	দ্বারা	
চতুর্থী	কে	
পঞ্চমী	হইতে	
ষষ্ঠী	র	
সপ্তমী	এ, য, তে	

( ১ ) এক বচনের বিভক্তির চিহ্ন এককপনহে। কোন কোন স্থানে প্রথমার একবচনে—তে এ, য, কে প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘অপূর্ণ রচিত লক্ষ্য দ্রুপদ নুপেতে, লোকে বলে, ঘোড়াঘ ঘাস খায়, রানকে বনে গমন করিতে হইয়াছিল ইত্যাদি। দ্বিতীয়ার এক বচনে—বে, য, এ প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘রামেরে কতিও, তোমায় বলিব, তন চনে মারিলে নাহিক কোন পাপ ইত্যাদি।

তৃতীয়ার একবচনে—এ, য, দিয়া কথি। তে প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘পাদ্য দ্রব্য দস্তে পিষ্টে হয়, নৌকায় আনীত হইল, পথ দিয়া যাউতেছে, কলসী করিয়া জল তুলিতেছে, কালিদাস জ্ঞাতিতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। “কর্তৃক” শব্দও তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন-রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, কিন্তু ইহা অনেকের অনুমোদনীষনহে।

চতুর্থীর একবচনে—রে, য, এ প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘গ্রহবিপ্রেসে দান করিল, তোমায় দিলাম, ‘দুর্ঘোষণে কল্যাণ দিব যদি লক্ষ্য তানি’ ইত্যাদি।

পঞ্চমীর এক বচনে—এ, য, দিয়া প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘দৈবজ্ঞমুখে শুনিলাম, ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইল, চোক দিয়া জল পড়িতেছে, আমার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় না ইত্যাদি।

সপ্তমীর একবচনে—তে, য প্রভৃতিও হয়। যথা,—‘ভূমিতে পতিত হইল, শযায় শয়ন করিল ইত্যাদি।

(২) কেত কেহ বিবেচনা করেন—‘দিগ্’ শব্দ বিভক্তির অংশ নয়; একবচনে ও বহুবচনে ( প্রথমা-ভিন্ন ) বিভক্তির অকাব একই। বহুবচন বুঝাইবার জন্য ‘দিগ্’ শব্দ যোজিত হয়। ‘দিগ্’ শব্দ, সকল, সমূহ, গণ ইত্যাদি শব্দের এক পর্যায়-ভুক্ত।

## শব্দ-রূপ করিবার নিয়ম ।

১৩৮ । শব্দের পরস্থিত অ বিভক্তির লোপ হয় । যথা ;—মানব + অ = মানব, হরি + অ = হরি ইত্যাদি ।

১৩৯ । বিভক্তির র ও ত পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের উত্তর এ হয় । একার পরে থাকিলে, শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয় । যথা—মানবেরা ; মনের ১), মনেতে (২) ইত্যাদি ।

১৪০ । প্রথমার বহুবচনে রা এবং দ্বিতীয়ার বহুবচনে ‘দিগ’ শব্দের পরিবর্তে সকল, সমূহ, গণ, কুল, ব্রজ, চয়, নিচয়, রাশি, গুলা, গুলি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইলে, তৎপরে একবচনের বিভক্তির যোগ করিয়া শব্দ রূপ করিতে হয় । যথা ;—পর্বতসকল, মানবসকলকে, লোক-সমূহদ্বারা, ধূনিরাশি হইতে, বালকগণের ইত্যাদি ।

১৪১ । বিভক্তি পরে থাকিলে সথি শব্দের ইংকার স্থানে আকার হয় । যথা,—সথি—সথা, সথাকে, সথার ইত্যাদি ।

১৪২ । ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আ হয় । যথা,—মাতৃ—মাতা, পিতৃ—পিতা ; মাতাকে, পিতাকে ইত্যাদি ।

১৪৩ । চ্-কারান্ত ও শ্-কারান্ত শব্দের চ্ ও শ্ স্থানে ক্ ( ৩ ), জ্-কারান্ত শব্দের জ্ স্থানে কতকগুলির ক্, ও কতকগুলির ট্, এবং ষ্-কারান্ত শব্দের ষ্ স্থানে ট্, হয় । যথা,—বাচ্—বাক্ ; দিশ্—দি ; বণিজ্—বণিক্, সত্রাজ্—সত্রাট্ ; ষষ্-ষট্ ; দিক্ হইতে, বর্ণকের ইত্যাদি ।

(১) বাঙ্গালায় বিসর্গান্ত শব্দের বিসর্গের প্রায়ই লোপ হয় ।

(২) এইরূপ সপ্তম্যাস্ত পদ পদ্যে ব্যবহৃত হয় ।

(৩) বিশ্ শব্দের শ্ স্থানে ট্ হয় । যথা,—বিশ্—বিট্ ।

১৪৪। অং, মং, বং ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অং স্থানে আন্ হয়।  
যথা;—মহান্, শ্রীমান্, বিজ্ঞাবান্, শ্রীমানের, বিজ্ঞাবান্কে ইত্যাদি।  
ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা,—সং, মহৎ ইত্যাদি।

১৪৫। দ্-কারান্ত বা ধ্-কারান্ত শব্দের দ্ বা ধ্ স্থানে ং হয়।  
যথা,—শরদ্—শরৎ, বিপদ্—বিপৎ, ক্ষুধ্—ক্ষুৎ, সমিধ্—সমিৎ।

১৪৬। অন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অন্ স্থানে আ হয়। যথা,—  
রাজন্—রাজা, ক্ষণজন্মান্—ক্ষণজন্মা, মঘবন্—মঘবা, স্বন্—স্বা, আয়ন্—  
আত্মা। ক্লীবলিঙ্গে ন্কারের লোপ হয়। যথা,—কশ্মন্—কশ্ম। অহন্  
শব্দের ন্ স্থানে : হয়। যথা, অহন্—অহঃ।

১৪৭। ইন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ইন্ স্থানে ঙ্গ হয়। যথা—  
গুণিন্—গুণী, জ্ঞানিন্—জ্ঞানী। ক্লীবলিঙ্গে ন্কারের লোপ হয়। যথা—  
উপযোগি, অবশ্যস্তাবি ইত্যাদি।

১৪৮। অস্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অস্ স্থানে আঃ হয়। যথা,—  
উচ্চ-শিরস্—উচ্চশিরাঃ, মহাতেজস্—মহাতেজাঃ; ক্লীবলিঙ্গে আঃ হয়  
না। যথা,—মনস্—মনঃ। পুন্স্ শব্দের প্রথমার একবচনে পুমান্ হয়।

১৪৯। কতকগুলি বস্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বস্ স্থানে বান্  
আর কতকগুলির আঃ হয়। যথা,—বিদ্বস্—বিদ্বান্; উচ্চৈঃশ্রবস্  
—উচ্চৈঃশ্রবাঃ ইত্যাদি।

১৫০। ঈয়স্-ভাগান্ত শব্দের ঈয়স্ স্থানে ঈয়ান্ হয়। যথা,—  
শ্রেয়স্—শ্রেয়ান্। ক্লীবলিঙ্গে হয় না। যথা,—শ্রেয়স্—শ্রেয়ঃ।

১৫১। হ্-কারান্ত শব্দের মধ্যে কতকগুলির হ্ স্থানে ং হয়।  
যথা,—উপানহ্—উপানং। কতকগুলির হ্ স্থানে আন্ ও কতকগুলির  
হ্ স্থানে ট্ হয়। যথা,—অনডুহ্—অনড্বান্, তুরাষাহ্—তুরাষাট্।

## শব্দ-রূপ ( Declension ) ।

মানব ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মানব	মানবেরা
দ্বিতীয়া	মানবকে	মানবদিগকে
তৃতীয়া	মানব দ্বারা	মানবদিগ দ্বারা
চতুর্থী	মানবকে	মানবদিগকে
পঞ্চমী	মানব হইতে	মানবদিগ হইতে
ষষ্ঠী	মানবের	মানবদিগের
সপ্তমী	মানবে (১)	{ মানব সকলে (২) সকল মানবে
সম্বোধনে	হে মানব !	

এই আদর্শে অগ্রাণ্ড অকারান্ত শব্দের রূপ করিতে হইবে ।  
অকারান্ত, ইকারান্ত, উকারান্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর কেবল বিভক্তি  
যোগ করিলেই শব্দ-রূপ সাধিত হয় ।

( ১ ) সপ্তমীর একবচনে অকারান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই এ, আকারান্ত শব্দের  
উত্তর য এবং ইকারান্ত, ঈকারান্ত, উকারান্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর তে বিভক্তি হয় ।  
যথা,—বৃক্ষে, গঙ্গায় এবং ভূমিতে, নদীতে, উরুতে ইত্যাদি ।

( ২ ) তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনে যথাক্রমে দিগের দ্বারা ও দিগের হইতে বিভক্তির  
প্রয়োগ দেখা যায় । সপ্তমীর বহুবচনে প্রায়ই ‘দিগ’ শব্দ যোগে রূপ করা হয় না ।  
‘মানব দিগেতে,’ এরূপ স্থলে সকল প্রভৃতি শব্দের যোগে রূপ করিতে দেখা যায় । কখন  
কখন একই শব্দে একাধিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় । যথা,—‘দশরথ সূমন্ত্রকে  
দিয়া রামকে’ ডাকাইলেন, এস্থলে সূমন্ত্র শব্দে ‘কে’ ও ‘দিয়া’ এই দুইটি বিভক্তির  
যোগ হইয়াছে । এইরূপ মানবদিগের হইতে, মানবদিগের দ্বারা ইত্যাদি পদের প্রয়োগ  
দেখিতে পাওয়া যায় ।



১৫২। স্বাকারান্ত এবং অৎ-অন্-ইন্-অস্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনান্ত পদের উত্তর অন্যান্য বিভক্তির চিহ্ন যোগ করিলে প্রায়ই শব্দ-রূপ সাধিত হইয়া থাকে। যথা,—ভ্রাতাকে, ভ্রাতাদিগকে, শ্রীমান্কে, শ্রীমান্দিগকে; ছুরাত্মাকে, ছুরাত্মাদিগকে; গুণীকে, গুণীদিগকে; বিদ্বান্কে, বিদ্বান্দিগকে; অঙ্গরাকে, অঙ্গরাদিগকে ইত্যাদি।

‘দিগ’ বাক্সালা বহুব্র-বোধক বিভক্তি; স্ততরাং ‘দিগ’ বিভক্তি পরে থাকিলে, সমাসের নিয়মানুসারে কোন কার্য্য হয় না; পরন্তু সকল-সমূহ-গণাদি বহুব্র-বোধক সংস্কৃত শব্দ যোগ করিবার সময় সমাসের নিয়মানুসারে (২৪৯ সূত্র) কার্য্য হইবে। যথা,—কর-দাতৃগণকে (১), দ্বিষৎকুলের, মহাত্ম-গণের, বিদ্রোহি-সমূহদ্বারা, বিদ্বৎ-সমাজ হইতে, অঙ্গরোগণ দ্বারা ইত্যাদি।

#### সম্বোধন-পদ।

সচরাচর কথা কহিবার সময় সম্বোধনে প্রথমান্ত পদই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু লিখিত ভাষায় প্রায়ই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখা যায়। যে সকল শব্দের রূপান্তর হয়, তাহাদের রূপ-ভেদ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

( ১ ) বাক্সালা শব্দের সহিত যোগ কালে ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। যথা,—করদাতাদিগকে ইত্যাদি। ‘পিতৃ’ সংস্কৃত শব্দ, ঠাকুর বাক্সালা শব্দ, উভয়ের সমাসে পিতাঠাকুর, ঐরূপ মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি পদ হইয়া থাকে।

১৫৩। অকারান্ত এবং অন্ ও ইন্ ভাগান্ত শব্দের সম্বোধনে রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—হে লক্ষ্মণ, হে ব্রহ্মন্, হে গুণিন্, হে পরোপকারিন্ ইত্যাদি।

১৫৪। জ্বলিঙ্গে আকারান্ত শব্দের আকার স্থানে একার হয়। যথা,—হে দুর্গে, হে গঙ্গে ইত্যাদি। কিন্তু অম্বা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। যথা,—হে অম্ব (১)। কিন্তু না শব্দের রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—হে মা।

১৫৫। ইকারান্ত শব্দের ইকার স্থানে একার হয়। যথা,—হে মূনে, হে সখে ইত্যাদি।

১৫৬। ঙ্কারান্ত জ্বলিঙ্গ শব্দের ঙ্কার স্থানে ইকার হয় ( ২ )। যথা,—হে ভগবতি। পুংলিঙ্গে হয় না। যথা,—হে সুধী।

১৫৭। উকারান্ত শব্দের উকার স্থানে ওকার হয়। যথা,—হে সাধো, হে গুরো ইত্যাদি।

১৫৮। উকারান্ত জ্বলিঙ্গ শব্দের উকার স্থানে উকার হয়। যথা,—হে বধূ। পুংলিঙ্গে হয় না। যথা,—হে স্বয়ম্ভূ।

১৫৯। ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে অর্ হয়। যথা,—পিতৃ—পিতর্—পিতঃ ; মাতৃ—মাতর্—মাতঃ ইত্যাদি।

১৬০। অংভাগান্ত শব্দের ং ও বিদ্বন্ শব্দের স্ স্থানে ন্ হয়। যথা,—হে ভগবন্, হে মতিমন্, হে বিদ্বন্ ইত্যাদি।

( ১ ) অম্বা শব্দের সম্বোধনে অম্ব পদ হয়। কিন্তু সমাসান্তে স্থিত হইলে অম্বা শব্দ অকারান্ত হয় না। যথা,—হে জগদম্বো।

( ২ ) কিপ্ প্রত্যয়ান্ত ত্রীপ্রভৃতি জ্বলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে দীর্ঘ ঙ্কার, হ্রস্ব হয় না। যথা,—হে ত্রী।

## কারক (১) ।

১৬১। ক্রিয়ার সহিত যাহার অব্যয় আছে, তাহাকে কারক কহে ।

১৬২। কারক ছয় প্রকার । যথা,—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ ।

### কর্তা ( Nominative ) ।

১৬৩। যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে বা করায়, তাহাকে কর্তা কহে ।

১৬৪। কর্তৃ-বাচ্য প্রয়োগে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয় । যথা,—শিশু-খেলিতেছে, লোকে বলে, ঘোড়ায় ঘাস খায় ইত্যাদি ।

১৬৫। কতকগুলি কদম্ব পদের যোগে কর্তায় (২) ষষ্ঠী হয় । যথা,—আমার পিপাসা, তোমার যাওয়া, হরির শয়ন ইত্যাদি ।

তব্য, অনীয়, য প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয় । যথা,—বালকের পাঠ্য, বা বালক দ্বারা পাঠ্য ইত্যাদি ।

১৬৬। বিদ্, মন্, বৃধ্ ও পূজ্ এবং তদর্থ-বোধক ধাতুর উত্তর বর্তমানে ক্ত প্রত্যয় হইলে, সেই ক্তপ্রত্যয়ান্ত পদের যোগে কর্তায় ষষ্ঠী হয় । যথা,—আমার বিদিত, সকলের পূজিত, তাঁহার মত ইত্যাদি ।

১৬৭। সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে ‘তে’ যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, কর্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা,—আমায় বা আমার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল ; আমাকে বা আমার অবশ্যই

( ১ ) “ক্রিয়াষ্মি কারকম্,” ক্রিয়ানিমিত্তং কারকত্বম্” । ক্রিয়ার সহিত যাহার অব্যয় থাকে তাহাকে কারক বলে । ইহাতে ক্রিয়ার বিশেষণও কারক মধ্যে গণ্য হইতে পারে ; কিন্তু বিশেষণ পদের স্বতন্ত্র কারকত্ব নাই ; সুতরাং ক্রিয়ার বিশেষণকে কারক বলা যায় না । ৫

( ২ ) এখানে কদম্ব পদ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধাতুর ক্রিয়াসাধক কর্তা বুঝিতে হইবে ।

করিতে হইবে। ‘করিতে থাকে’, ‘হইতে থাকে’ প্রভৃতি স্থলে হইবে না।

যথা, — শিশু বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্ষুদ্র লাভ করিতে থাকে ইত্যাদি।

১৬৮। ন-পূর্বক ‘লে’-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া, ‘নয়’ এই সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে থাকিলে, কর্তায় দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তি হয় (১)। যথা, — আমাকে বা আমার না গেলে নয়।

১৬৯। দুই কর্তার এক বিধ ক্রিয়াস্থলে কর্তায় এ, য, তে বিভক্তিও হয়। যথা—চোরে চোরে বা ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরামর্শ করিতেছে; কখন বা শেষ পদে বিভক্তি থাকে। যথা,—পিতা-পুত্রে গমন করিতেছে, স্ত্রী-পুরুষে কথা কহিতেছে ইত্যাদি।

১৭০। যেখানে গিজন্ত দৃশ্ ধাতু ‘প্রতীয়মান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কর্তৃ-পদে কে বিভক্তি হয়। যথা,—“পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়” অর্থাৎ ক্ষুদ্রবৎ প্রতীয়মান হয়। এইরূপ ‘তোমাকে ক্লশ দেখাইতেছে’ ইত্যাদি।

১৭১। কর্ম্মবাচ্য-প্রয়োগে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—ব্যাঘ্র দ্বারা হরিণ আক্রান্ত হইয়াছে (২)।

ক। কর্ম্ম-বাচ্যে কর্তৃ-কারকে ষষ্ঠী বিভক্তিও হয়। যথা,—রামায়ণ কাহার রচিত? এই কাব্য ভগবান্ বাস্তুাকির রচিত।

১৭২। কোন পদার্থে অস্ত্র কিছু আরোপ করিয়া বর্ণনা করিলে ঐ

( ১ ) বক্তার ইচ্ছানুসারে কতকগুলি ক্রিয়ার যোগে কর্তৃ-কারকে ষষ্ঠী হয়। যথা, —আমার ভাল লাগে না; তোমার সহে না; ইঁহার রোচে না; তাহার সহিত কাহারও বনে না ইত্যাদি।

( ২ ) ‘আমাকে করিতে হইবে’ এই প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্য প্রয়োগ বলা যায়। ‘মম্ম কর্তব্যম্’; সংস্কৃতে ‘কর্তব্যম্’ প্রাকৃতে ‘করিষ্যবাম্’ এই প্রাকৃতে হইতে বাঙ্গালায় ‘করিতে হইবে’ হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে ‘কে’ তৃতীয়াবিভক্তি-সূচক।

পদার্থকে উদ্দেশ্য এবং ঐ আরোপিত পদকে বিধেয় কহে। যথা,—  
“বিত্তা অমূল্য ধন।” এস্থলে বিত্তা উদ্দেশ্য ও ধন বিধেয়।

স্বাভাবিক বস্তুকে প্রকৃতি এবং তাহার অবস্থান্তরকে বিকৃতি কহে।  
যথা,—অম যোগে দুগ্ধ দধি হয়। এস্থলে দুগ্ধ প্রকৃতি এবং দধি বিকৃতি।  
উদ্দেশ্য ও বিধেয় এবং প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ে এক কারক।

## কৰ্ম্ম ( Accusative ) ।

১৭৩। যাহা করা যায়, তাহাকে কৰ্ম্ম (১) কহে।

১৭৪। কর্তৃ-বাচ্য প্রয়োগে কৰ্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—  
রামকে বল।

১৭৫। অপ্রাণি-বাচক শব্দের পরস্থিত কে বিভক্তির লোপ (২) হয়।  
যথা—গাড়ী আন, ফল পাও। কিন্তু অপ্রাণি-বাচক শব্দের পর টি বা  
টা যোগ হইলে বিকল্পে কে বিভক্তি হইবে। যথা—লাউটি বা লাউটাকে  
কাট ইত্যাদি।

১৭৬। কৰ্ম্ম-কারক-স্থলে উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি পদে বিভক্তি থাকে।  
যথা,—মাতাকে পরম দেবতা জ্ঞান করিবে ; দুগ্ধকে দধি করিতেছে।  
এই গাড়ীকে ফিটন বলে, সেই ফলকে ম্যাস্কেপ্টিন্ বলে ইত্যাদি।

( ১ ) এখানে করা যায় অর্থ—‘যাহ’ দেখা যায়, শুনা যায়, বলা যায় ইত্যাদি  
বুঝিতে হইবে।

“ক্রিয়তে যৎ তৎ কৰ্ম্ম।” “ক্রিয়াবাপাঃ কৰ্ম্ম।” কর্তৃব্যাপারৈধ্বং সাধ্যতে তৎ  
কৰ্ম্ম।” “ফলাশ্রয়ঃ কৰ্ম্ম, ব্যাপারশ্রয়ঃ কর্তা।”

( ২ ) সমাসের ব্যাস বাক্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদেও কে বিভক্তি হয়। যথা,—  
বিশ্ময়কে আপন্ন = বিষমাপন্ন ইত্যাদি।

১৭৭। মনুষ্য-ভিন্ন প্রাণি-বাচক শব্দের পরস্থিত কে বিভক্তির বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—মৃগ ধর বা মৃগকে ধর ইত্যাদি।

১৭৮। কতকগুলি (১) ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে, তাহার একটিকে প্রধান বা মুখ্য (২), এবং অপবটিকে অপ্রধান বা গৌণ কর্ম্য কহে। কেবল গৌণ কর্ম্যে বিভক্তির যোগ হয়। যথা,—শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। এস্থলে গৌণ কর্ম্য গুরু পদে বিভক্তি যুক্ত হইল।

১৭৯। কতকগুলি ক্রুং প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে কর্ম্যে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা,—রাজার দর্শন, শোকেস সংবরণ, গন্ধের আঘ্রাণ, আমার রক্ষক, সকলের স্রষ্টা ইত্যাদি।

১৮০। বিস্ময়-স্থলে কর্ম্যকারকে বিভক্তি থাকে না। যথা,—এমন সুন্দর পুরুষ কখনও দেখি নাই!

১৮১। কর্ম্যবাচ্য কর্ম্যকারকে প্রথম বিভক্তি হয়। যথা,—তিনি ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, শ্রাম সর্প দ্বারা দষ্ট হইল ইত্যাদি স্থলে তিনি ও শ্রাম কর্ম্যকারক।

## করণ ( Instrumental ) ।

১৮২। ক্রিয়া সাধনের সর্বপ্রধান উপায়কে করণ ( ৩ ) কহে।

( ১ ) জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা, প্রদর্শন, কথনর্থক প্রভৃতি

( ২ ) ক্রিয়ার সহিত যে কণ্ঠের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবয় আছে, তাহাকে মুখ্য ও যে কর্ম্য অগ্র কারক হইতে পারে, তাহাকে গৌণকর্ম্য কহে।

( ৩ ) সাধকতমং করণম্, কর্তৃধীনং সাধনং, যদধীন। কর্তৃঃ প্রবৃত্তিঃ স হেতুরিতি সাধনহেত্বোর্ভেদঃ।

কোন ক্রিয়া সাধন করিতে যে যে উপকরণের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে কর্তার ঈপ্সিত প্রধান উপকরণ বা সাধনকে করণ কারক কহে; আর যাহা কর্তার প্রয়োজক অর্থাৎ কর্তা যাহার অধীন হইয়া কাণ্ড করে, তাহাকে হেতু পদ কহে। করণ কারকের সহিত ক্রিয়ার অবয় থাকে; হেতু পদের সহিত ক্রিয়ার অবয় থাকে না। যথা—

১৮৩। করণ-কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—অগ্নি দ্বারা পাক করিতেছে, যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছে, হাত দিয়া খাইতেছে, মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতেছে, কর্ণে শ্রবণ করা যায়, রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন ইত্যাদি।

১৮৪। ক্রৌড়ার্থ ধাতুর করণে পিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা ;—তিনি তাস, দাবা, সতরঞ্চ বা পাশা খেলিতেছেন।

### সম্প্রদান ( Dative )।

১৮৫। যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় বা দিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে সম্প্রদান (১) কহে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

১৮৬। পূজা, অনুগ্রহ অথবা ফলকামনা-পূর্বক যাহাকে দান করা যায়, তাহাকেই সম্প্রদান কহে। যথা,—ব্রাহ্মণকে ধন দিতেছে, দরিদ্রকে অন্ন দাও, তুষার্ত্তকে জল দান করিতেছে ইত্যাদি।

### অপাদান ( Ablative )।

১৮৭। বাহ্য হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, পরাজিত, অন্তর্হিত, বিরত, রক্ষিত বা নিবারিত হয়, তাহাকে অপাদান কহে।

তিনি ক্রোধে অসি দ্বারা আঘাত করিতেছেন। এস্থলে ‘অসি’ আঘাত ক্রিয়ার প্রধান উপকরণ বা সাধন এবং এই ক্রিয়ার সহিত অস্থিত হওয়ায় ‘অসি’ করণকারক হইল; কিন্তু ক্রোধ আঘাত ক্রিয়ার সাধন নয়, ক্রোধের অধীন হইয়া অথবা ক্রোধপ্রযুক্ত কর্ত্তা আঘাত করিতেছে। সুতরাং ক্রোধ কর্ত্তার প্রযোজক মাত্র, আঘাত ক্রিয়ার সহিত অস্থিত নহে; অতএব ইহা হেতুপদ।

( ১ ) স্বল্প ভ্যাগ না করিলে সম্প্রদান হয় না। যথা,—রজককে বস্ত্র দাও, এস্থলে স্বল্প ভ্যাগ না হওয়ায় সম্প্রদান হইল না।

ক। দেয় বস্ত্রের দানে সম্প্রদান হয় না। যথা—রাজাকে রাজস্ব দিতেছে, ভৃত্যকে বেতন দিলাম ইত্যাদি।

১৮৮। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি (১) হয়। যথা —  
বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, বায়ু হইতে ভয় পাইতেছে, মেঘে বৃষ্টি হয়,  
জলে বাষ্প হয়, তিনি আহায়ে বিরত হইলেন, পাঠে ক্ষান্ত হইলেন,  
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ইত্যাদি।

১৮৯। বাহ্য হইতে শ্রবণ বা উপদেশ গ্রহণ করা যায়, তাহাও  
অপাদান কারক। যথা,—লক্ষ্মণ মুখে শুনিলাম, গুরু-সকাশে উপদিষ্ট  
হইলাম ইত্যাদি।

### অধিকরণ ( Locative ) ।

১৯০। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে।

১৯১। অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—“রাম  
রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।”

১৯২। অধিকরণ তিন প্রকার। যথা,—কালাদিকরণ, আধারাধি-  
করণ ও ভাবাধিকরণ। যথা,—গ্রীষ্মে মেঘোদয়ে, চিত্তে আনন্দোদয় হয়।

১৯৩। যে সময়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ঐ সময়কে কালাদিকরণ কহে।  
যথা,—রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হয়।

১৯৪। যে স্থানে কোন কার্য্য হয়, সেই স্থানকে আধারাধিকরণ  
কহে। যথা,—বিড়ালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

আধারাধিকরণ তিন প্রকার। যথা,—ঐকদেশিক, বৈষয়িক ও  
ব্যাপক। ঐকদেশিক যথা,—কাননে সিংহ আছে অর্থাৎ কাননের  
একদেশে সিংহ আছে। বৈষয়িক যথা,—ধর্ম্মে নতি আছে অর্থাৎ ধর্ম্ম-

( ১ ) কখন কখন ভয়-শব্দ-যোগে অপাদানে বীজী হয়। যথা,—দস্যুর ভয়,  
চোরের ভয় ইত্যাদি। বস্তুর বলিবার ইচ্ছাকে বিবক্ষা বলে। এইরূপ পঞ্চমী স্থলে  
বীজীকে বিবক্ষা হেতু বীজী বলে। ‘আমা হইতে একাধা সিদ্ধ হইবে না’ এতলেও আমা-  
হইতে বিবক্ষা হেতু তৃতীয়া স্থলে পঞ্চমী।



বিষয়ে মতি আছে । ব্যাপক যথা,—তিলে তৈল আছে, অর্থাৎ তিল ব্যাপিয়া তৈল আছে ( ১ ) ।

১৯৫ । বাহার ক্রিয়া অথ কভার ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করে, তাহাকে ভাব কহে । যথা,—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইল । এস্থলে “সূর্য্যের উদয়” অন্ধকারের দূর হওয়ার কাল নির্ণয় করিতেছে বলিয়া “সূর্য্যোদয়ে” ভাবে সপ্তমী ।

অধিকরণ কারকে দিবস প্রভৃতি কালবাচক এবং বাটী প্রভৃতি স্থান-বাচক পদে কখন কখন সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন থাকে না । যথা,—আমি সে দিবস বলিয়াছিলাম, এখন বাটী যাইব না ।

কখন কখন বাক্যাংশ বা বাক্য, কারকরূপে ব্যবহৃত হয় । যথা,—“কিরূপে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন সম্পাদন করিতে হয়,” এস্থলে ‘চিত্ত-বিনোদন সম্পাদন করিতে’ এই বাক্যাংশ ‘হয়’ এই ক্রিয়ার কর্তৃকারক ।

“না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিবেক,” এস্থলে ‘কি সর্ব্বনাশ ঘটিবেক,’ এই বাক্য “না জানি” ক্রিয়ার কর্ম্ম ।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যেকুপ অবস্থা, তাহাতে কারকের বিভক্তি-নির্ণয় সহজ ব্যাপার নহে । প্রায় সকল কারকেই একাকার বিভক্তি দেখা যায় । যথা,—লোকে বলে, শত্রুগণে বিনাশিব, হাতে মারে, দীনে দাও, পাঠে ক্ষান্ত, ধর্ম্মে মতি ; ঘোড়ায় খায়, আমায় দাও, রণসজ্জায় সজ্জিত, তোমায় দিলাম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শয্যায় শয়ন ইত্যাদি । এ অবস্থায় শিক্ষার্থীগণ বাক্যের অর্থানুসারে কারক-নির্ণয়ে

( ১ ) বোপদেব আধারাধিকরণ চারি প্রকার স্বীকার করিয়াছেন । “সামীপ্যাপ্ৰেব-বিষয়ৈব্যাগ্ৰাণরশ্চতুর্বিধঃ ।” গঙ্গায় গিয়াছেন অর্থাৎ গঙ্গার তীরে গিয়াছেন এস্থলে লক্ষণশক্তি দ্বারা গঙ্গাতীরে গিয়াছেন, বুঝাইতেছে । হুতরাং অতিরিক্ত সামীপ্যাদার-স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা যায় না ।

প্রযুক্ত হইবেন। কালে ভাষার উন্নতি-সহকারে বিভক্তির আকার স্থিরীকৃত হইলে, এরূপ গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে।

## অর্থ-বিশেষ ও শব্দ-বিশেষ-যোগে বিভক্তি।

প্রথমা।

১৯৬। আহ্বান করাকে সম্বোধন কহে। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। সম্বোধন পদের পূর্বে প্রায়ই হে, অহে, ভোঃ, অগ্নি প্রভৃতি সম্বোধন-সূচক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—হে বিভো, ভো নভোমণ্ডল, অগ্নি জীবিত-নাথ! সম্বোধন-পদ প্রযুক্ত হইলে অন্ত বাক্যের আকাজ্জা থাকে।

১৯৭। সম্বোধনের বহুবচনে কর্তৃ-কারকের বহুবচনের ত্রায় রূপ হয়। যথা,—হে বালকেরা, হে ভ্রাতৃ-গণ ইত্যাদি।

১৯৮। যে স্থলে ক্রিয়া-পদ নাই, কেবল কোন পদের প্রয়োগ হয়, তাহার উত্তর প্রথমা বিভক্তি (১) হইয়া থাকে। যথা,—বৃক্ষ, লতা, নদী, দিক্, রাজা ইত্যাদি।

১৯৯। মিথ্যা, বৃথা, ইতি, বলিয়া, দিয়া, নামে প্রভৃতি শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয় (২)। যথা,—পুত্র বিনা সংসার মিথ্যা, ধর্ম বিনা জীবন বৃথা, নিবেদন ইতি. তাহাকে বন্ধু বলিয়া জানি, নক্ষত্র-গহনের মধ্য দিয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, রঘু নামে রাজা ইত্যাদি।

(১) ইহাকে লিঙ্গার্থে বা ক্রিয়া-রাহিত্যে প্রথমা কহে।

(২) সর্বনাম শব্দের উত্তর বিনা, স্বাতীত, ব্যতিরেকে, ভিন্ন, ছাড়া প্রভৃতি যোগ করিতে হইলে, কেহ কেহ আমাবিনা তোমা-ব্যতিরেকে, আপনাভিন্ন এইরূপ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু বহুবচনে প্রথমার বহুবচনান্ত পদের উত্তর উক্ত শব্দ সকলের যোগ করেন, যেমন আমরা বিনা ইত্যাদি।

## দ্বিতীয়া ।

২০০। বিনা শব্দ পূর্বে থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বিনা তপশ্চায় ইত্যাদি। বিনা ও ব্যতীত শব্দ পরে থাকিলে, ঐ দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। যথা,—ধন নিনা সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয় না, অধ্যয়ন ব্যতীত জ্ঞান হয় না।

২০১। ধিক্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—তোমায় ধিক্, তোমার জীবনে ধিক্।

২০২। ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়ার চিহ্ন থাকে না। যথা,—কুশলে আছেন, সুখে থাকুন, শীঘ্র যাও ইত্যাদি।

২০৩। ব্যাপ্তি-অর্থে পথ ও কালবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; কিন্তু বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা,—বিক্ষা গিরি বহু ক্রোশ বিস্তৃত; দুই বৎসর পড়িলাম ইত্যাদি।

## তৃতীয়া ।

২০৪। হেতু ( ১ ) অর্থে ও প্রয়োজনার্থ শব্দ-যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—ভয়ে কাঁপিতেছে, আমাদের ধনে প্রয়োজন নাই, “কি ফল বিলাপে তব কি ফল রোদনে” ইত্যাদি।

২০৫। নাম, জাতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ভেদ বুঝাইতে তৃতীয়া বা সপ্তমী হয়। যথা,—কালিদাস নামে কবি, জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইহা দ্বারা কালিদাসকে অগ্র লোক ও জাতি হইতে পৃথক্ করা হইতেছে।

(১) অতীত কারণকে হেতু এবং ভাবী কারণকে নিমিত্ত কহে। যথা,—“ভয়ে কাঁপিতেছে” এস্থলে মেঘে ভয় হইয়াছে, পরে কাঁপিতেছে। ‘চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে’ অর্থাৎ সমীর সেবন করিব বলিয়া চলিলাম।

ক । উপলক্ষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যথা,—‘সহস্র প্রহ্ন-নেত্রে আছে অবস্থিত’ এস্থলে ‘প্রহ্ন-নেত্রে’ উপলক্ষণে তৃতীয়া ।

২০৬ । মনস্ শব্দের যোগে ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয় । যথা,—ঠাহাকে নমস্কার । অত্র যথা,—মাতৃ-চরণে নমস্কার ইত্যাদি ।

পঞ্চমী ।

২০৭ । কাল-পরিমাণ ও পথ-পরিমাণার্থে প্রথম কাল বা পথবাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা,—বৈশাখ হইতে চৈত্র ১২ মাস ; যশোহর হইতে কলিকাতা ৩২ ক্রোশ ।

২০৮ । বসিয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইলে ঐ ক্রিয়ার অধিকরণ পদে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা,—ছাদ হইতে ( ছাদে বসিয়া ) চন্দ্র দেখিতেছে, বৃক্ষ হইতে ( বৃক্ষে উঠিয়া ) দেখিতেছি ।

২০৯ । আরম্ভ অর্থে এবং পৃথক্ ও অন্ত্যর্থ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা,—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ; ধান্য হইতে তুষ পৃথক্ । মিত্র ভিন্ন অত্র কে পরিভ্রাণ কারতে সমর্থ ? ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হয় বুঝিতে হইবে ।

২১০ । তুলনায় উৎকর্ষ বুঝাইতে পূর্ব পদের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা—স্বর্গ হইতে মাতা গরীয়সী ।

ষষ্ঠী ।

২১১ । হেতু ও হেতু-বাচক শব্দ পরে থাকিলে, পূর্ব পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা,—বিপদের হেতু, সুখের নিমিত্ত, তাহার জন্ত পীড়ার কারণ ইত্যাদি । তবে, লাগিয়া প্রভৃতি হেতুবাচক শব্দ পশ্চে ব্যবহৃত হয় । কখন কখন ‘তরে’ যোগে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না ।

২১২ । অপেক্ষা ও অপেক্ষার্থ শব্দ পরে থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ।

কোন কোন স্থানে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। যথা,—তুমি আমার চেয়ে বড়, তরু অপেক্ষা গিরি সারবান্ ইত্যাদি।

২১৩। সম্বন্ধে (১) যষ্টি বিভক্তি হয়। যথা,—আমার গৃহ, তোমার বস্ত্র ইত্যাদি।

২১৪। তুলা ও তুল্যার্থ শব্দ-যোগে যষ্টি হয়। যথা,—পিতার তুলা শ্রদ্ধেয়, মাতার ত্রায় হিতৈষিনী, বিজ্ঞার মত ধন ইত্যাদি।

২১৫। নির্দ্বারে (২) যষ্টি ও সপ্তমী হয়। যথা,—তিনি দাতার অগ্রগণ্য, শঠের শিরোমণি ; কবি-মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ।

২১৬। সহার্থ শব্দ-যোগে যষ্টি হয়। যথা,—মুখের সহবাস বিপৎ-কারণ ইত্যাদি।

২১৭। কখন কখন বিশিষ্ট, নির্মিত, জাত, যোগ্য প্রভৃতি অর্থে যষ্টি বিভক্তি হয়। যথা,—গুণের ( গুণ বিশিষ্ট ) দেবর ; মৃত্তিকার ( মৃত্তিকা নির্মিত ) পাত্র, বৃদ্ধ বয়সের ( বৃদ্ধ-বয়োজাত ) সন্তান, সুখের (সুখময়ী) উষা, পুরস্কারের ( যোগ্য ) উপযুক্ত ইত্যাদি।

২১৮। দুই বিশেষ্যের অভেদ কল্পনা হলে যষ্টি বিভক্তি হয়। যথা—শোকের ঝড় অর্থাৎ শোকরূপ ঝড় ; লঙ্কার পঙ্কজ-রবি, অর্থাৎ লঙ্কারূপ পঙ্কজের রবি ; সুখের সাগর অর্থাৎ সুখরূপ সাগর ইত্যাদি।

২১৯। প্রতি, উপরি, সমীপ, অধঃ, অধীন, পর, মধ্যে, পশ্চাৎ, পক্ষে প্রভৃতি শব্দ ও তাহাদের বাচক শব্দের যোগে যষ্টি হয়। যথা,—

(১) সম্বন্ধ, অব্যবায়বিভ, জগ্গ-জনকজ, স্ব-স্বামিত্ব, কায্য কারণ-ভাব আধারা-ধেয়-ভাব প্রভৃতি অনেক-বিধ। যথা,—বৃক্ষের পত্র—স্তূলে বৃক্ষ অবস্থায় এবং পত্র অবয়ব ; অতএব পত্র ও বৃক্ষের অব্যবায়বিভাব সম্বন্ধ ইহল, ঐরূপ দ্রুপদের তুলনায়—জগ্গ-জনকজ সম্বন্ধ। পিতার আলায়—স্ব-স্বামিত্ব সম্বন্ধ ; অগ্নির উত্তাপ—কায্যকারণ ভাব সম্বন্ধ, কলার জল—আধারাধেয় ভাব সম্বন্ধ ইত্যাদি।

(২) জাতি, ৬৭ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষাপকর্ষ দ্বারা সজাতীয় হইতে পৃথক্ করণের নাম নির্দ্বার।

সিংহের প্রতি, চাঁদের পানে, আকাশের দিকে ; ছাদের উপরি, প্রাচীরের উর্দ্ধে, গাছের উপরে ; গঙ্গার সমীপে, গৃহের নিকটে, গরুর কাছে ; পর্বতের অধঃ, বৃক্ষের নিম্নে, গাছের নীচে ; রাজার অধীন, ক্রোধের বশীভূত, রাগের বশে ; বৃষ্টির পর, তাহার অনন্তর, পড়ার শেষে ; গৃহের মধ্যে, খনির অভ্যন্তরে, ঘরের ভিতরে ; ইন্দুরের পশ্চাৎ, ঘোড়ার পিছে ; রাজার পক্ষে ; পিতার অনুগত (১) ইত্যাদি ।

কখন কখন প্রতি যোগে বিভক্তির লোপ হয় । যথা,—সুশীল শিক্ষা প্রতি মনোযোগী, মণ প্রতি ইত্যাদি ।

২২০ । কখন কখন পুরণার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা,—পাঁচের ( পঞ্চম ) প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি ।

২২১ । কখন কখন সপ্তমী বিভক্তি স্থানে ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় । যথা,—“সীতা তথায় দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই” এস্থলে তাহার অর্থ তদ্বিশয়ে । ইহাকেও বিবক্ষা হেতু ষষ্ঠী বলা যায় ।

সপ্তমী ।

২২২ । নিমিত্তার্থে সপ্তমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা,—“চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে” ( সমীর-সেবনের নিমিত্ত ) হোমের ( হোম নিমিত্ত ) ঘৃত ইত্যাদি ।

২২৩ । ক্রিয়ার সহিত অবয়ব না থাকায়, সম্বোধন ও সম্বন্ধ পদ কারক-মধ্যে গণ্য হয় না ।

অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১। কারক কাকে বলে ? কোন্ কোন্ স্থলে কর্তায় ষষ্ঠী হয় ?

(১) অনুসার, অনুযায়ী, অনুগমন, অনুকূল, অনুজ প্রভৃতি যে সকল শব্দের আদিতে ‘অনু’ এই উপসর্গ আছে, সেই সকল শব্দ পরে থাকিলে, পূর্বপদে প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তি হয় ।

২। নিম্নলিখিত ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদগুলির ষষ্ঠী বিভক্তির কারণ লিখ।

প্রভুর বিদিত, প্রভুর রক্ষক, প্রভুর গৃহ, প্রভুর সদৃশ, প্রভুর অগ্রগণ্য, প্রভুর সহিত, প্রভুর প্রতি, প্রভুর নিকট, প্রভুর স্নানোদক, প্রভুর বশীভূত, প্রভুর পক্ষে, প্রভুর গমন, প্রভুর অনুগত।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যে যে যে পদে যে যে কারক আছে, তাহা লিখ।

দ্বিজ-তনয় অতি প্রত্যাষে গাত্রোপান করিয়া, দেষতাদিগকে বলি দিবার নিমিত্ত বন হইতে স্বহস্তে নানা বৃক্ষের ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

৪। সর্বপ্রকার কারক-বিশিষ্ট চারিটি বাক্য রচনা কর।

## বিশেষণ (Adjective)।

২২৪। যদ্বারা কাহাকে বিশেষ করা যায় অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা কাহারও গুণ বা অবস্থাদির প্রকাশ হয়, তাহাকে বিশেষণ কহে।

বিশেষণ ত্রিবিধ;—বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ।

বিশেষ্যের বিশেষণ (১) বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থাদি প্রকাশ করে। যথা,—বিদ্বান্ মনুষ্য, যুবা পুরুষ ইত্যাদি স্থলে ‘বিদ্বান্’ পদে মনুষ্যের গুণ এবং ‘যুবা’ পদে পুরুষের অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে।

বিশেষণ, বিশেষ্যের অর্থের সঙ্কোচ-বিধান করে। ‘মনুষ্য’ শব্দে সকল মনুষ্যকে বুঝায়, কিন্তু বিদ্বান্ মনুষ্য বলিলে, মনুষ্যের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্, কেবল তাহাদিগকে বুঝায়।

যে সকল বিশেষণ স্বভাব-সিদ্ধ, সে সকল প্রায়ই পূর্বে থাকে, আর যে সকল বিশেষণ কারণান্তরাপেক্ষ, সে গুলি প্রায়ই পরে থাকে। যথা,—“স্বভাব-ধার রাম সীতার অপবাদ-শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইলেন”। এক্রপ স্থলে পূর্ববর্তী বিশেষণকে উদ্দেশ্য বিশেষণ এবং পরবর্তী বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ কহে।

---

(১) বিশেষ্যের বিশেষণ বলিলে বিশেষ্য-ভাবাপন্ন সর্বনামেরও বিশেষণ বুঝিতে হইবে।

বাংলা ভাষায় সর্বনাম শব্দের পূর্বে বিশেষণের ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। দুই এক স্থলে প্রয়োগ আছে। যথা,—“অক্ষম আমি কবি-কাঁতি লাভে অভিলাষী”, “পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম” “মুখ তিনি, যিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন” ।

২০৫। অতিশয়, সমুদায়, প্রসর, অর্দ্ধ, বিশেষ, সত্য, পাপ, কল্যাণ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ কখন বিশেষ্য, কখন বা বিশেষণের আয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—অতিশয় শীত হইয়াছে, আগ্রহাতিশয়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন; সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিলাম; সেই সমুদায় লক্ষণকে দেখাইলেন; “প্রসর মেরুপ সরঃ উর্দ্ধে শোভা পায়”, “দেখ চাক যুগ ভুরু ললাট-প্রসর” ইত্যাদি ।

বিশেষ্যের উল্লেখ না থাকিলে, বিশেষণ শব্দও কখন কখন বিশেষ্যের আয় ব্যবহৃত হয়। যথা—বিজ্ঞেরা কহেন, দুয়েরই অবয়ব-গত সৌসাদৃশ্য আছে, আমার এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; ইত্যাদি স্থলে ‘বিজ্ঞ’ ‘দুই’ এবং ‘বক্তব্য’ বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের আয় ব্যবহৃত হইয়াছে ।

২০৬। যাহা বিশেষণের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ কহে। যথা,—পরম পবিত্র, অতিশয় লজ্জিত, অতি অদুত ইত্যাদি ।

২০৭। যাহা ক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ (১) কহে। যথা,—ধীরে ধীরে যাইতেছে, শীঘ্র আসিতেছে, সহসা বালল ইত্যাদি ।

(১) শীঘ্র, সহস্র, অবশ্য, মিথ্যা, সত্য, নিরন্তর, প্রাণ, অকস্মাৎ, হঠাৎ, অচিরে, যুগপৎ, সহসা ইত্যাদি । এতঃ অল্পে অল্পে, আস্ত আস্তে, কানে কানে, পুনঃপুনঃ, মুহূর্ত্তঃ, ভূমোভূমঃ, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বার বার, ঘন ঘন ইত্যাদি যুগ্ম শব্দগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ ।

বচনোচ্চারণ সমাস করিয়া যে সকল শব্দের শেষে এ বা য বিভক্তি এবং পুংলিঙ্গ বা পুরসর শব্দ থাকে, তাহারা প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণ । যথা,—অবিলম্বে রথ প্রস্তুত



ক। কখন কখন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পরে “মাত্র” প্রত্যয় করিলে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়। যথা,—‘কুশ ও লবকে দেখিবামাত্র সভামণ্ডপে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল’, ‘তিনি শ্রবণ-মাত্র বিস্মিত হইলেন’।

খ। কখন কখন ‘করিয়া’, ‘দিয়া’ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ-যোগে ক্রিয়ার বিশেষণ স্থচিত হয়। যথা,—ভাল করিয়া পড়, দান দিয়া গুন, কিঞ্চিং কিঞ্চিং করিয়া গ্রহণ করবে ইত্যাদি।

গ। তস্, চশস্, চুৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয় ও প্রায়শঃ ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—বস্ত্রতঃ তিনি বলেন নাই, ক্রমশঃ বল, তীরবৎ ছুটিতেছে ইত্যাদি।

## সর্বনাম ( Pronoun )।

২২৮। সকল নামের পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সর্বনাম কহে।

প্রায়ই বিশেষ্য পদ, বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

২২৯। পুনরুক্তি-দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২৩০। যে সকল সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহারা বিশেষ্য-স্থানীয়। যথা,—অস্মদ্, যুস্মদ্, ভবৎ, অদস্, ইদম্ প্রভৃতি।

কর, অবিরল-ধারায় বৃষ্টি হইল, বিনয়-পূর্বক নিবেদন করিল, সম্মেহ-সম্ভাষণ-পুরঃসর কহিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

স্বখে, আনন্দে, বেগে, বিক্রমে, ভরাব, নিশ্চয়, আদরে, যত্নে, পুলকে, কুশলে, সজ্জ, সমস্তিবাহারে, উদ্দেশ্যে প্রভৃতি পদ ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,—‘পূর্ব-মুখে স্বখে গজ-গমনেচ্ছলিল’; ‘আনন্দে করিল বজ্র বিজয়-ঘোষণা’; ‘তীরবৎ ছুটে বেগে যুগ-আক্রমণে’; ‘বহুক্ষণ শিলাদহ বিক্রমে ঘূর্ণিয়া’; ‘ভরাব আনিল নৌকা বামাধর গুনি’; ‘জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিকৃতি’; সকলে কুশলে আছেন? ইত্যাদি।

অধিকাংশ সর্বনাম বিশেষণ । যথা.—সর্ব, এক, একতর, একতম, অন্য, অন্যতর, অন্যতম, ইতর, পর, অপর ইত্যাদি ।

২৩১ । সর্ব, উভ, উভয়, এক, একতর, একতম, অন্য, অন্যতর, অন্যতম, ইতর, পর, অপর, স্ব, যদ্, তদ্ (১), এতদ্, কিম্, ইদম্, অদম্ (২), যুস্মদ্, অস্মদ্, ভবৎ (৩) ইত্যাদি সংস্কৃত সর্বনাম, শব্দগুলির উত্তর প্রত্যয়যোগে নিম্নলিখিত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে ।

কতকগুলি সর্বনাম শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে রূপের যেক্রপ পরিবর্তন হয় তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল—

(১) যদ্, তদ্, ইদম্, অদম্, কিম্ প্রভৃতি সর্বনাম বিশেষণ হইতে পারে ।

(২) ইদমস্ত সান্নকৃষ্টং সমাপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্ ।

ইদমস্ত বিপ্রকৃষ্টং তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ ॥

(৩) যুস্মদ্, অস্মদ্ ও ভবৎ সংস্কৃত সর্বনাম শব্দ ; সমাস-কালে বা যখন উহাদের উত্তর কোন সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করা যায়, তখন উহাদের অবিকৃত বা বিকৃত ভাবের উত্তর প্রত্যয়-যোগে শব্দ নিম্নলিখিত হয় । যথা,— যুস্মদীয়, অস্মদেগীয়, অস্মদীয়, যাদৃশ, তাদৃশ, তদীয়, মদীয়, ভবাদৃশ, ভবদীয় ইত্যাদি ।

কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষায় ‘তুমম্’ হইতে তুমি, ‘অহস্মি’ হইতে আমি এবং ‘অঙ্গণ’ হইতে আপনি সর্বনাম শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে ।

আজ্ঞান্ হইতে অঙ্গণ ( আয়াদেগঙ্গাদিশ্চ ) প্রাকৃত ; বোধ হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালায় আপন শব্দ গৃহীত হইয়া থাকিবে । কিন্তু আমরা ঐ শব্দ সংস্কৃত সর্বনাম ভবৎ শব্দের অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি । হিন্দী আপ্ শব্দও আজ্ঞান্ শব্দ হইতে উৎপন্ন ; উহাও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয় । নিজ বা স্বয়ং অর্থেও আপন শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় ।

বাঙ্গালায় আজ্ঞান্ ও ভবৎ শব্দের রূপ-গত কোন প্রভেদ দেখা যায় না ; কেবল কেহ কেহ ষষ্ঠীর একবচনে নিজের অর্থে ‘আপনার’ এবং মহাশয়ের অর্থে ‘আপনকার’ পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।

সংস্কৃত সর্বনাম শব্দ	বাঙ্গালা সর্বনাম শব্দ ।			
	সম্ভ্রম-সূচক ।		অসম্ভ্রম-সূচক	
	প্রথমার এক বচনে যে রূপ হয় ।	দ্বিতীয়াদি বিভক্তি-যোগ কালের রূপ ।	প্রথমার এক বচনে যে রূপ হয় ।	দ্বিতীয়াদি বিভক্তি-যোগ কালের রূপ ।
অস্মদ্	আমি	আমা	মুই	মো
যুস্মদ্	তুমি	তোমা	তুই	তো
ভবৎ	আপনি	আপনা		
যদ্	যিনি (১)	যাহা	যে	যাহা, যা
তদ্	তিনি	তাহা	সে	তাহা, তা
ইদম্	ইনি	ইহা	এ	ইহা, এ
অদম্	উনি	উহা	ও, ঐ	উহা, ও
এতদ্	এই	ইহা	এ, এই	ইহা, এ
কিম	কে, কেহ	কাহা	কে	কাহা, কা(২)

২৩২ । বাঙ্গালা ভাষায় সর্বনাম শব্দের স্থানলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ জ্ঞাত রূপভেদ হয় না ।

২৩৩ । কোন বস্তু বা ব্যক্তি নিকটে থাকিলে, তাহার পরিবর্তে ইনি, এ, এই বা ইহা ব্যবহৃত হয়, আর অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিলে অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা সঙ্কেত-বিশেষে উনি, ও, ঐ বা উহা শব্দ ব্যবহৃত হয় ।

(১) যিনি, তিনি, ইনি, উনি, সম্ভ্রম সূচক স্থলে, মুহু গ্রামাভাষা এবং তুহু অসম্ভ্রম ও স্নেহ-প্রদর্শন-স্থলে ব্যবহৃত হয় ।

(২) তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমীর একবচনে কিসের দ্বারা, কিসে থেকে কিসের এবং কিসে পদও হয় ।

কয়েকটি সর্বনামের প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে	আমাদিগকে
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে	তোমাদিগকে
প্রথমা	আপনি	আপনারা
দ্বিতীয়া	আপনাকে	আপনাদিগকে
প্রথমা	যিনি	যাঁহারা
দ্বিতীয়া	যাঁহাকে	যাঁহাদিগকে
প্রথমা	তিনি	তাঁহারা
দ্বিতীয়া	তাঁহাকে	তাঁহাদিগকে
প্রথমা	ইনি	ইঁহারা
দ্বিতীয়া	ইঁহাকে	ইঁহাদিগকে
প্রথমা	উনি	উঁহারা
দ্বিতীয়া	উঁহাকে	উঁহাদিগকে
প্রথমা	এই	ইঁহারা
দ্বিতীয়া	ইঁহাকে	ইঁহাদিগকে
প্রথমা	কে	কাহারা
দ্বিতীয়া	কাহাকে	কাহাদিগকে

অতীত বিভক্তির রূপ মানব শব্দের দ্বারা ।

২৩৪ । বাঙ্গালা ভাষায় সমাস-স্থলে বা প্রত্যয়-যোগে 'সর্ব' সর্ব-

নামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—সৰ্ব্বাঙ্গ, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বব্যাপী, 'সৰ্বত্র, সৰ্ব্বথা, সৰ্ব্বদা ইত্যাদি।

গণ্ডে 'সৰ্ব' সৰ্ব্বনামের স্বতন্ত্র-রূপে ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায় না। কেবল গণ্ডে অপভ্রষ্ট-রূপে প্রথমার একবচনে সবে, সবা ; দ্বিতীয়ার এক বচনে সবারে ; ষষ্ঠীর একবচনে সবাকার ইত্যাদি পদ প্রচলিত আছে। কখন কখন আমি, তোমা, তাহা প্রভৃতি সৰ্ব্বনামের যোগে অপভ্রষ্ট 'সৰ্ব' সৰ্ব্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—আমা সবা, তোমা সবা, তো সবারে, সে সবারে ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় 'সকল' শব্দ বিশেষণ, বাঙ্গালা ভাষায়ও উহা বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—“সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া” ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি 'সকল' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা সংস্কৃত 'সৰ্ব' সৰ্ব্বনাম হইতে উৎপন্ন। যথা,—“সকলে আলেখ্য-দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন” ইত্যাদি।

কখন কখন আমি, তোমা, তাহা ইত্যাদি সৰ্ব্বনামের যোগেও 'সকল' সৰ্ব্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—আমরা সকলে, তোমরা সকলে, সে সকল, তাহারা সকলে ইত্যাদি।

### অব্যয় ( Indeclinable ) ।

২৩৫। যে সকল শব্দ, সকল লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে একরূপ, তাহাদের নাম অব্যয় (১)।

(১) “সদৃশং ত্রিধু লিঙ্গেষু সৰ্বাং চ বিভক্তিবু।

বচনেষু চ সৰ্বেষু যন্ন ব্যতি তদব্যয়ম্ ॥”

বাঙ্গালা ভাষায় তথা যথা প্রভৃতি অব্যয়ে বিভক্তির যোগ দেখা যায়। যথা—  
“প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ তর্ক্য হইতে প্রস্থানপূর্বক অষ্টাবক্র-সমভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন”। “হা নাথ ! কোথায় রহিলে ?” ইত্যাদি।

অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি লুপ্ত থাকে । কতকগুলি অব্যয় বিশেষ্য-  
বৎ । যথা, —আজি, এখন, কখন, যখন, যবে, অত্, অত্ৰদা, অন্তম,  
একদা, কদা, দিবা, প্রাতঃ, শম্, শস্, সায়ম, স্বৰ্, হস্ ইত্যাদি ।

কতকগুলি অব্যয় বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় । যথা,—আর, কেমন,  
কেবল, সহিত, অতি, দ্বিষৎ, উঠেঃ, কিঞ্চিৎ, নানা, পুনঃ, ভূয়ঃ মিথ্যা,  
মৃষা, বৃথা, শনৈঃ, সম্যক্ ইত্যাদি ।

আঃ, আজি, আর, ( ১ ), আহা, ই, ইন্, উন্, উহ, এখন, এবে,  
ও, ওঃ, কখন, কবে, কভু কাজেকাজেই, কালি, কি, কিবা, কেন,  
কেননা, কেমন, কেবল, কোন, খানা, খানি, গাছা, গাছি, চাইকি,  
চাইতে, ছি, ছিছি, টা, টি, টী, তখন, তবু, তবে, তাই, তেমন, দিয়া,  
নহিলে, না, বলিয়া, বটে, ভাল, মরি মরি, যখন, যবে, যাই, যেন যেমন,  
যেহেতু, সনে, সহিত, হইতে, হাহা, হাঁ, ইত্যাদি বাঙ্গালা অব্যয় ।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত অব্যয়গুলি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে ।

অচিরাত্, অতএব, অতি, অতীত, অথচ, অথবা, অত্, অধঃ, অধি,  
অধিকন্তু, অধুনা, অহু, অন্তর, অত্ৰথা, অত্ৰদা, অপি, অধি, অরে,  
অলম্, অবশম্, অন্ত, অন্তম্, অহো, আঃ, ইতি, ইদানীং, ইহ, দ্বিষৎ,  
উঠেঃ, উপ, একদা, এব, এবং, কদা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কিম্, কিংবা,  
খলু, চিরম্, ঋতিতি, তৎ, ততঃ, তথা, তদা, তদানীম্, তাবৎ, তিরস্,  
তুখীম্, দিবা, ধিক্, ন, নচেৎ, নতুবা, নমঃ, নানা, নিরু, পরন্তু, পশ্চাৎ, পুনঃ,  
পুরঃ, পুরা, পৃথক্, প্রতি, প্রত্নাত, প্রভৃতি, প্রাক্, প্রাতঃ, প্রাত্ঃ, প্রায়ঃ,  
ভূয়ঃ, ভোঃ, মিথ্যা, মুহঃ, মৃষা, যৎ, যতঃ, যথা, যদি, যত্ৰপি, যাবৎ, যুগপৎ,  
রে, বরং, বহিঃ, বিনা, বৃথা, শনৈঃ, শম্, শশ্বৎ, শ্রৎ, শ্বস্, সংবৎ, সদা, সত্ৰঃ,

(১) 'আর' এই অব্যয় কখন কখন সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয় । যথা—“আমার মত  
পাষও পাষণ-হৃদয় আর নাই”, এখানে 'আর' অর্থে অন্তর্কেহ ।

সনা, সমস্তাৎ, সম্, সম্প্রতি, সম্যক্, সৰ্ব্বথা, সৰ্ব্বদা, সহ, সহসা, সাক্ষাৎ, সায়ম্, সূতরাং, স্বয়ম্, স্বর্, স্বস্তি, ইঠাৎ, হা, হে, হৃদ ইত্যাদি ।

২৩৬। প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অহু, নির্, জুর্, বি, অধি, সূ, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—ধাতুর পূর্বে থাকিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ কহে ।

অব্যয় শব্দ নানা ভাগে বিভক্ত । যথা,—সংযোজক, বিয়োজক, সঙ্কোচক, বিস্ময়াদি-সূচক, অনুকার-বোধক, সমুচ্চয়-সূচক, সম্বোধন-সূচক, বিভক্তি-সূচক, বাক্যালঙ্কার-সূচক ইত্যাদি ।

২৩৭। যে সকল অব্যয় এক পদের বা এক বাক্যের সহিত অল্প পদের বা বাক্যের যোজনা করে, তাহারা সংযোজক অব্যয় । যথা,—এবং, ও, আর, অথচ, অধিকন্তু, সূতরাং, অতএব ইত্যাদি ।

২৩৮। যে সকল অব্যয় পদ ও বাক্য প্রভৃতির অর্থ পৃথক করিয়া দেয়, তাহাদিগকে বিয়োজক কহে । যথা,—নচেৎ, নয়ত, নহিলে, প্রভূত, কিংবা, বা, তথাপি, অন্তথা ইত্যাদি ।

২৩৯। যে সকল অব্যয় অর্থের সঙ্কোচ-বিধান করে, তাহাদিগকে সঙ্কোচক অব্যয় কহে । যথা,—কিন্তু, পরন্তু, বরং ইত্যাদি ।

২৪০। যে সকল অব্যয় দিস্ময়, শোক, হর্ষ প্রভৃতি আন্তরিক ভাব প্রকাশিত করে, তাহাদিগকে বিস্ময়াদি-সূচক কহে । যথা,—হায়, আহা, মরি ইত্যাদি ।

২৪১। কতকগুলি অব্যয় উপমা-সূচক । যথা,—জ্ঞায়, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ ইত্যাদি ।

২৪২। কতকগুলি অব্যয় দ্বারা অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করা যায় । যথা,—ঝন্ ঝন্, ঙ্গ্ ট্ ট্, টক্ টক্, ঠক্ ঠক্, টং টং, ঢং ঢং, মন্ মন্, শন্ শন্, শন্ শন্ ইত্যাদি ।

২৪৩। ‘ও’ প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয়কে সমুচ্চয় সূচক কহে।  
যথা,—আমিও সেইস্থানে যাইব ইত্যাদি।

২৪৪। কতকগুলি অব্যয় সম্বোধন-সূচক। যথা, অয়ি, অরে,  
হে, অহে, ভো, হাদে, রে ইত্যাদি।

২৪৫। যে সকল অব্যয় বিভক্তির সূচনা করে, তাহাদিগকে বিভক্তি-  
সূচক অব্যয় কহে। যথা,—কে, দ্বারা, হইতে, অপেক্ষা, অবধি ইত্যাদি।

২৪৬। যে সকল অব্যয় প্রযুক্ত হইয়া কোথাও কোন অর্থই প্রকাশ  
করে না, কোথাও অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করে, কোথাও বা অর্থের  
বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করে, তাহাদিগকে বাক্যালঙ্কার কহে। যথা,—  
“তাই ত, ঠিক যেন আঁধারপুত্র হর-ধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে  
উগ্ৰত হইয়াছেন,” “বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম,”  
ইত্যাদি স্থলে ‘তাই ত’, ‘বলিতে কি’, শব্দ বাক্যালঙ্কার অব্যয়।

২৪৭। কি, কই, কোথা, কেন প্রভৃতি অব্যয় প্রায়ই প্রশ্ন-বোধক।

অব্যয়ের ব্যবহার বাক্য-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। ]

## সমাস (Compound words)।

২৪৮। পরস্পর অন্বয় থাকিলে দুই বা তদধিক পদের একপদী থাকে  
সমাস (১) কহে।

২৪৯। সমাস করিলে সমস্তমান পূর্ব পূর্ব পদের বিভক্তির লোপ  
হয়। শেষপদে বিভক্তি যুক্ত হয়।

২৫০। সমাসের সংখ্যা-বিষয়ে অনেক মত-ভেদ আছে। কোন কোন

(১) সমস্ততে সংক্ষিপ্ত/ত অনেক ইতি সমাসঃ।

সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত করা; যথা,—রাজার পুত্র = রাজপুত্র; এস্থলে ষষ্ঠী  
বিভক্তির লোপ করিয়া পদকে সংক্ষিপ্ত করা হইল।



ব্যাকরণ-লেখকের মতে সমাস ছয় প্রকার । যথা,—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব । কেহ কেহ চারি প্রকার স্বীকার করেন । যথা—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব । তন্মতে কর্মধারয় ও দ্বিগু, তৎপুরুষের অন্তর্গত । কাহারও মতে সমাস অষ্টবিধ । যথা,—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, নিত্য ও উপপদ । উপপদ তৎপুরুষেরই অবাস্তর ভেদ-মাত্র । নিত্য সমাস সর্বসমাসের অন্তর্গত ।

২৫১ । সমাসদ্বারা বাক্য সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য হয় । বঙ্গীয় কবিগণ কখন কখন ছন্দের অনুরোধে সমাস করেন না । ফলতঃ সমাস করা বা না করা প্রায়ই প্রয়োগ-কর্তার ইচ্ছাধীন । সমাস করা হইলে, সেই পদকে সমস্ত-পদ এবং সমাসের অবয়বীভূত পদ-সমূহকে বিল্লিষ্ট করিলে যে বাক্য হয়, তাহাকে ব্যাস-বাক্য, সমাস-বিগ্রহ বা বিগ্রহ-বাক্য বলিয়া থাকে । প্রতি-কটু স্থলে সমাস না করাই ভাল ।

## দ্বন্দ্ব ( Copulative ) ।

২৫২ । সর্ব-পদার্থ-প্রধান দ্বন্দ্ব অর্থাৎ যে সকল পদের সমাস করা যায়, তাহাদের প্রত্যেকের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয় (১) ।

(১) দ্বন্দ্ব সমাস তিন প্রকার । যথা,—ইতরেরতর, সমাহার ও একশেষ । পরস্পর অপেক্ষাহেতু একক্রিয়-সম্বন্ধ বুঝাইলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয়, তাহাকে ইতরেরতর কহে । যথা,—দেব ও অহর=দেবাহর । সমাহার দ্বন্দ্ব সমাহার দ্বারা এককালে সংহিতরূপে অনেক পদের অর্থ প্রতীতি হয় । যথা,—অহি ও নকুল=অহি-নকুল । একশেষ দ্বন্দ্ব যে যে পদে সমাস করা যায়, উন্মধ্যে একটি মাত্র পদ অবশিষ্ট থাকে এবং পদসংখ্যানুসারে বচন প্রযুক্ত হয় । যথা,—তিনি ও তুমি ও আমি=আমরা । সংস্কৃত ভাষায় এই সমাসের বহুল উদাহরণ পাওয়া যায় ; বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল ।

২৫৩ দ্বন্দ্ব সমাস হইলে, এবং, ও, আর প্রভৃতি সংযোজক অণ্যের লোপ হয় ( ১ ) ;

২৫৪ । দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্প-স্বর-বিশিষ্ট পদ প্রায়ই পূর্বে থাকে । যথা,—হংস ও সারস = হংস-সারস ; কাক ও কোকিল = কাক-কোকিল ইত্যাদি ।

২৫৫ । দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত পূজনীয় পদ প্রায়ই প্রথমে বসে । যথা,—গুরু ও শিষ্য = গুরু-শিষ্য, যুধিষ্ঠির ও অর্জুন = যুধিষ্ঠিরার্জুন ।

২৫৬ । ঋতু ও নক্ষত্র-বাচক শব্দের আনুপূর্ণ্য ( ২ ) অনুসারে পদ-বিভাগ করিতে হয় । যথা,—হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত = হেমন্ত-শিশির-বসন্ত ; রুত্বিকা ও রোহিণী — রুত্বিকা-রোহিণী ইত্যাদি ।

২৫৭ । ব্রাহ্মণাদি জাতি-বাচক শব্দের আনুপূর্ণ্য অনুসারে পদ-স্থাপন করিতে হয় । যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র ।

২৫৮ । সমান গোত্র ও সমান বিছা বুঝাইলে দ্বিপদ-দ্বন্দ্ব ( ৩ ) সমাসে ঋকারান্ত শব্দ ও পুত্রশব্দ ( ৪ ) পরে থাকিলে পূর্ববর্তী ঋকারান্ত শব্দের ঋ স্থানে আকার হয় । যথা,—সমান গোত্র—মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা ; পিতা ও পুত্র = পিতা-পুত্র । সমান বিছা—হোতা ও পোতা = হোতা-পোতা । অন্যত্র, জামাতা ও পুত্র = জামাতৃ-পুত্র ।

২৫৯ । পতি শব্দ পরে থাকিলে জায়া শব্দ স্থানে বিকল্পে দম্ বা জম্ হয় । যথা,—জায়া ও পতি = জায়াপতি, জম্পতি, দম্পতি ।

(১) কোন কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে সমাস হইলেও, সমস্ত পদের মধ্যে সংযোজকাদি অব্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় । যথা,—‘ভগবান্ ঋষাশ্ব সাদর ও সন্তোষ-সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন’; ‘যথোচিত সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ-প্রয়োগ-পূর্বক বিদায় লইয়া’ ইত্যাদি ।

(২) ঋতুর প্রাদুর্ভাব ও নক্ষত্রের উদয়-কৃত বুঝিতে হইবে । সমাক্ষর হইলেই হইবে, অস্বাভাব্য হইবে না । যথা,—গ্রীষ্ম-বসন্ত ।

(৩) ত্রিপদ দ্বন্দ্ব হইবে না । যথা,—হোতা, পোতা ও যষ্টা—হোতৃ-পোতৃ-যষ্টা ।

(৪) কোন মতে পুত্রার্থ শব্দ পরে থাকিলেও হইবে । যথা—দুহিতাস্বজ ইত্যাদি ।

২৬০ । অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, রাত্রি ও দিবা = রাত্রিন্দিব, কুশ ও লব = কুশী-লব ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ ।

### তৎপুরুষ । ( Determinative ) ।

২৬১ । উত্তর-পদার্থ প্রধান তৎপুরুষ অর্থাৎ যে সমাসে সমস্তমান পদ-দ্বয়ের মধ্যে উত্তর ( পর ) পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে ।

২৬২ । তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার । যথা,—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ । তৎপুরুষ-সমাসে দ্বিতীয়াদি-বিভক্তান্ত পদ প্রায়ই পূর্বে থাকে ।

২৬৩ । দ্বিতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ কহে । যথা,—বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন, ( ১ ) শাখাকে গত = শাখা-গত, নিরয়ে গামী = নিরয়গামী ; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখা = চিরসুখী ( ২ ), সতত কাল ব্যাপিয়া সঞ্চরমাণ = সতত-সঞ্চরমাণ ; চিরকাল ব্যাপিয়া অনুকূল = চিরানুকূল ; ঘনরূপে সন্নিবিষ্ট = ঘন-সন্নিবিষ্ট ( ৩ ) ; ঐরূপ অবগুকর্তব্য ইত্যাদি ।

২৬৪ তৃতীয়া-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পরপদের সমাসকে তৃতীয়া-তৎপুরুষ কহে । যথা,—সর্প দ্বারা দষ্ট = সর্পদষ্ট ( ৪ ) ; স্ব দ্বারা উপার্জিত = স্বোপার্জিত ; তাহা দ্বারা রুত = স্বরুত ; শিরোদ্বারা ধার্য্য

( ১ ) দ্বিতীয়াস্ত পদের সহিত শ্রিত, অতীত, আপন্ন, প্রাপ্ত, গামী, গত প্রভৃতি পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয় ।

( ২ ) ব্যাপ্তি বুঝাইলে কাল-বাচক দ্বিতীয়াস্ত পদের সহিত অস্ত্র পদের দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয় ।

( ৩ ) পূর্ব পদ ক্রিয়ার বিশেষণ ও পরপদ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত হইলেও দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয় ।

( ৪ ) কর্তৃ-বিহিত তৃতীয়াস্ত পদের সহিত কৃদন্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয় ।

শিরোধার্য্য ; তুষার দ্বারা মণ্ডিত = তুষার-মণ্ডিত ; অগ্নি দ্বারা দগ্ধ = অগ্নি-দগ্ধ ; স্বভাব দ্বারা সুন্দর = স্বভাব-সুন্দর ( ১ ) ; প্রকৃতি দ্বারা মধুর প্রকৃতি-মধুর ; এক দ্বারা উন = একোন ( ২ ) ; জন দ্বারা শূত্র = জনশূত্র ; ধন দ্বারা হীন = ধনহীন ; শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত ; ভরা দ্বারা অবিত = ভরাবিত ইত্যাদি ।

২৬৫। চতুর্থী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পরপদের সমাসকে চতুর্থী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত = ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত, সংপাত্রকে দত্তা = সংপাত্র-দত্তা, যুপের নিমিত্ত দারু = যুপদারু ( ৩ ) ইত্যাদি ।

২৬৬। পঞ্চমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে পঞ্চমী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—কারা হইতে মুক্ত = কারা-মুক্ত, সর্প হইতে ভীত = সর্প-ভীত, বাম হইতে ইতর = বামেতর, পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় = প্রাণ-প্রিয়, উত্তর হইতে উত্তর = উত্তরোত্তর ইত্যাদি ।

২৬৭। ষষ্ঠী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কহে। যথা,—গঙ্গার জল = গঙ্গা-জল ( আধারাদেয়ভাব সম্বন্ধ ) ; রাজার ধন = রাজধন ( স্ব স্বামিত্ব ) ; হস্তীর দন্ত = হস্তি-দন্ত ( অবয়বাবয়বিত্ব ) ; কালীর দাস = কালিদাস ( ৩ ) ; কুকুটীর অণ্ড = কুকুটাণ্ড ( ৫ ) ;

(১) কলহ, মিশ্র, সুন্দর, নব্বু প্রভৃতি শব্দের সহিত তৃতীয়াস্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয় ।

(২) উনার্থ ও যুক্তার্থ শব্দের সহিত তৃতীয়াস্ত পদের তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাস হয় ।

(৩) প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব না থাকিলে হইবে না । রন্ধনের নিমিত্ত স্থালী, এস্থলে প্রকৃতি বিকৃতি-ভাব না হওয়ায় ষষ্ঠী-তৎপুরুষ হইবে ।

(৪) সংজ্ঞার্থে কখন কখন ঈপ্ ও আপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্যন্তর হ্রস্ব হয় ।

(৫) অণ্ডাদি শব্দ পরে থাকিলে কুকুটী, অজা, ছাগী প্রভৃতি শব্দের পুংসত্ত্বাব হয় ।

অজার হ্রস্ব = অজহ্রস্ব; ছাগীর হ্রস্ব = ছাগহ্রস্ব; ক্রর কুটি = ক্রকুটি (১);  
 অহের পূর্ব (পূর্বভাগ) = পূর্বাহ্ন (২); পথের অর্দ্ধ = পথার্দ্ধ বা  
 অর্দ্ধপথ (৩); পথের রাজা = রাজ-পথ; ঋত (আগামো দিনের) পর  
 (পরবর্তী দিন) = পরাশ্র: ইত্যাদি।

২৬৮। সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের সহিত পর পদের সমাসকে সপ্তমী-  
 তৎপুরুষ কহে। যথা,—জলে পতিত = জল-পতিত; মাসে দেয় (ঋণ) =  
 মাস-দেয়; শাস্ত্রে প্রবীণ = শাস্ত্র-প্রবীণ (৪); রণে পণ্ডিত = রণ-পণ্ডিত;  
 বচনে চতুর = বচন-চতুর; পূর্বাহ্নে কৃত = পূর্বাহ্ন-কৃত; নরের মধ্যে অধম  
 = নরাধম (৫); পুরুষ মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম ইত্যাদি।

### নঞ সমাস।

২৬৯। নঞ শব্দ প্রথমে থাকিয়া পরবর্তী প্রণাম-বিভক্তি-যুক্ত  
 পদের সহিত যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহার নাম নঞ (৬) তৎপুরুষ।

২৭০। সমাস-কালে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে বিকল্পে নঞ স্থানে

(১) কুটিশব্দ পরে থাকিলে ক্র স্থানে ক্র বা ভূ আদেশ হয়। যথা, —ক্রকুটি, ভূকুটি।

(২) বস্তুতৎপুরুষ সমাসে একদেশবাচী (প্র, পূর্ব, মধ্য, সাহস, পর ও অপার) শব্দের  
 পরবর্তী অহ্ন শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়।

(৩) পথিন্ প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী অর্দ্ধ প্রভৃতি ও ঋ শব্দের পরবর্তী পর শব্দের  
 পূর্ব-নিপাত হয়। এইকপ স্থলে যষ্ঠান্ত পদেব পর-নিপাত হয় বলিয়া এই সমাসকে  
 পর-নিপাত কহে। পথার্দ্ধ অর্থে কিয়ৎপরিমাণ পথ ও অর্দ্ধপথ অর্থে ঠিক অর্ধেক পথ।

(৪) শৌণ্ড, প্রবীণ, পণ্ডিত, কুণল, নিপুণ, দক্ষ, সাহসিক, চতুর, ধূর্ত, বিশারদ  
 প্রভৃতি শব্দের সহিত সপ্তম্যান্ত পূর্বপদের তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৫) নির্দার অর্থে বিহিত সপ্তম্যান্ত পদের সহিতই তৎপুরুষ সমাস হয়।

(৬) 'তৎ-সাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্তঃ তদন্তঃ।

অপ্রাপ্ত্যঃ বিরোধশ্চ নঞার্থাঃ ষট্ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥'

সাদৃশ্য, অভাব, অভেদ, অন্ততা, অপ্রাপ্ততা, বিরোধ এই ছয় প্রকার অর্থে নঞ শব্দ  
 ব্যবহৃত হয়। যথা,—অব্রাক্ষণ—ব্রাক্ষণ-সদৃশ, অপাপ—পাপের অভাব, অঘট-ঘটভিন্ন,  
 অমুদরী—অল্লোদরী, অকেলী—অপ্রশস্তকেলী, অম্বর—ম্বরবিরোধী। নঞ শব্দের  
 স্বার্থেও ব্যবহার আছে। যথা,—কুপার (সমুদ্র), অকুপার (সমুদ্র)।

অন্ এবং বাঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অ হয় (১)। যথা,—ন+উক্ত = অনুক্ত ; ন+পেয় = অপেয়। অন্তত্ব যথা,—ন+অতিদূর = অনতিদূর, নাতিদূর ; ন+গ = অগ, নগ ইত্যাদি।

## উপপদ সমাস ।

২৭১। কোন কোন ক্রদন্ত পদ উপপদের (২) সহযোগ-ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই সকল উপপদের সহিত ক্রদন্ত পদের সমাসকে উপপদ সমাস কহে।

২৭২। উপপদ সমাসের ব্যাস-বাক্য প্রথমান্ত বহুব্রীহির ভ্রায় হয়। যথা,—কুস্তকে করে যে এই অর্থে কুস্তকার ; এইরূপ জলজ, ভূজগ, আতপত্র, গিরিশ, প্রীতি-প্রদ, ইন্দ্রজিৎ, মৃগাবিং ( ৬৩৯। গ ) ইত্যাদি। ক্রদন্ত পদ স্বতন্ত্র প্রয়োজ্য হইলে উপপদ সমাস হয় না। যথা—মাতৃ ভুক্ত ( ষষ্ঠীতৎপুরুষ )।

## কর্মধারয় (৩) ( Appositional ) ।

২৭৩। বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্মধারয় কহে। এই সমাসেও পরপদের অর্থ-প্রাধান্য থাকে। সমস্যমান পদ-দ্বয়ের মধ্যে “যে”, “অথচ”, “এমন”, “ই” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা,—সং যে জন = সজ্জন, রক্ত এমন অশোক = রক্তাশোক ইত্যাদি।

( ১ ) ‘নাকো নবেদা নকুলন্ত নক্রে। নাসত্য নক্ষত্র নপাচ্চ নদাট্।

নপুংসকং বৈ নমুচিন’থক্ নাদেশমেতেধু বদন্তি ধীরাঃ।’

( ২ ) যে সকল শব্দের পর ট্, ড্, অণ্, গিন্, কিপ্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্রুৎ প্রত্যয়ের বিধান আছে, ঐ সকল শব্দকে উপপদ বলে।

( ৩ ) একাধার তৎপুরুষকে কর্মধারয় কহে। শুক্র ভল্লুক পদে শুক্র ও ভল্লুক একাধারে বর্তমান থাকায়, কর্মধারয় সমাস হইল।

২৭৪। পরপদকে বিশেষ্য-রূপে কল্পনা করিয়া দুই বিশেষণ পদেও কর্মধারয় হয়। যথা,—পরম যে ধার্মিক = পরম-ধার্মিক ।

২৭৫। অভেদ-কল্পনা স্থলে কখন কখন দুই বিশেষ্য পদে কর্মধারয় হয়। যথা,—দয়াই গুণ = দয়াগুণ, গড়ই স্থল = গড়স্থল ইত্যাদি ।

২৭৬। একই বিশেষ্যের গুণবাচক হইলে দুই বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যথা,—নীল অথচ উজ্জ্বল = নীলোজ্জ্বল, হৃষ্ট অথচ পুষ্ট = হৃষ্ট-পুষ্ট, প্রিয় অথচ হিত = প্রিয়-হিত ।

২৭৭। কর্মধারয় সমাসে জ্ঞীলিঙ্গ শব্দ পরে থাকিলে, পূর্নহিত বিশেষণ শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা,—শুক্লা প্রতিপদ = শুক্ল প্রতিপদ, কৃষ্ণা যে চতুর্দশী = কৃষ্ণ চতুর্দশী ইত্যাদি ।

২৭৮। বর্ণ-বাচক পদের সহিত বর্ণ-বাচক পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যথা,—হরিত অথচ অরুণ = হরিতারুণ ইত্যাদি ।

২৭৯। পূর্ন ও উত্তর কাল বুঝাইলে, ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যথা,—অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উথিত = সুপ্তোথিত; পূর্বে স্নাত পশ্চাৎ অমুলিপ্ত = স্নাতামুলিপ্ত এইরূপ বন্ধ-তাড়িত ইত্যাদি ।

২৮০। সাধারণ ধর্ম-বাচক পদের সহিত পূর্নবর্ত্তী উপমান-বাচক ( ১ ) পদের সমাস হয়। যথা—মৃণাল প্রায় ধবল = মৃণাল-ধবল; এইরূপ শিরীষ-সুকুমার, ঘন-শ্যাম, হস্তি-মূর্খ, শশ-বাস্ত ইত্যাদি ।

( ১ ) যাহাদ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহাকে উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমেয় কহে। উপমা বুঝাইবার জন্য প্রায়, স্নায়, যেমন, যেক্রপ, সমান, সদৃশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

## উপমিত সমাস ।

২৮১। সাধারণ ধর্ম্বাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে, উপমান-বাচক পদের সহিত উপমেয় পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপমিত সমাস কহে। এই সমাসে কেবল উপমেয় পদে উপমানের সাদৃশ্য বোধ হয়। যথা,—মুখ কমল সদৃশ = মুখ-কমল, মৃণ চন্দ্রপ্রায় = মৃণ-চন্দ্র, পুরুষ পুঙ্গব ( ১ ) প্রায় = পুরুষ-পুঙ্গব, নর সিংহপ্রায় = নর-সিংহ ইত্যাদি ।

## রূপক সমাস ।

২৮২। যে সমাসে উপমেয় পদে উপমানের আরোপ হইয়া থাকে, তাহাকে রূপক-সমাস কহে। যথা,—মুখরূপ চন্দ্র = মুখচন্দ্র, বিত্তারূপ রত্ন = বিত্তারত্ন ।

২৮৩। কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তিও রূপ-শব্দ-বোধক হয়। যথা,—“শোকের ঝড় বহিল সভাতে” শোকের ঝড় অর্থাৎ শোকরূপ ঝড় ।

২৮৪। উপমান-উপমেয়ে অভেদ কল্পনা হইলে রূপক হয়। অতিসাম্য-বশতঃ এই অভেদের কল্পনা হইয়া থাকে। ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের অতি-সাম্য-প্রদর্শনার্থ যে অভেদের আরোপ হয়, তাহাকে রূপক কহে। বিশেষণ উপমান গত হইলে রূপক, উপমেয়-গত হইলে উপমিত এবং উভয়-গত হইলে উভয়ের সঙ্কর হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে উপমানের অর্থ-প্রাধান্ত আছে, সেখানে রূপক, যে স্থলে উপমেয়ের অর্থ-প্রাধান্ত আছে, সেখানে উপমিত এবং যে স্থলে উভয়ের অর্থ-প্রাধান্ত আছে, সেখানে উভয়ের সঙ্কর হইবে। যথাক্রমে উদাহরণ যথা,—বিকসিত মুখপদ্ম,

( ১ ) ‘স্মারকতরপদে বাব্র-পুঙ্গবর্ষভ-কুঞ্জরাঃ। সিংহ-শার্দূল-বাগাদ্যাঃ পুংসি, শ্রেষ্ঠার্থবাচকঃ। বাব্র-পুঙ্গব, ঋষভ, কুঞ্জর, সিংহ, শার্দূল, নাগ প্রভৃতি শব্দ, শব্দরূপে পরে যদিলে শ্রেষ্ঠার্থ বুঝায়। যথা,—পুরুষ-সিংহ অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ ।



সহাস্র মুখ-পদ্য ও রমণীয় মুখ-পদ্য। বিকসিত মুখ-পদ্য স্থলে বিকাস-ধর্ম উপমান পদ্য-গত হওয়ায় রূপক, সহাস্র মুখ-পদ্য-স্থলে হাস উপমেয় মুখ-গত হওয়ায় উপমিত এবং রমণীয় মুখ-পদ্য স্থলে রমণীয়তা, উপমান পদ্য ও উপমেয় মুখ, উভয়-গত হওয়ায়, উভয়ের সঙ্কর অর্থাৎ রূপক ও উপমিত উভয় সমাসই হইতে পারে।

### অলুক সমাস।

২৮৫। সমাসে কোন কোন স্থলে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না (১)। এইরূপ সমাসকে অলুক-সমাস কহে।

২৮৬। তৎপুরুষে সপ্তমীর লুকের স্থিরতা নাই। কোন স্থানে লুক (লোপ) হয়, কোন স্থানে হয় না, এবং কোথাও বা বিকল্পে হয়। যথা,—

লুক—গৃহস্থ, মধ্যস্থ ইত্যাদি। অলুক—যুধিষ্ঠির, অস্ত্রবাসী ইত্যাদি।  
বিকল্প—বনেচর, বনচর; খেচর, খচর ইত্যাদি।

২৮৭। কোন কোন স্থলে তৎপুরুষে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয় না। যথা,—বাচস্পতি, গোপদ, ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি।

২৮৮। অলুক সমাসের যে সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইল, তৎসমস্ত সংস্কৃতানুযায়ী। বাঙ্গালা ভাষায় অলুক সমাসের উদাহরণ দুঃপ্রাপ্য। সুতরাং উক্ত পদ সকল বাঙ্গালা ভাষায় নিপাতন-সিদ্ধ বলাই সঙ্গত।

### মধ্য-পদ-লোপি-কর্ম্মধারয়।

২৮৯। কর্ম্মধারয় সমাসে কখন কখন সমস্তমান দুই পদই বিশেষ্য এবং ব্যাস-বাক্যে উভয়ের মধ্যে নামক, মিশ্রিত, অধিক, আকৃষ্ট প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকে। সমাস-কালে ঐ মধ্যপদের লোপ হয়, এই জ্ঞাত

(১) কোন কোন স্থলে লোপ হয় না, তাহা শিষ্ট-প্রয়োগ দেখিয়া জানিতে হইবে।

উহাকে মধ্য-পদ-লোপি-কর্মধারয় ( ১ ) সমাস কহে । যথা,—প্রস্রবণ নামক গিরি = প্রস্রবণ-গিরি, পল ( মাংস ) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন, এক অধিক ত্রিংশৎ = একত্রিংশৎ ইত্যাদি ।

২৯০ । এই সমাসে দশ, বিংশতি, ত্রিংশৎ শব্দ পরে থাকিলে দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে দ্বা, ত্রয়ঃ ও অষ্টা আদেশ হয় এবং চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি ও নবতি শব্দ পরে বিকল্পে হয় । যথা,—দ্বাধিক দশ = দ্বাদশ, ত্র্যাধিক দশ = ত্রয়োদশ, অষ্টাধিক দশ = অষ্টাদশ, দ্বাধিক বিংশতি = দ্বাবিংশতি, ত্র্যাধিক ত্রিংশৎ = ত্রয়স্বিংশৎ, দ্বাধিক চত্বারিংশৎ = দ্বাচত্বারিংশৎ, দ্বিচত্বারিংশৎ ইত্যাদি ।

২৯১ । অশীতি শব্দের সহিত দ্বি, ত্রি ও অষ্টন্ শব্দের সমাস হইলে যথাক্রমে দ্বাশীতি ত্রাশীতি ও অষ্টাশীতি পদ হয় ।

২৯২ । এক ও যষ্ শব্দের সহিত দশ শব্দের সমাস হইলে যথাক্রমে একাদশ ও ষোড়শ পদ নিপাতনে হয় । যথা,—একাধিক দশ = একাদশ, ষড়ধিক দশ = ষোড়শ ।

## দ্বিগু ( Numeral ) ।

২৯৩ । সংখ্যা-পূর্বক কর্মধারয়কে দ্বিগু সমাস ( ২ ) বলে ।

২৯৪ । দ্বিগু সমাসে পাত্র, যুগ, ভুবন প্রভৃতি ভিন্ন অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈপ্ হয় এবং ঐ ঈবস্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয় । যথা—ত্রিপদা, চতুঃপদা, পঞ্চবটী, শতাব্দী, ত্রিলোকী । পাত্রাদি যথা,—পঞ্চপাত্র, চতুঃযুগ, ত্রিভুবন । পঞ্চন্ ও দশন্ শব্দের সহিত মূল শব্দের সমাস হইলে বিকল্পে ঈ হয় । যথা,—দশমূলী, দশমূল ।

( ১ ) ঈদৃশ স্থানে প্রথম বিশেষ্যটি বিশেষণ-স্থানীয়, তজ্জগ্ৰ ইহাকে কর্মধারয় বলা হয় ।

( ২ ) এই সমাসে পূর্ববর্তী সংখ্যাবাচক শব্দ, পরপদের বিশেষণ-স্বরূপ, হইয়া ( সমাহার ) এককালে তদ্বোধক বস্তুর বোধ জন্মাইয়া থাকে ।

২৯৫। ত্রি শব্দের সহিত ফল শব্দের সমাস হইলে আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—ত্রিফলা।

২৯৬। দ্বিগু সমাসের পরস্থিত নদী শব্দের ঙ্গ স্থানে অ এবং অহ্ন শব্দের ন্-কারের লোপ হয়। যথা,—পঞ্চনদ, সপ্তাহ, দ্বাহ, ত্রাহ।

## বহুব্রীহি ( Relative )।

২৯৭। অত্র-পদার্থ-প্রধান বহুব্রীহি অর্থাৎ যে কয়েক পদে সমাস করা যায়, তাহাদের প্রতিপাত্ত পদার্থ না বুঝাইয়া তদর্থ বিশিষ্ট অত্র পদার্থের বোধ জন্মিলে বহুব্রীহি (১) হয়। বহুব্রীহি সমাসান্ত পদ বিশেষণ হয়। এই সমাসের বাস-বাক্যে একটি যদ্ শব্দের পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

২৯৮। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ ও সপ্তমাস্ত পদ প্রায়ই পূর্বে থাকে। যথা,—শীর্ণ কলেবর যাহার—শীর্ণ-কলেবর, প্রসন্ন সলিল যাহার (যে নদীর) = প্রসন্ন-সলিলা, দশ আনন যাহার = দশানন, কৃত কৰ্ম যাহা দ্বারা = কৃত-কৰ্ম্মা, কৃত অঞ্জলি যাহা দ্বারা = কৃতাজলি, গলৎ অশ্রু যাহা হইতে = গলদশ্রু, প্রিয় ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর) প্রিয়ভূষণা (২),

(১) বহুব্রীহি সমাস, সমানাধিকরণ ও বাধিকরণ-ভেদে দুই প্রকার। সমস্তমান পদ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাঙ্গাপন্ন হইলে তাহাকে সমানাধিকরণ বা সাধিকরণ এবং তাহা না হইলে তাহাকে বাধিকরণ বহুব্রীহি কহে। যথা—নীল অম্বর যাহার সেই নীলাম্বর (বলরাম); পিণাক পাণিতে যাহার তিনি পিণাক-পাণি (শিব)।

বহুব্রীহি সমাস তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান-ভেদে আরও দুই প্রকার; সমস্তমান পদের অর্থ সমাস বাক্যে থাকিলে তদ্গুণ-সংবিজ্ঞান হয়। যথা—ত্রি লোচন যাহার ত্রিলোচন (শিব)। তাহার অত্যাধা হইলে অতদ্গুণ-সংবিজ্ঞান হয়। যথা—হত কংস যাহা দ্বারা হত-কংস (কৃষ্ণ)।

(২) প্রিয় প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে পর-নিপাত হয়। যথা,—প্রিয় ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর) = ভূষণ প্রিয়া বা প্রিয়-ভূষণা; এইরূপ ছন্ন মতি যার সে মতিচ্ছন্ন বা ছন্নমতি ইত্যাদি।

ধর্ম্য বুদ্ধি বাহার = ধর্ম্যবুদ্ধি, পাপে মতি বাহার = পাপ-মতি, শূল পাণিতে বাহার = শূল-পাণি ( ১ ), শিলী মুখে বাহার = শিলী-মুখ ইত্যাদি ।

২৯৯। বহুব্রীহি সমাসে কখন কখন উত্তর পদের লোপ হয়। যথা,—  
—মৃগের নয়নের ত্রায় নয়ন বাহার ( যে জ্ঞীর ) সে মৃগনয়না ( ‘নয়ন’ এই উত্তরপদের লোপ হইয়াছে ) ; বিছাতের আভার ত্রায় আভা বাহার তাহা বিছাদাত ; গোর অক্ষির ত্রায় গোলাকার বাহা তাহা গবাক্ষ ; গজের আননের ত্রায় আনন বাহার সে গজানন ইত্যাদি ।

৩০০। বহুব্রীহি সমাসে কখন কখন মধ্যপদের লোপ হয়। যথা,—  
শূর্ণ সদৃশ নথ বাহার (যে জ্ঞীর) সে শূর্ণ নথা (‘সদৃশ’ এই মধ্যপদের লোপ হইয়াছে) ; পদ্ম সদৃশ (সুন্দর) লোচন বাহার সে পদ্মলোচন ইত্যাদি ।

৩০১। বহুব্রীহি সমাসে পরবর্ত্তী ধনুঃ শব্দ স্থানে ধনু ও ধর্ম্ম শব্দ স্থানে ধর্ম্মন্ আদেশ হয় ( ২ )। যথা,—সু ( সুন্দর ) ধনুঃ বাহার সে সুদন্বা, ঐরূপ, গাণ্ডীব-ধন্বা ; সমান ধর্ম্ম বাহার সে সমান-ধর্ম্মা ইত্যাদি ।

৩০২। বহুব্রীহি সমাসে সহ স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা—সহ (সমান) উদর বাহার সে সোদর, সহোদর । সান্নি, সাক্ষ ইত্যাদি স্থলে নিত্যই স হয় ।

৩০৩। বহুব্রীহি সমাসে নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ ঙ্কারান্ত ও উকারান্ত শব্দ, ঙ্কারান্ত শব্দ ও উরস্ প্রভৃতি ( ৩ ) শব্দের উত্তর ক হয়। যথা—মৃত পত্নী বাহার সে মৃত-পত্নীক ; প্রোষিত ভর্ত্তা বাহার ( যে জ্ঞীর ) সে

( ১ ) অহরণার্থক পদের সহিত সমাস হইলে সপ্তম্যন্ত এবং ত্ত প্রত্যয়ান্ত পদের পর-নিপাত হয়। অহরণার্থক না হইলেও ঘোষাপাণি, কুশ-হস্ত, ত্রী-কণ্ঠ, বাণী-কণ্ঠ প্রভৃতি স্থলেও পর-নিপাত হয় ।

( ২ ) সংজ্ঞা বুঝাইলে বিকল্পে হয়। যথা—পুষ্প ধনুঃ বাহার সে পুষ্প-ধন্বা বা পুষ্পধনুঃ । বাঙ্গালায় ফুলধনু পদেরও প্রয়োগ দেখা যায় ।

( ৩ ) উরস্ সপিস্, উপানহ, পুষস্, অনডুহ, পয়স্, নৌ, লক্ষ্মী, দধি, মধু, শালী, মিষ্ ও নঞ-পূর্ব্বক অর্থ ইত্যাদি ।

প্রোষিত-ভর্জকা ; বিশাল উরঃ বাহার সে বিশালোরক, ন ( নাই ) অর্থ বাহার তাহা অনর্থক ইত্যাদি ।

৩০৪ । কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ক হয় । যথা,—অধিক বয়ঃ বাহার সে অধিকবয়স্ক, অধিক-বয়াঃ এইরূপ অন্ত্রমনস্ক, অন্ত্রমনাঃ ইত্যাদি ।

৩০৫ । পরস্পর একবিধ ক্রিয়া বুঝাইলে পূর্ব পদ আকারান্ত ও পর পদ ইকারান্ত হয় । যথা,—দণ্ড দ্বারা দণ্ড দ্বারা যে যুদ্ধ দণ্ডাদিণ্ড ; ঐরূপ কেশাকেশি, হস্তাহস্তি, মুষ্ঠ্যামৃষ্টি ইত্যাদি ।

৩০৬ । স্ম, উৎ. স্মরতি ও পৃতি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর নিত্য এবং উপমান-বাচক শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে ই হয় । যথা,—স্ম (শোভন গন্ধ বাহার = স্মগন্ধি (১) ঐরূপ স্মরতি-গন্ধি, পৃতি-গন্ধি ; পদ্ম-গন্ধি, পদ্ম-গন্ধ ইত্যাদি ।

৩০৭ । অল্প সংযোগ বুঝাইলে গন্ধ শব্দের উত্তর নিত্য ই হয় ; যথা,—স্মত-গন্ধি ; (বাজন) দধি-গন্ধি ' অল্প ' ইত্যাদি ।

৩০৮ । বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ পদ প্রায়ই পুংলিঙ্গের ভ্রায় হয় এবং পরবর্তী স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দ অকারান্ত এবং গো শব্দের ও স্থানে উ হয় । যথা—ভগ্না শাখা বাহার তাহা ভগ্ন-শাখ, বীতা স্পৃহা বাহার তিনি বীতস্পৃহ ; শীতা গো ( কিরণ ) বাহার সে শীতগু (চন্দ্র) ইত্যাদি ।

৩০৯ । বহুব্রীহি সমাসে দ্বি ও অন্তর্ শব্দের এবং সম্ ও প্রতি উপসর্গের পরবর্তী অপ্ শব্দের অ স্থানে ঐ আদেশ হয় । সমস্ত পদ অকারান্ত হয় । যথা, দ্বি ( দুই দিকে ) অপ বাহার তাহা দ্বীপ, অন্তর্ অপ্ বাহার তাহা অন্তরীপ, ঐরূপ সমাপ, প্রতিপ ইত্যাদি । অনুপ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ ।

---

( ১ ) নিত্য সম্বন্ধে ই হয়, কদাচিত্ সম্বন্ধে হয় না ; যথা,—স্মগন্ধি পুষ্প, স্মগন্ধ বায়ু ।

(১) সংজ্ঞা বুঝাইলে নাভি শব্দের ইকার স্থানে অ হয়। যথা,—পদ্ম নাভিতে যাহার পদ্মনাভ (বিষ্ণু), উর্ণা নাভিতে যাহার উর্ণনাভ (মাকড়সা)। উর্ণা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়। সংজ্ঞা না বুঝাইলে যথা,—গভীর-নাভি ইত্যাদি।

(২) জায়া শব্দ স্থানে জ্ঞানি আদেশ হয়। যথা,—যুবতী জায়া যাহার সে যুবজ্ঞানি ঐরূপ সীতাজ্ঞানি ইত্যাদি।

(৩) নঞ্ ছর্, স্ত শব্দের পরস্থিত প্রজা ও নঞ্ ছর্, স্ত, মন্দ ও অল্প শব্দের পরস্থিত মেধা শব্দের উত্তর অস্ হয়। যথা,—যাহার প্রজা নাই সে অপ্রজাঃ ; যাহার মেধা নাই সে অমেধাঃ ইত্যাদি।

(৪) ঐপ্পরে বিষ্ণু, কুন্ত প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত পাদ শব্দ স্থানে পদ্ আদেশ হয়। যথা,—বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপত্তি যাহার (যে জ্ঞীর) সে বিষ্ণুপদী ইত্যাদি। অত্ৰ যথা, বিষ্ণুপাদ।

(৫) সংখ্যাবাচক শব্দ, স্ত ও উপমান-বাচক শব্দের উত্তর পাদ শব্দের স্থানে পাং আদেশ হয়। কিন্তু হস্তাদির উত্তর হয় না। যথা,—সহস্র পাদ যাহার সে সহস্র-পাং ; বাঘের গ্রায় পাদ যাহার সে বাঘ-পাং। অন্যত্র হস্তি-পাদ।

(৬) বয়স্ বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত দন্ত শব্দ স্থানে দং (দত্) আদেশ হয়। এবং সংজ্ঞা বুঝাইতে জ্ঞীলিঙ্গে দন্ত স্থানে দং হয়। যথা—দ্বি দন্ত যাহার (যে বৎসতরীর) সে দ্বিদন্তী ; স্ত দন্ত যাহার (যে জ্ঞীর) সে স্তদন্তী। অন্যত্র সমদন্তী।

(৭) দ্বি, ত্রি, শব্দের পরবর্তী মূর্দ্ধন্ শব্দের উত্তর ষ হয়, অ থাকে। অ-পরে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—দ্বি মূর্দ্ধা যাহার সে দ্বিমূর্দ্ধ ; অত্ৰ যথা,—বহুমূর্দ্ধা ইত্যাদি।

## অব্যয়ীভাব ( Indeclinable ) ।

৩১০ । পূৰ্ব-পদার্থ প্রধান অব্যয়ীভাব অর্থাৎ যে সমাসে পূৰ্ব পদের অর্থ প্রধান-রূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে । এই সমাসে প্রায়ই অব্যয় শব্দ পূৰ্বে থাকে ।

৩১১ । অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় শব্দ বিভক্তির অর্থ, বীজা, সামীপ্য, পর্যাস্ত যোগাতা, অনতিক্রম, পশ্চাৎ বা অভাব প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে । বিভক্তির অর্থে—ভূতকে অধি অর্থাৎ অধিকার করিয়া অর্থে অধিভূত ঐরূপ অধ্যাত্ম উষায় প্রত্যয় ( ১ ) ।

বীজা—দিনে দিনে প্রতিদিন, গৃহে গৃহে প্রতিগৃহ, ক্ষণে ক্ষণে অনুক্ষণ ।

সামীপ্য—কুলের সমীপে উপকূল ।

পর্যাস্ত—জানু পর্যাস্ত আজানু, সমুদ্র পর্যাস্ত আনমুদ্র ।

যোগাতা—রূপের যোগা অনুরূপ ।

অনতিক্রম—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া যথাশক্তি, এইরূপ যথাকাল, যথাবিধি, যথার্থ ।

পশ্চাৎ—অর্থের পশ্চাৎ অবর্থ ।

অভাব—বিষয়ের অভাব নির্দিষ্ট, মক্ষিকার অভাব নির্মক্ষিক ( ২ ) ।

আধিক্য—অক্ষির আধিক্য সমৃদ্ধি ।

৩১২ । অব্যয়ীভাব সমাসে, সম্, পরস্, প্রতি, অনু শব্দের পরবর্তী অক্ষি শব্দের উত্তর অ হয় । অ-পরে ইকারের লোপ হয় । যথা,—অক্ষির প্রতি প্রত্যক্ষ, অক্ষির পরঃ পরোক্ষ, অক্ষির সমীপে সমক্ষ ইত্যাদি ।

( ১ ) সমাসে কতকগুলি অনু ও অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর অ হয় । অ পরে থাকিলে অন্ত্য স্বরাদি বর্ণের দ্রোণ হয় । যথা,—অধিরাজ, অনুলোম ; প্রত্যয় ইত্যাদি ।

( ২ ) অব্যয়ীভাব সমাসে আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হয় । যথা,—গঙ্গার অনু—অনুগঙ্গ ইত্যাদি ।

৩১৩। ভূমির সমস্ত সমভূমি, দক্ষিণকে প্রগত প্রাদক্ষিণ প্রভৃতি পদ অবায়ীভাব সমাসে নিপাতন-সিদ্ধ ।

## নিত্য সমাস ।

৩১৪। যে সমাসের বিগ্রহ-বাক্যে সমস্তমান পদ দ্বারা অর্থ-প্রকাশ হয় না, অত্র পদ দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকে নিত্য সমাস কহে। যথা,—অত্র গৃহ = গৃহান্তর, দ্বৈবং পিঙ্গল = আপিঙ্গল, কেবল জল = জলমাত্র, অধিক দ্বৈশ্বর = অধীশ্বর, দুই জন = দুর্জেন, অত্যন্ত মধুর = স্তমধুর ইত্যাদি ।

৩১৫। নিত্য সমাসে সমস্ত পদ যদি কোন পুংলিঙ্গ শব্দের বোধক হয়, তাহা হইলে শেষ-স্থিত আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হয়। যথা,—বেলাকে উৎক্রান্ত = উদেল, শৃঙ্খলাকে উৎক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি ।

যে যে পদে যে যে সমাসের বিধান হইল, সেই সেই পদে প্রয়োগানুসারে অত্র সমাসও হইয়া থাকে। বাক্যের মধ্যে সমস্ত পদ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, তদনুসারে তাহার বাস-বাক্য হইবে। “রামেশ্বর পদের অর্থানুসারে ইহাতে কখন ‘যজ্ঞী তৎপুরুষ’ কখন ‘বহুব্রীহি’, কখন বা ‘কর্ম্মধারয়’ সমাস হইতে পারে। এইরূপ যথার্থ, অস্বার্থ, সমৃদ্ধি প্রভৃতি পদ সমাস-বিশেষের মধ্যে লিখিত থাকিলেও “যথাভূত অর্থ” যাহার তাহা যথার্থ”, “অনুগত অর্থ বাগার তাহা অস্বার্থ”, “সমাক্ ঋদ্ধি সমৃদ্ধি” এই রূপ বাক্য-ভেদে অত্রান্ত স্থলেও ভিন্ন ভিন্ন সমাস করা যায়।

## সমাসের পরিশিষ্ট ।

৩১৬। সমাসে পূর্ববর্তী বিশেষণ-ভাবাপন্ন মহৎ (১) শব্দ স্থানে মহা

(১) অত্র যথা,—মহত্তের আশ্রয় = মহদাশ্রয় ইত্যাদি ।



আদেশ হয়। যথা,—মহান্ যে পুরুষ=মহাপুরুষ, মহৎ যে ধনুঃ=মহাধনুঃ, মহৎ মূল্য যাহার=মহামূল্য, মহতী মতি যাহার=মহামতি ইত্যাদি।

৩১৭। তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাসে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দের উত্তর য্ হয়। অ থাকে, অ পরে অস্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মহান্ রাজা=মহারাজ, পর যে অহঃ=পরাহ। প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ। কিন্তু মধ্য প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অহন্ শব্দ স্থানে অক্ষ আদেশ হয়। যথা,—মধাচ্ ইত্যাদি।

৩১৮। চক্ষু না বুঝাইলে অক্ষি শব্দের উত্তর য্ হয়, অ থাকে। যথ—গোর অক্ষি প্রায় গবাক্ষ। অন্তত্ৰ যথা,—বিপ্রাক্ষি।

বহুব্রীহি সমাসে অক্ষি শব্দের উত্তর য্ হয়, অ থাকে। যথা,—বিশাল অক্ষি যাহার সে বিশালাক্ষ ইত্যাদি।

৩১৯। সংখ্যাবাচক শব্দ, অব্যয় শব্দ অংশবোধক পূর্বাদি শব্দ ও বর্ষা, সন্ম, অহন্, পুণ্য ও দীর্ঘ শব্দের পরবর্ত্তী রাত্রি শব্দের উত্তর অ হয়। যথা,—সপ্ত রাত্রির সমাহার—সপ্তরাত্র; রাত্রির পূর্ব ভাগ—পূর্বরাত্র; বর্ষার রাত্রি—বর্ষা-রাত্র এইরূপ অহোরাত্র, দিবারাত্র ইত্যাদি।

৩২০। পুরুষ ও পথিন্ শব্দ পবে থাকিলে কু শব্দ স্থানে বিকল্পে কা হয়। যথা,—কুংসিত যে পুরুষ=কাপুরুষ, কুপুরুষ।

৩২১। স্বরবর্ণ এবং রথ ও তৃণ শব্দ পরে থাকিলে, কু স্থানে কৎ আদেশ হয়। যথা,—কু যে অন্ন=কদন্ন। কু এমন অর্ঘ্য=কদর্ঘ্য ইত্যাদি।

৩২২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দিব্ শব্দের স্থানে দ্য আদেশ হয়। যথা,—দিব লোক=দ্যালোক ইত্যাদি।

৩২৩। সমাসান্ত পথিন্, অপ্, পূর্ শব্দের উত্তর অ হয়।

অ পরে পথিন্ শব্দের অন্ত্যস্বরাদিবর্ণের লোপ হয়। যথা,—জলে পস্থা = জলপথ, বিরুদ্ধ পস্থা = বিপথ, অন্তর্ অপ্-যাহার তাহা অন্তরীপ ইত্যাদি।

৩২৪। তবা, অনীয় ও য প্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের ম্কারের কখন কখন লোপ হয়। যথা,—অবশ্যম্ কর্তব্য = অবশ্য-কর্তব্য। অত্র যথা,—অবশ্যস্তাবো।

৩২৫। সংজ্ঞা বুঝাইলে বিশ্ব শব্দের অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,—বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র, ঐরূপ বিশ্বাবসু, বিশ্বানর।

৩২৬। সংজ্ঞা বুঝাইলে উদক শব্দ স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা,—ক্ষীর উদক যাহার ক্ষীরোদ, অচ্ছ উদক যাহার তাহা অচ্ছোদ ইত্যাদি।

বি শব্দ পরে থাকিলে উদক স্থানে উদ আদেশ হয়। যথা,—উদধি।

৩২৭। পক্ষ, তীর্থ, পত্নী, বন্ধু, পিণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে স আদেশ হয়। যথা,—সপক্ষ, সতীর্থ ইত্যাদি।

৩২৮। রূপ গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়, উদর্য্য প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে সমান স্থানে বিকল্পে স হয়। যথা, সমান রূপ যাহার = সরূপ, সমানরূপ ইত্যাদি।

৩২৯। সমাসে পূর্ব্বস্থিত ন্কারান্ত শব্দের ন্কারের লোপ হয়। যথা,—ধনী জন = ধনি-জন, রাজার বংশ = রাজ-বংশ, গুণীর গণ = গুণি-গণ, জ্ঞানী যে জন, জ্ঞান-জন, মহিমার সাগর = মহিম-সাগর, মহাত্মার গণ = মহাত্ম গণ ইত্যাদি।

৩৩০। দস্তাদি শব্দ পরে থাকিলে শ্বন্ শব্দের ন্ লোপ ও উপান্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—স্বার দন্তের ত্রায় দন্ত যাহার = স্বাদন্ত, স্বার পদের ত্রায় পদ যাহার স্বাপদ ইত্যাদি।

৩৩১। সমাসে বন্ ভাগান্ত শব্দ পূর্ব পদ হইলে বক্তৃস্ব স্ স্থানে ং এবং শ্কারান্ত শব্দের শ্ স্থানে ক্ হয়। যথা,—বিদ্বস্ + কুল =

বিদ্বৎকুল, এইরূপ বিদ্বজ্জন ; দিক্ ( দিশ্ ) অধর বাঁহার তিনি দিগম্বর ।

৩৩২ । সংজ্ঞা বুঝাইলে অষ্টন্ শব্দ স্থানে অষ্টা আদেশ হয় । যথা,—  
অষ্টন্ ( অষ্ট ধাতুমধ্যে ) পদ ( শ্রেষ্ঠ ) বাহা = অষ্টাপদ ( স্বর্ণ ), অষ্ট ( অষ্টাঙ্গ ),  
বক্র বাহার—অষ্টাবক্র ইত্যাদি ।

চৌর বুঝাইলে তঙ্কর ( তৎ অর্থাৎ তাহা করে যে ) ; সংজ্ঞা বুঝাইলে  
বৃহস্পতি ( বৃহৎ অর্থাৎ বাক্যের পতি ) ; বনের পতি—বনস্পতি প্রভৃতি  
পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয় ।

### বান্ধালা সমাস ।

৩৩৩ । বান্ধালা ভাষায় সংস্কৃত বা অপভ্রংশ সংস্কৃত পদের সহিত বান্ধালা পদের  
এবং বান্ধালা পদের সহিত অস্ত্র ভাষা হইতে গ্রহীত পদের সমাস দেখিতে পাওয়া  
যায় ।

বান্ধালা ভাষায় এক পদের সহিত অত্র পদের সমাস করিলে প্রথম পদের অন্ত্য বা  
পূর্ব পদের আদ্য বর্ণের প্রায়ই লোপ হয় ।

বস্তু—বাপ ও বেটা—বাপ-বেটা, এইরূপ মেঘে-ছেলে বা ছেলে-মেয়ে, চাল-দাল,  
পথ-ঘাট, কম-বেশী, বোঁ-বেটা, জল-কাদা, ধোওয়া-পোঁড়া ইত্যাদি ।

তৎপুরুষ—২যা—আব্ ( অর্দ্ধভাবে ) পোড়া—আধ-পোড়া, ঐরূপ আধ-সিদ্ধ, আধ-  
মরা ।

৩যা—রূপা দ্বারা বাঁধান—রূপা-বাঁধান, ঐরূপ তুলি-আঁকা টেকি-ছাঁটা, দা-কাটা,  
মন-গড়া, মধু-মাখা, বিষ-পারা, হাত-গড়া, চূণ-মাখা ।

৪র্থী—পারাপার নিমিত্ত কড়ি—পারাপার-কড়ি, বিষের নিমিত্ত পাগলা—বিষে-পাগলা ।

৫মী—গাছ হইতে পাড়া—গাছ-পাড়া, আগা হইতে গোড়া—আগা-গোড়া, বিলাত  
হইতে ফেরত—বিলাত-ফেরত ।

৬ষ্ঠী—ঠাকুরের পো—ঠাকুরপো, ঠাকুরের ঝি—ঠাকুরঝি, ঐরূপ মো-চাক, ফুল-বাগান,  
ডাক-গাড়ী, রান্না-ঘর, মাল-গাড়ী ।

৭মী—গাছে পাকা—গাছ-পাকা, ঘরে গড়া—ঘর-গড়া, মনে মরা—মন-মরা ।

নঞ্—ন কাল—আকাল, ন লক্ষ্মী—আলক্ষ্মী, ন কেজো—অকেজো ।

উপপদ—গালকে ভরে যে—গাল-ভরা, ঐরূপ বর্ণ-চোরা, মন-চোরা, ছেলে ধরা, ঘর-  
পোড়া, ধামা-ধরা, গার্ম-পড়া, ভুঁই-ফোঁড়, হাত-ধরা, হাঁ-করা ।

কর্মধারয়—দুই দিক—দুদিক ।

রূপক উপমিত—বাবাই জীবন—বাবাজীবন, ( বাবাজী বা বাপাজী, ) চাঁদের ত্রায়  
মুখ—চাঁদমুখ, গজের দাঁতের তুল্য দাঁত—গজদাঁত ।

পর নিপাত—সিন্ধু আলু—আলুসিন্ধু, পড়া তেল—তেলপড়া, ভাজা মাছ—মাছ-  
ভাজা, এক খান—খানেক ।

মধ্যপদ-লোপী—জলে থাকার মত জিয়ন্ত—জলজিয়ন্ত, হাতে টানা পাখা—হাতপাখা,  
টানে চালিত পাখা—টানাপাখা, মো সঞ্চয়ী মাছি—মোমাছি ।

দ্বিগু—ত্রি মোহানার সমাহার—ত্রি-মোহনৌ, চৌমাথার সমাহার—চৌমাথা, তিন  
মাথার সমাহার—তেমাথা ।

বহুব্রীহি সমাসে অন্ত্যপদে এ বা ও যুক্ত হয় । যথা,—গঙ্গাজল লইয়া শপথ করে  
যে সে গঙ্গাজলে, পাটচুল বাহার সে খাটচুলো, কটা চোক বাহার সে কটাচোকো, চিকুণীর  
শ্রাব দাঁত বাহার সে চিকুণ দেঁতো, দুই পা বাহার সে দোপেয়ে, দুইমুখ বাহার সে দোমুখো,  
পাঁচসের পরিমাণ বাহার তাহা পাঁচসেরী বা পশুরী, আট মান বয়সে প্রসূত যে সে  
আটাসে, বিশ গজ পরিমাণ বাহার তাহা বিশগজী বা বিশগজা, অল্প আয়ু বাহার সে  
অল্পেয়ে, হত ভাগ্য বাহার সে হতভাগা, কাল মুখ বাহার সে কালামুখো, গজের দাঁতের  
তুল্য দাঁত বাহার সে গজদেঁতো, নাক কাটা বাহার সে নাককাটা, কান কাটা বার সে  
কানকাটা, পেট মোটা বার সে পেটমোটা, নাই বুঝ বাহার সে অবুঝ, নাই হুমার  
( পরিমাণ ) বাহার তাহা অহুমার, বিগত তাল বাহার সে বেতলা, নাই বন্দোবস্ত বাহার  
তাহা বেবন্দোবস্ত, বন্ধ দম ( খাস প্রখাস ) বাহার সে বেদম, পেট ভাতে থাকে যে, সে  
পেটভেতো, নাই নাম বাহাতে তাহা বেনামী, দুই ( কুশতা-স্থূলতা ) হারায় যে সে  
দোহারী ।

অব্যযীভাব—মণপ্রতি—মণকরা, জনপ্রতি—জনপিছু, মিলের অভাব—গরমিল বা  
অমিল, হাজিরের অভাব গরহাজির ।

বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষা মিশ্রিত সমস্ত পদ যথা—জজ-আদালত, পুলিশ-সাহেব,  
গ্যাম্প-কাগজ, জেল-দারোগা, জল-মাগ, দুধ-মাগ, টিকিট-ঘর ইত্যাদি ।

## অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১ । নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির ব্যাসবাক্য ও সমাসের নাম লিখ ।

স্বার্থশূন্য, ভয়-কম্পিত-কলেবরে, চরণাবিলম্ব, শূণ্ঠি-সমুত্ত, চারাবৃক্ষ পর্ণকুটীর,  
গতাসু-প্রায়, রাজাধিরাজ, বন্ধাজলিপুটে, হেমপীঠ, আদ্যোপান্ত ।

২ । নিম্নলিখিত ব্যাসবাক্যে যে যে পদ হইবে লিখ ।

পাঠে নিবিষ্ট মনঃ বাহার, কায়ের অর্দ্ধ, জীবন পর্যন্ত, অর্দ্ধভাবে উথিত জন্ম অব-  
হিস্র বাহাতে, বাল বুদ্ধ ও বনিতা, আমাদের মত বিধা বাহার, নিজা হইতে উথিত, দুব  
( মন্দ ) ঘিপাক ( পরিণাম ) বাহার, ককাল অবশিষ্ট বাহার, বিদ্বান্ জন, একঘায়া উন,  
স্নানের নিমিত্ত উদক, জামাতার বন্ধ, মহতী মায়া বাহার ( যেস্ত্রীর, ), ন ( নাই ) যজ্ঞ-

যাহাতে (যে ক্রিয়াতে), চক্ষু (স্পর্শ) আতপ (কিরণ) যাহাৱারা তাঁহা, সম্ (সম্যক্ চরিতার্থ) কাম (বাসনা) যাহার, ত্রষ্টম্ (দেখিবার নিমিত্ত) কাম (বাসনা) যাহার (১)। প্রতিগত ফল, অতিগত ধ্বনি, মুখের অভিগত, ঋণে উত্তম, ঋণে অধম, দন্ত-সমূহের রাজা, প্রকৃষ্টরূপে ফুল, তিনি কর্তা যাহার ।

৩। দুই পদের সমাস-স্থলে কোন্ সমাসে পূর্ব পদের প্রাধান্য, কোন্ সমাসে পর পদের প্রাধান্য, কোন্ সমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য থাকে ? এবং কোন্ সমাসে কোন পদেরই প্রাধান্য থাকে না ? প্রত্যেকের এক একটি উদাহরণ লিখ ।

## তদ্ধিত ( Nominal Affix ) ।

৩৩৪। গকার ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের আত্ম স্বরের বৃদ্ধি হয় (২)। যথা,—শব—শৈব ।

৩৩৫। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য বা স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অ-ত্বিত অ, আ, ই, ঐ এই চারি বর্ণের লোপ ও অন্তর্স্থিত উবর্ণের গুণ হয় এবং অব্যয় শব্দের (৩) অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় ।

৩৩৬। তদ্ধিত প্রত্যয়ের বাঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ন্কারান্ত শব্দের ন্কারের লোপ হয় । যথা,—রাজন্—রাজা ইত্যাদি ।

(১) মনঃ ও কাম শব্দ পরে থাকিলে, সম্ ও তুম্ এর ম্কারের লোপ হয় ।

(২) সূভগ, অধিদেব, অধিতৃত, পরলোক, সর্বলোক, সুহৃৎ, সদৃশ প্রভৃতি শব্দের উভয় পদের এবং দিবর্ষ, ত্রিবর্ষ, চতুষ্বর্ষ, অগ্নি-দেবতা, পিতৃ-দেবতা প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় পদের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয় । উর্দ্ধদেহ প্রভৃতি শব্দের বিকল্পে হয় ।

‘ত্ৰৈবার্ষিক পরীক্ষা’ এস্থলে ত্ৰৈবার্ষিক শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহাতে ত্ৰৈবার্ষিক পদের প্রয়োগ অশুদ্ধ হইলেও বহুকালাবধি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে । ব্যাপ্তি অর্থে ত্ৰৈবার্ষিক যাগ, অতীত অর্থে ত্রিবার্ষিক গ্রন্থ ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ।

গকার ইং-কার্য্য সর্বত্র হয় না ।

সুহৃদ + ক্য = সৌহৃদ্যি ও সৌহৃদ্য এবং সুহৃদ + ক = সৌহৃদী ও সৌহৃদ পদের প্রয়োগ দেখা যায় ।

(৩) বধ—বার্ষিক, পৃথ—পার্থ, অতি—আত্রেয়, কুণ্ডী—কোন্তের; গুণ—গৌরব, অকস্মাৎ—আকস্মিক, আরাৎ প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় না । যথা,—আরাতীয়, শাস্তিক, দোষ্টব ইত্যাদি ।

৩৩১। ঋ, ও, ঔ তিন বর্ণের পরস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের য স্বরবর্ণের ত্রায় কার্য্য করে। যথা,—মাতুল, পঞ্চদশ, বিংশ ইত্যাদি।

৩৩৮। ড ইং প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের এবং বিংশতি শব্দের তি ভাগের লোপ হয়। যথা,—পিত্র্য, গব্য, নাব্য ইত্যাদি।

৩৩৯। ণকারেৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ব্যাকরণ, ত্রায়, দ্বার, ব্যাস, স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের আন্তবর্ণের পরস্থিত য্ ও ব্ স্থানে যথাক্রমে ইয়্ ও উব্ হয় (১)।

৩৪০। কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় (২) পরে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয়ের লোপ হয়।

৩৪১। ষিৎ।—অপত্য অর্থে স্মিত্রা-দশরথ-প্রভৃতির উত্তর ষিৎ হয়। য্ ও ণ্ ইং যায়। যথা—স্মিত্রা + ষিৎ = সৌমিত্রি, দশরথ + ষিৎ = দাশরথি, দ্রোণ + ষিৎ = দ্রোণি ইত্যাদি।

৩৪২। ষায়ন।—দক্ষ প্রভৃতির উত্তর অপত্যার্থে ষায়ন (৩) হয়। য্ ও ণ্ ইং যায়। যথা—দক্ষ + ষায়ন = দাক্ষায়ণ, দ্বীপ + ষায়ন = দ্বৈপায়ন ইত্যাদি।

৩৪৩। ষ্যৎ।—গর্গ-প্রভৃতির (৪) উত্তর অপত্যার্থে ষ্যৎ হয়। য্ ও ণ্ ইং যায়। যথা,—গর্গ + ষ্যৎ = গার্গ্য, বৎস + ষ্যৎ = বাৎস্ত, চণক + ষ্যৎ = চাণক্য, জমদগ্নি + ষ্যৎ = জামদগ্ন্য, দিতি + ষ্যৎ = দৈত্য ইত্যাদি।

(১) ব্যবহার, ব্যারাম, স্বাগত, স্বঙ্গ, প্রভৃতি শব্দের হয় না।

(২) তর, তম, ইচ্ছ, ঈয়ৎ ইমন্, তা, ত্ব, কল্প ইত্যাদি।

(৩) দক্ষ, শকট, যুগন্ধর, বদর, দ্বাপ, নড় প্রভৃতি।

(৪) গর্গ, বৎস, চণক, তৃক্ষ, মনু, দিতি, যজ্ঞবল্ক, জমদগ্নি, শঙিল, মুদগল, ভিষজ ইত্যাদি।

৩৪৪। ষণ্ ।—শিবাতির (১) উত্তর অপত্যার্থে ষ প্রত্যয় হয়। ব্ ও ণ্ ইং যায়। যথা,—শিব+ষ=শৈব, কশ্যপ+ষ=কাশ্যপ, ভৃগু+ষ=ভার্গব ইত্যাদি।

৩৪৫। ইক্ষ্বাকু+ষ=ঐক্ষ্বাক, মনু+ষা=মনুষা, মনু+ষ=মানুষ, কেকয়+ষ+ঈপ্=কৈকেয়ী, কেকয়ী, কেকৈয়ী, স্বয়ম্ভু+ষ=স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি নিপাতন-সিদ্ধ।

৩৪৬। ষ প্রত্যয় পরে সংখ্যাবাচক শব্দের পরস্থিত মাতৃ শব্দের উত্তর ডুর হয়। ড্ ইং যায়। যথা,—দ্বি-মাতৃ+ষ=দ্বৈমাতুর, ষট্-মাতৃ+ষ=ষাণ্মাতুর ইত্যাদি।

৩৪৭। ষ প্রত্যয় পরে কন্তা শব্দ স্থানে কনীন আদেশ হয়। যথা,—কন্তা+ষ=কানীন।

৩৪৮। ষেয়।—অপত্যার্থে আপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ এবং অত্রি প্রভৃতির (২) উত্তর ষেয় প্রত্যয় হয়। ব্ ও ণ্ ইং যায়। যথা,—গঙ্গা+ষেয়=গাঙ্গেয়, অত্রি+ষেয়=আত্রেয় ইত্যাদি।

৩৪৯। ষেয় প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃকণ্ডু প্রভৃতির অন্তস্থিত উ বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মৃকণ্ডু+ষেয়=মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি।

৩৫০। ষিক।—অপত্যার্থে রেবতী প্রভৃতির উত্তর ষিক হয়। ব্ ও ণ্ ইং যায়। যথা,—রেবতী+ষিক=রৈবতিক এইরূপ দ্বারপালিক, আশ্বপালিক ইত্যাদি।

৩৫১। গীয়।—অপত্যার্থে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পরস্থিত স্বম্ শব্দের

(১) শিবাতি—শিব, ককুৎস্ত, বিশ্রমণ, রবণ, মৃতগু, উর্গনাস্ত, পৃথা, সপত্নী, কশ্যপ, কুশিক, বিশ্বানর, শরদত্ত, পুনভূ, পুত্র, হুহিত, ভৃগু, মরীচি, বশিষ্ঠ, কুংস, গৌতম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বহুদেব, যদু, পুরু, কুরু, মনু, ঋশব, পর্বত ইত্যাদি।

(২) অত্রি, বিমাতৃ, মৃকণ্ডু, গঙ্গা প্রভৃতি।

উত্তর গীষ হয়। গ্ ইং যায়। যথা,—পিতৃষস্ম + গীষ = পিতৃষস্মীয়, ঐরূপ মাতৃষস্মীয়।

৩৫২। অপত্যার্থে যে সকল প্রত্যয় বিহিত হইল, সেই সকল প্রত্যয় এবং ইয়, কণ্, গীন, ষ্টীক প্রভৃতি প্রত্যয় অস্ত্রাণ্ড অর্থেও হইয়া থাকে ; সকল শব্দের উত্তর সকল প্রত্যয় হয় না। প্রয়োগানুসারে প্রত্যয় করিতে হয়। যথা,—জল সম্বন্ধীয় অথে জল + গীষ = জলীয়, কিন্তু জল + ষ্য = জাল্য ‘জল-সম্বন্ধীয়’ অর্থের বোধক হইবে না।

৩৫৩। ‘তাহা জানে’ বা ‘অধ্যয়ন করে’ অথে—ব্যাকরণ + ষ্য = বৈয়াকরণ, ঐরূপ নৈয়ায়িক, তার্কিক, বৈদান্তিক, পৌরাণিক, বৈদিক ইত্যাদি।

৩৫৪। ‘তাহার উক্ত’ বা ‘কৃত’ অর্থে—ঋষি + ষ্য = ঋষি, পতঞ্জলি + ষ্য = পাতঞ্জল, ক্ষুদ্রা + ষ্য = ক্ষৌদ্র, মক্ষিকা + ষ্য = মাক্ষিক ইত্যাদি।

৩৫৫। ‘তদ্বারা রঞ্জিত’ অর্থে—মঞ্জিষ্ঠা + ষ্য = মাজিষ্ঠ, হরিদ্রা + ষ্য = হারিদ্র, লাক্ষা + ষ্য = লাক্ষিক ইত্যাদি।

৩৫৬। ‘তিনি ইহার দেবতা’ অর্থে—বিষ্ণু + ষ্য = বৈষ্ণব, শিব + ষ্য = শৈব, শক্তি + ষ্য = শাক্ত, গণপতি + ষ্য = গাণপত্য।

৩৫৭। ‘তাহাতে ভণ’ (১) অর্থে—গ্রাম + ষ্য = গ্রাম্য, গ্রাম + গীন = গ্রামীগ, পুনঃপুনঃ + ষ্য = পোনঃপুনিক, অকস্মাৎ + ষ্য = আকস্মিক, বহিস্ + ষ্য = বাহ্য, সূর্য্য + গীষ = সৌরীয়, পুষ্য + ষ্য = পৌষ (২), সূর + ষ্য = সৌর ; ঐরূপ নাগারক, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ইত্যাদি।

৩৫৮। ‘ভক্ত’, ‘সমূহ’ ও ‘তাহার ইহা’ অর্থে—ষ্য প্রত্যয় করিলে স্ত্রী শব্দের উত্তর নণ্ হয়, ন থাকে। যথা,—স্ত্রী + ষ্য = স্ত্রৈণ।

(১) ভব অর্থে এ স্থলে জাত, স্থিত, সংক্রান্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

(২) সূর্য্য, অগস্ত্য, তিষ্য, পুষ্য শব্দের য্কারের লোপ হয়।



৩৫৯। ‘তাহার যোগ্য’ অর্থে—ছেদ + য = ছেদ্য দণ্ড + য = দণ্ড্য, বধ + য = বধ্য, অর্থ + য = অর্থ্য ইত্যাদি ।

৩৬০। বয়স্ অর্থে—পঞ্চবর্ষ বয়স্ ইহার পঞ্চবর্ষ + বীষ = পঞ্চবর্ষীয় ।

৩৬১। ‘তাহা হইতে আগত’ অর্থে—গিতৃ + কণ্ = পৈতৃক ।

৩৬২। অনপেত ( যুক্ত ) অর্থে পথ, ধর্ম, অর্থ ও ত্রায় শব্দের উত্তর য হয়।—যথা; ধর্ম + য = ধর্ম্য ঐ রূপ ন্যায্য ইত্যাদি ।

৩৬৩। ‘তাহাতে সাধু’ অর্থে—অতিথি + ষেয় = আতিথেয় ঐরূপ সামাজিক, সাংগ্ৰামিক ইত্যাদি ।

৩৬৪। ‘তাহার ইহা’ অর্থে—সম্রাজ্ + ষা = সম্রাজ্য, শরীর + ষা = শরীর, পশুপতি + ষা = পাশুপত, ঐরূপ গব্য, পিত্রা, ভারতবর্ষীয়, পার্শ্ব ইত্যাদি ।

৩৬৫। ষা ও বীন ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে যুহদ ও অসুদ শব্দ স্থানে একবচনে তদ ও মদ আদেশ হয়। যথা,—তদীয়, মদীয়, বহুবচনে যুহদীয়, অসুদীয় ।

৩৬৬। ভবৎ ও অন্ত শব্দের উত্তর বীষ প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ভবদ ও অন্যদ আদেশ হয়। যথা,—ভবদীয়, অন্যদীয় ।

৩৬৭। বীষ প্রত্যয় পরে স্ব, পর, রাজন্ প্রভৃতির উত্তর ক হয়। যথা,—স্বকীয় (১), পরকীয়, রাজকীয় (৩৬৬) ইত্যাদি ।

৩৬৮। ‘তাহার বিকার’ অর্থে—সুবর্ণ + ষা = সৌবর্ণ ঐরূপ রাজত, পারস ইত্যাদি ।

৩৬৯। ‘দেয়’ অর্থে—কালবাচক শব্দের উত্তর ষিক হয়। যথা,—দিনে দেয় দৈনিক, ঐরূপ মাসিক, বার্ষিক, আর্থিক (২) ।

(১) স্ব + বীষ = স্বীয় পদও হয় ।

(২) ইন ভিন্ন প্রত্যয় পরে অহন্ শব্দ স্থানে অহ আদেশ হয়

৩৭০। 'তাহা ইহার পণ্য' অর্থে—তৈল ইহার পণ্য—তৈলিক, তাম্বুল ইহার পণ্য—তাম্বুলিক ইত্যাদি ।

৩৭১। 'তাহা ইহার প্রয়োজন' অর্থে—স্বর্ণ ইহার প্রয়োজন—স্বর্ণা, ঐরূপ কামা, আয়ুবা ইত্যাদি ।

৩৭২। 'তাহা ইহার জাবিকা' অর্থে—জাল ইহার; জীবিকা—জালিক ঐরূপ ব্যবহারিক ( ব্যবহার-জীবী ) ।

৩৭৩। 'তাহার হিত' অর্থে—যজ্ঞের হিত—যজ্ঞীয়, ঐরূপ সার্বজনীন, সর্বজনীন ; বিশ্বজনীন ইত্যাদি ।

৩৭৪। 'তাহা ইহার শীল' অর্থে—তপস্ই ইহার শীল—তাপস, ঐরূপ ছাত্র ( গুরু-দোষাবরণ ) ইহার শীল ছাত্র ইত্যাদি ।

৩৭৫। 'তাহার ভাব' অর্থে—যথা,—শিশুর ভাব—শৈশব, ঐরূপ সৌজন্ত, ঔদার্য, ঔদাসীন্ত, লাঘব, বার্কিক, বার্কিক্য ইত্যাদি ।

৩৭৬। 'তাহার কর্ম' বা 'ভাব' অর্থে—যথা, সেনাপতির কর্ম বা ভাব সৈন্যপত্য, ঐরূপ পৌরোহিত্য চৌর্য্য আলম্ব্য, আধিপত্য, সখ্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, সারথ্য, পাণ্ডিত্য, বাণিজ্য ইত্যাদি ।

৩৭৭। তদ্ধিত প্রত্যয় পরে অন্-ভাগান্ত ও ইন্-ভাগান্ত শব্দের অন্ ও ইন্-ভাগের লোপ হয় । কিন্তু ইন্-ভাগান্ত শব্দের ইনের পূর্বে যুক্তবর্ণ থাকিলে হয় না । যথা,—রাজার ভাব বা কর্ম রাজন্+ফ্য=রাজ্য, আত্মার ইহা আত্মীয় ইত্যাদি । পথে কুশল পথিক ; অত্র যথা,—হস্তিন্+ফ্য=হাস্তিন ইত্যাদি ।

৩৭৮। ভাব ও কর্ম অর্থ-বাহিরে তদ্ধিত প্রত্যয়ের য পরে থাকিলে অন্-ভাগান্ত শব্দের অন্-ভাগের লোপ হয় না । যথা ;—ব্রহ্মে সাধু—ব্রহ্মণা, রাজার অপত্য—রাজন্ত, কর্মে উপযুক্ত—কর্মণ্য, মূর্খায় উৎপন্ন—মূর্খন্য ইত্যাদি ।

৩৭৯। ষ প্রত্যয় পরে অনুভাগান্ত শব্দের অনুভাগের লোপ হয় না। যথা—যুবার ভাব—ঘোবন, 'পর্কে দেয় বা কৃত—পার্কণ।

৩৮০। বিকারার্থে ষ প্রত্যয় পরে হেমন্ ও অশ্বন্ শব্দের অনুভাগের লোপ হয়। যথা—হেমের বিকার—হৈম ঐকরূপ আশ্ব।

৩৮১। জাতি ভিন্ন অর্থে ব্রহ্মন্ শব্দের অনুভাগের লোপ হয়। যথা—ব্রহ্ম ইহার দেবতা—ব্রাহ্ম। জাতি অর্থে যথা,—ব্রহ্মার অপত্য—ব্রাহ্মণ।

৩৮২। 'তাহাতে ইহার নিবাস' অর্থে—যথা,—মগধে ইহার নিবাস—মাগধ, ঐকরূপ মৈথিল, পাক্কাল ইত্যাদি।

৩৮৩। 'ইহার রাজা' অর্থে—নিষদের রাজা—নৈষধ, ঐকরূপ বৈদেহ।

৩৮৪। 'তাহার নিমিত্ত' অর্থে—যথা,—পাদের নিমিত্ত জল—পাদু, ঐকরূপ অর্ঘ্য, আতিথ্য ইত্যাদি।

৩৮৫। স্বার্থে উক্ত প্রত্যয় সকল যথাসম্ভব হয়। শব্দের অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যথা,—বন্ধুই—বান্ধব, মনই—মানস, দেবতাই—দৈবত, চোরই—চোব, ধনীই—ধনিক, ঐকরূপ রাক্ষস, কোতূহল, কারুণ্য, সৈন্ত, ভৈষজ্য, চাতুর্কর্য্য, নৌকা, একক, বালক। নবই—নবা, নবীন, নূতন; নূতন পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৩৮৬। স্বার্থে আরও কতিপয় প্রত্যয় হয়। যথা ;—দেবই—দেব + তা = দেবতা, নামই—নামন্ + ধেয় = নামদেয়, মৃদই—মৃদ—তিক্ + আপ্ = মৃত্তিকা ইত্যাদি।

৩৮৭। সমূহ অর্থে জন প্রভৃতির উত্তর তা ও কস্ম প্রভৃতির উত্তর কাও প্রত্যয় হয়। যথা,—জনের সমূহ—জনতা, কস্মের সমূহ—কস্ম-কাও ইত্যাদি।

৩৮৮। ষি আদি প্রত্যয়, সকল যে যে অর্থে প্রদর্শিত হইল, তদ্বিধ নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা,—যিনি ধর্ম্ম আচরণ করেন

তিনি ধার্মিক, পৃথিবীর ঈশ্বর পার্থিব, সর্বভূমির ঈশ্বর সার্বভৌম, চক্ষুঃ দ্বারা নিষ্পন্ন চাক্ষুষ, দ্বারে নিযুক্ত দৌবারিক, বয়সে তুলা বয়স্ক, বিজ্ঞায় কুশল বৈজ্ঞ, সহসা আইসে সাহসিক, সন্নিপাতের কোপ সান্নিপাতিক, অস্তি (পরলোক আছে) এই বুদ্ধি যাহার আস্তিক, লোকে বিদিত লৌকিক, নরের ধর্মপত্নী নারী, প্রাক্-সমুত প্রাচীন, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সর্বাঙ্গীণ, ইন্দ্রের (আত্মার) চিহ্ন ইন্দ্রিয়, শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা যুদ্ধ করে অর্থে শাক্তীক, কাকতালের ভ্রায় কাকতালীয় ইত্যাদি।

৩৮৯। জ্যোতিঃ আছে অর্থে—জ্যোতিস্ + ন = জ্যোৎস্না, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা—সাক্ষাৎ + ইন্ = সাক্ষী, পথে কুশল—পথিন্ + ষ = পাস্ত, হস্—গো-দোহ শব্দের উত্তর গীন = হৈয়গবীন (সন্তোজাত ঘৃত) তমস্ (অন্ধকার) আছে ইহার এই অর্থে—তমস্ + র = তমিস্রা নিপাতন-সিদ্ধ।

৩৯০। কোন কোন স্থলে ষ প্রত্যয়ের লোপ হয়। যথা,—মল্লিকার ফুল মল্লিকা, হরীতকোর ফল হরীতকী ইত্যাদি।

১৯১। বহুবচনের অর্থে রাজ-সংজ্ঞক পদের উত্তর বিহিত অপত্য প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—রঘু + ষ = রঘু, রাঘব ; কুরু + ষ = কুরু, কোরব : ঐরূপ যহ, যাদব ইত্যাদি।

৩৯২। বৈশাখী পূর্ণিমাযুক্ত মাস বৈশাখী + ষ = বৈশাখ, ঐরূপ জ্যৈষ্ঠী + ষ = জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ী + ষ = আষাঢ়, শ্রাবণী + ষ = শ্রাবণ, ভাদ্রী + ষ = ভাদ্র, আশ্বিনী + ষ = আশ্বিন, কার্তিকী + ষ = কার্তিক, মার্গশীর্ষী + ষ = মার্গশীর্ষ, পৌষী + ষ = পৌষ, মাঘী + ষ = মাঘ, ফাল্গুনী + ষ = ফাল্গুন, চৈত্রী + ষ = চৈত্র।

৩৯৩। ইত।—‘ইহার বা ইহাতে জাত’ অর্থে ইত প্রত্যয় হয়। যথা,—কলঙ্ক ‘ইহার বা ইহাতে জাত’ কলঙ্কিত, ঐরূপ পল্লবিত, পুলকিত, পণ্ডিত, পুণ্ডিত, ফলিত, দ্রুঃখিত ইত্যাদি।

৩৯৪। চুঞ্চু, চন।—খ্যাত অর্থে—শব্দের উত্তর চুঞ্চু ও চন প্রত্যয় হয়। যথা—বিজ্ঞাচুঞ্চু, বিজ্ঞাচন; জ্ঞায়চুঞ্চু, জ্ঞায়চন।

৩৯৫। মাত্র, ডতি।—পরিমাণ অর্থে শব্দের উত্তর মাত্র এবং কিম্ শব্দের উত্তর ডতি প্রত্যয় হয়। যথা,—বিতস্তি পরিমাণ ইহার বিতস্তিমাত্র। ঐরূপ হস্ত-মাত্র, অণু-মাত্র, তন্মাত্র ইত্যাদি। কিম্+ডতি=কতি।

৩৯৬। চুৎ।—তুল্যার্থে—শব্দের উত্তর চুৎ হয়, বৎ (১) থাকে। চন্দ্রতুলা—চন্দ্রবৎ, ঐরূপ বিষবৎ, মৃতবৎ ইত্যাদি।

৩৯৭। বতু। পরিমাণার্থে—যদ, তদ, এতদ শব্দের উত্তর বতু হয়। বৎ থাকে। উতাদেব স্থানে যথাক্রমে যা, তা, এতা আদেশ হয়। যথা,—যাবৎ, তাবৎ, এতাবৎ। ইদম্ ও কিম্ শব্দের উত্তর বতু করিলে ইয়ৎ ও কিয়ৎ পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৩৯৮। ডিন্।—সংখ্যা-বাচক শব্দ ও শং ভাগান্ত শব্দের উত্তর পরিমাণার্থে ডিন্ প্রত্যয় হয়। ইন্ থাকে। যথা,—দশন্+ডিন=দশী, ত্রিংশৎ+ডিন্=ত্রিংশী ইত্যাদি। কোন মতে বিংশতি শব্দের উত্তর ডিন্ প্রত্যয় করিয়া বিংশী পদও হয়।

৩৯৯। হ্র, তা।—ভাবার্থে পদের উত্তর হ্র ও তা প্রত্যয় হয়। যথা,—গুরুর ভার গুরুহ্র, গুরুতা; ঐরূপ ভীকহ্র, ভীকতা; মূর্খহ্র, মূর্খতা, সাধু বা সাধ্বীর ভাব সাধুতা; বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতীর ভাব বুদ্ধিমত্তা; স্বামী বা স্বামিনীর ভাব স্বামিত্ব ( ৩৯০ ) ইত্যাদি।

৪০০। ইমন্।—ভাবার্থে নীল প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় হয়। হ্র ও তা প্রত্যয়ও হয়। যথা,—নীলের ভাব

নীলিমা (১), নীলত্ব নীলতা . ঐরূপ রক্তিমা, রক্তত্ব, রক্ততা ; মধুরিমা, মধুরত্ব, মধুরতা ইত্যাদি ।

৪০১। ইমন্, ঐয়স্, ইষ্ঠ প্রত্যয় পরে থাকিলে বহু-স্বর-বিশিষ্ট শব্দের অস্ত্য স্বরাদি বর্ণের লোপ হয়। যথা,—মহিমা, লঘিষ্ঠ, সাধীমান্ ইত্যাদি ।

৪০২। ইমন্, ইষ্ঠ ও ঐয়স্ প্রত্যয় পরে থাকিলে পৃথু, মৃহ, দৃঢ়, ক্রশ, ও ভৃশ শব্দের ঋ স্থানে র হয় ।

৪০৩। ইমন্, ইষ্ঠ ও ঐয়স্ প্রত্যয় পরে থাকিলে প্রিয়, গুরু, উরু, হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্থানে যথাক্রমে প্র, গর, বর, হ্রস ও দ্রাব আদেশ হয়। যথা,—প্রেম (২), গারমা, হ্রসিমা, দ্রাঘিমা । বহু+ইমন্=ভূমা, বহু+ইষ্ঠ=ভৃগিষ্ঠ, বহু+ঐয়স্=ভূয়ঃ পদ নিপাতনে সিদ্ধ ।

৪০৪। মতু ।—আছে অর্থে শব্দের উত্তর মতু প্রত্যয় হয়, উ ইৎ যায়। যথা,—শ্রী+মতু--শ্রীমান্, ঐরূপ ধীমান্, অংগুমান্, ভানুমান্, আয়ুত্মান্ ইত্যাদি ।

৪০৫। বতু ।—যে সকল শব্দের উপাস্তে অ, আ, ম এবং অন্তে বর্ণের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ণ বা অ, আ, ম আছে, ঐরূপ শব্দের উত্তর আছে অর্থে বতু হয়। উ ইৎ যায়। যথা,—গুণ+বতু=গুণবান্, বিদ্যা+বতু=বিদ্যাবান্, লক্ষ্মী+বতু=লক্ষ্মীবান্, বিদ্যাৎ+বতু=বিদ্যাত্মান্, ভাস্+বতু=ভাস্ত্বান্, বি-বন্ (৩)+বতু=বিবস্ত্বান্ ইত্যাদি ।

৪০৬। যব, দ্রাক্ষা, গরুৎ, হরিৎ, ককুদ্, উশ্মি, ভূমি, কুমি প্রভৃতির উত্তর বতু না হইয়া মতু হয়। যথা,—ককুদ্বান্, গরুত্বান্, উশ্মিমান্, ভূমিমান্ ইত্যাদি ।

( ১ ) নীল+ইমন্=নীলিমন্; তাহার প্রথমার একবচনে নীলিমা; এইরূপ প্রথমাস্ত পদ লিখিত হইবে ।

( ২ ) প্র শব্দের অ বর্ণের লোপ হয় না ।

( ৩ ) বস্+কিপ্ ( ভাববাচ্যে )=ব ।

৪০৭। বিন্।—শুজ্, মেধা, অস্তাগাস্ত শব্দ এবং মায়া শব্দের উত্তর আছে অর্থে বিন্ ও হয়। যথা,—মেধাবী, মেধাবান্; তেজস্বী, তেজস্বান্; মায়াবী, মায়াবান্। তপস্ শব্দের উত্তর নিত্য হয়। যথা,—তপস্বী।

৪০৮। ইন্।—একাধিক স্বর-বিশিষ্ট অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইন্ এবং যথাসম্ভব বত্ ও বিন্ হয়। যথা,—জ্ঞানী, জ্ঞানবান্; মায়ী, মায়াবান্, মায়াবী ইত্যাদি।

৪০৯। স্থান বুঝাইলে পুঙ্কর প্রভৃতির উত্তর নিত্য ইন্ হয়। যথা,—পুঙ্করিণী, সরোজিনী ইত্যাদি।

৪১০। আল্।—নিদ্রা, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে আল্ প্রত্যয় হয়। যথা,—নিদ্রাল্, দয়াল্, শ্রদ্ধাল্ ইত্যাদি।

৪১১। ল। চূড়া, শীত, পৃথু, পাংশু, চট্, মণ্ড, শ্রাম, মাংস, বৎস, পেশ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ল প্রত্যয় হয়। যথা,—চূড়াল, শীতল, পৃথুল, মাংসল, পেশল ইত্যাদি।

৪১২। আরক।—বৃন্দ; ও শৃঙ্গ শব্দের উত্তর আছে অর্থে আরক প্রত্যয় হয়। যথা,—বৃন্দ + আরক = বৃন্দারক।

৪১৩। বল।—দন্ত, ক্রমি, শিখা, রজস, উর্জস প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে বল প্রত্যয় হয়। শেষ-স্তিত স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—দন্তাবল, ক্রমীবল, শিখাবল উর্জস্বল। শাদ শব্দের উত্তর বল হয়, অন্ত্য স্বরের লোপ হয়। যথা,—শাদল।

৪১৪। ব।—কেশ, গাণ্ডী, অর্ণস্ প্রভৃতির উত্তর আছে অর্থে ব হয়। যথা—কেশব, গাণ্ডীব, অর্ণব (১) ইত্যাদি।

৪১৫। র্। নখ, পাণ্ডু, মধু, মুখ, কেশ, কুঞ্জ, নগ, বজ্জ প্রভৃতি

শব্দের উত্তর আছে অর্থের হয় । যথা,—নথর, পাণুর মধুর, মুখর, কেশর, নগর, বজুর ইত্যাদি ।

৪১৬ । শ ।—রোম, লোম, কর্ক শব্দের উত্তর আছে অর্থে শ হয় ।  
যথা,—রোমশ, লোমশ, কর্কশ ।

৪১৭ । ইল । জটা, পঙ্ক, ফেন, পিচ্ছা প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইল প্রত্যয় হয় । যথা—জটিল, পঙ্কিল ইত্যাদি ।

৭১৮ । উল, উর ।—বাত, দস্ত, বল শব্দের উত্তর আছে অর্থে উল, প্রত্যয় হয় । যথা—বাতুল, দস্তুল ইত্যাদি । দস্ত শব্দের উত্তর উর প্রত্যয়ও হয় । যথা,—দস্তুর ।

৪১৯ । ত ।—পর্বন্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর আছে অর্থে ত হয় ।  
যথা,—পর্বন্ + ত = পর্বত ( ৩৩৬ ) ইত্যাদি ।

৪২০ । ইন, ইমস ।—মল শব্দের উত্তর আছে অর্থে ইন ও ইমস প্রত্যয় হয় । যথা,—মলিন, মলীমস ।

৪২১ । মিন্, আল ।—বাচ্ শব্দের উত্তর আছে অর্থে মিন্ ও আল প্রত্যয় হয় । যথা,—প্রশংসা স্থলে—বাগ্মী (১) এবং নিন্দা স্থলে বাচাল ।

৪২২ । ব্য, ডুল, ডামহ ।—পিতৃ ও মাতৃ শব্দের উত্তর ভ্রাতা অর্থে যথাক্রমে ব্য ( ২ ) ও ডুল প্রত্যয় হয়, এবং পিতা অর্থে ডামহ প্রত্যয় হয় । যথা,—পিতৃব্য, মাতুল ; পিতামহ, মাতামহ ।

৪২৩ । মিন্, তি, ঠ, আকিন্ ।—স্ব শব্দের উত্তর আছে অর্থে মিন্ প্রত্যয় হয় । অন্ত্যন্তর দীর্ঘ হয় । যথা,—স্বামী । মূল অর্থে—পক্ষ শব্দের উত্তর তি হয় । যথা,—পক্ষের মূল—পক্ষতি । কুশল অর্থে কক্ষ

( ১ ) চ্ স্থানে গ্ নিপাতনে হইল ।

( ২ ) ভ্রাতৃ শব্দের উত্তর 'অপত্য' অর্থে ব্য প্রত্যয় হয় । যথা,—ভ্রাতৃ + ব্য = ভ্রাতৃব্য ( ভ্রাতৃপুত্র ), ভ্রাতৃব্য ( ভ্রাতৃপুত্রী ) ।



শব্দের উত্তর ঠ হয়। যথা,—কর্ণে কুশল—কর্ণ্যঠ। অসহায় অর্থে এক শব্দের উত্তর আকিন্ প্রত্যয় হয়। যথা,—এক+আকিন্=একাকী।

৪২৪। কল্প, দেশীয়।—ঈষদূন অর্থে শব্দের উত্তর কল্প ও দেশীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—ইন্দ্র-কল্প, অশীতিবর্ষ দেশীয় ইত্যাদি।

৪২৫। র, তরট্।—অল্প অর্থে—কুটী শব্দের উত্তর র এবং অশ্ব, বৎস ও ঋষভ শব্দের উত্তর তরট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—কুটীর; অশ্বতর, বৎসতরী ইত্যাদি।

৪২৬। স্থানীয়। ‘তাহার তুলা’ অর্থে—শব্দের উত্তর স্থানীয় প্রত্যয় হয়। যথা,—পিতার তুলা—পিতৃ-স্থানীয় ইত্যাদি।

৪২৭। তর, তম, ঈয়স্, ইঠ।—ভ্রূয়ের মধ্যে একেব এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে গুণবাচক শব্দের উত্তর যথাক্রমে ঈয়স্ ও তর এবং ইঠ ও তম (১) প্রত্যয় হয়। ঈয়স্ প্রত্যয়ের উকার ইং যায়। যথা—ভ্রূয়ের মধ্যে পটু=পটীয়ান্ ( ৮০১ ), পটুতর; বহুর মধ্যে পটু—পটিঠ, পটুতম; ভ্রূয়ের মধ্যে দৃঢ়—দৃঢ়ীয়ান্ ( ৪০২ ) দৃঢ়তর; বহুর মধ্যে দৃঢ়—দৃঢ়িঠ, দৃঢ়তম ইত্যাদি।

৪২৮। ইঠ ও ঈয়স্ পরে প্রশস্ত শব্দ স্থানে শ্র ও জা (২), বৃদ্ধ শব্দ স্থানে বর্ষ ও জা, অল্প শব্দ স্থানে অল্প ও কন্ এবং যুবন্ শব্দ স্থানে কন্ ও যব্ তয় ( )। জা এর পর ঈয়স্‌র ঈ স্থানে আ হয়। যথা,—

( ১ ) বোপদেব ভ্রূয়ের মধ্যে একের এবং বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে গুণবাচক শব্দের উত্তর যথাক্রমে ইঠ, ঈয়স্ এবং ঈয়স্ ইচ্ছ প্রত্যয়স্বীকার করেন। যদাপি ব্যাকরণান্তরে “দ্বিহ্রনামিহ্যনেন ইষ্টেযদোঃ ক্রমোদৃগতে, তথাপি বোপদেবেন ক্রমবিপরীত-প্রযোগ-দর্শনাৎ ইষ্টেযস্ ঈয়স্বিঠৌ বা ন্তু ইতি কথিতম্।”

( ২ ) শ্র, জা প্রভৃতিব অন্ত্য স্বরের লোপ হয় না।

( ৩ ) প্রশস্ত+ঈয়স্=শ্রেয়ান্, জায়ান্; প্রশস্ত+ইঠ=শ্রেঠ, জোঠ; বৃদ্ধ+ঈয়স্=বর্ষীয়ান্, জায়ান্; বৃদ্ধ+ইঠ=বর্ষিঠ, জোঠ, অল্প+ঈয়স্=অল্পীয়ান্, কনীয়ান্; অল্প+ইঠ=অল্পিঠ, কনিঠ; যুবন্+ঈয়স্=কনীয়ান্, যবীয়ান্; যুবন্+ইঠ=কনিঠ, যবিঠ; উরু+ঈয়স্=বরীয়ান্; উরু+ইঠ=বরিঠ।

প্রশস্ত + ঈয়স্ = শ্রেয়স্ ( পুংলিঙ্গে—শ্রেয়ান্, স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেয়সী ) ;  
প্রশস্ত + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ; অন্ন বা যুবন্ + ঈয়স্ = কনীয়ান্ ; অন্ন  
বা যুবন্ + ইষ্ঠ = কনিষ্ঠ ।

৪২৯। ইষ্ঠ ও ঈয়স্ পরে বিন্, মত্ ও বত্ প্রত্যয়েব লোপ হয় ।  
যথা,—বলবৎ + ঈয়স্ = বলীয়ান্ ইত্যাদি ।

ক। স্, নি প্রভৃতির উত্তর চতরাম্ প্রত্যয় হয় । চ ইৎ যায় ।  
যথা,—স্ + চতরান্ = স্ততরাং ইত্যাদি ।

৪৩০। স্মচ্।—বারাৰ্থে এক, দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর স্মচ্ হয় ।  
স্ থাকে । যথা,—দ্বি + স্মচ্ = দ্বিঃ, ত্রি + স্মচ্ = ত্রিঃ । এক + স্মচ্ =  
সক্ৰৎ নিপাতন-সিক্ ।

৪৩১। চশস্।—বাপ্সা অৰ্থে শব্দের উত্তর চশস্ হয় ; শস্ থাকে ।  
যথা—বহুশঃ, ক্রমশঃ, শতশঃ ইত্যাদি ।

৪৩২। ধাচ্।—প্রকারার্থে সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর ধাচ্ হয় ।  
চ্ ইৎ হয় । যথা,—দ্বিধা, ত্রিধা, বহুধা ইত্যাদি ।

৪৩৩। ময়ট্।—বিকার, অবয়ব, ব্যাপ্তি, সংসর্গ প্রভৃতি অৰ্থে  
শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয় । ট্ ইৎ হয় । যথা,—বিকারার্থে—স্বর্ণের  
বিকার স্নর্গময় । অবয়বার্থে—কাষ্ঠময়, দারুময়, মৃন্ময়, দৰ্ভময়, উর্ণাময় ।  
ব্যাপ্তি অৰ্থে রোগময় ( দেহ ), জলময় ( ভূমি ) । সংসর্গ অৰ্থে—যুগ্মময়  
ব্যাঞ্জন ), পাপময় ( দেহ ) । স্ক্রুপার্থে—বিষ্ণুময় ( জগৎ ), ব্রহ্মময়  
( বিশ্ব ), ঐক্য চিন্ময়, আনন্দ-ময়, জ্ঞান-ময় । পুরীষ অৰ্থে—গো +  
ময়ট্ = গোময় । বিকার অৰ্থে—হিরণ্য + ময়ট্ = হিরণ্ময় পদ নিপাতনে  
সিক্ হয় ।

৪৩৪। চরট্।—ভূতপূৰ্ণ অৰ্থে চর প্রত্যয় হয় । • যথা—পূৰ্ণদৃষ্ট  
—দৃষ্টচর ইত্যাদি ।

৪৩৫। ক, কার।—অন্ন, হ্রস্ব প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর ক হয়; অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হয়। যথা,—হ্রস্ব বৃক্ষ—বৃক্ষক, কুৎসিত অশ্ব—অশ্বক, ক্ষুদ্র কণ্ঠা—কণ্ঠকা, মাধবীই—মাধবিকা ইত্যাদি। স্বার্থে অহম্ ও নমস্ শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়। যথা—অহঙ্কার, নমস্কার।

৪৩৬। থাচ্।—প্রকার অর্থে সর্ক্সনাম শব্দের উত্তর থাচ্ প্রত্যয় হয়। থা থাকে। এবং তদ্ ও যদ্ শব্দ স্থানে ত ও য হয়। যথা,—সর্ক্সথা, অগ্নুথা, তথা, যথা।

৪৩৭। ত্র। আধার অর্থে—সর্ক্সনাম শব্দের উত্তর ত্র প্রত্যয় হয়। তদ্, যদ্ ও কিম্ শব্দ স্থানে ত, য ও কু হয়। যথা,—তত্র যত্র, কুত্র। ইদম্ ও অদম্ শব্দ স্থানে অ আদেশ হয়। যথা—অত্র।

৪৩৮। দা।—কাল অর্থে—বদ্, তদ্, অত্র, এক, সর্ক্স ও কিম্ শব্দের উত্তর দা হয়। বদ্ ও তদ্ স্থানে য ও ত, সর্ক্স স্থানে বিকল্পে স এবং কিম্ স্থানে ক হয়। যথা,—যদা, তদা, অত্রদা, একদা, সর্ক্সদা, সদা, কদা।

৪৩৯। এই কালে—অধুনা, সমান দিনে—সত্ত্বাঃ, এই দিনে—অগ্নু, এই কালে বা স্থানে—ইহ ইত্যাদি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৪৪০। দানীম্।—তদ্ ও ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তমী স্থানে দানীম্ প্রত্যয় হয়। তদ্ স্থানে ত ও ইদম্ স্থানে ই হয়। যথা,—তদানীম্, ইদানীম্।

৪৪১। তন।—উৎপন্ন অর্থে অগ্নু প্রভৃতির উত্তর তন প্রত্যয় হয়। যথা ;—অগ্নুতন, উর্জীতন, অধস্তন, প্রাক্তন ইত্যাদি।

৪৪২। ত্য। উৎপন্ন অর্থে ত্র প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ ও অমা শব্দের উত্তর ত্য হয়। যথা,—অত্রত্যা, তত্রত্যা, অমাত্যা।

৪৪৩। ত্যন্। উৎপন্ন অর্থে দক্ষিণা, পশ্চাৎ ও পূরস্ শব্দের

উত্তর ত্যন্ হ্র। তা থাকে। যথা,—দক্ষিণা + ত্যন্ = দাক্ষিণাত্য,  
পশ্চাৎ + ত্যন্ = পাশ্চাত্য।

৪৪৪। তয়ট্, অয়ট্।—অবয়বার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর  
তয়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—চতুষ্টয় ইত্যাদি। দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর  
তয়ট্ ও অয়ট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—দ্বিতয়, দ্বয়; ত্রিতয়, ত্রয়; উভ  
শব্দের উত্তর অয়ট্ করিলে উভয় হয়।

৪৪৫। তস্।—শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তির অর্থে তস্  
প্রত্যয় হয়। কিম্, যদ্, ইদম্, তদ্, অদস্, শব্দ স্থানে যথাক্রমে কু, ব,  
ই, ত, অ আদেশ হয়। যথা,—কুতঃ, যতঃ, ইতঃ, ততঃ, অতঃ, সতঃ,  
সর্বতঃ ইত্যাদি।

৪৪৬। স্তাৎ, রি।—দ্বিগুণচক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির  
অর্থে স্তাৎ ও রি প্রত্যয় হয়। যথা—অপর + স্তাৎ = পশ্চাৎ, উর্দ্ধ + রি  
= উপরি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

৪৪৭। ম।—উৎপন্ন অর্থে আদি, মধ্য, প্রথ শব্দের উত্তর ম হয়।  
যথা,—আদিম, মধ্যম, প্রথম।

৪৪৮। ডিম।—ভব অর্থে অন্ত, অগ্র, পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ডিম  
হয়। ইম থাকে। যথা,—অস্তিম, অগ্রিম, পশ্চিম।

৪৪৯। চিৎ, চন।—কিম্ শব্দ নিষ্পন্ন পদের উত্তর অনিশ্চিতার্থে  
চিৎ ও চন প্রত্যয় হয়। যথা,—কিঞ্চিৎ, কিঞ্চন; কদাচিৎ, কদাচন।  
কথঞ্চিৎ (১) কথঞ্চন।

৪৫০। চনাৎ।—পরিণত বা শেষ অর্থে শব্দের উত্তর চনাৎ প্রত্যয়  
হয়। সাৎ থাকে। যথা,—ধূলিসাৎ, বিপ্রসাৎ ইত্যাদি।

৪৫১। চি।—‘পূর্বে ছিল না এক্ষণে হইয়াছে’ অর্থে ভূ ও কৃ

ধাতু-নিম্পন্ন পদ পরে থাকিলে, চি্ হয়। কিছুই থাকে না। উপপদের  
অস্ত্য অ আ ই স্থানে ঈ এবং উ স্থানে উ হয়। যথা,—বশীভূত,  
সজ্জীকৃত, রাশীকৃত, লঘুকরণ, স্মরণীভূত ( ১ ), অগ্রথাভূত, একত্রকরণ,  
পৃথগ্ভূত ইত্যাদি।

৪৫২।—তীয়, থট্।—দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তীয়, এবং চতুর্ ও  
ষষ্ শব্দের উত্তর পূরণার্থে (২) থট্ প্রত্যয় হয়। যথা,—দ্বিতীয়, তৃতীয়  
( ত্রি স্থানে ত্ হয় ) ; চতুর্থ (৩) ষষ্ঠ।

৪৫৩। মট্।—পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, নবন্, ও দশন্ শব্দের উত্তর  
পূরণার্থে মট্ হয়। যথা,—পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

৪৫৪। ডট্।—পূরণার্থে একাদশন্ হইতে অষ্টাদশন্ পর্য্যন্ত সংখ্যা-  
বাচক শব্দের উত্তর ডট্ হয়। অ থাকে। যথা,—একাদশ, দ্বাদশ,  
ষোড়শ ( ২৯৬ সূত্র ), অষ্টাদশ।

৪৫৫। ডট্, তমট্।—বিংশতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ডট্ ও তমট্  
প্রত্যয় হয়। ডটের অ ও তমটের তম থাকে। যথা,—বিংশ, বিংশতিতম,  
ত্রিংশ, ত্রিংশতম ইত্যাদি।

৪৫৬। ষষ্টি প্রভৃতি শব্দের উত্তর পূরণার্থে তমট্ প্রত্যয় হয়। যথা  
—ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, অশীতিতম, নবতিতম, ইত্যাদি। অন্য সংখ্যার  
পর ডট্ ও হয়। যথা,—একষষ্টিতম, একষষ্টি ইত্যাদি।

৪৫৭। শতাদি শব্দের উত্তর তমট্ হয়। যথা,—শততম, সহস্র-  
তম ইত্যাদি।

( ১ ) চি্ প্রত্যয় পরে নমস্, চক্ষুস্, চেতস্, অরুস্, রজস্ রহস্ শব্দের স্কারের  
লোপ হয়। অব্যয় পদের কিছুই পরিবর্তন হয় না।

( ২ ) যদ্বারা কোন সংখ্যা পূর্ণ হয়, তাহাকে পূরণ-বাচক কহে। পূরণার্থবোধক  
প্রত্যয়কে পূরণ-বার্চক প্রত্যয় কহে।

( ৩ ) চতুর্ + য = তুয্য ও চতুর্ + ঈয় = তুরীয় পদ নিপাতন-নিমিত্ত।

৪৫৮। তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম এবং অব্যয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়ে পরিণত করা যায় ( ১ ) ।

### বাঙ্গালা তদ্ধিত ।

১। ভাব, কৰ্ম্ম, উৎপত্তি, সম্বন্ধ ইত্যাদি অর্থে শব্দের উদ্ভব যথাসম্ভব আই, আনা ইত্যাদি প্রত্যয় হয় ।

প্রত্যয়ের আদিতে স্বরবর্ণ থাকিলে শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয় ।

আই—বামনের ভাব বা কৰ্ম্ম -বামনাই, ঐরূপ বডাই, সাপাই, বাদসাই ; মোগলের সম্বন্ধীয়—মোগলাই, পাটনার উৎপন্ন—পাটনাই ।

( ১ ) ক। বিশেষ্য হইতে বিশেষ্য ; যথা,—দেবতা + ক = দৈবত, নগ + র = নগর, পৃথা + ক = পার্থ ইত্যাদি ।

খ। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ; যথা,—মূল + ক্ষিপ = মৌলিক, নিগা + ক = নৈশ, অতিথি + ক্ষেয় = আতিথেয় ইত্যাদি ।

ফ, ফা, ফিক, ক্ষেয়, মতু, বতু, আল, আলু, ইত, ইন, ইঘ, ইল, ল, উল, ময়ট, তন ইত্যাদি প্রত্যয় সাহায্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে পরিণত করা যায় ।

গ। বিশেষ্য হইতে অব্যয় ; যথা,—কম + চশস্ = ক্রমশঃ, চন্দ্র + চ্দৃৎ = চন্দ্রবৎ, লোক + তস্ = লোকতঃ ইত্যাদি ।

ঘ। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য ; যথা,—মূর্থ + ত্ব = মূর্থত্ব, বিদ্যাবৎ + তা = বিদ্যাবত্তা, প্রিয় + ইমন্ = প্রেম ইত্যাদি ।

অ, তা, ইমন্ এবং ভাবার্থে ফ, ফা ইত্যাদি প্রত্যয়-সাহায্যে বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারা যায় ।

ঙ। বিশেষণ হইতে বিশেষণ ; যথা,—প্রিয় + তর = প্রিয়তর, যাবৎ + ঙ্গ = যাবতীয়, বলবৎ + ইঠ = বলিষ্ঠ ইত্যাদি ।

চ। বিশেষণ হইতে অব্যয় ; যথা,—এক + দা = একদা, বহ + ঙ্গয় = ভূয় ইত্যাদি ।

ছ। সর্বনাম হইতে বিশেষ্য ; যথা,—তদ্ + ত্ব = তত্ব ইত্যাদি ।

জ। সর্বনাম হইতে বিশেষণ ; যথা,—স্ব + গীয় = স্বকীয়, তদ্ + ঙ্গ = তদীয় ইত্যাদি ।

ঝ। সর্বনাম হইতে অব্যয় ; যথা,—সর্ব + তস্ = সর্বতঃ, যদ্ + দা = যদা, কিম্ + ত্র = কুত্র ইত্যাদি ।

ঞ। অব্যয় হইতে বিশেষ্য ; যথা,—পুনঃ পুনঃ + ক্তা = পৌনঃপুন্ত, নাম + ধেয় = নামধেয় ইত্যাদি ।

ট। অব্যয় হইতে বিশেষণ ; যথা,—শবৎ + ক্ত = শাবত, পুরা + তন = পুরাতন, ইহ + ক্ষিক = ঐহিক ইত্যাদি ।

ঠ। অব্যয় হইতে অব্যয় ; যথা,—হ + চতরাম্ = হতরাম্, অধঃ + স্তাৎ = অধস্তাৎ ইত্যাদি ।

আনা—বাবুর ভাব—বাবু আনা, ঐরূপ সাহেব আনা ।

আমি—ঘর করে যে—ঘরামি ।

আল—রাগ আছে বাহার—রাগাল, ঐরূপ তেজাল ।

আলি—চতুরের ভাব ও কৰ্ম্ম—চতুরালি, ঐরূপ নাগরালি, গৃহস্থালি, ঠাকুরালি, ঘটকালি ।

ই—নবাবের ভাব বা কৰ্ম্ম নবাবি, ঐরূপ—সাহেবি, পণ্ডিত, মাষ্টারি, কবিরাজি, উকিলি, নায়েবি, দেওয়ানি, চাকরি, আমীরি, বাহাদুরি, সমতানি, চালাকি, ডাক্তারি, মজুরি ; জমিদারের কায্য, সম্পত্তি বা সম্বন্ধ অর্থে জমিদার + ই = জমিদারি, ঐরূপ—গাঁতিদারি, তালুকদারি ; ঢোল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে অর্থে ঢোল + ই = ঢুলি, ঐরূপ—ঢাকি, দোকানি ভাণ্ডারি ; পোষাকের উপযুক্ত পোষাকি ; বাঙ্গালার জাত বাঙ্গালি, ঐরূপ—হিন্দুস্থানি, পঞ্জাবি, কাবুলি ; চালান সম্বন্ধীয়—চালানি, ঐরূপ নৌলামি ; হুদে খাটান যায় বাহা হুদি ; হুতা দ্বারা নিষ্পিত হুতি, ঐরূপ—রেশমি, পশমি ; পাঁচের পুরক—পাঁচই, ঐরূপ—দশই ; উৎপন্ন অর্থে—ঢাকাই ।

ঈ—কাশ্মীরে উৎপন্ন—কাশ্মীরী ঐরূপ বিলাতী ।

উড়ে—নাপ ধরিতে নিপুণ—নাপুড়ে, গাছে উঠিতে পটু—গাছুড়ে, ফাঁস দেয় যে—ফাঁসুড়ে ।

উনি—চালা বায় যদ্বারা তাহা চালানী ।

এ—জাল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে—জেলে, ঐরূপ মুটে, বলদে ; ফলাহারে পটু—ফলারে ; উনিশের পুরক—উনিশে, ঐরূপ বিশে, একুশে, বাইশে ; শাস্তিপুর্বে উৎপন্ন শাস্তিপুর্বে : সহরে থাকে যে সে—সহরে ঐরূপ পাড়ার্গয়ে ।

ও—মাছ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে—মেছো ।

ওয়ালা—তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে অর্থে—ফিবিওয়ালা, মাছওয়ালা, আলুওয়ালা, চুড়িওয়ালা, পাহারাওয়ালা ।

করা—বীজা অর্থে—মনকরা, শতকরা ।

কার—সম্বন্ধ বুঝাইতে—আপনকার, তথাকার, আগেকার, এখানকার ; স্বার্থে বর্ণ (অক্ষর) বাচক শব্দেব উত্তর কার হয় । যথা,—অকার, ককার, ইত্যাদি ।

খানা, খানি—স্বার্থে খানা খানি হয় । যথা,—খালখানা ; মুখখানি ।

গিরি—বাবুর জায় আচরণ করা—বাবুগিরি, নবাব-গিরি ; কৰ্ম্ম অর্থে—গুরুগিরি, মুত্তরীগিরি, দারোগাগিরি ।

গুলি, গুলি—বহুবচনার্থে—গুলি, গুলি প্রত্যয় হয় । যথা,—লোকগুলি, বালকগুলি ।

টা, টি, টা, টুকু—স্বার্থে, নিশ্চয়ার্থে বা অল্পার্থে—গরুটা, ছেলেটি, কলমটা, দুধটুকু, জলটুকু ; অবজ্ঞার্থে—মিন্‌সেটা ।

ত—পরিমাপার্থে কিম্ব, যদ, তদ, এতদ, অদম্ব শব্দের উত্তর ত প্রত্যয় যোগে কত, যত, তত, এত, অত, পদ হয় ।

থা—আধারার্থে থা হয়—যথা, তথা, এথা, ওথা, কোথা ।

দার—জীবিকা অর্থে—দোকানদার, পাইকেরদার, বাজনদার ।

নাজ—ভীর লইয়া যুদ্ধ করে, ভীরনাজ, ঐরূপ গোলনাজ ।

পণা—গৃহিণীর কৰ্ম্ম—গৃহিণীপণা, ধূর্তের কৰ্ম্ম—ধূর্তপণা ।

মন—প্রকারার্থে—কেমন, যেমন, তেমন, এমন, অমন ।

ময়—ব্যাপ্তি অর্থে—ঘরময়, মূলকময়, বাড়ীময় ।

মি, ম—ভার ও কৰ্ম্ম অর্থে—পাগলার ভাব—পাগলামি—পাগলাম, বোকামি—বোকাম, দুষ্টামি—দুষ্টাম, নষ্টামি—নষ্টাম, ছেলেমি—ছেলেম, পাকামি—পাকাম, বুড়মি—বুড়ম, জোঠামি—জোঠাম ।

বে—সময় অর্থে—কবে, যবে, তবে, এবে ।

রি—জীবিকা অর্থে—পূজারি, জুয়ারি, ভিথারি ।

সই—পরিমাণার্থে—বুকসই, মাথাসই ইত্যাদি ।

## অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১। নিম্নলিখিত পদগুলি কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ অর্থে কি কি প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে ?

ব্রাহ্ম, লব্ধকরণ, পার্থিব, দৌবরাজ্য, বশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, স্মীয়, সাপত্ন্য, শারীরিক, ভ্রাতৃ-বৎ, জ্ঞানকী, পৌর, নৈশ, সাক্ষ্য, ভোম, শৈব, শৌধ্য, কনীয়সী, জ্যায়সী, শৌচ, স্বাস্থ্য, যাবতীয় (১), গেজস্বী (২) ।

২। তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে কৃপা, সুবর্ণ, বিদ্যা, চতুর, মনস্বী, শব্দ, পাণ্ডু, মৃতগা, রাজা, গণবান্, তমঃ, বিড়ু, গো ও দশ এই শব্দ গুলির মধ্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর ।

৩। তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া মধুরতাময়, মাধুর্য্যতা, পাপিষ্ঠ, বাহিক, আবশ্যকতা, বলীধান্, আধিক্যতা বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি পদ নিম্পন্ন করা যায় ; তথাপি উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কিজন্ম ব্যাকরণ-দৃষ্টে বলিয়া গৃহীত হয় ?

## ধাতু-প্রকরণ ।

৪৫৯। সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ভেদে ধাতু দ্বিবিধ। যথা,—কৃ, ভূ, স্থা, গম্, দৃশ্, ইত্যাদি সংস্কৃত এবং কর্, হ, থাক্, যা দেখ্ ইত্যাদি বাঙ্গালা ধাতু (২) ।

(১) অন্ত্যর্থ প্রত্যয় এবং স্বরাদি তদ্ধিত প্রত্যয় ও য পরে ত্ কারান্ত ও ল্কারান্ত শব্দের বিভক্তি লুপ্ত থাকিলেও তাহারা পদ বলিয়া গণ্য হয় না। উহাদের পদত্ব থাকিলে যাবতীয় বা তেজস্বী পদ (৫০) (৫৯) সন্ধি নিয়মানুসারে অন্তরূপ হইত ।

(২) সংস্কৃত ধাতু দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—মূলধাতু ও লাক্ষণিক ধাতু। মূলধাতু যথা,—ভূ, স্থা, গম্ ইত্যাদি। লাক্ষণিক ধাতু যথা,—অপি, লালস, জিজাস, শব্দাস ইত্যাদি। বাঙ্গালা ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা,—প্রাকৃত, বিজাতীয় ও যৌগিক ।



কতিপয় সংস্কৃত ধাতু, তাহাদের অর্থ এবং প্রাকৃত  
হইতে বাঙ্গালায় পারণতি ।

সংস্কৃত ধাতু	অর্থ	বাঙ্গালাধাতু	সংস্কৃত-ধাতু	অর্থ	বাঙ্গালাধাতু
অনৃক্	অঙ্কন	অঁক	চুষ	চুষন	চুম্
সম-অর্পি	সমর্পণ	সঁপ	ছাদি	আচ্ছাদন	ছা
অন্	থাকা	আছ্	ছিদ্	ছেঁড়া	ছিঁড়্
প্র-আপ্	প্রাপ্তি	পা	জাগ্	জাগরণ	জাগ্
কথ্	কহা	কহ্	জি	জয়	জিত্
কম্প্	কাঁপা	কাপ্	জীব্	বাঁচা	বাঁচ্
কুট্	কোটা	কুট্	জৃ	জীর্ণ করা	জর্
কুস্থ	কোঁথা	কুঁথ্	জ্ঞা	জানা	জান্
কৃ	করা	কর্	উৎ-ডী	উড়া	উড়্
কৃত্	কর্ত্তন	কাট্	তৃ	পার হওয়া	তর্
ক্রন্	ক্রন্দন	কাঁদ্	তৃহ্	দোহন	তৃহ্
ক্রী	ক্রয়	কিন্	দৃশ্	দর্শন	দেখ্
খন্	গোঁড়া	খুঁড়্	পরি-ধা	পরিধান	পর্
খাদ্	খাওয়া	খা	ধাব্	ধাবন	ধা
আ-গম্	আসা	আস্	ধৃ	ধরা	ধর্
গ্রস্থ	গাঁথা	গাঁথ্	নী	লওয়া	ল,ন্
গৈ	গান	গা	আ-নী	আনয়ন	আন্
ঘূর্ণ	ঘোরা	ঘূর্	নৃৎ	নৃত্য	নাচ্
ঘৃষ্	ঘর্ষণ	ঘস্	পঠ্	পঠন	পড়্
আ-চম্	অঁচমন্	অঁচা	পত্	পতন	পড়্
চর্ক্	চর্কণ	চিবা	পা	পান	পি

ফুল	বিকসন	ফুল্	বচ্	বলা	বক্
বক্	বকন	বাঁধ্	বন্ট্	বাঁটা	বাঁট
বুধ্	জ্ঞান	বুঝ্	বদ্	বলা	বল্
ভন্জ্	ভাঙ্গা	ভাঙ্গ্	বপ্	বোনা	বুন্
প্র-ভা	প্রভাত হওয়া	পোহা	বৃধ্	বাড়া	বাড়্
ভুজ্	ভোগকরা	ভুগ্	বেষ্ট	বেষ্টন	বেড়্
ভ্	হওয়া	হ	বে	বয়ন	বন্
ভ্	ভরা	ভর্	বাধ্	বেঁধা	বিঁধ্
ভ্রস্জ্	ভাঙ্গা	ভাজ্	উপ-বিশ্	বসা	বস্
মদ্	মত্ত হওয়া	মাত্	শিক্ষ্	শিক্ষা	শিখ্
মস্থ্	মস্থন	মথ্	শী	শয়ন	শু
মর্দ	মর্দন	মাড়্	শুষ্	শুষ্ক হওয়া	শুখা
মস্জ্	মগ্ন হওয়া	মজ্	শ্র	শ্রবণ	শুন্
মিশ্র	মিশ্রণ	মিশ্	সিচ্	সেচন	ছেঁচ্
মৃ	মরণ	মর্	মৃ	সরা	সর্
মৃজ্	মাজা	মাজ্	সজ্জ্	সাজা	সাজ্
ত্রফ্	মাথা	মাথ্	স্থ	থাকা	থাক্
যুজ্	যোজনা	যুড়	স্থাপি	রাখা	থু
যুধ্	যুদ্ধ করা	যুঝ্	উৎ-স্থা	উত্থান	উঠ্
রফ্	রাখা	রাখ্	ক্ষায়্	ক্ষাতি	ফাঁপ
রন্ধ্	রাঁধা	রাঁধ্	হ্রা	হ্রান	না
রোপি	রোপণ	রু	হন্	আঘাত	হান্
লগ্	লাগা	লাগ্	হস্	হাস্য	হাস্
লক্ষ্	লাফ দেওয়া	লাফা	হ্	হরণ	হর্

সংস্কৃত ধাতু কিরূপে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। যথা—জ্ঞা-জাণ-জান, স্থা-থক্-থাক্, শ্র-শ্রণ-শ্রন্, ক্রী-কিণ-কিন্, জাগ্-জগ্-জাগ্, নৃ-নচ্-নাচ্, দৃশ্-দেখ্-দেখ, বৃধ্-বৃজ্-বৃজ্, ভাষ্-ভূক্-বক্, স্পৃশ্-ছির্-ছোয়্, ক্ষিপ্-ফেল-ফেল্ ইত্যাদি ।

### বিজাতীয় ধাতু ।

অঁট, উর, কম্, খাট, গছা, গলা, ঘির, চাট, চাপ্, চাহ্, ছিটা, জম্, জুটা, ঝুল্, ঝলম্, টল্, টান্, টুট্, ঠেল্, ডর, ডাক্, ঢাক্, তিত্, ছল্, ধুক্, নেহার্, পঁহছ্, পশ্, ফেল্, বন্, ভিজ্, মাগ্, মিট্, রটা, রুখ্, লুফ্, স্নাধা, হাঁক্, হাঁপা ইত্যাদি ধাতু আদিম জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে বিজাতীয় ধাতু বলা যায় ।

### যৌগিক ধাতু ।

গমন কর্, শয়ন কর্, প্রদান কর্, প্রস্থান কর্, স্থাপন কর্, হরণ কর্ ইত্যাদি ।

৪৬০। ধাতু প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা,—অকর্ম্মক ও সাকর্ম্মক । সাকর্ম্মক ধাতুগুলির মধ্যে যাহাদের দুইটি কর্ম্ম আছে, তাহাদিগকে দ্বিকর্ম্মক ধাতু কহে ।

### অকর্ম্মক (Intransitive) ।

৪৬১। যাহার কর্ম্ম নাই তাহাকে অকর্ম্মক কহে । যথা,—তিনি কাঁদিতেছেন, তুমি শুইয়াছ, আমি দৌড়িব ।

শ্রৌড়া, লজ্জা, দর্প, ভয়, উদ্বেগ, শয়ন,

স্থিতি, শাস্তি, দীপ্তি, গ্লানি, উৎপত্তি, জীবন,

যত্ন, জরা, মোহ, কল্প, নর্তন, পতন,  
সংশয়, বর্তন, হাস, মজ্জন, ধাবন,  
পলায়ন, মন্দগতি, সহন, রোদন,  
নিমেষ, নিবাস, শঙ্ক, আর উড্ডয়ন,  
ক্রোধ, চেষ্টা, জাগরণ, বিরাম, মরণ,  
সিদ্ধি, শুদ্ধি, যুদ্ধ, বৃদ্ধি, প্রমোদ, ভ্রমণ,  
অব্যক্ত-ধ্বনন, আর স্পন্দন, উদয়,  
এই সব অর্থে ধাতু অকর্ম্মক হয় ।

৪৬২ । উপসর্গ-যোগে অনেক অকর্ম্মক ধাতুও সকর্ম্মক হয় । যথা,—

ভূ ... হওয়া ;	অনু-ভূ ... অনুভব করা ।
গম্ ... যাওয়া ;	অধি-গম্ ... প্রাপ্ত হওয়া ।
শুধ্ ... শুদ্ধ হওয়া ;	পরি-শুধ্ ... পরিশোধ করা ।
নম্ ... নত হওয়া ।	প্র-নম্ ... প্রণাম করা ইত্যাদি ।

### সকর্ম্মক ( Transitive ) ।

৪৬৩ । যাহার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক কহে । যথা,—  
পুস্তক পড়িতেছি, ভাত খাইতেছে ।

৪৬৪ । কখন কখন সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অনুকৃত থাকে । যথা,—  
আমি জানি, তুমি শুন ।

৩৬৫ । কতকগুলি ক্রিয়া-বাচক শব্দের সহিত ক্র প্রভৃতি ধাতুর  
যোগ করিয়া ধাতু রূপ করা হয় (১) । এই সকল ক্রিয়াকে যৌগিক

(১) কতকগুলি বিশেষণ পদের সহিত হওয়া ধাতুর যোগ করিয়াও যৌগিক ক্রিয়া  
সাধিত হয় । যথা,—“ধাতু-নিঃস্রব প্রবল-বেগে নির্গত হইতেছে,” এস্থলে ‘নির্গত’  
পদকে বিশেষণ, ‘হইতেছে’ পদকে ক্রিয়া স্বীকার করিলে, ‘প্রবল-বেগে’ এই ক্রিয়া-  
বিশেষণের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না ; সুতরাং ঐদৃশ স্থলে ‘নির্গত হইতেছে’ পদকে যৌগিক  
ক্রিয়া স্বীকার করিলে পদাশ্রয় করা সুসাধ্য হয় ।

ক্রিয়া কহে । যথা,—দর্শন করিতেছি. শয়ন কর, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, কাঁদিয়া উঠিল, পড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি ।

যোগিক ক্রিয়ার পূর্বাংশ দেখিয়া উহা সাক্ষ্যক কি অক্ষ্যক, তাহার নির্ণয় করিতে হয় । যথা—আমি চন্দ্র দর্শন করিতেছি, এখানে ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য দর্শন, দৃশ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দৃশ্ ধাতু সাক্ষ্যক সূত্রাং ক্রিয়াটিও সাক্ষ্যক । শয়ন কর, এখানে শয়ন, শী ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শী ধাতু অক্ষ্যক সূত্রাং ক্রিয়াটিও অক্ষ্যক ।

৪৬৬। অক্ষ্যক ধাতু গিজন্ত (৫০৭স্থত্র) হইলে সাক্ষ্যক হয় । যথা রামকে জাগাইলাম ।

৪৬৭। ক্রিয়া ও কক্ষ্যপদ এক ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে, অক্ষ্যক ধাতুও সাক্ষ্যক হয় । যথা—“উচ্চ হাস হাসে না ক রসিক যুবক” ‘মায়াকান্না কাঁদিয়া,’ ‘কি খেলাই খেলিল’ ইত্যাদি ।

৪৬৮। সাক্ষ্যক ধাতু গিজন্ত হইলে দ্বিক্ষ্যক হয় । যথা—আমি তাঁহাকে পুস্তক দেখাইতেছি ।

৪৬৯। অক্ষ্যক ও কতকগুলি (১) সাক্ষ্যক ধাতুর অগিজন্ত সময়ের কর্তা গিজন্ত সময়ে কক্ষ্য হয় । যথা,—সে হাসিতেছে, তাহাকে হাসাইতেছে ; তুমি পুস্তক পড়িতেছ, তোমাকে পুস্তক পড়াইতেছে ।

৪৭০। উপসর্গ-যোগে কতিপয় সাক্ষ্যক ধাতু অক্ষ্যক হয় । যথা,—

ক্ষিপ্ ... ক্ষেপণ ;	অ-ক্ষিপ্ ... ডংখ করা ।
হ্র ... হরণ ;	বি-হ্র ... বিহার করা ।
ই ... প্রাপ্তি,	উদ্-ই ... প্রকাশ পাওয়া ।
বদ্ ... বলা ;	বি-বদ্ ... বিবাদ করা ।

(১) গতি-বুদ্ধি ভৌজনার্থক ও শব্দ-কক্ষ্যক ধাতু । অন্তর্গত তৃতীয়া হয় । যথা,—রাম ভাত রাধিতেছে, হরি রামকে দিয়া ভাত রাধাইতেছে ইত্যাদি ।

## ক্রিয়াপদ ( Verb ) ।

৪৭১ । ধাতুর উত্তর ইলে, ইয়া, ইতে (১) প্রত্যয় এবং ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে আদি ২ টি বিভক্তি (৭৭২ সূত্র) যোগ করিলে যে সকল পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে ক্রিয়াপদ কহে ।

৪৭২ । সমাপিকা-অসমাপিকা-ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার ।

## সমাপিকা ( Finite ) ।

৪৭৩ । যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের সমাপ্তি হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া কহে । যথা,—‘রাম রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন’ ; ‘হইলেন’ সমাপিকা ক্রিয়া ।

## অসমাপিকা ( Infinite ) ।

৪৭৪ । যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যের সমাপ্তি হয় না, ক্রিয়াস্তরের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে । যথা,—‘রাম রাজা হইয়া’, এহলে আকাঙ্ক্ষা থাকায়, ‘হইয়া’ অসমাপিকা ক্রিয়া ।

৪৭৫ । যে স্থলে এক কর্তার ক্রিয়া অপর কর্তার ক্রিয়ার কারণ-স্বরূপ হয়, সে স্থলে পূর্বক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর ‘ইলে’ প্রত্যয় হয় । যথা,—আমি আসিলে, তুমি যাইবে ।

ক । ক্রিয়াদ্বয়ের যুগপৎ সম্ভাবনা অথবা পৌর্ক্যাপর্য্য বুঝাইতে ‘ইলে’ প্রত্যয় হয় । যথা,—প্রভাত হইলে, রাম বনে যাইবেন অর্থাৎ যখন প্রভাত হইবে, তখন রাম ( বনে ) যাইবেন ।

৪৭৬ । যে স্থলে এক ক্রিয়ার পরে অত্র ক্রিয়ার কার্য্য হইবে, সেই

(১) প্রাকৃত ‘মুণিঅ’ ‘দেখিঅ’ হইতে বাঙ্গালায় শুনিয়া, দেখিয়া পদ আসিয়াছে ; হুতরাং ‘ইয়া’ তা প্রত্যয় স্থলেই হইয়া থাকে ; ‘ইতে’ ‘তুম্’ প্রত্যয়ী হইতে আসিয়াছে । করিয়া = কৃদ্ধা, করিতে = কর্তৃম্ । ‘ইলে’ প্রত্যয়ে অতীত কালের ভাব আছে ।

স্থলে পূর্ব ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় হয়। যথা,—  
আমি খাইয়া যাইব।

৪৭৭। নিমিত্তার্থে ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—আমি  
পড়িতে যাই।

ক। আরম্ভ, আদেশ, সামর্থ্য, বিধি, আবশ্যকতা ইত্যাদি অর্থেও  
ধাতুর উত্তর 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—পড়িতে লাগিল, লইতে দাও,  
চলিতে পারে, মিথ্যা কথা বলিতে নাই, আমাকে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

খ। যেস্থলে অসমাপিকা ক্রিয়া ও সমাপিকা ক্রিয়ার কার্য একসঙ্গে  
হয়, তথায় অসমাপিকা ক্রিয়া 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত হইয়া দ্বিভূত প্রাপ্ত হয়।  
যথা,—নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, হাসিতে হাসিতে কহিল ইত্যাদি।

### ধাতু-বিভক্তি ( Termination ) ।

৪৭৮। ধাতুর উত্তর যে বিভক্তি হয়, তাহাকে ধাতু-বিভক্তি (১)  
কহে।

৪৭৯। ধাতুবিভক্তি, ইতোছ, ইতেছ, ইতেছে প্রভৃতি ২৭টি।

### ধাতু বিভক্তির আকার ।

	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
বর্তমান	ইতোছ	...	ইতেছ	...	ইতেছে
	ই	...	অ	...	এ (২)
	ই	...	অ	...	উক

(১) ইহা পুরুষ ও কালের বোধ জন্মায়।

(২) কেহ কেহ বলেন, ইতোছ, ইতেছ, ইতেছে প্রভৃতি বিভক্তি গুলি  
ষোগিক ; ই, অ, এ, বর্তমান কালের মূল বিভক্তি। কাল-গত তারতম্য বুঝাইবার  
জন্ম কখন 'ইতেছ' বিভক্তির সহিত যুক্ত হয় ; কখন বা মূল ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।  
এই 'ইতেছ' বিভক্তি সংস্কৃত শত্ ( অং ) প্রত্যয় ও অস্ বা আস্ ধাতু নিম্পন্ন অস্তি বা

প্রভৃতি	উত্তম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ		প্রথম পুরুষ
	ইলাম	...	ইলে	...	ইল (১)
	ইয়াছি	...	ইয়াছ	...	ইয়াছে
	ইয়াছিলাম	...	ইয়াছিলে	...	ইয়াছিল
	ইতাম	...	ইতে	...	ইত
	ইতেছিলাম	...	ইতেছিলে	...	ইতেছিল
ভবিষ্যৎ ইব		...	ইবে	...	ইবে (২)

আন্তে ক্রিয়াপদের মিলনে উৎপন্ন, অর্থাৎ করিতেছে—কুর্বৎ আন্তে, ‘কুর্বৎ’ এর অপভ্রংশ ‘করিতে’, ‘আন্ত’ বা ‘আন্তে’র অপভ্রংশ ‘ইছে’ মিলিয়া ‘করিতেছে’ হইয়াছে ।

কেহ বা বলেন,—করিতে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত প্রাকৃত ‘অচ্ছি’র মিলনে ‘করিতেছে’ হইয়াছে । যেহেতু কোন, কোন প্রদেশে ‘করিতেছে’ স্থলে ‘করিতে আছে’ এইরূপ পৃথক উচ্চারণ হইয়া থাকে ।

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বোধ জন্মাইতে ‘কুর্বৎ—অন্তি বা আন্তে’র পর ই, অ, এ, বিভক্তির অষ্ট তমের যোগ করিতে হয় ।

(১) অতীত কালের ‘আসীৎ’ এর অপভ্রংশে ‘আছিল’ ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে । কোন কোন স্থলে ‘আছিল’ পূর্ণরূপে, কোথাও বা ‘ইল’ এই অংশ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । ‘ইল’ সাঙ্গাৎ সম্বন্ধে ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, ‘আছিল’, করিয়া, হইয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার পর প্রযুক্ত হয় এবং ‘ছিল’ শত্ প্রত্যয়ান্ত পদের পর প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যথা,—‘কুর্বৎ আসীৎ’ করিতেছিল । অতীত কালের বিভক্তি—( ক ) আম, এ, অ, ( খ ) ই, অ, এ এইগুলি কাল-গত ভারতময় বৃথাইবার জন্ম ‘ইল’ ‘ছিল’ প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে ।

কুয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি পদ বাঙ্গালার করিয়া, শুনিয়া আকারে পরিণত হইয়াছে । উক্ত ‘করিয়া,’ ‘শুনিয়া’ প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংস্কৃত ‘অন্তি’ বা ‘আন্তে’ এর অপভ্রংশ ‘আছে’ এর যোগে বা প্রাকৃত ‘অচ্ছি’ এর সহিত ‘আম’ প্রভৃতি বিভক্তির যথা-সম্ভব যোগে ‘করিয়াছিলাম’ প্রভৃতি অতীতকালের ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে ।

অতীত কালের বিভক্তিগুলির মধ্যে যে গুলির আদিত ‘ইত’ আছে, সেইগুলি সংস্কৃত পঠিত, হসিত প্রভৃতি জ্ঞ-প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত ‘আম’ ‘এ’ ‘অ’ এর যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যায় ।

(২) কেহ কেহ বলেন—প্রাকৃত ব্যাকরণকার লঙ্কেশ্বরের মতে “তব্যাহ ইব” শব্দানুসারে তব্য স্থানে ইব হয় । সংস্কৃতে কর্তব্য পদ প্রাকৃতে ‘করিব’ । ঐ ‘করিব’



৪৮০। কাল ও পুরুষ-ভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয়, বচন-ভেদে রূপ-ভেদ হয় না। কর্তৃ-পদের পুরুষ ও বচনানুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ ও বচন নির্ণয় করিতে হয়।

৪৮১। প্রথম পুরুষ সম্বাস্ত হইলে তাহার ক্রিয়ার শেষে ন যুক্ত হয়।  
যথা,—মাতা কহিয়াছেন।

ক। ইল, ইয়াছিল, ইত, ইতেছিল এছ চারি বিভক্তির পরে ‘ইন’ যোগ করিতে হয়। যথা—তিনি করিলেন, করিয়াছিলেন, করিতেন বা করিতেছিলেন।

৪৮২। প্রথম পুরুষ হেয় হইলে, অনুজ্ঞা স্থলে ধাতুর শেষে ‘উক’ যোগ করিতে হয়। যথা,—সে করুক। সম্বাস্ত হইলে ‘উন’ যুক্ত হয়।  
যথা,—তিনি করুন।

৪৮৩। মধ্যম পুরুষ হেয় হইলে ক্রিয়ার শেষে ‘ই’ যোগ করিতে হয়। বর্তমান কালে ও অনুজ্ঞায় ইস্ যোগ করিতে হয়। যথা,—  
“স্বামীর জীবনকে নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। বুঝিলাম, তুই আমার বালরাত্রি হইয়া আসিয়াছিস্, নতুবা আমার জীবন পণ করিবি কেন? তুই ভাগ্যা হইলে, কখনই স্বামীর প্রাণ-বিয়োগ প্রার্থনা করিতিস্ না।”

৪৮৪। ‘ইতে’ যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পর হওয়া ক্রিয়া থাকিলে পুরুষ-ভেদে ইহার রূপ-ভেদ হয় না। যথা,—আমাকে ‘যাইতে’ হয়, তোমাকে যাইতে হইয়াছিল, তাহাকে যাইতে হইবে (১)।

হইতে বাঙ্গালায় ‘করিব’ পদ হইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যৎ কালের ‘ইব’ বিভক্তি সংস্কৃত তথা প্রত্যয় হইতে আগত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

(১) এস্থলে সংস্কৃত ষীতবাম প্রাকৃতে ‘যাইঅবাম্’ তাহা হইতে বাঙ্গালায় ‘যাইতে হইবে’ হইয়াছে। ঐরূপ ‘স্বাতবাম্’ হইতে ‘থাকিতে হইবে’ ইত্যাদি।

## কাল ( Tense ) ।

৪৮৫। ক্রিয়ার সময়কে কাল কহে। কাল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

### বর্তমান কাল (Present Tense) ।

৪৮৬। ক্রিয়ার বিद्यমানতা-বোধক কালকে বর্তমান কহে। বর্তমান কাল চারিভাগে বিভক্ত। যথা,—বিশুদ্ধ, নিত্য-প্রবৃত্ত, ভূত-সামীপ্য ও ভবিষ্যৎ-সামীপ্য।

৪৮৭। আরম্ভ-ক্রিয়ার পরি-সমাপন পর্য্যন্ত কালকে বিশুদ্ধ বর্তমান কহে। যথা,—বৃষ্টি পড়িতেছে।

৪৮৮। প্রয়োগ-কালে যে ক্রিয়ার বিद्यমানতা নাই, কিন্তু ঐ ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটয়া থাকে, তাহাকে নিত্য-প্রবৃত্ত বর্তমান কহে। যথা,—বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়।

৪৮৯। যে ক্রিয়া অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে, অথচ বর্তমানে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতেছে, তাহাকে ভূত-সামীপ্য কহে। যথা,—কখন আসিলে? ‘এই আসিতেছি’ এস্থলে আগমন-ক্রিয়া পূর্বেই ঘটয়াছে।

৪৯০। যে ক্রিয়া অব্যবহিত পরে ঘটবে, কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ-সামীপ্য কহে। যথা—কখন যাইবে? ‘এই যাইতেছি’; এস্থলে গমন-ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে।

### অতীত কাল ( Past Tense ) ।

৪৯১। যে সময়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাকে অতীত কাল কহে। অতীত কাল পাঁচ প্রকার। যথা, স্ফুটতন, অন্ততন, পরোক্ষ, নিত্যভূত ও অসম্পন্ন।

৪২২। অব্যবহিত পূর্বেই যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে অগতন অতীত (১) কহে। যথা,—মেঘ ডাকিল, বজ্র পড়িল।

৪২৩। কিঞ্চিদধিক পূর্বে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে অনগতন অতীত কহে। যথা,—বজ্র পড়িয়াছে, বৃষ্টি হইয়াছে।

৪২৪। বহু পূর্বে যে ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কালকে পরোক্ষ অতীত কহে। যথা,—বৃষ্টি হইয়াছিল, হনুমান্ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল।

৪২৫। যে ক্রিয়া পূর্বকালে স্বভাবতঃ ঘটত, তাহার কালকে নিত্যভূত কহে। যথা,—বর্ষায় অত্যন্ত ক্রেশ হইত।

৪২৬। যে ক্রিয়ার অসম্পন্নাবস্থায় অন্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার কালকে অসম্পন্ন অতীত কহে। যথা—যখন আমি কহিতে-ছিলাম, তখন তিনি আসিলেন।

### ভবিষ্যৎ কাল। ( Future Tense )

৪২৭। যখন ক্রিয়ার অন্তর্ধান হইবে, সেই কালকে ভবিষ্যৎ কাল কহে। যথা,—আমি করিব, তিনি বলিবেন।

### ধাতুরূপ। ( Conjugation )।

উত্তমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	প্রথমপুরুষ	কাল
করিতেছি	করিতেছ	করিতেছে	বিশুদ্ধ বর্তমান
করি	কর	করে	নিত্য প্রবৃত্ত বর্তমান
করি	কর	করুক	অনুজ্ঞা
করিলাম	করিলে	করিল	অগতন অতীত

( ১ ) ঐতিহাসিক ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করিতে প্রায়ই এই কালের ব্যবহার হইয়া থাকে।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ	কাল
করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিল	পরোক্ষ অতীত
করিয়াছ	করিয়াছ	করিয়াছে	অনন্ততন অতীত
করিতাম	করিতে	করিত	নিত্যভূত অতীত
করিতেছিলাম	করিতেছিলে	করিতেছিল	অসম্পন্ন অতীত
করিব	করিবে ( ১ )	করিবে	ভবিষ্যৎ

৪৯৮ । অর্থ বিশেষে ও শব্দ-বিশেষ-যোগেও ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হইয়া থাকে ।

৪৯৯ । অনুজ্ঞা অর্থে—বর্তমানের বিভক্তি হয় । যথা,—আমি গমন করি, তুমি গমন কর, তিনি গমন করুন ইত্যাদি ।

৫০০ । নিয়োগ, অনুরোধ, প্রার্থনা সমর্থনা প্রভৃতি অর্থে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভক্তি হয় । যথা,—তুমি যাও, তাহাকে এই কথা বলিবে, আমাকে কিছু সাহায্য করুন, আকাশের নক্ষত্রও গণিয়া দিতে পারি ইত্যাদি ।

৫০১ । বিধি অর্থে—ভবিষ্যতের বিভক্তি হয় । যথা,—পরিমিত আহার করিবে, রাত্রি জাগরণ করিবে না, প্রতি রবিবার সভার অধিবেশন হইবে ইত্যাদি ।

৫০২ । জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ অর্থে—কখন কখন অতীতকালে ভবিষ্যতের বিভক্তি হয় । যথা,—বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিবেন কেন ? হয় ত, তিনি এ কাজ করিয়া থাকিবেন ইত্যাদি ।

৫০৩ । পৌনঃপুন্য-বোধক শব্দের যোগে—কখন কখন অতীত-কালে বর্তমানের বিভক্তি হয় । যথা,—পুনঃপুনঃ নিষেধ করি, তথাপি

---

( ১ ) স্থান বিশেষে পত্রাদিতে ‘করিবা’ ‘যাইবা’ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ।

কুসংসর্গ পরিত্যাগ কর না ; বারংবার জিজ্ঞাসা করি, কেন উত্তর দাও না ? ইত্যাদি।

৫০৪। যদি, যতক্ষণ, যতদিন, যেন প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বর্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—যদি আপনি আমার সঙ্গে আইসেন, তবে বড় উপকৃত হই; তুমি যতক্ষণ আমার নিকটে আছ, ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নাই; ‘যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই’ ইত্যাদি।

৫০৫। কখন, কদাচ প্রভৃতি শব্দের যোগে অতীত কালে বর্তমানের বিভক্তি হয়। যথা,—কখন এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই, কদাচ আমি সে স্থানে যাই না।

### ধাত্ববয়ব।

৫০৬। ধাতুর উত্তর গিচ্, সন্ ও যঙ এবং নামের উত্তর কাঙ্, প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে ধাত্ববয়ব কহে।

### গিজন্তু ধাতু ( Causative Verb )।

৫০৭। প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর গিচ্ প্রত্যয় হয়। গিচ্ প্রত্যয়ের গ্ ও চ্ ইৎ যায়, ই থাকে। গিচ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে গিজন্তু ধাতু কহে।

৫০৮। চূর্, কথ্ প্রভৃতি সংস্কৃত ধাতু, স্বাভাবিক গিজন্তু।

৫০৯। গিচ্ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তঃস্বর ও উপান্ত্য অকারের বৃদ্ধি এবং উপান্ত্য লঘু স্রেরের গুণ হয়। যথা,—ভূ+গিচ্=ভাবি, বন্+গিচ্=বাসি, মৃচ্+গিচ্=মোচি ইত্যাদি।

৫১০। গিচ্ করিলে প্রায় সমস্ত আকারান্ত ধাতুর পরে প্-কারের আগম হয়। যথা,—জ্ঞা+গিচ্=জ্ঞাপি, স্থা+গিচ্=স্থাপি ইত্যাদি।

৫১১। গিচ্ করিলে ঘট, বাথ, জন, জন্, জন্ প্রভৃতি ও ম্কারান্ত ধাতুর উপাস্ত্য স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা,—ঘটি, বাথি, গমি, ক্রমি ইত্যাদি।

৫১২। গিচ্ করিলে কতকগুলি ধাতুর রূপের পরিবর্তন হয়। যথা,—ঋ—ঋষি, ভী—ভীষি, পা (রক্ষণার্থ)—পালি, হন্—ঘাতি, অধি—অধ্যাপি, ধু—ধূনি, জুষ—দূষি (১) রূহ—রোপি বা রোহি ইত্যাদি।

বাক্যলা গিজন্ত ধাতু-নিম্নলি ক্রিয়া যথা,—

গিজন্ত ক্রিয়া		গিজন্ত ক্রিয়া	
হইতেছি	হওয়াইতেছি	বলিতেছি	বলাইতেছি
শুনিতেছি	শুনাইতেছি	খাইতোছ	খাওয়াইতেছি
পড়িতেছি	পড়াইতেছি	শুইতেছি	শোয়াইতেছি
ধুইতেছি	ধোয়াইতেছি	লিখিতেছি	লেখাইতেছি

### সনন্ত ধাতু ( Desiderative Verb )।

৫১৩। ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। স থাকে। সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে সনন্ত ধাতু কহে।

৫১৪। কিত্, তিজ্, গুপ্, বধ্, মান্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ হয়। যথা—চিকিৎ-স, তিতিক্-স, জুগুপ্-স ইত্যাদি।

৫১৫। সন্ ও বঙ্ প্রত্যয় করিলে ধাতুর স্বর-যুক্ত আদি বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা,—মুচ্-মুমুচ্, বিদ্-বিবিদ্, তিজ্-তিতিজ্ ইত্যাদি।

৫১৬। ধাতুর আদিতে যুক্ত বর্ণ থাকিলে, যুক্ত বর্ণের (স্বরসহ) প্রথম বর্ণের দ্বিত্ব (২) হয়। যথা,—শ্র + সন্ = শুশ্র্-স (৩)।

(১) চিত্তবিকার বুঝাইতে দোষি, দূষি উভয়ই হয়।

(২) কিস্ত শ, য, স সংযুক্ত বর্ণীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে পরবর্তী স্বরের সহিত বর্ণীয় বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা,—তুষ্ট-স। দ্বিত্ব হইলে পূর্বভাগে বর্ণের দ্বিত্ব বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে, উহার স্থানে যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হয়। হ ও ক-বর্ণ থাকিলে যথাক্রমে জ ও চবর্ণ হয়। যথা,—হ + সন্ = জুহ-স, কিৎ + সন্ = চিকিৎ-স ইত্যাদি।

(৩) ৫২১ সূত্র দ্রষ্টব্য।

৫১৭। দ্বিত্ব হইলে ধাতুর পূর্বভাগের অন্তর্গত দীর্ঘস্বরের স্থানে 'হ্রস্ব' স্বর এবং ঋবর্ণ ও অবর্ণের স্থানে ইকার হয়। যথা,—জ্ঞা+সন্=জিজ্ঞা স  
পা+সন্=পিপা-স ইত্যাদি ।

৫১৮। সন্ প্রত্যয় করিলে অনিটু ধাতু (১) ভিন্ন সকল ধাতুর অন্তে প্রায় ইকারাগম হয়। যথা—বম্+সন্=বিবমি স ইত্যাদি। কিন্তু উকারান্ত ধাতু ও গুহ্ প্রভৃতি ধাতুর হয় না।

৫১৯। সন্ প্রত্যয় পরে স্বরবিশিষ্ট ৩য় বর্ণ স্থানে ঋর্থ বর্ণ এবং অন্ত্য চ্ জ্ শ্ ও হ্ স্থানে ক্ হয়। যথা, গুহ্+সন্=জুগৃক্-স, দুহ্+সন্=দুধুক্-স ইত্যাদি।

৫২০। ইকারাগম হইলে রুদ্, বিদ্ ও মৃষ্ ভিন্ন ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়। যথা—শী+সন্=শিশ্মি-স, লিখ্+সন্=লিলেখি-স ইত্যাদি।

৫২১। ইকারাগম না হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—শ্র্+সন্=শুশ্র-স ইত্যাদি।

৫২২। সন্ প্রত্যয় পরে ঋ স্থানে ঈর্ ও ঔষ্ঠ্যবর্ণের পরস্থিত ঋ স্থানে উর্ হয়। যথা—চিকীর্-স, মুমূর্-স ইত্যাদি।

৫২৩। সন্ প্রত্যয় পরে গ্রহ্, জি, ও হন্ ধাতুর স্থানে জিঘৃক্-স, জিগী-স, জিঘাং-স আদেশ হয়।

৫২৪। সন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দা, ধ, মা, মি, রভ্, লভ্, শক্ পদ, পত্ ও আপ্ স্থানে যথাক্রমে দিৎ, ধিৎ, মিৎ, নিৎ, রিপ্, লিপ্, শিক্, পিৎ, পিত্ ও ঈপ্ আদেশ হয়। দ্বিত্ব কার্য্য হয় না। যথা—লিপ্-স, ঈপ্-স ইত্যাদি।

৫২৫। সন্ প্রত্যয় পরে ধাতুর স স্থানে ং হয়। যথা,—বস্+সন্=বিবং-স ইত্যাদি।

৫২৬। মান্ ও বধ্ ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিলে মায়াং-স ও বীভৎ-স ধাতু নিপাতনে সিদ্ধ হয় ।

এই সকল সনন্ত ধাতুর উত্তর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে শব্দাদি নিষ্পন্ন হয় । যথা,—পিপাসা, জিজ্ঞাসা, প্রতিবিধিৎসিতে, জিজ্ঞাসিগেন ইত্যাদি ।

## যঙন্ত ধাতু ( Frequentative Verb ) ।

৫২৭। কৃচ্ ও শুভ্ ভিন্ন এক স্বর-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি ধাতুর উত্তর পুনঃপুনঃ বা অতিশয় অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয় । য থাকে । উৎপন্ন ধাতুকে যঙন্ত ধাতু কহে ।

৫২৮। যঙন্ত ধাতুর দ্বিত্ব হইলে পূর্বভাগের অ, ই, উ স্থানে আ, এ, ও হয় । যথা,—জন্—জাজল্য, দৌপ্—দেদৌপ্য, হ্রন্—দৌহ্রল্য ইত্যাদি । যঙন্ত ধাতু আত্মনেপদী হয় ।

৫২৯। ঋকারোপান্ত ধাতুর পূর্বভাগের ঋ স্থানে অরী হয় । যথা,—সৃপ্—সরীসৃপ্য ইত্যাদি ।

৫৩০। ম্কারান্ত ও ল্কারান্ত ধাতু এবং দন্শ্, জপ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর যঙ্ করিলে, তাহার পূর্বভাগের পর ম্কারের আগম হয় । অ স্থানে আ হয় না । যথা—গম্—জঙ্গম্য, চল্—চঞ্চল্য ইত্যাদি ।

ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয়ের বিকল্পে লোপ হয় । যঙ্ প্রত্যয়ের লোপ হইলে, তাহাকে যঙ্লুক্ কহে । যথা,—জঙ্গম্, চঞ্চল্, সরীসৃপ্, ইত্যাদি । যঙ্-লুগন্ত ধাতু পরস্মৈপদী হয় ।

## নাম-ধাতু ( Nominal Verb ) ।

৫৩১। কতকগুলি শব্দ অর্থ-বিশেষে প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া ধাতু হয় । এইরূপ ধাতুকে নাম-ধাতু কহে



৫০২। তপস্ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ‘করা’ অর্থে কাঙ্ হয়। য থাকে। যথা,—তপস্ + কাঙ্ = তপস্ত ইত্যাদি।

৫০৩। শব্দ, বৈর, কলহ শব্দের উত্তর ‘করা’ অর্থে কাঙ্ হয়; য থাকে। অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,—শব্দায় ইত্যাদি।

৫০৪। বাষ্প, উষ্ম, ফেন, ধূম শব্দের উত্তর ‘উদ্বনন’ অর্থে কাঙ্ হয়। যথা,—বাষ্পায়, ধূমায় ইত্যাদি।

৫০৫। শীঘ্র, চপল, বিমনস্, হ্র্মনস শব্দের উত্তর ‘পূর্বের ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে’ অর্থে কাঙ্ হয়। বিমনস্ ও হ্র্মনস্ শব্দের অন্ত্য স্কারের লোপ হয়। যথা,—বিমনায়, হ্র্মনায় ইত্যাদি।

৫০৬। কর্তৃ-বাচক উপমানের উত্তর ‘আচরণ’ অর্থে কাচ্ হয়। য থাকে। যথা,—দণ্ডের ত্রায় আচরণ করে অর্থে—দণ্ডায় ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি শব্দের অন্ত্য স্বরের স্থানে আ করিয়া নাম-ধাতু নিষ্পন্ন করা হয়। যথা,—বেত—বেতা, ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গা, লাঠি—লাঠা, বঁটি—বঁটা—ইত্যাদি।

বাঙ্গালা নাম-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়া যথা,—বেতাইতেছে, ঠেঙ্গাইতেছে, লাঠাইতেছে, বঁটাইবে ইত্যাদি।

## বাচ্য ( Voice ) ।

৫০৭। বাচ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা,—কারক বাচ্য ও ভাব-বাচ্য। কারক-বাচ্য (১) ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা,—কর্তৃ-বাচ্য, কর্ম-বাচ্য, করণ-বাচ্য, সম্প্রদান-বাচ্য, অপাদান-বাচ্য ও অধিকরণ-বাচ্য; অতএব বাচ্য সমুদায়ে সাত প্রকার।

---

(১) প্রত্যয় ঋণরা যে অর্থ উক্ত হয়, তাহাই বাচ্য। যখন যে কারকের অর্থ প্রত্যয় হয়, তখন সেই বাচ্য।

৫৩৮। সমাপিকা ক্রিয়া সকল কর্তৃ, কর্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়।

৫৩৯। যেখানে ক্রিয়াপদ প্রধান-রূপে কর্তৃ-পদের সহিত অদ্বিত (১), তাহাকে কর্তৃবাচ্য ( Active Voice ) কহে। যথা,—বালক শয়ন করিতেছে।

৫৪০। যেখানে ক্রিয়াপদ প্রধান-রূপে কর্ম-পদের সহিত অদ্বিত, তাহাকে কর্মবাচ্য ( Passive Voice ) কহে। যথা,—ধাত্রীদ্বারা বালক শায়িত হইয়াছে ( ২ )।

৫৪১। যেখানে ক্রিয়াপদ কেবল ধাত্বর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে ভাববাচ্য ( Intransitive Passive Voice ) কহে। যথা,—শয়ন করা হইতেছে (৩)।

৫৪২। ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে কর্মবাচ্যে এবং কর্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্তৃ-বাচ্যে পরিবর্তিত করা যায়। কর্তৃ-বাচ্যে কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া এবং কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়। কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া, কর্মে প্রথমা এবং কর্মের পুরুষানুসারে ক্রিয়ার পুরুষ হয়।

( ১ ) অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে কর্তৃ-পদের পুরুষাদির সহিত ক্রিয়ার পুরুষাদির একতা থাকে। এরূপ কর্মবাচ্যে কর্মপদের পুরুষাদির সহিত ক্রিয়ার পুরুষাদির একতা থাকে।

( ২ ) কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ স্থলেই কর্মবাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায় কর্তৃ-পদ প্রায়ই উহা থাকে। যথা,—সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, মুখারবিল লক্ষিত হইতেছে, সীতা পরিগৃহীতা হইবেন ইত্যাদিস্থলে আমাদিগ-দ্বারা, আমা-দ্বারা, রাম দ্বারা ইত্যাদি কর্তৃপদ উহা। কেহ কেহ ‘অতিবাহিত’ ‘লক্ষিত’ ও ‘পরিগৃহীতা’ পদকে যথাক্রমে ‘সময়’, ‘মুখারবিল’ ও ‘সীতা’ পদের বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করেন, সুতরাং উন্মত্তে বাঙ্গালা ভাষায় কর্মবাচ্যের আবশ্যকতা লক্ষিত হয় না।

( ৩ ) ভাববাচ্যে প্রায়ই অর্থদ্বারা কর্তৃ-পদের বোধ হয়, প্রয়োগ থাকে না। পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় না, সর্বদা প্রথম পুরুষের ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। যথা,—‘শয়ন হইতেছে’ এস্থলে অর্থ দ্বারা আমার, তোমার বা আপনার এবং ‘বাইতে হইবে’ এস্থলে অর্থদ্বারা আমাকে, তোমাকে বা আপনাকে কর্তৃ-পদ উহা আছে, বুঝিতে হইবে।

৫৪৩। ক্রিয়া অকৰ্ম্মক হইলে, কর্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে ও ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্তৃ-বাচ্যে পরিবর্তিত করা যায়। কর্তৃ-বাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন করিতে হইলে, কর্তায় ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং ক্রিয়া প্রথম পুরুষের হয়।

কর্তৃ-বাচ্য—বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

কৰ্ম্মবাচ্যে—বাল্মীকি দ্বারা রামায়ণ রচিত হয়।

কৰ্ম্মবাচ্যে—লক্ষ্মণ দ্বারা সুমন্ত্র আহূত হইলেন।

কর্তৃ-বাচ্যে—লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন।

কর্তৃ-বাচ্য—আমি যাইব।

ভাববাচ্যে—আমার যাওয়া হইবে।

ভাববাচ্যে—তোমার যাওয়া হইবে।

কর্তৃ-বাচ্যে—তুমি যাইবে।

কংপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ কর্তার বিশেষণ হইলে কর্তৃ-বাচ্য, কৰ্ম্মের বিশেষণ হইলে কৰ্ম্মবাচ্য ইত্যাদি-রূপে কথিত হয় এবং ভাববাচ্যে প্রত্যয় করিলে যে সমস্ত পদ নিষ্পন্ন হয়, সেই সকল পদ বিশেষ্য-ভাবে থাকিয়া কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে।

কর্তৃ বাচ্য	পাচক	যে পাক করে
কৰ্ম্ম-বাচ্য	কর্তৃনা	যাহা করা যায়।
করণ-বাচ্য	শ্রবণ	যদ্বারা শ্রবণ করা যায়
সম্প্রদান-বাচ্য	দানীয়	যাহাকে দান করা যায়
অপাদান-বাচ্য	প্রভব	যাহা হইতে উৎপন্ন হয়
অধিকরণ-বাচ্য	শয্যা	যাহাতে শয়ন করা যায়
ভাব-বাচ্য *	গমন	যাওয়া

৫৪৪। কর্তার সাহায্য-ব্যতিরেকে কৰ্ম্ম, ‘স্বয়ং নিষ্পন্ন হইতেছে’ এ

রূপ প্রতীয়মান হইলে, কণ্ঠ-কর্তৃ-বাচ্য ( Passive Active voice ) হয় । যথা,—মেঘ করিয়াছে, শীত করিতেছে, গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায়, বরফ গুরুবর্ণ দেখায় ইত্যাদি ।

## কুদন্ত ।

৫৪৫। যে কৃৎ প্রত্যয়ের ক বা ঙ্ ইৎ যায়, তন্নিম্ন কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য হ্রস্ব স্বরের গুণ হয় । যথা,—  
ভী+অল্=ভয় ; রদ+অনট্=রোদন ।

৫৪৬। ঞ্ ও ণ্ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি, আকারান্ত ধাতুর উত্তর য এবং হন্ স্থানে ঘাত্ আদেশ হয় । যথা,—ভৃ+ঘঞ্=ভাব ; পঠ্+ঘঞ্=পাঠ ; স্থা+গিন্=স্থায়িন্ ; হন্+ঘঞ্=ঘাত ।

৫৭৭। ঘঞ্, অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্তস্থিত এ, ঐ, ও, ঔ স্থানে আ হয় । যথা—বে+ঘঞ্=বায়, গৈ+অনট্=গান, সো+ণক্=সায়ক ইত্যাদি ।

৫৪৮। কৃৎ প্রত্যয় পরে গিচের ইকারের লোপ (১) হয় । যথা,—  
পালি+অনট্=পালন ।

৫৪৯। ঘ্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর চ স্থানে ক্ এবং জ্ স্থানে গ্ (২) হয় । যথা,—বচ্+ঘাণ্=বাক্য, ভজ্+ঘঞ্=ভাগ ।

( ১ ) শ ইৎ প্রত্যয়, আলু, ইচ্ছা বা ইচ্ছ, প্রভৃতি প্রত্যয় পরে এবং ইকারাগমে হয় না ।

( ২ ) অর্থ-বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায় । যথা,—বচ্+ঘাণ্=বাক্য ( কথা ), বাচ্য ( কণ্ঠন-যোগ্য ) ; নি-যুজ্+ঘাণ্=নিয়োজ্য ( প্রভু ), নিয়োজ্য ( ভূত্যা ) ইত্যাদি ।

৫৫০। ড্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয়।  
যথা, —ঐ-ভূ+ডু=ঐভু।

৫৫১। খ্ ইৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর পূর্বে ম্কারের আগম হয়।  
যথা, —বিশ্ব-ভ+খ্+আপ্=বিশ্বন্তরা।

৫৫২। প্ ইৎ প্রত্যয় পরে হ্রস্ব-স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ত্কারের  
আগম হয়। যথা, ভূ+ক্যাপ্=ভূতা।

৫৫৩। চতুর্থ বর্ণের পর কৃৎ প্রত্যয়ের ত্ স্থানে ধ্ এবং চতুর্থ বর্ণ  
স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা, —যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ, লভ্+ক্ত=লব্ধ।

৫৫৪। ত পরে থাকিলে হ্কারান্ত ধাতুর হ্ স্থানে চ্ ও কৃৎ  
প্রত্যয়ের ত স্থানেও চ হয়। যথা, —কহ্+ক্ত=কচ্চ ( ৬৩ সূত্র )।

৫৫৫। ত পরে নহ্ ধাতুর হ্ স্থানে ধ্ হয় এবং স্নিহ্, মুহ্ ( ১ ),  
ও দহ্, জহ্ ইত্যাদি ধাতুর অন্ত্য হ্ স্থানে গ্ এবং প্রত্যয়ের ত স্থানে  
ধ হয়। যথা, —নহ্+ক্ত=নধ্ ; মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ, মুত্ ; দহ্+ক্ত=  
দগ্ধ ইত্যাদি।

৫৫৬। য পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ওকার স্থানে অব্ এবং ঔকার  
স্থানে আব্ হয়। যথা, —ভূ+য=ভাব্য, ভূ+ঘাণ্=ভাব্য।

৫৫৭। স পরে থাকিলে চ্, ছ্, জ্, শ্, ষ্ এবং হ্ স্থানে ক্  
হয়। যথা, —বচ্+শ্রমান=বক্ষ্যমাণ ( ৭৮ সূত্র )।

৫৫৮। তব্য ও ত্বন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দৃশ্, সৃজ্ ধাতুর ঞ্  
স্থানে র্ ( ২ ) হয়। যথা, —দৃষ্টব্য, সৃষ্টা ইত্যাদি।

৫৫৯। ক্ত, তব্য, ত্বন্, শ্রুত্ প্রভৃতি প্রত্যয় করিলে যে সকল ধাতুর  
উত্তর ইকারাগম-বিধি আছে (পরিশিষ্ট দেখ) তাহাদের উত্তর ইকারাগম

( ১ ) মুহ্ ধাতুর বিকল্পে হয়।

( ২ ) কৃষ্, মৃষ্, স্পৃশ্, তৃপ্, দৃপ্, সৃপ্ ধাতুর বিকল্পে হয়

হইবে । যথা,—বাথ্+ক্ত=ব্যথিত ; জ্ঞা+গিচ্+ক্ত=জ্ঞাপিত ।  
আপ্+সন্+ক্ত=ঈষ্পিত ; লালা+কাঙ্=লালায় ( নাম-ধাতু )+ক্ত  
=লালায়িত ইত্যাদি ।

### [ ক্ত ]

৫৬০। অতীত কালে কৰ্ত্ত্ববাচ্যে, গতার্থ ধাতু এবং অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয় । ত থাকে, ক ইৎ যায় । যথাসম্ভব ধাতুর উত্তর ইকারের আগম হয় । যথা,—যা+ক্ত=যাত ; শী+ক্ত=শয়িত ( ১ ) ; জাগ্+ক্ত=জাগরিত ইত্যাদি ।

৫৬১। অতীত কালে কর্ম্মবাচ্যে সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর ক্ত হয় । যথা, পঠ+ক্ত=পঠিত,—কৃ+ক্ত=কৃত, সম্+কৃ+ক্ত=সংস্কৃত, পরি+কৃ+ক্ত=পবিস্কৃত ( ২ ) ।

৫৬২। ক্ত প্রত্যয় পরে যন্, রন্, নন্, গন্, তন্, মন্, হন্, ক্ষণ্ প্রভৃতি ধাতুর অন্ত্য বর্ণের লোপ হয় । যথা,—যন্+ক্ত=যত, রন্+ক্ত=রত, নন্+ক্ত=নত, মন্+ক্ত=মত ইত্যাদি ।

৫৬৩। ক্ত প্রত্যয় করিলে যদি ইকারাগম না হয়, তবে মকারান্ত ধাতুর উপাস্ত্য অকারের বৃদ্ধি হয় । যথা,—ক্রম্+ক্ত=ক্রান্ত, শম্+ক্ত=শান্ত, বম্+ক্ত=বান্ত, কম্+ক্ত=কান্ত, ভ্রম্+ক্ত=ভ্রান্ত ইত্যাদি ।

৫৬৪। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে শ্কারান্ত ধাতু, ভ্রম্জ্, সৃজ্, যজ্, মৃজ্ ও প্রচ্ছ ধাতুর অন্ত্য বর্ণ স্থানে ষ্ হয় । যথা—দৃশ্+ক্ত=দৃষ্ট, সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, মৃজ্+ক্ত=মৃষ্ট ইত্যাদি ।

( ১ ) শী ও জাগ্ ধাতুর অন্ত্য স্বরের গুণ হয় ।

( ২ ) ভূষা অর্থে সম্ ও পরি এই দুই উপসর্গের পর ক্ত ধাতু থাকিলে, তাহার পূর্বে স্কারের আগম হয় । অত্য়া সম্+কর=সংকর, পরি+কর=পরিকর । অর্থ বিশেষে ‘উপ’ এই উপসর্গের পর ক্ত ধাতু থাকিলে স্কারের আগম হয় । যথা,—উপ+কর=উপস্কর ( মসলা ) ; অত্য়া উপ+করণ=উপকরণ ।

৫৬৫। ক্র প্রত্যয় পরে দন্শ্ পড়তি ধাতুর উপাস্তা ন্কারের লোপ হয়। যথা, দন্শ্ + ক্র = দষ্টে, রন্জ্ (১) = ক্র = রক্ত, সন্জ্ + ক্র = সক্ত, বন্ধ্ + ক্র = বন্ধ, স্তন্ভ্ + ক্র = স্তন্ধ, বি + শ্চন্ভ্ + ক্র = বিশ্চন্ধ, ব্রন্শ্ + ক্র = ব্রষ্ট, ধবন্স্ + ক্র = ধবস্ত, মন্থ + ক্র = মথিত, গ্রন্থ্ + ক্র = গ্রথিত ইত্যাদি।

বন্চ প্রভৃতি ধাতুর উপাস্তা ন্কারের লোপ হয় না। যথা,—বন্চ্ + ক্র = বঞ্চিত (৭৭ সূত্র), ঐকপ বৃংহিত (৪৬ সূত্র), বন্ধিত ইত্যাদি।

৫৬৬। ক্র প্রত্যয় পরে যজ্, ও বাধ্ ধাতুর ব স্থানে ই ; বচ্, বস্, বদ্, বহ্, বপ্ ও স্বপ্ ধাতুর ব স্থানে উ এবং ব্রস্জ্ (২), গ্রহ্ ও প্রচ্ছ্ ধাতুর র স্থানে ঞ্ হয়। যথা,—যজ্ + ক্র = ইষ্টে, বাধ্ + ক্র = বিদ্ধ, বচ্ + ক্র = উক্ত, বস্ + ক্র = উষিত, বদ্ + ক্র = উদিত, বহ্ + ক্র = উত্ (৫৫৪ সূত্র), বপ্ + ক্র = উপ্ত, স্বপ্ + ক্র = সুপ্ত, ব্রস্জ্ + ক্র = ভৃষ্ট, গ্রহ্ + ক্র = গৃহীত (৩), প্রচ্ছ + ক্র = পৃষ্ট।

৫৬৭। ক্র প্রত্যয় পরে জন্, খন্, স্থা, ধা, দা, মা, গৈ, হ্বে, পা, বো, ফ্যাম্ ধাতুর ঙানে যথাক্রমে জা, খা, স্থি, হি, দং, মি, গী, হু, পী, বৌ, ফৌ, আদেশ হয়। যথা—জন্ + ক্র = জাত ঐকপ খাত, স্থিত, হিত, দত্ত (৪), মিত, গীত, হৃত, পীত, বীত, ফীত।

৫৬৮। ক্র প্রত্যয় পরে থাকিলে ঙ্কারাস্ত্র ধাতুর ঙ্ স্থানে ঙ্গ হয়, কিন্তু পৃ ধাতুর ঙ্ স্থানে উর্ হয়, এবং প্রত্যয়ের 'ত' স্থানে ন হয়।

(১) ক্র ক্রি, তব্য আদি প্রত্যয় পরে ভজ্, ভূজ্, তাজ্, যুজ্, অন্জ্, রন্জ্, সন্জ্, রিচ্, পৃচ্, প্রভৃতি ধাতুর ঙ্ ও চ্ স্থানে ক্ হয়।

(২) বর্গের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং উদ্ববর্ণ পরে থাকিলে সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত স্কারের লোপ হয়।

(৩) গ্রহ্ ধাতুর উত্তর আগমের ই, দীর্ঘ হয়।

(৪) স্বরাস্ত্র উপদর্গ পূর্বে থাকিলে বিকল্পে হয়। যথা,—আ-দা + ক্র = আদন্ত বা আন্ত

যথা,—শৃ + ক্ত = শীর্ণ, জৃ + ক্ত = জীর্ণ, দ + ক্ত = দীর্ণ, তৃ + ক্ত = তীর্ণ  
পৃ + ক্ত = পূর্ণ (১) ।

৫৬৯। মৈ, মৈ, হা লু ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ত স্থানে  
ন হয়। হা ধাতুর আকার স্থানে ঙ্গ হয়। যথা,—মৈ + ক্ত = ম্মান, হা  
+ ক্ত = হীন, লু + ক্ত = ল্ন ।

৫৭০। মদ্ ভিন্ন দ্কারান্ত ও র্কারান্ত ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয়ের  
ত স্থানে ন এবং ঐ সকল দ্কারান্ত ধাতুর দ্ স্থানেও ন হয়। যথা,—  
ভিদ্ + ক্ত = ভিন্ন, ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন, পূর্ + ক্ত = পূর্ণ ইত্যাদি ।

৫৭১। দৌ, মৌ, লৌ, ডৌ, কজ্, বিজ্, ক্ষি, ভনজ্, মসজ্, পায় ও  
বক্রার্থ ভুজ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হয়। পায় স্থানে  
পৌ আদেশ হয় এবং ঐ সকল জ্কারান্ত ধাতুর জ্ স্থানে গ্ হয়। যথা,  
—দৌন, মৌন, লৌন, ডৌন, কগ্ন, বিগ্ন, ক্ষীগ (২), ভগ্ন, মগ্ন, পৌন ও ভুগ্ন।  
আহারার্থ ভুজ্ + ক্ত = ভুক্ত ।

৫৭২। সিব্, দিব্, ষ্টিব্, ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে ব স্থানে  
উ হয়। যথা,—স্বাত, দ্যাত ইত্যাদি ।

৫৭৩। কৈ, শুষ্, পচ্, শৌ, সৌ, ফল্ (৩), ত্বর্, ধাব্, কৃশ্ আ-বে,  
প্র-বে,শ্চৈ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ক্ফাম, শুক্, পক্, শিত,  
সিত, ফুল্ল, তূর্ণ, ধৌত, কৃশ, ওত, প্রোত, শীত পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয় ।

৫৭৪। ক্ষুধ্, বস্, পূজার্থ অন্চ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয়  
করিলে ঈকারাগম হয়। যথা,—ক্ষুধিত, উষিত, অঞ্চিত, পূজিত,  
অর্চিত, স্মরিত ইত্যাদি ।

৫৭৫। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্ত হয়। যথা,—জীব্ + ক্ত =

(১) এস্থলে প্রত্যয়ের ত স্থানে ন হইবে না ।

(২) ক্ত প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ক্ষি ধাতুর ইকার দীর্ঘ হয়। ভাববাচ্যে ও  
কর্ষবাচ্যে হয় না। কর্ণ বা ভাববাচ্যে ক্ষি + ক্ত = ক্ষিত ।

(৩) অনুপসর্গ ।



জীবিত ( বাঁচা ), হৃ+ক্ত=হসিত ( হাসা ), ভাষ্+ক্ত=ভাষিত ( বাক্য ), যা+ক্ত=যাত ( গমন ), চেষ্ট+ক্ত=চেষ্টিত ( কার্য্য ) সম-ঈহ্+ক্ত=সমীহিত ( বাসনা ) ইত্যাদি ।

৫৭৬। অর্থভেদে ঋণ, ঋত ; বিন্ন, বিত্ত ; ত্রাণ, ত্রাত ; ঘ্রাণ, ঘ্রাত ; নিৰ্ব্বাণ, নিৰ্ব্বাত ; আশ্বস্ত, আশ্বসিত প্রভৃতি পদ ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন ।

৫৭৭। ইচ্ছার্থ, পূজার্থ ও জ্ঞানার্থ ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে ক্ত প্রত্যয় হয় । যথা,—ইষ্+ক্ত=ইষ্ট, পূজ্+ক্ত=পূজিত, বিদ্+ক্ত=বিদিত, মন্+ক্ত=মত ইত্যাদি ।

৫৭৮। তব্য, অনীয়—ধাতুর উত্তর কন্ম ও ভাব-বাচ্যে তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয় । যথা,—শ্র+তব্য=শ্রোতব্য, শ্র+অনীয়=শ্রবণীয় ; ঐক্লপ দাতব্য, দানীয় ; পূজিতব্য, পূজনীয় ইত্যাদি ।

৫৭৯। য—স্বরাস্ত ধাতু, সহ্, শক্, পবর্গাস্ত ধাতু, উপসর্গ-হীন গদ, মদ্, চর্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কন্ম ও ভাববাচ্যে য হয় । য পরে থাকিলে খন্ ও আকারাস্ত ধাতুর অন্ত্যস্বরাদি বর্ণ স্থানে এ হয় । যথা,—শ্র+য=শ্রব্য, সহ্+য=সহ্য, শক্+য=শক্য, রম্+য=রম্য, গদ্+য=গদ্য, মদ্+য=মদ্য চর্+য=চর্গা, দা+য=দেয়, অনু-হা+য=অনুষ্ঠেয়, খন্+য=খেয় ।

আ—চর্+য=আচাৰ্য্য ( গুরু ) অত্র আচৰ্য্য, মা+য+আপ্=মায়া, ছো+য+আপ্=ছায়া, জন্+য+আপ্=জায়া প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ ।

৫৮০। ঘ্যণ্—ঋকারাস্ত ও ব্যঞ্জন-বর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর কন্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ্ হস্ত । ঘ্ ও ণ্ ইৎ যায় । যথা—কৃ+ঘ্যণ্=কার্য্য, ঋ+ঘ্যণ্=আৰ্য্য ; ঐক্লপ ধার্য্য, বোধ্য, হাশ্য, ভোগ্য, ভোজ্য ইত্যাদি ।

অবশ্যস্তাব অর্থ বুঝাইলে উবর্ণাস্ত ধাতুর উত্তর ঘাণ্ হয়। যথা,—  
শ্র + ঘাণ্ = শ্রাব্য ইত্যাদি।

৫৮১। অমা + বস্ + ঘাণ্ + আপ্ = অমাবস্তা ও অমাবাস্তা পদ  
নিপাতনে সিদ্ধ।

৫৮২। ক্যপ্—কর্ম ও ভাববাচ্যে কৃ, ভূ, শাস্-প্রভৃতি ধাতু এবং  
ভাব-বাচ্যে ব্রহ্মন্, পিতৃ, মাতৃ, গো, স্ত্রী প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত হন্  
ধাতুর উত্তর ক্যপ্ হয়, ক্ ও প্ ইং যায়। যথা,—কৃ + ক্যপ্ = কৃত্য,  
ঐরূপ ভূতা, শিষ্য (১), স্ত + ক্যপ্ = স্তত্যা। ব্রহ্মন্-হন্ + ক্যপ্ + আপ্ =  
ব্রহ্মহত্যা; ঐরূপ পিতৃ-হত্যা, মাতৃ-হত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা (২) ইত্যাদি।

৫৮৩। রাজন্ স্ব + ক্যপ্ = রাজহ্য, স্ব + ক্যপ্ = স্বর্যা, ভূ + ক্যপ্  
+ আপ্ = ভার্যা (৩) প্রভৃতি পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৮৪। শী, ব্রজ্, যজ্, বিদ্, চর্ ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে ক্যপ্  
প্রত্যয় করিলে পদগুলি স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারাস্ত হয়। যথা,—শয্যা, বিত্তা,  
চর্যা ইত্যাদি।

৫৮৫। অনট্—ভাব-বাচ্যে এবং কর্তৃ-ভিন্ন কারক-বাচ্যে ধাতুর  
উত্তর অনট্ হয়। ট্ ইং যায়, অন থাকে। ভাববাচ্যে—ভূজ্ + অনট্  
= ভোজন, সিচ্ + অনট্ = সেচন, অব-সো + অনট্ = অবসান। কর্ম-  
বাচ্যে গৈ + অনট্ = গান। করণবাচ্যে চর্ + অনট্ = চরণ, নী + অনট্  
= নয়ন, শ্র + অনট্ = শ্রবণ, ভূষ্ + অনট্ = ভূষণ। অপাদানবাচ্যে—  
জন্ + অনট্ + ঙ্গপ্ = জননী। অধিকরণবাচ্যে—শী + অনট্ = শয়ন, স্থা  
+ অনট্ = স্থান ইত্যাদি।

( ১ ) ক ইং প্রত্যয় পরে শাস্ ধাতুর স্থানে শিষ্ হয়।

( ২ ) হন্ ধাতুর ন্ স্থানে ত্ হয়।

( ৩ ) মুক্ত-বোধ মতে ক্যপ্, মতান্তরে ঘাণ্।

৫৭৬। অন—নিজন্তু ধাতু ও বন্দ, বিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাব-  
বাচ্যে অন প্রত্যয় হয়। অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়।  
যথা,—ধারি + অন = ধারণা, যাতি + অন = যাতনা, বন্দ + অন = বন্দনা,  
বিদ্ + অন = বেদনা, সাস্ব্ + অন = সাস্বনা, আ রাধ্ + অন = আর'ধনা।

৫৭৭। নঙ্—যজ্, যত্, স্বপ্, প্রচ্ছ, যাচ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর  
ভাববাচ্যে নঙ্ হয়, ঙ্ ইৎ যায়। নঙ্ পরে প্রচ্ছ ধাতুর ছ স্থানে শ হয়।  
যথা,—যজ্ + নঙ = যজ্ঞ। ঐরূপ যজ্, স্বপ্, প্রশ্ন, যাচ্ঞা ইত্যাদি।

৫৭৮। অ—শন্স্ ধাতু এবং সনন্ত, যঙন্ত ও নাম-ধাতুর উত্তর  
ভাববাচ্যে অ হয়। যথা—প্রশংসা ; জিজ্ঞাসা, মীমাংসা, চিকীর্ষা ;  
লালসা ; অস্থয়া, কণ্ঠয়া, তপস্তা ইত্যাদি।

তুলা, ইচ্ছা, তারা, ধারা, লেখা, রেখা (১), ভিক্ষা, তন্দ্রা, স্পর্ধা  
প্রভৃতি শব্দ অ-প্রত্যয়ে নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৭৯। ঔ—চিন্তি, পূজি, কথি, চ'র্চ, স্পৃহি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর  
ভাববাচ্যে ঔ প্রত্যয় হয় ; ঔ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়।  
যথা,—চিন্তা, পূজা, কথা, চর্চা, স্পৃহা, আশা, দোলা, পীড়া, দয়া, ঘটা,  
বাখা, ত্বরা, কৃপা, নিদ্রা ইত্যাদি।

অস্তর, শ্রং ও উপসর্গ-পূর্বক আকারান্ত ধাতুর উত্তর ঔ প্রত্যয়  
হয়। যথা,—অস্তর্কা, শ্রদ্ধা, সংজ্ঞা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

৫৮০। অল্—ভাববাচ্যে ও কর্তৃ-ভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর  
অল্ হয়। ল্ ইৎ যায়, অ থাকে। যথা,—ভী + অল্ = ভয়, বি—উহ্  
+ অল্ = বাহ ; ঐরূপ বেদ, জয়, ক্ষয়, হর্ষ, মদ (২), নিলয়, আশ্রয়,  
নিরয়, সংকল্প, উপচয়। হন্ + অল্ = বধ (হন্স্থানে বধ্ আদেশ হয়)।

( ১ ) লিখ্ + অ = লেখা, রেখা ( রলমোরভেদঃ ) :

( ২ ) অনুপসর্গ মদ ধাতু।

৫৯১। ঘঞ্—ভাব-বাচ্যে ও কর্তৃ-ভিন্ন (১) কারক-বাচ্যে ধাতুর উত্তর ঘঞ্ হয়। অ থাকে। যথা,—পচ্+ঘঞ্=পাক, দা+ঘঞ্=দায়; বি-অব-সো+ঘঞ্=ব্যবসায়, উপ-অধি-ই+ঘঞ্=উপাধায়, ইতিহ-অস্+ঘঞ্=ইতিহাস, রন্জ্+ঘঞ্=রাগ; ঐরূপ ভাগ, ভঙ্গ, সঙ্গ, নিবাস, প্রবাস, ভোগ, রোগ।

অদ্+ঘঞ্=ঘাস (অদ্ স্থানে ঘস্ আদেশ হয়), চি+ঘঞ্=কায়, সম্-হন্+ঘঞ্=সজ্জ পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৫৯২। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে কোন কোন স্থলে উপসর্গের হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় (২)। যথা,—প্রতি-হ্র+ঘঞ্=প্রতীহার (দ্বার); ঐরূপ নীবার, নীহার, প্রতীকার, পরীবাদ, অতীসার ইত্যাদি। মনুষ্য বুঝাইলে য়েনা। যথা—নিষাদ।

৫৯৩। ক্তি—ভাব-বাচ্যে ও কর্তৃ-ভিন্ন কারক-বাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ যায়, তি থাকে। ক্ত প্রত্যয় পরে যে সকল নিয়ম বিহিত হইয়াছে, ক্তি প্রত্যয় স্থলেও প্রায় সেই সকল নিয়মের কার্য্য হইবে। যথা—মন্+ক্তি=মতি, মুচ্+ক্তি=মুক্তি, ক্ষণ্+ক্তি=ক্ষতি, যজ্+ক্তি=ইষ্টি (৫৬৬), গ্নৈ+ক্তি=গ্নানি, বি-অন্জ্+ক্তি=ব্যক্তি, সম্ অস্+ক্তি=সমষ্টি, হা+ক্তি=হানি (৩), মূর্চ্+ক্তি=মূর্ত্তি (৪), প্র-শৃ+ক্তি=প্রশূতি (৫), পদ্-হন্+ক্তি=পদ্বতি ইত্যাদি।

(১) কদাচিৎ কর্তৃ-বাচ্যেও ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা,—পন্চ্+ঘঞ্ (কর্তৃ-বাচ্যে)=পঙ্ক, অতি-শৃ+ঘঞ্=অতিসার ইত্যাদি।

(২) “উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং কিব্ ঘঞাদৌ কচিদ্ভবেৎ।

এই নিয়ম কোথাও নিত্য, কোথাও বিকল্পে হয়, কোথাও বা এই নিয়মানুসারে কার্য্য হয় না। যথা,—নীহার; প্রতিহার, প্রতীহার; বিহার।

(৩) এ স্থলে হা ধাতুর আ স্থানে ঙ্গ হয় না।

(৪) ঙ্কারের পরবর্ত্তী ধাতুর হ্রস্ব ব এর লোপ হয়।

(৫) অপাদান বাচ্যে দাতা, কর্ম্ম-বাচ্যে সন্তান ও ভাব-বাচ্যে উৎপত্তি অর্থ হয়।

৫২৪। অথু!—বেপ্, বম্, ক্ষুর্জ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অথু হয়। যথা,—বেপ্ + অথু = বেপথু ইত্যাদি

৫২৫। শত্।—পরস্মৈপদী ও উভয়পদী ( ১ ) ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে কর্তৃ-বাচ্যে শত্ প্রত্যয় হয়। অৎ থাকে। যথা,—গল্ + শত্ = গলৎ, অস্ = শত্ = সৎ ( ২ ), জল্ + শত্ = জলৎ, জীব্ + শত্ = জীবৎ ( ৩ ), ইত্যাদি।

৫২৬। শান।—আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে কর্তৃ-বাচ্যে শান হয়। আন থাকে। অকারের পর হইলে শান স্থানে মান হয়। যথা—সম্ভব গুণ-কার্য্য হয়। যথা,—শী + শান—শয়ান, বৃত্ + শান = বর্তমান, বৃধ্ + শান = বর্দ্ধমান ঐক্লপ লম্বমান, বেপমান, যজমান, বিরাজমান ; যঙস্তধাতু—রোরুদামান, দেদাপামান। সনস্ত ধাতু—জিজ্ঞাসমান। নামধাতু—তর্শ্যনায়মান, শঙ্কায়মান ইত্যাদি।

জন্ ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় করিলে জায়মান হয়।

৫২৭। ঋকারান্ত ধাতু ব ঋ স্থানে রিয় এবং বিদ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর য হয়। যথা,—য + শান = ত্রিয়মাণ, বিদ্ + শান = বিত্তমান, দীপ + শান = দীপামান ইত্যাদি।

৫২৮। আন্ ধাতু ব উত্তর শান প্রত্যয়ে আসীন হয়।

৫২৯। ধাতুর উত্তর কস্মবাচ্যে শান হয় ; শান হইলে ধাতুর পরে যকারের আগম হয়। ঐ য পরে দা, ধা, মা, গৈ, পা, হা ও স্থা ধাতু স্থানে যথাক্রমে দা, ধী, মৌ, গী, পী, হী ও স্থী আদেশ হয়। যথা,—দা +

( ১ ) পরিশিষ্ট দেখ।

( ২ ) শত্ প্রত্যয় পরে অস্ ধাতুর অকারের লোপ হয়।

( ৩ ) অমিত্র অর্থে দ্বিষ্ ধাতুর উত্তর শত্ প্রত্যয়ে দ্বিষৎ পদ হয় ; ইহাতে ক্রিয়ার অর্থ নাই। সংস্কৃতে ভাদি তুদাদি দিবা দি চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর অ হয় সেই সেই স্থানে শানস্থানে মান হয়। ৬ দিবা দি ধাতুর উত্তর অকারান্ত যকারের আগম হয়, হুতরাং উহাও অকারান্ত। এইরূপ যঙস্ত, সনস্ত ধাতুও অকারান্ত।

শান=দায়মান, অম্ম—মা+শান=অম্মীয়মান । গ্রহ্, প্রচ্ছ প্রভৃতি ধাতুর স্থানে গৃহ, পৃচ্ছ প্রভৃতি আদেশ হয় । যথা,—গৃহ্মাণ, ধূহ্মান ইত্যাদি । ইকারান্ত ও উকারান্ত ধাতুর হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় । যথা—উপচীষ্মান, স্তূষ্মান ইত্যাদি ।

৬০০। স্মৃত্ ।—পরস্মৈপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎ কালে কর্তৃ-বাচ্যে স্মৃত্ হয় । স্মৃং থাকে । যথা,—ভৃ+স্মৃত্=ভবিষ্যৎ, ভাবষ্য ( ১ ) ।

৬০১। স্মান ।—আত্মনেপদী বা উভয়পদী ধাতুর উত্তর ভবিষ্যৎ-কালে কর্তৃবাচ্যে স্মান হয় । প্রয়োগানুসারে হকারাগম ও গুণকার্য্য হয় । যথা,—উদ্-পদ+স্মান=উৎপৎস্মান ( ৫৪স্মত্ ) ।

৬০২। পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর কন্মবাচ্যে স্মান প্রত্যয় হয় । যথা,—বচ্+স্মান=বক্ষ্যমাণ ( ৫৫৭স্মত্ ) ইত্যাদি ।

৬০৩। ক্শু, কান ।—পরস্মৈপদা ও আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর অতীত কালে কর্তৃ-বাচ্যে যথাক্রমে ক্শু ও কান হয় । ক্শু ও কান পরে থাকিলে ধাতুর দ্বিত্ব কার্য্য হয় । ক্শুর বস্ ও কান প্রত্যয়ের আন থাকে । যথা—বুধ্+কান=যুযুধান ইত্যাদি ।

বিদ্ ধাতুর উত্তর শত্ স্থানে ক্শু হয় । যথা,—বিদ্+শত্ স্থানে ক্শু=বিদ্বস্ ।

৬০৪। তন্, গক ।—ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে তন্ ও গক প্রত্যয় হয় । ত ও অক থাকে । যথা,—কৃ+তন্=কর্তা, যুধ্+তন্=যোদ্ধা, বুধ্+তন্=বোদ্ধা, পা+তন্=পাতা, হ+তন্=হোতা, জি+তন্=জ্ঞেতা, স্থ+তন্=সবিতা, রচি+তন্=রচয়িতা, স্থাপি+তন্=স্থাপয়িতা । নী+গক=নায়ক, পচ্+গক=পাচক, পরি-অট্+গক=পর্য্যাটক,

কৃ+গক=কারক, দা+গক=দায়ক (৫৪৬ সূত্র), গৈ+গক=গায়ক, জনি+গক=জনক ইত্যাদি।

বারি-বহ্+গক=বলাহক (মেঘ) পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৬০৫। যক।—নৃৎ, রন্জ্ ও খন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে যক প্রত্যয় হয়। অক থাকে। যথা,—নৃৎ+যক=নর্তক, রন্জ্+যক=রজক (১), খন্+যক=খনক ইত্যাদি।

৬০৬। থক, টনণ।—গৈ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে থক ও টনণ্ প্রত্যয় হয়। টনণ্ এর অন থাকে। যথা,—গৈ+থক=গাথক; গৈ+টনণ্=গায়ন।

৬০৭। অন।—নন্দি প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে অন প্রত্যয় হয়। যথা,—নন্দি+অন=নন্দন, ক্রোধ্+অন=ক্রোধন, কুপ্+অন=কোপন, জন-অদি+অন=জনাদিন, মধু-সুদ্+অন=মধু-সুদন ইত্যাদি।

৬০৮। গ।—শ্বস্, ব্যাধ্, তন্, দা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে গ হয়; অ থাকে। যথা,—ব্যাধ্+গ=ব্যাধ, দা+গ=দায়, রম্—গিচ্+গ=রাম ইত্যাদি। দু ধাতুর উত্তর বিকল্পে হয়। যথা,—দাব, দব।

৬০৯। যণ্। কর্ম পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে যণ হয়; অ থাকে। যথা,—কুস্ত-কৃ+যণ্=কুস্তকার; ঐরূপ, স্বর্ণকার, শাস্ত্রকার, কর্মকার, সূত্রধার, দারপাল, তন্তুবায় ইত্যাদি।

৬১০। অন্। পচাদি ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে অন্ হয়। অ থাকে; যথা—স্পৃ+অন্=সর্পি, চর্+অন্=চর, ফুল্+অন্=ফুল্ল, দিব্+অন্=দেব, ধৃ+অন্=ধর, দায়-অদ্+অন্ দায়াদ। চর্+অন্=চরাচর (২) ঐরূপ চলাচল পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

(১) যক প্রত্যয় পরে রন্জ্ ধাতুর উপাস্তা নকারের লোপ হয়।

(২) চর ও অচর পদে সমাস করিয়াও চরাচর পদ হয়।

৬১১। কৰ্ম্য পদের পরস্থিত হ্, বহ্, ধ্ব ধাতুর উত্তর অন্ হয়।  
যথা,—রোগ-হ্র, গন্ধবহ, মহীধর ইত্যাদি।

উপপদের পরবর্তী অর্হ্ ধাতুর উত্তর অন্ হয়। যথা—পূজার্হ, নিন্দার্হ,  
ধন্বাদার্হ ইত্যাদি।

রাত্রি শব্দের পরস্থিত চর্ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় করিলে রাত্রিচর  
ও রাত্রিঞ্চর পদ হয়।

৬১২। ক।—প্রী, কৃ, গৃ, জ্ঞা (১) এবং যে সকল ধাতুর উপধা  
স্থানে ই বা উ আছে, সেই সকল ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে ক হয়, অ  
থাকে। প্রী স্থানে প্রিয় আদেশ হয়। যথা,—প্রী + ক = প্রিয়, বৃধ্ +  
ক = বৃধ, কাম-ভৃহ্ + ক + আপ্ = কামভৃষা (২)।

৬১৩। ট। কর্তৃবাচ্যে কৰ্ম্যকারকের পরবর্তী কৃ ধাতুর উত্তর ট  
হয়। অ থাকে। যথা,—দিবাকর, কিস্কর, পুষ্টিকর, বলকর, স্বাস্থ্যকর,  
বিভাকর ইত্যাদি।

অগ্র ও পুরন্ শব্দের পরস্থিত স্ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে ট হয়।  
যথা,—অগ্রসর, পুরঃসর ইত্যাদি।

৬১৪। টক্। অধিকরণ কারকের পরবর্তী চর্ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-  
বাচ্যে টক্ হয়, অ থাকে। যথা,—পাংশ্চর, বনচর, বনেচর, খচর,  
থেচর (১৯১), জলচর, ভূচর ইত্যাদি।

৬১৫। কৰ্ম্য উপপদে থাকিলে হন্ ও গৈ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে টক্  
হয়, অ থাকে। হন্ স্থানে ব্র আদেশ হয়। যথা,—পিতৃব্র, বাতৃব্র,  
শত্রৃব্র (৩), কৃতৃব্র, সাম—গৈ + টক্ = সামগ (৪)।

(১) জ্ঞা ধাতুর পূর্বে উপসর্গ থাকিলে ড প্রত্যয় হয়।

(২) ক প্রত্যয় পরে দুহ্ ধাতুর হ্ স্থানে ঘ হয়।

(৩) হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মুর্দ্ধন্ত হয় না।

(৪) টক্ পরে ঐকারের লোপ হয়।



৬১৬। ড। হন্, জন্, গন্ প্রভৃতি ধাতু এবং কারক পদ বা উপ-  
সর্গের পরস্থিত আকারান্ত ধাতুর উত্তর কৰ্ত্ত্বাচ্যে ড হয়; অ থাকে।  
যথা,—ক্লেশ-অপ-হন্ + ড = ক্লেশাপহ, অমু-জন্ + ড = অমুজ, গিরি-শী +  
ড = গিরিশ, বি-আ-ঘ্রা + ড = ব্যাঘ্র, আতপ ত্রৈ + ড = আতপত্র, পুণি-মা  
+ ড + আপ্ = পুণিমা, বসু-ধা + ড + আপ্ = বসুধা, বিশাল-দা + ড =  
বিশারদ, দায় আ-দা + ড = দায়াদ, আশু-গন্ + ড = আশুগ, ভূজ-গন্ +  
ড = ভূজগ, সূ-ধে + ড + আপ্ = সূধা, নি শো + ড + আপ্ = নিশা।

বিহায়স্-গন্ + ড = বিহগ, উরস্-গন্ + ড = উরগ, ত্বরা-গন্ + ড =  
তুরগ পদ নিপাতন-সিদ্ধ।

৬১৭। থ, থশ্।—নিম্নলিখিত পদগুলি কৰ্ত্ত্বাচ্যে থ ও থশ্  
প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ হয়।

পর—তপ্ + থ = পরন্তপ—শত্রুপীড়ক।

ললাট—তপাথ্ = ললাটস্তপ—ললাট-তাপকারী ( সূর্য )।

প্রিয়—বদ্ + থ = প্রিয়বদ—প্রিয়বাদী।

বশ—বদ্ + থ = বশবদ—বশবর্তী।

সর্ব—কষ + থ = সর্বকষ—পাপ।

অভ্র—কষ্ + থ = অভ্রকষ—মেঘম্পর্শী।

বিশ্ব—ভ + থ + আপ্ = বিশ্বস্তরা—পৃথ্বী।

পুর—ধ + থ + ঙ্গপ্ = পুরন্ধ্রী—পতি-পুত্রবতী নারী।

পতি—ব্ + থ + আপ্ = পতিংবরা—পতি-নির্কীচন-কারিণী।

সর্ব—সহ্ + থ + আপ্ = সর্বংসহা—পৃথ্বী।

বসু—ধ + থ + আপ্ = বসুন্ধরা—পৃথ্বী।

পুর—দৃ + থ = পুরন্দর—ইন্দ্র।

ধন—জি + থ = ধনঞ্জয়—অর্জুন।

ভয়—কৃ + থ = ভয়কর—ভয়ানক ।

শুভ—কৃ + থ = শুভকর—হিতকারী ।

স্তন—ধে + থশ্ = স্তনজয়—স্তন্যপায়ী ।

জন—এজি + থশ্ = জনমেজয়—পরীক্ষিপুত্র ।

৬১৮। নিম্নস্থ পদগুলি কর্তৃবাচ্যে থ ও থশ্ প্রত্যয়ে নিপাতনসিদ্ধ :

অরুস্—তুদ + থশ্ = অরুস্তদ—মর্ষ্যপীড়ক ।

অসূর্যা—দৃশ্ + থশ্ = অসূর্যাস্পৃশ্—যে সূর্য্য দেখে নাই ।

স্বয়ম্—বৃ + থ + আপ = স্বয়ংবরা—স্বয়ং-বর-নির্বাচয়িত্রী ।

ইরা—মদ + থ = ইরামদ—বজ্রাঘ্নি ।

ধুর—ধৃ + থ = ধুরন্ধর—ভারবহ ।

ভূজ—গম্ + থ =	{ ভূজঙ্গ ভূজঙ্গম }	... সর্প ।
তুরা—গম্ + থ =	{ তুরঙ্গ তুরঙ্গম }	... অশ্ব ।
বিহায়স্ - গম্ + থ =	{ বিহঙ্গ বিহঙ্গম }	... পক্ষী ।
পত—গম্ + থ =	{ পতঙ্গ পতঙ্গম }	... পক্ষী, সূর্য্য ।

৬১৯। থি।—আত্মন, উদর ও কৃষ্ণি শব্দের পরস্থিত ভ ধাতুর উত্তর কর্তৃ-বাচ্যে থি প্রত্যয় হয় ; ই থাকে । যথা—আত্মন্তরি ইত্যাদি ।

৬২০। থ্য।—আপনাকে মানে যে এই অর্থে মন্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে থ্য হয়, য থাকে । যথা,—কৃতার্থম্ভ্য, বিজ্ঞম্ভ্য, অভিজ্ঞম্ভ্য ইত্যাদি ।

৬২১। ডু।—স্বয়ং, সম্, বি, শম্ ও প্র-পূর্বক ভূ ধাতুর উত্তর ডু হয়; উ থাকে। কর্তৃ-বাচ্যে যথা—বি-ভু + ডু = বিভু ঐরূপ প্রভু, স্বয়ম্ভু। শম্—ভু + ডু = শম্ভু পদ অপাদান-বাচ্যে হয়।

৬২২। গিন্।—গ্রহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে গিন্ হয়, ইন্ থাকে। যথা—গ্রহ্ + গিন্ = গ্রাহী; কৃ + গিন্ = কারী, বদ + গিন্ = বাদী, স্থা + গিন্ = স্থায়ী ইত্যাদি।

ভবিষ্যদর্থে আগামী, ভাবী প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়।

উপসর্গ ও উপপদের পরবর্তী ধাতুর উত্তর গিন্ হয়। যথা,—অধি—কৃ + গিন্ = অধিকারী, ঐরূপ মিত্র-দ্রোহী, প্রিয়বাদী, সত্যবাদী ইত্যাদি।

৬২৩। কন্মপদের পরবর্তী হন্ ধাতুর উত্তর গিন্ হয়। যথা,—পিতৃঘাতী (৫৪৬), মিত্রঘাতী ইত্যাদি।

৬২৪। ইন্।—শ্রম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ইন্ হয়। যথা,—শ্রমী, রক্ষা, মন্তা, জয়ী, স-যমী ইত্যাদি।

৬২৫। ঘ্নিন্।—যুজ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর শীলার্থে কর্তৃবাচ্যে ঘ্নিন্ হয়। ঘ ঞ ণ ইং যায়, ইন্ থাকে। যথা,—যুজ্ + ঘ্নিন্ = যোগী, বি-বিচ্ + ঘ্নিন্ = বিবেকী, অনুর-রন্জ্ + ঘ্নিন্ = অনুরাগী ইত্যাদি।

৬২৬। ইক্ষু।—শীল, ধম্য ও কুশল অর্থে ভ্রাজ্, উৎ + পত্, অলং + কৃ, নির + আ + ক্, ভূ, চর, সহ্, কৃচ্, বৃত্, বৃধ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ইক্ষু প্রত্যয় হয়। যথা,—সহ্ + ইক্ষু = সহিষ্ণু, বৃধ্ + ইক্ষু = বদ্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

৬২৭। ঞ্জুক।—শীলার্থে ভূ, গম্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ঞ্জুক প্রত্যয় হয়। উক থাকে। যথা,—ভূ + ঞ্জুক = ভাবুক।

৬২৮। যুক্।—শীলার্থে ভূ, জি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে যুক্ প্রত্যয় হয়। যু থাকে। যথা,—জি + যুক্ = জিযু ইত্যাদি।

৬২৯। ক্রু।—শীলার্থে ক্ষিপ্, ক্রস্, গৃধ্, ধৃষ্ ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে ক্রু প্রত্যয় হয়। ক ইৎ যায়। যথা,—গৃধ্+ক্রু=গৃধ্রু, ধৃষ্+ক্রু=ধৃষ্কু ইত্যাদি।

৬৩০। ক্র, যাক।—শীলার্থে শদ, মি ভী প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে ক্র এবং য় ধাতুর উত্তর যাক প্রত্যয় হয়। যাক প্রত্যয়ের আক থাকে। ক্র পরে মি স্থানে মে হয়, যথা—শদ+ক্রু=শক্র ( ), ঐকপ মেক্র, ভীক্র ইত্যাদি। য়+যাক=বরাক।

৬৩১। ঘুর কুর।—শীলার্থে মিদ্, ভাস্, ভন্জ্ ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে ঘুর প্রত্যয় হয়। উর থাকে। যথা,—মিদ্+ঘুর=মেঘুর ঐকপ ভাসুর, ভঙ্গুর।

শীলার্থে ভিদ্, ছিদ্, বিদ্ ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে কুর প্রত্যয় হয়। উর থাকে। যথা,—বিদ্+কুর=বিহুর ইত্যাদি।

৬৩২। ক্ষুরপ্।—শীলার্থে নশ্, জি, গম্ ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে ক্ষুরপ্ প্রত্যয় হয়। বর থাকে। যথা,—নশ্+ক্ষুরপ্=নশ্বর ইত্যাদি।

৬৩৩। উক।—শীলার্থে জাগ্ ধাতুর এবং যঙস্ত যজ্, জপ্ বদ্ ও দনশ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে উক প্রত্যয় হয়। যথা,—জাগ্+উক=জাগরুক, দনশ্ (যঙ লুক্)+উক=দনদশুক ইত্যাদি।

৬৩৪। র।—শীলার্থে নম্, কম্, হিন্, স্মি, কম্প্, অ-জস্, দীপ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে র হয়। যথা,—নম্+র=নম্র, ঐকপ হিংস্র, অজস্র ইত্যাদি।

৬৩৫। উ।—শীলার্থে আ-পূর্বক শন্ ধাতু, ইষ্, ভিক্ষ্ ধাতু ও সনন্ত ধাতুর উত্তর কৰ্তৃবাচ্যে উ হয়। যথা,—আ-শন্+উ=আশংসু, ইষ্+উ=ইচ্ছু (ইষ্ স্থানে ইচ্ছ), ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু, ঐকপ জিজ্ঞাসু, পিপাসু, মুম্বু, বুভুকু, জিগীষু, চিকীৰ্ষু, শুশ্রুষু, জৈষু, জিহাংসু ইত্যাদি।

৬৩৬। বর।—শীলার্থে ঙ্গ্, স্থা, ভাস্, যঙস্ত-যা প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কৰ্ত্ত্বাচ্যে বর প্রত্যয় হয়। যথা— $\text{ঙ্গ্} + \text{বর} = \text{ঙ্গবর}$ , ঐক্লপ স্থাবর, ভাস্বর, যাযাবর ইত্যাদি।

৬৩৭। ক্লর।—শীলাথে অদ্, ঘস্, স্ ধাতুর উত্তর কৰ্ত্ত্বাচ্যে ক্লর প্রত্যয় হয় ; মর থাকে। যথা,— $\text{অদ্} + \text{ক্লর} = \text{অদ্রর}$  ইত্যাদি।

৬৩৮। বিণ্।—কন্মপদের পরবর্ত্তী ভজ্, বহ্, সহ্ ধাতুর উত্তর কৰ্ত্ত্বাচ্যে বিণ্ হয়। কিছুই থাকে না। যথা,— $\text{ভঃখ-ভজ্} + \text{বিণ্} = \text{ভঃখ-ভাক্}$ , তুরা-সহ্ +  $\text{বিণ্} = \text{তুরাঘাট্}$  ইত্যাদি।

৬৩৯। কিপ্।—ভাব ও কারক বাচ্যে ভ্রাজাদি ধাতুর উত্তর কিপ্ হয়। কিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না। যথা,— $\text{বি-ভ্রাজ্} + \text{কিপ্} = \text{বিভ্রাট্}$ ,  $\text{বি-ভ্র্যৎ} + \text{কিপ্} = \text{বিভ্র্যৎ}$ ,  $\text{সম্-রাজ্} + \text{কিপ্} = \text{সম্রাট্}$ ,  $\text{সং-রাট্}$ ,  $\text{ভূ} + \text{কিপ্} = \text{ভূ}$  ইত্যাদি।

ক। উপপদের পরবর্ত্তী সদ্, স্, দিষ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কিপ্ হয়। যথা,— $\text{সভা-সদ্} + \text{কিপ্} = \text{সভাসৎ}$ ,  $\text{বীর-প্র-স্} + \text{কিপ্} = \text{বীরপ্রসূ}$ ,  $\text{ইন্দ্র-জি} + \text{কিপ্} = \text{ইন্দ্রজিৎ}$ ,  $\text{সেনা-নী} + \text{কিপ্} = \text{সেনানী}$ ,  $\text{তমুচ্ছৎ} ( \text{ } )$  ইত্যাদি।

খ। ব্রক্ষন্, ভ্রণ, বৃত্র শব্দের পরবর্ত্তী হন্ ধাতুর উত্তর কিপ্ হয়। যথা,— $\text{ব্রক্ষহা}$ ,  $\text{বৃত্রহা}$  ইত্যাদি।

গ। নহ্, বৃৎ, বৃষ্, ব্যধ্, কহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কিপ্ হয়। উপসর্গের বা উপপদের অন্ত্য স্বর দীর্ঘ হয়। যথা,— $\text{উপানৎ}$ ,  $\text{নীবৃৎ}$ ,  $\text{প্রাবৃট্}$ ,  $\text{মৃগাবিং}$ ,  $\text{বীরুৎ}$  ইত্যাদি।

ঘ। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় হয়। এবং নিম্পন্ন পদ জ্ঞীলিঙ্গ হয়। যথা,— $\text{সম্-পদ্} + \text{কিপ্} = \text{সম্পৎ}$ , ঐক্লপ  $\text{বিপৎ}$ ,  $\text{আপৎ}$ ,  $\text{প্রতিপৎ}$ ,  $\text{চিং}$  ইত্যাদি।

ঙ । গম্ + কিপ্ = জগৎ, ঋতু-যজ্ + কিপ্ = ঋত্বিক, প্র-অনচ্ + কিপ্ = প্রাক্, অব-অনচ্ + কিপ্ = অবাক্, সম্-অনচ্ + কিপ্ = সমাক্, তিরস্ + অনচ্ + কিপ্ = তির্যাক্, ধৈয় + কিপ্ = দী, শ্রি + কিপ্ = শ্রী, সৃজ্ + কিপ্ = স্রজ্, আ-শাস্ + কিপ্ = আশিস্, বি-যম্ + কিপ্ = বিয়ম্, ক্রবা-অদ্ + কিপ্ = ক্রবা'ৎ ইত্যাদি পদ নিপাতনে সিদ্ধ।

৬৪০ । শ ।—উপপদের পরস্থিত বিদ্ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে শ প্রত্যয় হয় । অ থাকে । বিদ্ স্থানে বিন্ আদেশ হয় । যথা,—গো-বিদ্ + শ = গোবিন্দ, অর-বিদ্ + শ = অরবিন্দ ইত্যাদি

উপপদের পরস্থিত ধারি ধাতুর উত্তর শ হয় । যথা,—কর্ম্মধারি + শ = কর্ম্মধারয় ।

কু প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে শ হয় । কু স্থানে ক্রিয় আদেশ হয় । যথা,—কু + শ + আপ্ = ক্রিয়া । মৃগি + শ + আপ্ = মৃগয়া (১) ।

৬৪১ । কি ।—কর্ম্মকারক ও উপসর্গের পর-স্থিত ধাতুর উত্তর কারক ও ভাব-বাচ্যে কি প্রত্যয় হয়, ই থাকে । কর্তৃবাচ্যে—বিধি (বিধাতা) । করণ-বাচ্যে—আধি,—ব্যাধি । অধিকরণ বাচ্যে—জলধি, বারিধি, পয়োধি । ভাব-বাচ্যে—বিধি (বিধান), সন্ধি-পরিধি ইত্যাদি ।

৬৪২ । টক্ ও কিপ্ ।—সমান শব্দ ও উপমান-বাচক কতিপয় সর্বনাম শব্দের পরস্থিত দৃশ্ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে টক্ ও কিপ্ প্রত্যয় হয় । টক্ এর অ থাকে, কিপ্ প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না । টক্ ও কিপ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে সমান, ইদম্, কিম্, তদ্, যদ্, অস্ত, অস্মদ্, যস্মদ্, এতদ্, ভবৎ, অদস্ শব্দ স্থানে যথাক্রমে স, জ্ঞ, কী, তা, যা, অত্রা, মা, ত্বা, এতা, ভবা, অমু আদেশ হয় । যথা,—সমান—দৃশ্ + টক্ = সদৃশ ;

পরে বিকল্পে হয় । যথা,—তনু-হাদি + কিপ্ = তনুচ্ছৎ, ছাদি + মন্ = ছম্, ছাদি + জ = ছত্র, আ-হাদি + জ = আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন ।

(১) মৃগ-যা + কিপ্ = মৃগয়া বা অস্ত্র মতে মৃগ + যক্ + আপ্ = মৃগয়া ।

ঈদৃশ, কীদৃশ, তাদৃশ, অত্রাদৃশ ; অস্মদ্—দৃশ্+টক্=মাদৃশ ; যুস্মদ্—  
দৃশ্+টক্=ত্বাদৃশ ( এক বচনার্থে ) ; অস্মাদৃশ, যুস্মাদৃশ ( বহুবচনার্থে ) ।  
সমান দৃশ+কিপ্=সদৃক্ ; ঐরূপ ঈদৃক্, কীদৃক্, তাদৃক্, যাদৃক্ ইত্যাদি ।

৬৪০। ত্রিমক্।—কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্মাদিবাচ্যে ত্রিমক্  
প্রত্যয় হয়। ত্রিম থাকে। যথা,—কৃ+ত্রিমক্=কৃত্রিম, দা+ত্রিমক্  
দত্রিম (১) ইত্যাদি।

৬৪১। খল্।—ঈষৎ, সূ বা হ্রস্ব পূর্বক ধাতুর উত্তর ভাব ও কর্ম-  
বাচ্যে খল্ হয় ; খলের অ থাকে (১) যথা,—ঈষৎ-কর, সূকর, হ্রস্বকর,  
হস্ত্যজ, হ্রস্বজ, হস্তর, হ্রস্বহ, হ্রস্বভ ইত্যাদি।

৬৪৫। খল্ ও অন। সূ বা হ্রস্ব-পূর্বক দৃশ্, ধৃষ্, মৃষ্, যৃষ্ ও শাস  
ধাতুর-উত্তর কর্ম ও ভাববাচ্যে খল্ ও অন প্রত্যয় হয়। খলের অ থাকে।  
যথা,—সুদর্শ, সুদর্শন ; হ্রস্বর্ষ, হ্রস্বর্ষণ ; সুযোধ, সুযোধন ; হ্রস্ব্যোধ,  
হ্রস্ব্যোধন ; হ্রস্বশাস, হ্রস্বশাসন।

৬৪৬। ত্র।—নী, স্ত, শস্, দন্শ্, দো ও পত্ ধাতুর উত্তর করণ-  
বাচ্যে ত্র প্রত্যয় হয়। যথা,—নী+ত্র=নেত্র, ঐরূপ স্তোত্র, শস্ত্র, দংশ্ত্রী,  
দাত্র, পত্র।

৬৪৭। ইত্র।—পূ, চর্, বহ্, খন্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে  
ইত্র প্রত্যয় হয়। যথা,—পূ+ইত্র=পবিত্র, একপ চরিত্র, বহিত্র, খনিত্র  
ইত্যাদি।

যে ধাতুর উত্তর যে বাচ্যে যে প্রত্যয় বিহিত হইল, তাহার উত্তর  
অন্ত বাচ্যেও সেট প্রত্যয় হয়। ইহা প্রয়োগানুসারে বুঝিতে হইবে (৩)।

(১) ত্রিমক্ প্রত্যয় পরে থাকিলে দা স্থানে দৎ আদেশ হয়।

(২) এস্থলে ষ ইং জ্ঞা ধাতুর পূর্বের মকারের আগম হইবে না।

(৩) “কৃতো স্তে যত্র বিহিতাস্তত্র নুনং ভবন্তি তে।

রুকোঃ কভাব ইতুান্তরেষুত্রাপি প্রয়োগতঃ ॥”

কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে ধাতু হইতে বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম ও অব্যয় এই চারি প্রকার পদই নিষ্পন্ন হয় । যথা,—কৃ+অনট্=করণ ; গম্+তব্য=গম্ভব্য ; অস্+মদ্=অসম্ভব ; বহ্+ইস্=বহিস্ ইত্যাদি ।

বিশেষ্য শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার উত্তর ক্ত, তব্য, অনীয়, য, গ্ত, শান, শ্রুত, শ্রুমান, ত্বন্, গক, গিন্, অন, গন্, ক, ট, ড, উ, উক, কিপ্ প্রভৃতি যথা-সম্ভব যোগ করিলে বিশেষণ শব্দ নিষ্পন্ন হয় ।

বিশেষণ শব্দ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার উত্তর ক্যপ্, ঘ্যণ্, অনট্, অন, নঙ্, অ, ঙ, অল্, ঘঞ্, ক্তি ইত্যাদি প্রত্যয় যথাসম্ভব যোগ করিলে বিশেষ্য শব্দ নিষ্পন্ন হয় ।

### বাক্সালা-কুদন্ত ।

- ১। অন—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হয় । যথা,—চলন, মিলন, ফলন ইত্যাদি ।
- ২। অস্ত—কর্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর অস্ত প্রত্যয় হয় । যথা,—ফুটন্ত, জলন্ত, নিবন্ত, ঘুমন্ত, জাগন্ত, বাড়ন্ত, উঠন্ত ইত্যাদি ।
- ৩। আ—ভাব ও কর্তৃ-প্রভৃতি বাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় হয় । যথা,—ভাববাচ্যে—করা, দেখা, থাকা, বসা, পরা, বলা ইত্যাদি । কর্তৃ-বাচ্যে—চোর : ( যে চুরি করে ), কর্ণবাচ্যে—করা ( যাহা কৃত হইয়াছে ), যেমন করা কাজ, ঐরূপ পড়া বই, শুনা কথা ইত্যাদি ; করণ-বাচ্যে—ধরা ( যদ্বারা ধরা যায় ) ইছুর ধরা ( কল ) ; বহা ( যদ্বারা বহা যায় ) ইট বহা ( গাড়ী ) ইত্যাদি ।
- ৪। আই—কর্নবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আই প্রত্যয় হয় । যথা,—চালাই, চোরাই, বদলাই, চোলাই, কলাই, ধোলাই ।
- ৫। আনি—করণ ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর আনি প্রত্যয় হয় । যথা,—পারানি, জালানি, হাঁপানি, লাফানি ইত্যাদি ।
- ৬। ইয়ে—কর্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ইয়ে প্রত্যয় হয় । যথা,—বলিয়ে ( যে বলিতে পারে ), ঐরূপ কহিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে ।
- ৭। উনি—ভাব ও কর্তৃ-প্রভৃতি বাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর উনি প্রত্যয় হয় । যথা,—রাঁধে যে রাঁধুনি, ধরে যে ধরুনি, যদ্বারা ছাঁকা যায় ছাঁকুনি, ঐরূপ ছেঁচুনি ; ( স্থান ভেদে সিউনি বা সোঁউতি ), সমউনি ; ভাববাচ্যে—কাঁহুনি, শুননি, আঁটুনি, বকুনি, চাউনি ইত্যাদি ।



৮। উনে—কৰ্ত্ত্ববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর উনে প্রত্যয় হয়। যথা,—যে অধিক খাইতে পারে সে খাউনে। যে ভাঙ্গে-ভাঙ্গু'ন, যে চলিতে পারে—চলুনে।

৯। ওয়া ও ইবা—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ওয়া ও ইবা প্রত্যয় হয়। যথা,—পাওয়া, খাওয়া, যাওয়া, লওয়া, চাওয়া ; পাইবা, খাইবা, যাইবা, লইবা, চাইবা ইত্যাদি।

এই সকল ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের ষষ্ঠী বিভক্তান্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা—পাইবার ব, পাওয়ার ক্ষু, খাইবার বা খাওয়ার নিমিত্ত, যাইবার বা যাওয়ার কালে, লইবার বা লওয়ার সময়, চাইবার বা চাওয়ার কারণ ইত্যাদি ; আবার এই সকল ষষ্ঠী বিভক্তান্ত শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে এ প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াবৎ শব্দের বহুল প্রবেশ পদ্যে দেখা যায়। যথা,—‘তাহে লক্ষ্য বিজিবারে চলিল ভিক্ষুক’, ‘খাইবাবে ক্ষার সর অবশ্য যাইব’ ইত্যাদি স্থলে বিজিবারে ( বিদ্ধ করিতে ), খাইবারে ( খাইতে ) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

১০। তা—কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যে, কতকগুলি ধাতুর উত্তর তা প্রত্যয় হয়। যথা—ধরতা, কর্ত্তা ইত্যাদি :

১১। তি—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় হয়। যথা—বাড়তি, কমতি, চলতি ইত্যাদি।

১২। ন—কতকগুলি পিঙ্গল ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ন প্রত্যয় হয়। যথা,—খাওয়ান, লওয়ান, বলান, কবান, রাখান ইত্যাদি।

১৩। না—কৰ্ম্ম ও ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর না প্রত্যয় হয়। যথা,—দেনা পাওনা, গাওনা ইত্যাদি।

## অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১। ধাতু কাহাকে বলে ?

২। কি প্রকারে অকৰ্ম্মক ধাতুকে সাকৰ্ম্মক এবং সাকৰ্ম্মক ধাতুকে অকৰ্ম্মক করা যায় ? উদাহরণ দিয়া লিখ।

৩। প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগ করিয়া কৃ ও গম্ ধাতু হইতে যতগুলি পদ বা শব্দ সাধন করিতে পার, সেই গুলি লিখ।

৪। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয়-যোগে নিম্নলিখিত পদগুলি সিদ্ধ হইয়াছে ?

উদাহ, শক্রঘ্ন, লালনা, আবস্ত, শয্যা, জিগীষা, পুরোহিত, ধোত, সদৃশ, ইচ্ছা, প্রাণ, বিধেয় ছরণনেয়, নির্ধাত, বাতীত, বিমূঢ়, প্রাসাদ, আবৃট্, অধ্যবসায়, জাঙ্গা, জাগ্রৎ, আসীন, মান, প্রতীয়মান, পরিগ্রাণ, অন্বেষণ, আকাজ্জা, শঙ্কর।

৫। সনন্ত অঙ্কিপূর্বক আপ্ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি পদ হইবে ?

# রচনা-শিক্ষা ।

## বাক্য-প্রকরণ ।

১। অভিপ্রায় প্রকাশ জন্ত যে সকল পদের প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ঐ সম্বন্ধের নাম আকাজ্জা, যোগ্যতা ও আসত্তি।

২। আকাজ্জা, যোগ্যতা ও আসত্তি-যুক্ত পদ-সমূহকে বাক্য ( ১ ) কহে।

৩। আকাজ্জা—অর্থ-বোধ-জন্ত এক পদের পর অত্র পদের সম্বন্ধ শ্রবণেচ্ছা। যথা,—‘আমি বাটী’ বলিবামাত্র ‘বাইতেছি’ বা ‘বাইব’ ক্রিয়ার শ্রবণেচ্ছা—আকাজ্জা।

৪। যোগ্যতা—অর্থবোধ-কালে পদ-সকলের পরস্পর অপ্রতি-বন্ধকতা। যথা—জল-সেক। এই পদে যোগ্যতা আছে; যেহেতু সেৱন ক্রিয়া জল দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিসেক পদে অর্থ সংলগ্ন না হওয়ায় যোগ্যতা নাই।

৫। পরিহাসাদি স্থলে যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য হইবে (২)।

৬। আসত্তি—অব্যবধানে পদ-প্রয়োগের নাম আসত্তি। যথা—গুরুর উপদেশ শুন, এস্থলে প্রথমে ‘গুরুর’ পরে ‘উপদেশ’ অনন্তর ‘শুন’ এই কথাগুলি অনেকক্ষণ পরে পরে উচ্চারণ করিলে আসত্তি থাকে না।

---

(১) “বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাজ্জাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চরঃ।”

(২) “পুরাণে নবীন বিদ্যা হ’য়েছে আমার। রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার ॥  
দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান। কহ কহ কৃষ্ণকীথা অমৃত সমান ॥  
পরীক্ষিৎ কীচকেরে করিয়া সংহার। সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার ॥”

৭। শব্দার্থ (১) তিন প্রকার। যথা,—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও বান্ধালার্থ ।

৮। ঐরূপ অর্থ-ভেদে শব্দও তিন প্রকার। যথা,—বাচক, লক্ষক ও বান্ধক ।

৯। শব্দার্থ-বোধ জন্ত শব্দের তিন প্রকার শক্তি আছে। যথা,—অভিধা-শক্তি, লক্ষণা-শক্তি এবং বান্ধনা-শক্তি ।

১০। অভিধা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে বাচ্যার্থ বা অভিধেয়, লক্ষণা দ্বারা যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ এবং বান্ধনা শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে বান্ধালার্থ কহে ।

### অভিধা-শক্তি ।

১১। যদ্বারা শব্দের বাচ্যার্থ ( প্রকৃত অর্থ ) প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অভিধাশক্তি কহে ।

১২। অভিধা-শক্তি জ্ঞানের উপায় পাঁচ প্রকার। যথা,—ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্ত-বাক্য ও ব্যবহার। যথাক্রমে উদাহরণ। যথা,—পাচক অর্থে পাককর্ত্তা, গো সদৃশ গবয় ; গো শব্দে সশৃঙ্গ-লাঙ্গুল চতুষ্পদ গল-কঞ্চল-সমন্বিত জীব ; দারু অর্থে কাষ্ঠ ; জনক-জননী প্রভৃতির নিকটস্থ ভৃত্যাদির প্রতি আদেশে বালকাদির পদার্থ-জ্ঞান ।

(১) রূঢ়-যোগিক-যোগরূঢ়-ভেদে শব্দ তিন প্রকার ।

যাহা প্রকৃতি ও প্রত্যয়েব যোগার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রাচীন সঙ্কেতানুসারে কোন প্রসিদ্ধার্থের বোধক হয়, তাহাকে রূঢ় শব্দ কহে। যথা,—জল, ঘট, পট ইত্যাদি ।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে যাহার অর্থ করা হয়, তাহাকে যোগিক কহে। যথা,—কর্ত্তা, সাধক, পাচক ইত্যাদি ।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে যাহার অর্থ করা হয়, অথচ সাধারণ পদার্থকে না বুঝাইয়া কোন প্রসিদ্ধার্থের বোধক হয়, তাহাকে যোগ-রূঢ় কহে। যথা,—পঙ্কজ, হস্তী, পার্থ ইত্যাদি ।

## লক্ষণা-শক্তি

১৩। শব্দের বাচ্যার্থ দ্বারা তাৎপর্য্য-বোধের ব্যাঘাত হইলে যে শক্তি দ্বারা প্রকৃত অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণা ।

“বাণিজ্যে দেশ ধনশালী হয় এস্থলে বাচ্যার্থ না বুঝাইয়া লক্ষণাদ্বারা দেশ ‘পদে’ দেশস্থ লোক বুঝাইতেছে ।

## ব্যঞ্জনা-শক্তি ।

১৪। অভিধাশক্তি বা লক্ষণাশক্তির কার্য্যশেষ হইলে, যে শক্তি-দ্বারা শব্দের অন্তর্নিহিত একটা বিশেষ তাৎপর্য্যের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা-শক্তি কহে । এই শক্তি দ্বারা অতি সূক্ষ্মার্থের প্রকাশ পায় ।

যথা—গঙ্গায় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন । এস্থলে অভিধাশক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে ভগীরথ-খাত জল-প্রবাহ ; লক্ষণা-শক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে—গঙ্গা নদীর উপকূল ; এবং ব্যঞ্জনা শক্তি দ্বারা গঙ্গা অর্থে—অতি শীতল ও পাবন স্থানের বোধ জন্মিতেছে ।

১৫। আবার এরূপ কতকগুলি বাক্য আছে, যাহাদের প্রত্যেক শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিলে, বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া যায় না ; পরন্তু জাতীয় প্রচলিত রীতানুসারে সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হয় । ইহাকেও লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে । যথা,—

তিনি মানব-লীলা সংবরণ করিয়াছেন—তিনি মরিয়াছেন ।

ইহা তাঁহার পক্ষে অনুকূল গলহস্ত—ইহা তাঁহার হিতকর ।

গণ্ডের উপর বিস্ফোটক—বিপদের উপর বিপদ ।

অরণ্যে রোদন করিলাম—বৃথা চেষ্টা করিলাম ।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য—গুরুর আদেশ অবশ্য-প্রতিপাল্য ।

বিন্দু-বিসর্গও জানি না—কিছুই জানি না ।  
 তাপিত প্রাণ শীতল হইল—হৃৎ দূর হইল ।  
 আমার পা চলিতেছে না—গমনে ইচ্ছা নাই ।  
 ইহার পাণি-গ্রহণ করিলাম—ইহাকে বিবাহ করিলাম ।  
 তিনি উষ হইয়া উঠিলেন—তিনি জ্বল হইলেন ।  
 আমার মুখ ভোঁতা হইল—আমার কথায় ফল হইল না ।  
 মশা মারিতে কামান পাতা—সামান্য কার্যে বৃহৎ উদ্যোগ ।  
 নিন্মক্সিক প্রদেশ—নির্জন স্থান ।

### রচনা ।

১৬। সাধ্ব্য-পদ-সমূহের একত্র গ্রহণ বা সমাবেশের নাম রচনা। সুতরাং ‘আমি যাইব’ ইহাও একটি রচনা। কেবল অধিত পদ-সমূহের একত্র সমাবেশ করিলেই সূত্র রচনা হয় না ; যেহেতু রচনায় উদ্দেশ্য, বিষয়, ভাবুকতা, কল্পনা ও সংযোগ-নিপুণতা আবশ্যক ; ইহাদের কতিপয়ের বা সমুদায়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারে রচনার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পাদিত হয় ।

রচনা শাস্ত্র ভেদে কল্পনা, যুক্তি ও ভাবুকতা-প্রধান হওয়া আবশ্যক । অর্থাৎ বিষয়-ভেদে, কোন রচনা যুক্তি-প্রধান, কোনটি কল্পনা-প্রধান, কোনটি বা ভাবুকতা-প্রধান হওয়া উচিত। যেমন, কোন কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইলে, উহাতে কল্পনা বা ভাবুকতা অধিক-পরিমাণে থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে স্পৃষ্ট হইতে পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, যুক্তি ও চিন্তা-প্রধান হওয়া আবশ্যক, উহাতে কল্পনার ভাগ অধিক থাকিলে বিষয়োচিত গাভীরোর লোপ হয় ।

রচনার ভাষা সর্বথা সরল বা সহজ-বোধ্য হওয়া উচিত । প্রাঞ্জলতা, ভাষাগত উৎকর্ষের বিশেষ লক্ষণ । এতদ্ভিন্ন পদ-সমূহের সংযোগ-নিপুণতা না থাকিলে ভাষা চিত্ত-হারিণী হয় না । বিষয়-ভেদে, লেখক সরল বা গাঢ়ভাব-বাজক শব্দের ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু পদ-সমূহের পরিমাণ-সামঞ্জস্য রক্ষা করা উচিত ।

প্রত্যেক ভাষায় বাক্য-রচনার এক একটি স্বতন্ত্র রীতি আছে । রীতাই ভাষার জীবন ; রীতি পরিত্যাগ করিয়া লিখিলে অনেক স্থলেই সমাক্রমে অর্থ-বোধ হয় না । অনেক লেখক ভাষার রীতির প্রতি কিছু-মাত্র লক্ষ্য রাখেন না । একরূপ লেখায় ভাষার অর্থের কিক্রম বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । রাম কহিলেন, “তিনি সে স্থানে যাইবেন না” এস্থলে কে যাইবেন না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না । ‘রাম যাইবেন না’, অথবা ‘অত্র লোক যাইবে না’, তাহার নির্ণয় সহজ নহে । ঐ বাক্যে যদি ‘রাম যাইবেন না’, এইরূপ অর্থ বৃদ্ধিতে হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষার বীতানুসারে,—রাম কহিলেন, “আমি সে স্থানে যাইব না” লিখিলে অর্থ-সঙ্গতি হয় ।

দেশ-কাল-ভেদেও ভাষার রীতিগত প্রভেদ হইয়া থাকে । শীত-প্রধান দেশে উষ্ণতা এবং উষ্ণ-প্রধান দেশে শৈত্য সূখ-জনক হওয়ায় ভাষার রীতিগত প্রভেদ দেখা যায় । বাঙ্গালা দেশ উষ্ণ-প্রধান, অতএব এখানে শৈত্য সূখদায়ক হওয়ায়, যদি কেহ কাহারও কোন মিষ্ট কথা শ্রবণ করেন, তবে তিনি বলেন, যে, ‘অমূকের কথা শ্রবণে আমার শ্রবণ বা প্রাণ শীতল হইল’ অর্থাৎ অমূকের কথায় আমি তৃপ্ত বা সুখী হইলাম ।

১৭। রচনা গণ্ড-পণ্ড-ভেদে দুই প্রকার ।

১৮। বর্ণ-গণনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাধারণ সার্থক পদ সমূহের বিভ্রাসকে গদ্য রচনা কহে ।

### গত-রচনায় পদ-বিশ্লেষ-প্রণালী ।

১৯। পদগুলির যেকোনো একে বিস্তারিত করিলে সহজে অর্থ-বোধ হয়, বাক্যে সেইরূপে পদস্থাপন কর্তব্য। কথোপকথনের ভাষায় যে পদের উপর বল (force) দেওয়া যায়, তাহাই প্রথমে উল্লিখিত হয়।

২০। বাক্যে প্রথমে কতৃপদ শেষে ক্রিয়াপদ স্থাপন করিবে।

২১। ক্রিয়া সাক্ষ্যক হইলে, কক্ষপদ ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করিবে। যদি ক্রিয়া দিকক্ষ্যক হয়, তবে মুখ্য কক্ষকে ক্রিয়ার পূর্বে এবং গৌণ কক্ষকে মুখ্য কক্ষের পূর্বে স্থাপিত করিবে। যথা,—গুরু শিষ্যকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেছেন।

২২। বাক্যে সম্বোধন পদ থাকিলে তাহাকে সর্বপ্রথমে রাখিবে। যথা,—বৎস! শোকাবেগে সংবরণ কর।

২৩। করণকারক, কক্ষপদের পূর্বে স্থাপন করিবে। যথা,—স্বহস্তে সর্বকর্ম সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হও।

২৪। সম্প্রদান কারক দানার্থ ক্রিয়ার পূর্বে বসাইবে। যথা,—দরিদ্রকে ধন দাও।

২৫। অপাদান কারক, ভয়-চলন-প্রভৃতি ক্রিয়া-বাচক পদের অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত হইবে। যথা,—তিনি ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইলেন; বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।

২৬। সম্বন্ধ পদ, যে পদের সহিত সম্বন্ধ, সেই পদের পূর্বে বসে। যথা,—রামের বাটা; আমার পুস্তক।

২৭। অধিকরণ-কারক, যাত্রার আধার তাহারই পূর্বে বসিবে। কখন কখন কতৃকারকের পূর্বেও স্থাপিত হয়। যথা,—‘রজনীতে’ চন্দ্র ‘ভূতলে’ আলোক প্রদান করে।

২৮। বিশেষণ পদ, বিশেষ্যের পূর্বেই বসে, কেবল বিধেয়

বিশেষণ হইলে পরে স্থাপিত হয়। যথা,—‘রাজা’ জনক ‘ব্রহ্মচারী’ ছিলেন।

২৯। ক্রিয়ার বিশেষণ প্রায়ই ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত হয়। যথা,—শীঘ্র যাও।

৩০। এক বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এক কর্তৃপদ থাকাহ উচিত; কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়াবৃত্ত বাক্যাংশ, সমাপিকা ক্রিয়াবৃত্ত বাক্য বা বাক্যাংশের কারণ-স্বরূপ হইলে, সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তৃ-পদ পৃথক্ হয়। যথা,—মুনি-কণ্ঠারা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব? আমি প্রকৃত কারণ কহিলে, তাহারা কদাচ বিশ্বাস করিবেন না; সাতার ছুঃখ দেখিয়া বাল্মীকিব দয়া হইল।

৩১। কর্তৃ-বাচ্য-প্রয়োগে কর্তৃ-কারকের সহিত ক্রিয়ার পুরুষেব একতা থাকিবে। যথা,—আমি করিতেছি, ত্বান করিতেছ, তিনি করিতেছেন।

৩২। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্তা হইলে, মধ্যম-পুরুষ-অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—শ্রাম ও তুমি যাও।

৩৩। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্তা হইলে, উত্তম পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—শ্রাম, তুমি ও আমি যাইব।

৩৪। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হইলে, উদ্দেশ্যের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার পুরুষের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা,—‘আমি’ ক্রমে ‘অপদার্থ’ হইয়া যাইতেছি; ‘তুমি’ ক্রমে ‘কাপুরুষ’ হইয়া যাইতেছ।

৩৫। কোন প্রকৃতির উত্তর একার্থে দুই প্রত্যয় নিষিদ্ধ। যথা,—



সৌজন্যতা, দৈর্ঘ্যতা, গাভীৰ্য্যতা, দাৰ্ঢ্যতা, বাহিক, সৌন্দৰ্য্যতা ( ১ ),  
সৌহৃদ্যতা, ঐক্যতা, দারিদ্র্যতা, ঔৎকৰ্ষ প্রভৃতি ।

৩৬। বিশেষ্য পদকে বিশেষণ-ভাবে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্য-ভাবে প্রয়োগ করা অসাধু। যথা,—আমি ‘সন্তোষ’ হইলাম, তিনি ‘আরোগ্য’ হইয়াছেন, সে ‘সাক্ষী’ দিবে ইত্যাদি স্থলে ‘সন্তুষ্ট’ ‘অরোগ’ ‘সাক্ষা’ পদের প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩৭। বাঙ্গালা ভাষায় চমৎকার, অতিশয়, বিশেষ, প্রসন্ন প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ্যপদ বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হয়। ( ২২৫ সূত্র দেখ )।

৩৮। ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয়ান্তরূপে অতীতকালের প্রত্যয়ান্ত পদের, ব্যবহার নিষিদ্ধ। যথা,—আমি আগত কল্যা যাইব, এক্ষণ স্থলে আগামী কল্যা পদের প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩৯। এক বাক্যে দুই নিষেধ-বাচক পদ বিধি-সূচক হয়। যথা,—  
ভুলি কারবে না এমন নহে ; তোমার অগম্য স্থান নাই।

৪০। যে স্থলে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা অর্থ-সঙ্গতি হয়, এক্ষণ স্থলে প্রথমে কৰ্ম্মধারয় কারিণী, তৎপরে অন্ত্যার্থে কোন প্রত্যয় করা অযুক্তিত ( ২ ) যেমন,—সুকেশিনী, শ্রামাঙ্গনা, সুবুদ্ধিমান্, নিদোষী, নীরোগী, নিৰ্ধনী, নিরপরাধী ইত্যাদি।

৪১। বিশেষণ পদের সহিত সহার্থ শব্দের সমাস হয় না। যথা,—  
সশঙ্কিত, সলজ্জিত, সক্রতজ্জ, সবিদগ্ধ-পূৰ্ব্বক, সাবধান-পূৰ্ব্বক ইত্যাদি।

৪২। সমস্ত পদের বিশেষণ তাহার অংশ-বিশেষের লিঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কোন কোন লেখক বুদ্ধা রমণীগণ, বুদ্ধিমতী

( ১ ) এতদ্বিত্ত বাবহাৰ্য্যগীৰ্য, মান্তনীয় প্রভৃতি অন্তৰ্দ্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। শব্দের উত্তর অনীষাদি কৃৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ অসম্ভব।

( ২ ) “ন কৰ্ম্মধারয়ান্নব্রূহীয়ে বহুব্রীহিচৈদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ।”

বালিকাবৃন্দ, সুন্দরী স্ত্রীলোক ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করিয়া থাকেন, গণাঙ্কি শব্দ সংস্কৃতমতে পুংলিঙ্গ ; সুতরাং এই সকল স্থলে সমস্ত পদের লিঙ্গানুসারে বিশেষণ পদের লিঙ্গ নির্ণয় সম্ভব ; কিন্তু শ্রুতি-কটু-বোধ হইলে ভিন্নরূপে বাক্য-রচনা করাই শ্রেয়ঃ ।

৪৩। কোন শব্দে বহুব-বোধক একাধিক প্রত্যয় বা শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ । যথা,—‘বালকগণেরা কহিল’ ‘যে সকল মনুষ্যেরা ইহা বলেন’, ইত্যাদি স্থলে সকল, গণ ও রা এইরূপ বহুব-বোধক একাধিক শব্দের প্রয়োগ অনুচিত হইয়াছে ।

### কতিপয় অব্যয়ের ব্যবহার ।

অতএব—পূর্ব বাক্য পরবাক্যের হেতু হইলে উভয় বাক্যের মধ্যে ‘অতএব’ অব্যয়ের ব্যবহার করা হয় । যথা,—“আমরা যাহা আহ্বার করি, তাহার সারাংশ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীর-পোষণ করে, অতএব যে সকল পদার্থে শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাই আমাদের খাদ্য ।”

প্রমাণ-প্রদর্শন-পূর্বক কোন বিষয়ের মীমাংসা স্থলে ‘অতএব’ ব্যবহৃত হয় । যথা,—‘গ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয় ; তাহা সকল সময়ে গোল দৃষ্ট হইয়া থাকে, পৃথিবী গোল না হইলে তাহার ছায়া গোল হইত না ; অতএব পৃথিবী গোল ।’

অথচ—যেখানে কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় না, সেই স্থলে ‘অথচ’ অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা,—‘সমুদ্র এত বিস্তৃত যে, সমুদ্রের কিয়দূর গমন করিলে, আর তীর দেখা যায় না, অথচ জাহাজের লোক পথহারা হয় না ।’

অথবা,—পদ, বাক্যাংশ বা বাক্য-দ্বয়েব সমার্থতা কিংবা বিকল্প প্রকাশ  
কিংবা,—স্থলে ‘অথবা’ ‘কিংবা’ ‘বা’ এই অব্যয়ের ব্যবহার হয়।

বা—যথা,—‘যে দেশের লোক যদৃচ্ছান্ন ফল-মূল অথবা মৃগয়া-  
লব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূতি করে, তাহারা অসভ্য।’ ‘চ কিংবা  
ছ পবে থাকিলে নিসর্গ স্থানে ন হয়।’ ‘যাহাকে অয়স্কান্তমণি  
বা চুম্ব প্রস্তর কহে, তাহা লৌহের অবস্থা-ভেদ মাত্র।’

অধিকন্তু—কোন বিষয়ে কিছু বলিবার পর, আরও কিছু বলিতে হইলে  
‘অধিকন্তু’ অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা,—‘নবনীত যেক্রপ পুষ্টিকর,  
নবনীত-তরুর ফলেরও তদ্রূপ পুষ্টিকারিতা আছে; অধিকন্তু  
উহা এক বৎসর শুষ্ক করিয়া রাখিলেও বিকার প্রাপ্ত হয় না।’

অয়ি—কোমল সম্বোধনে ‘অয়ি’ অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,  
অয়ি জনকি; অয়ি জীবনেশ!

অর্থাৎ—কোন বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিবার কালে ‘অর্থাৎ’ অব্যয়  
প্রযুক্ত হয়। যথা,—রবর চক্ষেছা; অর্থাৎ ইহাকে অনায়াসে  
ছেদন করা যায় না।

আঃ—কোন বিপদে পড়িলে বা যুগা বা বিরক্তি উপস্থিত হইলে, ‘আঃ’  
অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—আঃ কি যন্ত্রণা! আঃ কি জঘন্য  
ব্যাপার উপস্থিত!

আমরি—কোন পদার্থ দর্শন করিয়া মন মুগ্ধ হইলে, ‘আমরি’ শব্দের  
প্রয়োগ হয়। যথা,—সীতা বলিতেছেন,—আমরি কি  
চমৎকার চিত্র করিয়াছে।

আহা—চিত্তে আনন্দোদয় হইলে বা কোন দুঃখজনক ব্যাপার উপস্থিত  
হইলে তৎপ্রকাশার্থে ‘আহা’ অব্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা—  
আহা শিশুটি কি সুন্দর! আহা কুপে পাতত হইলে!

ই—নিশ্চয়ার্থে ও দুঃখ প্রকাশাদি স্থানে ‘ই’ অব্যয়ের ব্যবহার হয়।

যথা,—জীবন হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে। কেনই বা আমি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম ?

“তিনি আমার বন্ধু” এই বাক্যের প্রত্যেক পদে ‘ত’ যোগ করিলে অর্থের ষেক্ষপ পার্থক্য ঘটে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—  
(১) তিনিই আমার বন্ধু অর্থাৎ আর কেহ নয়। (২) তিনি আমারই বন্ধু অর্থাৎ আর কাহাবও নয়। (৩) তিনি আমার বন্ধুই অর্থাৎ বন্ধুত্ব ভিন্ন তাঁহার সহিত অন্য সম্বন্ধ নাই।

ইতি—কোন বিষয় বলিবার বা লিখিবার শেষে ‘ইতি’ অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা—‘নিবেদন ইতি’। অর্থাৎ ইহার পর আর কোন বক্তব্য নাই।

এবং, দুই বা ততোধিক পদের, বাক্যের বা বাক্যাংশের সংযোগ ও, স্থলে ‘এবং’ ‘ও’ ‘আর’ অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথাক্রমে আব—উদাহরণ—যথা,—রাম এবং লক্ষ্মণ আসিতেছেন। যৌবন-কাল পাপ ও পুণ্য উভয়ের সন্ধিস্থান। মাতাপিতার সেবা করা আর তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য।

পুনরায় অর্থেও “আর” ব্যবহৃত হয়। যথা—যেন আর ফিরিতে না হয়। অতএব এই অর্থেও ‘আর’ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।  
যথা—সে কর্ম্ম আর কেহ করে নাই।

প্রধানশিক্ষক এখন বিদ্যালয়ে আইসেন নাই। এই বাক্যের প্রত্যেক পদে ‘ও’ যোগ করিয়া দেখা যাউক অর্থগত কিরূপ পার্থক্য ঘটে।

(১) প্রধানশিক্ষকও এখন বিদ্যালয়ে আইসেন নাই অর্থাৎ অন্তের কথা দূরে থাকুক প্রধানশিক্ষকও আইসেন নাই। (২) প্রধান-শিক্ষক এখনও বিদ্যালয়ে আইসেন নাই। অর্থাৎ তাঁহার পূর্বে

আসা উচিত ছিল, কিন্তু এখনও আইসেন নাই । ( ৩ ) প্রধানশিক্ষক এখন বিছালয়েও আইসেন নাই । অর্থাৎ তাঁহার অন্তর য়াওয়া দূরে থাকুক, তিনি এখন বিছালয়েও আইসেন নাই । ( ৪ ) প্রধান-শিক্ষক এখন বিছালয়ে আইসেনও নাই । অর্থাৎ বিছালয়ে আসিয়া কার্য্য করা দূরে থাকুক তিনি এপর্য্যন্ত আইসেনও নাই ।

এমন কি—কোন পদ-প্রয়োগের সার্থকতার প্রমাণ-প্রদর্শন স্থলে ‘এমন কি’ পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা,—জুনা গিয়াছে, যে, সেই বনমানুষ পূর্বে অতিশয় উগ্রস্বভাব ছিল, এমন কি সে যে পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিত, তাহার তিনটি লোহ-দণ্ড ভগ্ন করিয়াছিল ।

কিন্তু—বাক্যের সঙ্কোচ-বিধান করিতে ‘কিন্তু’ অব্যয়ের ব্যবহার হয় । যথা,—আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম । এই সঙ্কোচ নানাপ্রকারে হইয়া থাকে । ( ১ ) কোথাও দুইটি কার্য্য পরস্পর বিপরীতভাবে বর্ণিত হয় । যথা,—পূমে ঘর বাড়ী সব কাল করিয়া ফেলে, কিন্তু বাপ্পে তাহা হয় না । ( ২ ) কোন বিষয়ের আধিক্য বর্ণন কালে অল্প বিষয়ের আধিক্য বর্ণনের ব্যাঘাত না জন্মাইয়াও অথের নূনতা বিধান করে । যথা,—স্বভাব সর্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে ।

কি—প্রশ্ন, হর্ষ, ক্রোধ, বিতর্ক, প্রভেদ, বিশ্বাসাদি প্রকাশ স্থানে ‘কি’ অব্যয়ের প্রয়োগ হয় । যথা,—তুমি কি যাইবে ? কি সুন্দর দৃশ্য ! কি অহঙ্কার ! আমি এখন কি করি ? কি খাও, কি পরিধেয় সকলই পরিশ্রম-সাধ্য । রামচন্দ্রেরও কি মতিভ্রম ঘটয়াছিল ?

ত—প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি স্থলে ‘ত’ অব্যয়ের প্রয়োগ হয় । যথা,—  
বলি, আর্থাপুল্লের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই ? দেখ ত সে  
কি করিতেছে ।

নচেৎ, কোন বিষয়ের অত্যাচারে যে বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়,  
নতুবা—তাহার বর্ণনা স্থলে ‘নতুবা’ অব্যয়ের ব্যবহার হয় । যথা,  
—শরীরের ঞ্চায় মনেরও চালনা আবশ্যক ; নতুবা মনোবৃত্তি-  
সমুদায় নিস্তেজ হইয়া যায় ।

না—কোন কার্য্যে নিষেধ করিবার সময়ে ‘না’ অব্যয়ের প্রয়োগ  
হয় । যথা,—কদাচ মিথ্যা কথা কহিবে না । ‘না’ কখন কখন  
প্রশ্নসূচক হইয়া থাকে । যথা—‘তোমার না, একটি বিবাহ-  
যোগা পুত্র আছে ? ‘না’ কখন কখন ‘বা’ অব্যয়ের ন্যায় কার্য্য  
করে । যথা—কে গৃহে প্রবেশ করিল ? নরেশ না তিলোত্তমা ?

প্রতি—দিকে, প্রত্যেক, বীপ্সা প্রভৃতি অর্থে ‘প্রতি’ অব্যয়ের  
ব্যবহার দেখা যায় । যথা,—মৎস্য জলমধ্যে অতি দ্রুতবেগে  
ভক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হয় ; টাকা প্রতি অষ্টগুণা ; প্রতি  
গৃহে নিমন্ত্রণ করিও ।

প্রত্যুত—পর বাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যের বৈপরীতা-সম্পাদন করিতে  
হইলে, ‘প্রত্যুত’ অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে । যথা,—  
অল্পজ্ঞান বায়ু দাহক ও অজ্ঞান বায়ু দাহ, কিন্তু ইহাদের  
রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন জল না দাহক, না দাহ ; প্রত্যুত  
অগ্নিনির্ক্ষাপক ।

প্রভৃতি—অনেকগুলি পদের প্রয়োগ স্থলে কতিপয়ের উল্লেখ করিয়া তৎ-  
পরে—‘প্রভৃতি’, ‘আদি’ ‘ইত্যাদি’ শব্দের প্রয়োগ করা যায় ।  
যথা,—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ ।

ফলতঃ,—জটিল দীর্ঘ বাক্যকে ক্ষুটতর করিতে ‘ফলতঃ’ ‘বস্তুতঃ’

বস্তুতঃ—অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যথা,—যখনই প্রিয়ার বদন-সুধাকর  
সন্দর্শন করি, তখনই আমার চিত্ত-চকোর চরিতার্থ ও অন্তরাগ্না  
‘অনির্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয় ; ফলতঃ ইনি গৃহের  
লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাজ্ঞান-রূপিণী ইত্যাদি।

বটে—সত্যাদি অর্থে ‘বটে’ অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—এত  
পাইলাম বটে, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল।

যেন—উৎপ্রেক্ষা, ক্রোধ, প্রার্থনা, সাবধানতা, অনুমান প্রভৃতি অর্থে  
‘যেন’ অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা,—যেন কালান্তক যম।  
যেন আর ফিরিতে না হয়। যেন ভুলিবেন না। যেন সেই  
স্থানে যাউ ও না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি  
অনেক দিন রোগ-ভোগ করিতেছেন।

যেমন—ছুই বিধের সাদৃশ্য প্রদর্শন স্থলে ‘যেমন’ অব্যয়ের প্রয়োগ  
হইয়া থাকে। যথা,—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গঙ্গা যেমন খর-  
শ্রোতাঃ, যমুনাও তদনুরূপ। কোন কার্যের দৃঢ়তার সমর্থন  
স্থলেও ‘যেমন’ অব্যয়ের প্রয়োগ থাকে। যথা,—স্বীয় পরি-  
বারের কল্যাণ-চিন্তা যেমন পাত্যেক মানবের কর্তব্য, তদ্রূপ  
সদেশের শুভানুধানও প্রাত্যেকের অবশ্যকরীয়।

যেহেতু—যে স্থলে কোন কার্যের উল্লেখ করিয়া পরে তাহার কারণ  
প্রদর্শন করিতে হয়, সেই স্থানে কারণ-প্রদর্শনের পূর্বে  
‘যেহেতু’ প্রযুক্ত হয়। যথা,—সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করা  
অবিধেয় ; যেহেতু তাহাতে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে ও রোগ-  
প্রবণ হইয়া থাকে।

সুতরাং—পূর্ববাক্য পর বাক্যের কারণ স্বরূপ হইলে, উভয় বাক্যের মধ্যে

‘সুতরাং’ প্রযুক্ত হয় । যথা,—যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন সর্বোপায়ে প্রজা-রঞ্জন করাই আমার কর্তব্য কল ও প্রধান ধর্ম ; সুতরাং জানকীরেই তাগ করিতে হইল ।

৪৪ । কতকগুলি শব্দের সহিত কতকগুলি শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ আছে ।

যদি	{	তাহা হইলে...যদি তুমি যাও, তাহা হইলে আমি যাইব ।
		তবে.....যদি সে আইসে, তবে তুমি বাইও ।
যদ্যপি	{	তথাপি...যদ্যপি বিপদ ঘটে, তথাপি ছাড়িব না ।
যদিও	{	তবু...যদিও সে বলে, তবু তুমি বলিও না ।
বরং	{	তথাপি...বরং মরিব, তথাপি মিথ্যা বলিব না ।
		তথাচ ..বরং দেশত্যাগ ভাল, তথাচ কুসংসর্গ অনুচিত ।
		তবু... ..বরং অরণ্যে বাস করিব,তবু অধীন হইব না ।
অপেক্ষা	{	বরং...মিথ্যাবাদী মিত্র অপেক্ষা সত্যবাদী শত্রু বরং ভাল ।
চেয়ে	{	বরঞ্চ.....সে স্থানে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়া বরঞ্চ ভাল !

৪৫ । এইরূপ যত, তত ; যখন, তখন ; যথা, তথা ; যেখানে সেখানে ; বটে, কিন্তু—প্রভৃতি শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ আছে ।

৪৬ । প্রথমে যিনি, যে, যাহা বা যা শব্দের প্রয়োগ করিলে, পরে তিনি, সে, তাহা, তা শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক । যথা,—যিনি শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি গুরু ইত্যাদি ।

৪৭ । কোন প্রসিদ্ধ নাম বা অনুভূত বিষয়ের পরিবর্তে তদ্ সর্ব-নামের ব্যবহার হইলে যদ্ সর্বনামের প্রয়োজন হয় না । যথা,—সেই পরাংপর পরমেশ্বরে নির্ভর কর; আমাদের সে দিন আর নাই ইত্যাদি ।



## বচনা-শিক্ষা-বিষয়ে কতিপয় উপদেশ ।

৪৮। কতকগুলি বিশেষ্য পদ লইয়া তাহাদের পূর্বে যথাবোধ্য বিশেষণ পদের স্থাপন করিবে। যথা,—মহুয়া,—বিদ্বান্ মহুয়া ; রৌদ্র,—প্রথর রৌদ্র ; বাত্যা,—প্রবল বাত্যা ; বৃক্ষ,—প্রকাণ্ড বৃক্ষ ; পণ্ডিত,—প্রবীণ পণ্ডিত ; লোক,—সম্ভ্রান্ত লোক অরণ্য,—বৃহৎ অরণ্য ; প্রাস্তর,—বিশাল প্রাস্তর ।

প্রশ্ন—পরবর্তী বিশেষ্য পদ গুলির পূর্বে যথাবোধ্য বিশেষণ পদের স্থাপন কর। পর্বত, নদী, রাজ-পথ, কানন, আলেখ্য ; ঋষাশৃঙ্গ, বান্মীকি, কালিদাস, প্রতাপসিংহ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, রাবণ, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ, মম্বরা ।

৪৯। কতকগুলি বিশেষণ পদ লইয়া তাহাদের পরে যথোপযুক্ত বিশেষ্য পদের স্থাপন করিবে। যথা,—প্রাচীন,—প্রাচীন বৃক্ষ ; কোলিক,—কোলিক প্রথা ; তাদৃশী,—তাদৃশী অবস্থা ; অদৃষ্টপূর্ব,—অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার ।

প্রশ্ন—পরবর্তী বিশেষণ পদগুলির পরে যথোপযুক্ত বিশেষ্য পদের স্থাপন কর। মহামতি, দুর্মতি, গম্ভব্য, উত্তুঙ্গ, বিপুল, বুদ্ধিমান, বিদূষী, গভীর, সর্ববাদি-সম্মত, স্বেচ্ছা-সম্মত, ভীষণ-তরঙ্গ-মালা-সমাকুল ।

৫০। বাক্যে অন্ততঃ একটি ক্রিয়াপদ ও একটি কতৃপদ থাকে। যথা —  
রাম হাসিতেছেন ।

(ক) কখন কখন ক্রিয়া-রহিত বাক্যেরও প্রয়োগ দেখা যায়।  
যথা,—রাম ধনীর সন্তান ।

প্রশ্ন। নিম্নলিখিত বাক্য গুলির মধ্যে কোন্ গুলিতে ক্রিয়ার প্রয়োগ

করিতে হইবে? কোন্ গুলিতে ক্রিয়া অনুকৃত থাকিলে চলিবে? বর্ষাকাল উপস্থিত; শিশুটি আত্ম সুন্দর; ধনে কি প্রয়োজন? বিদ্যা, অমূল্য ধন; অনুকরণ শিক্ষার সোপান; বাণিজ্য জাতীয় উন্নতির মূল; রামের চরিত্র পরম পবিত্র; আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী; মুখ-মণ্ডল হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ; পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি; কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রধান উপাদান।

৫১। ক্রমশঃ প্রত্যেক পদ ও কারক গইয়া বাক্য রচনায় প্রবৃত্ত হইবে।

যথা,—(১) দ্বিজ-তনয় সংগ্রহ করিতেছেন। (২) দ্বিজতনয় ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৩) দ্বিজতনয় স্বহস্তে ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৪) দ্বিজতনয় বন হইতে স্বহস্তে ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৫) দ্বিজতনয় অতি প্রত্যাষে গাত্রোত্থান করিয়া বন হইতে ফল-পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন। (৬) নবোপনীত দ্বিজতনয় অতি প্রত্যাষে গাত্রোত্থান করিয়া দেবতাদিগকে বলি দিবার নিমিত্ত বন হইতে স্বহস্তে নানা বৃক্ষের ফল পুষ্পাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

৫২। রচনায় নিরর্থক পদের প্রয়োগ করা উচিত নহে। অল্প কথায় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করাই ভাল।

(ক) কখন কখন বিশেষণ-বোধক অসম্পূর্ণ বাক্যের পরিবর্তে একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিয়া বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা,—

(১) যে ঔষধের পরীক্ষা হইয়াছে তাহাই রোগীর সেব্য।

পরীক্ষিত ঔষধই রোগীর সেব্য।

(২) যে পদের নীচে রেখা আছে তাহার পদ-পরিচয় দাও।

নিম্ন-রেখ পদের পদ-পরিচয় দাও।

(৩) যাহারা তৃণ ভোজন করে এমন পশুর নাম কর ।

তৃণভোজী পশুর নাম কর ।

(৪) তিনি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার  
পারদর্শিতা ছিল ।

অধীত শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল ।

প্রশ্ন—পরবর্তী বাক্যাগুলিকে সংক্ষিপ্ত কর ।

(১) যাহারা অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহারা অসময়ে ক্লেণ পান না ।

(২) যাহাতে অধিক ব্যয় হয়, এমন কার্যো আনি হস্তক্ষেপ করি না ।

(৩) যে সকল শব্দের অর্থ বুঝা যায় না, তাহাদের টীকা আবশ্যক ।

(৪) যাহারা অগীত ঘটনা জানে, তাহারাও দেখে নাই ।

(৫) যে সকল পক্ষত হইতে অগ্ন্যাংপাত হয়, তাহাদেব সংখ্যা কত ?

৫৩। সন্মাসের সাহায্যে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায় । যথা,—

(১) এ পর্য্যাস্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই, তিনি অজাত শত্রু ।

(২) এ পর্য্যাস্ত তাঁহার গুণ জন্মে নাই, তিনি অজাতগুণ ।

(৩) তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না ।

তিনি কিংকর্ষব্য বিমূঢ় হইয়াছেন ।

(৪) লোকে যাহা দেখে নাই, যাহা শুনে নাই এক্রপ ঘটনা সংঘটিত  
হইয়াছে

অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ।

প্রশ্ন—(১) সীতা হাশ্ব করিতে করিতে বলিলেন । (২) যাহারা  
বিদ্যা উপার্জন করিয়াছেন, তাহারা সর্বত্র আদরণীয় । (৩) যাহারা  
মিথ্যা কথা কহে, তাহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে । (৪) বশিষ্ঠ দেব  
যাহাদের প্রথমে আছেন, সেই সকল বিপ্র আসিতেছেন । (৫)

যে কেবল লোকের অমঙ্গলই চায়, সেই মন্তরা আসিতেছে । এই বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত কর ।

৫৪ । কৃত ও তদ্ধিতের সাহায্যে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা যায় । যথা,—

(১) যাহারা অতীত ঘটনা জানেন—অতীতবেদী । (২) ত্রায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন—নৈয়ামিক । (৩) বাহা অমৃতরস বর্ণণ করে—অমৃতরসবর্ণী । (৪) জলপান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—পিপাসা হইয়াছে । (৫) পরলোক আছে এই জ্ঞান যাহার আছে—আন্তিক ।

প্রশ্ন—(১) বাল্যকালে যেরূপ চঞ্চলতা সহজে হয় । (২) যে সকল শব্দ উক্ত হয় নাই । (৩) যে বাক্য পশ্চাৎ উক্ত হইয়াছে । (৪) যাহারা পরীক্ষা দিতে চায় । এই বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত কর ।

৫৫ । ষষ্ঠী বিভক্তান্ত পদকে প্রত্যয় সাহায্যে বিশেষণ রূপে প্রয়োগ করা যায় । যথা,— ১) গঙ্গার বারি—গাঙ্গাবারি । (২) আমার ভবন—মদীয় ভবন (৩) তোমার পুস্তক—ত্বদীয় পুস্তক । (৪) আপনার মত লোক—ভবাদৃশ লোক । (৫) দশরথের পুত্র—দাশরথি । (৬) সুখের উষা—সুখময়ী উষা । ৭) দুঃখের রজনী—দুঃখময়ী রজনী ।

৫৬ । কতকগুলি বাক্য লইয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে । যথা,—(১) কোথা হইতে আসিলেন ? (২) আপনি কোন্ স্থান হইতে এখানে আগমন করিলেন ? (৩) আপনার আগমনে কোন্ দেশবাসি-জনগণ আপনার দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন ?

(২) সন্ধ্যা হইল । সায়ংকাল উপস্থিত হইল । সূর্যাস্ত হইল । সূর্যাদেব অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ভগবান্ কমলিনীনাথক অস্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন ।

(৩) তিনি মরিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি কালকবলে কবলিত হইলেন। তিনি কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে নানাপ্রকারে প্রকাশ কর।

(১) সে অধঃপাতে গিয়াছে। (২) এ কথা বলার প্রয়োজন নাই। (৩) যত্ন না করিলে মনোরথ সিদ্ধ হয় না। (৪) সূর্য্য-কিরণে বালুকা রাশি উত্তপ্ত হয়। (৫) জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের সোপান। (৬) বিত্তা অমূল্য ধন।

৫৭। বহুবাক্যকে একবাক্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে।

(১) সূর্য্য অস্তগত হইল। (২) দশদিক্ তমসাবৃত হইল। (৩) আমি কুটীর হইতে বহির্গত হইলাম। (৪) সায়ং কার্য্য সমাপন করিলাম। (৫) শুক্লবসন পরিধান করিলাম। (৬) কিয়ৎকাল তপায় বিশ্রাম লাভ করিলাম। (৭) কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম।

একবাক্য—সূর্য্যাস্তের পর দশদিক্ তমসাবৃত হইলে, আমি কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া সায়ংকার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক শুক্লবসন পরিধানান্তে কিয়ৎকাল তপায় বিশ্রামলাভের পর কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে একবাক্যে পরিণত কর।

(১) এক্ষণে বিত্তার বিমল জ্যোতিঃ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে। (২) শিল্পবিত্তার উন্নতি হইতেছে। (৩) মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমণঃ লাঘব ঘটিতেছে। (৪) বিত্তাচর্চ্চায় লোকে অবসর পাইতেছে।

৫৮। শব্দের অর্থগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দের প্রয়োগ করিবে।

কতিপয় শব্দের অর্থগত পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ করিয়া প্রহার করা যায়; যেমন বাণ প্রভৃতি।

শস্ত্র—যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায়; যেমন খড়্গাদি।

অপচয়—বৃথা বা নিশ্চয়োজনে নষ্ট করা ।

অপব্যয়—প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা ।

অদ্ভুত—অভূতপূর্ব ঘটনাকে অদ্ভুত কহে ।

আশ্চর্য্য—কোন বিষয় ঘটবার সম্ভাবনা না থাকিলেও যদি তাহা ঘটিতে দেখা যায়, তবে সেই ঘটনাকে আশ্চর্য্য ঘটনা কহে ।

উদ্বেগ—ভবিষ্যদাশঙ্কায় হৃশ্চিন্তাকে উদ্বেগ কহে ।

উৎকর্থা—কোন আসন্ন বিপদ অবগত হইয়া বা অনুমান করিয়া তজ্জন্ত হৃশ্চিন্তাকে উৎকর্থা কহে ।

ভক্তি—পূজ্য জনে অহুরাগ ।

প্রীতি—সমবয়স্কের প্রতি ভালবাসা ।

স্নেহ—পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা ।

দীন—সর্বপ্রকার উপায়-বিহীন ব্যক্তি ।

দরিদ্র—নিধন ব্যক্তি ।

অনাথ—নিরাশ্রয় ব্যক্তি ।

দ্বेष—পরশ্রীকাতরতা ; অন্তের সৌভাগ্য-দর্শনে হুঃখিত হওয়া ।

হিংসা—হননেচ্ছা ; কাহারও ধ্বংস-সাধনের ইচ্ছা ।

বন্ধু—অত্যাগ-সহন ; যিনি প্রণয়ীর ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না ।

সুহৃৎ—সর্বদা অহুগত ব্যক্তি ।

মিত্র—এক-ক্রিয় ব্যক্তি ।

সখা—দমপ্রাণ ; প্রিয় ব্যক্তির সুখ হুঃখে স্বয়ং সুখহুঃখবোধকারী ।

ঔদাস্ত—কোন কৰ্ম্ম অসাধ্য ভাবিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা বা তাহা হইতে নিবৃত্তি ।

আলস্ত—পরে করা যাইবে বলিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে বিলম্ব করা । সামর্থ্য-সম্বন্ধে অনুৎসাহ ।

দীর্ঘসূত্রতা—চির-ক্রিয়তা ; কোন কৰ্ম্ম ‘করিতেছি’, ‘করিব’ এই প্রকারে বিলম্ব করা ।

অনুকূল—অনুমোদন-কারী ; যাচকের প্রার্থনা পূরণে সর্বদা প্রস্তুত ; সদয়—দয়ালু ।

মহৎ—সদৃশ-জ্ঞাপক ; জ্ঞানী বা ধাত্মিক ব্যক্তিকেই মহৎ বলা যায় ।

বৃহৎ—কোন বস্তুর আয়তন বা উচ্চতাতির পরিমাণ-জ্ঞাপক ।

পরিষ্কৃত—নির্ম্মল ।

পরিচ্ছন্ন—পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট ।

পরিচ্ছিন্ন—সীমাবদ্ধ ।

ধন—যাহার বিনিময়ে অন্য বস্তু পাওয়া যায় ।

অর্থ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।

প্রশ্ন—নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থগত পার্থক্য দেখাও ।

পরিতাপ, অনুতাপ ; উপাদান, উপকরণ ; আমোদ, প্রমোদ ; নির্জ্ঞন, নিস্তরু, নির্মাণ, আবিষ্কার ; বিস্ত্রী, বিবর্ণ ; সাহস, উৎসাহ ; শোক, দুঃখ ; যত্ন, অহুরাগ ; প্রফুল্ল, প্রসন্ন ।

৫৯। যে বাক্য প্রশ্ন-সূচক নহে ঐদৃশ সরল বাক্যকে প্রশ্ন-সূচকরূপে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিবে । যথা,—পুল্লশোক সামান্ত নহে—  
এই বাক্যকে প্রশ্ন-সূচক করিতে হইলে, বলিতে হইবে, যে, ‘পুল্ল

শোক কি সামান্য ?' ধনবান্ হওয়া সহজ ব্যাপার নহে—‘ধনবান্ হওয়া কি সহজ ব্যাপার ?’ মিথ্যা কথা বলায় পৌরুষ নাই—‘মিথ্যা কথা বলায় কি পৌরুষ আছে ?’ ধূম পান করা উচিত নহে—‘ধূম পান করা কি উচিত ?’ সর্বদা সাবধান থাকিবে—‘সর্বদা সাবধান থাকা কি উচিত নয় ?’ পরিস্কৃত বসন পরিধান করিবে—‘পরিস্কৃত বসন পরিধান করা কি উচিত নয় ?’

৬০। কোন বাক্যের এক একটি পদ অমুক্ত রাখিয়া তাহার পূরণের চেষ্টা করিবে। যথা,—“দীর্ঘজীবী হুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।” এই বাক্যের এক একটি পদ অমুক্ত রাখিয়া পূরণ কর।

(১) —হুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(২) দীর্ঘজীবী—অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(৩) দীর্ঘজীবী হুঃখী—অল্পায়ুঃ সুখী ভাল।

(৪) দীর্ঘজীবী হুঃখী অপেক্ষা—সুখী ভাল।

(৫) দীর্ঘজীবী হুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ—ভাল।

(৬) দীর্ঘজীবী হুঃখী অপেক্ষা অল্পায়ুঃ সুখী—।

৬১। সাক্ষাৎ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। বক্তা স্বয়ং যে কথা বলেন, তাহা সাক্ষাৎ উক্তি; আর বক্তার মুখ-নিঃসৃত সাক্ষাৎ উক্তির মর্ম্ম অল্পদ্বারা প্রকাশিত হইলে, তাহাকে পরোক্ষ উক্তি কহে।

একটি বাক্য দ্বারা ইহা বিশদ করা যাইতেছে। রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভাই, আমি আগামী কলা পিতার আদেশে বন-গমন করিব। ইহা সাক্ষাৎ উক্তি।

রাম ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, যে, তিনি আগামী কলা পিতার আদেশে বনে গমন করিবেন। ইহা পরোক্ষ উক্তি।



৬২। প্রথমে দৃষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৬৩। বস্তু বিচার, প্রাণি-বিজ্ঞা, উদ্ভিদ-বিচার জীবন-চারাৎ প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠে নানাবিধ তত্ত্ব এবং বিষয়-গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কলন আবশ্যক।

৬৪। রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে তৎসম্বন্ধে নিজের মনে মনে প্রশ্ন করিয়া আপনি তাহার উত্তর করিতে চেষ্টা করিবে। সকল বিষয়ের সমস্ত জ্ঞাতব্য অবগত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে; তথাপি যতদূর জানা আছে, তাহার (ঐরূপে প্রাপ্ত) উত্তরগুলি সাজাইয়া লিখিতে আরম্ভ করিবে। রচনা করিবার সময়ে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য গুলির উত্তর সংগ্রহ করিয়া লিখিবে।

বস্তু-বিষয়ক প্রবন্ধে—বস্তুর প্রকার-ভেদ অর্থাৎ স্বাভাবিক কি কৃত্রিম; স্বাভাবিক হইলে, শ্রেণী, অবস্থান, উপাদান ও ব্যবহার। কৃত্রিম হইলে উদ্ভাবন, উপকরণ, উৎপাদন, প্রকাশন, সংস্করণ ও ব্যবহারাদি।

## ‘লৌহ’

লৌহ দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। যাহা স্বাভাবিক তাহা খনিতে মৃত্তিকা মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়, অগ্নির উত্তাপে এই মিশ্রিত লৌহ দগ্ধ করিয়া বিশোধিত করিতে হয়; বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা দেখিতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; কঠিনত্ব, ঘাতসহত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি গুণে ইহা আমাদের নানা প্রয়োজন সাধন করে; কঠন, ঘর্ষণ, চাপন ও পেষণাদি কার্যের জন্ত ইহা বিবিধ অস্ত্র ও যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শারীর-বিজ্ঞাবিৎ পণ্ডিতেরা বিশুদ্ধ লৌহ হইতে নানাবিধ

ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। গৌহের কৃত্রিম অবস্থা ইম্পাতাদি। ইহার কাঠিন্যপ্রভৃতি গুণের তারতম্য-বিধানের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা প্রস্তরাদির চূর্ণসহযোগে, উত্তাপের অল্লাধিক প্রয়োগে বিবিধ অভিনব সংস্করণের সৃষ্টি হইয়াছে ; তদ্বারা নানাবিধ শিল্প যন্ত্রাদি নির্মিত ও দেশান্তরে নীত হইয়া—বাণিজ্যের প্রসার, দেশের অর্থবৃদ্ধি ও সাধারণের কত ছুফর কার্য্য অনায়াসে সংসাধিত হইতেছে।

উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধে—জাতি, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ( মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল ও বীজ ) কার্য্যকারিতা ( কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চিকিৎসাদি-বিষয়ক ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনাদি।

### ‘নারিকেল বৃক্ষ’

গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সমুদ্রতীরবর্তী ভূমিতে তাল-জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। সাধারণতঃ এই সকল বৃক্ষ ৩০ হইতে ৬০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের মূলভাগ স্থলস্থ মূলগুচ্ছ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ ; তজ্জগৎ ইহাদিগকে গুচ্ছমূল বৃক্ষ বলা যায়। ইহাদের গুপ্তাকৃতি অতুচ্চ কাণ্ডে শাখা প্রশাখা নাই, কতিপয় করপত্র-সদৃশ পত্রের দীর্ঘবৃন্তমূল কাণ্ডে বেঁটন করিয়া চতুর্দিকে ছত্রাকারে জন্মিয়া থাকে। শীর্ষদেশে নবপত্রের উদগম হইলে, অধঃস্থিত পত্রগুলি পক ও গুচ্ছ হইয়া পড়িয়া যায় ; কাণ্ডে তাহার একটি মাত্র চিহ্ন থাকে। পঞ্চম বর্ষেই নারিকেল-বৃক্ষের পুষ্প-বিকাশ হয়, মৃত্তিকাদির দোষ থাকিলে পুষ্পবিকাশে বিলম্ব হয়। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প, অসির জ্বায় ফলক-মধ্যস্থিত দীর্ঘ-দণ্ড গাত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। যথাসময়ে ফলকটি বিদীর্ণ হইলে, পুষ্প দেখা যায় ; ক্রমে এই সকল পুষ্প হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এক একটি

পুষ্প-দণ্ডে ২০।২৫টি ফল থাকে, অপকাবস্থায় ফল সুমিষ্ট জলপূর্ণ থাকে, পাকিলে তাহার কিয়দংশ শস্যে পরিণত হয় ও অবশিষ্টাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক মিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। অপক ফলকে ডাব এবং পক ফলকে নারিকেল বা খুনো কহে। ডাব ও নারিকেল প্রায় বারমাস ফলিয়া থাকে। সুপক নারিকেল, বীজরূপে ব্যবহৃত হয়। কৃষকেরা ১ বিঘা ভূমিতে ৬০।৭০টি নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া ষথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। ইহার ভূমি সাধারণতঃ সরস ও লবণ-বহুল হওয়া আবশ্যক। নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ড, পত্র, ফল ও শস্য হইতে অতি প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য-জাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল-বৃক্ষবিহীন দেশে এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে বাণিজ্যের বিশিষ্টরূপ সুযোগ ঘটবার সম্ভাবনা। চিকিৎসকগণ নারিকেলের মস্তকস্থিত নবপত্রাকুর ও ফল হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণীর তীরে ও পুষ্পবাটিকায় নারিকেল বৃক্ষ অতি সুন্দর শোভাধারণ করিয়া থাকে।

---

প্রাণি-বিষয়ক প্রবন্ধে—শ্রেণীভেদ, অবস্থিতি, আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্য, গতি, সন্তানাদি, জীবিতকাল ও কার্যোপযোগিতা।

### ‘হস্তী’

হস্তী জরায়ুজ, উদ্ভিদভোজী, মেরুদণ্ডী, চতুষ্পদ জন্তু। সচরাচর ষ্বেত ও কৃষ্ণ, দুই প্রকার হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের স্থল দেহের তুলনায় মস্তক, চক্ষুঃ ও পুচ্ছ অতিশয় ক্ষুদ্র। নাসিকার স্থলে, ক্রম-স্থল এক সুদীর্ঘ শূণ্য-গর্ভ নলাকৃতি মাংস রজ্জু লম্বিত হইয়া প্রায় মৃত্তিকাস্পর্শ করিয়াছে, তাহাকে শুও বলে। বস্ত্র অবস্থায় ইহারা সিংহ-ভয়ে অপেক্ষাকৃত উগ্র-ভাবে বল-বন্ধ হইয়া বিচরণ করে।

বিবিধ কোশলে মনুষ্য ইহাদিগকে বন হইতে ধরিয়া আনিয়া প্রতিপালন করে ও ‘পোষ মানায়’। তখন ইহাদের প্রকৃতি কিছু শাস্ত হয়। অশ্বখ, বট, কদলী প্রভৃতি বৃক্ষের শাখা, পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্ত্র বীজাদি ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। যৌবনাবস্থায় একটি হস্তী—বিংশ অশ্বের বল ধারণ করে। ইহাদের শুণ্ডের শক্তি অত্যন্ত অধিক। গ্রাম্য হস্তী প্রতিপালকের অভিপ্রায় কিম্বৎপরিমাণে অবগত হইতে পারে। ইহারা এককালে একটির অধিক সন্তান প্রসব করে না। হস্তী প্রায় শত বৎসর জীবিত থাকে। মৃগয়া, যুদ্ধ, উৎসবদির আড়ম্বর ও দূরগমন জন্ত রাজা বা রাজসদৃশ ব্যক্তিগণ হস্তী পালন করিয়া থাকেন। ইহার চর্ম, দন্ত ও অস্থি দ্বারা বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধে—আবিষ্কার, প্রক্রিয়া ও উপকারাদি।

### ‘রেশম’

রেশম শব্দ পারস্য-ভাষা-জাত। এতদ্বারা যে পদার্থের বোধ জন্মে, তাহা বহুকালাবধি এদেশে প্রচলিত আছে এবং পূর্বে কোম্বের, ক্ষৌম, বা পটু শব্দে বিখ্যাত ছিল। ইহা একপ্রকার কীট দ্বারা প্রস্তুত হয়। চীন দেশীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রায় চারিহাজার ছয় শত বৎসর পূর্বে চীনাধিপতি হোয়াংতির পটুমহিষী লিলিঙমৌ সর্ব প্রথম প্রজাপতির গুটিকা হইতে সূত্র বাহির করিয়া বস্ত্র বয়ন করেন। রেশমকীট প্রজাপতি-জাতীয়। ইহারা বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে,—সেই সকল ডিম্ব হইতে ক্রমে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি হয়। কীটগুলি বৃক্ষবিশেষের পত্রভক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়। যথানিয়মে পরিবদ্ধিত হইলে, ইহারা মুখ হইতে এক প্রকার সূত্রবৎ পদার্থ বাহির

করিয়া তদ্বারা আপনার দেহ বেষ্ঠন করিয়া ফেলে, তাহাকেই রেশমের গুটী বলে। রেশম কীট কিছুদিন এই গুটিকা মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যখন প্রজাপতির আকার ধারণ করে, তখন গুটিকা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। বঙ্গদেশে চারিপ্রকার রেশম-কীট দেখিতে পাওয়া যায়। কীট-প্রতিপালন ও গুটিকা-রক্ষার বিশেষ নিয়ম আছে। গুটিকাগুলি উত্তম জলে সিদ্ধ করিয়া অনায়াসে তাহা হইতে সূত্র বাহির করা যায়। চীনি-নামক কীটের একটি গুটিতে এক রতি পরিমিত রেশম জন্মে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ হাত হয়। রেশম হইতে অতি উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র নিষ্পন্ন হয়। রেশম-সূত্র-নিষ্পন্ন বস্ত্র উত্তম তড়িৎ-অপরিচালক। হিন্দুগণ পবিত্রবোধে পূজার্চনাদি সময়ে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

---

দেশ বিষয়ক প্রবন্ধে—সীমা, পরিমাণফল, লোক সংখ্যা, অবস্থিতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, অধিবাসী, আচার ব্যবহার, শাসন-প্রণালী, উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষিবাণিজ্যাদি, ঐতিহাসিক ঘটনা।

### ‘বাঙ্গালা’

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ লইয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশ। ইহার উত্তরসীমা ভোট, সিকিম ও নেপাল রাজ্য, পূর্বসীমা ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণসীমা বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমসীমা উত্তর-পশ্চিম-যুক্ত-প্রদেশস্থিত কতিপয় জেলা। পরিমাণ-ফল প্রায় ৫৬,৭৫০ বর্গ ক্রোশ এবং লোক-সংখ্যা প্রায় আট কোটি। উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশ নিম্ন; নিম্ন প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্রদীর্ঘ প্রদেশের কোন কোন অংশ প্রতি বর্ষে

বর্ষায় প্লাবিত হইয়া থাকে । ইহার দক্ষিণাংশ সাগরের নীলাম্বর্যশিতে নিমগ্ন, উত্তরাংশে অভ্যন্তরীণ হিমাচলের তুষার-শুভ্র শৃঙ্গ, অনন্ত আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নিমগ্ন । এই দেশে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদা বহুশাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে । সাগরোচ্ছিত বাষ্পরাশি এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং সময়ে সময়ে বৃষ্টি রূপে পরিণত হয় ; এজন্য এই দেশের বায়ু অত্যন্ত সজল । শ্রামল-শস্ত্র-পূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর ভূমির মধ্যভাগে বিবিধ ফল-পুষ্প-বৃক্ষ-শোভিত—ছায়াময়—গ্রাম, তাগ খর্জুরাদি বৃক্ষের শ্রেণী, চতুর্দিকে নদী, নদীর চর, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া বঙ্গদেশকে এক স্বর্গীয় চিত্রে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে । এখানে যে সকল জাতি বাস করে—তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান । পাহাড়ে ও জঙ্গলে কতিপয় আদিম অধিবাসীর বাস আছে ; অধিকন্তু অনেক বৈদেশিক বাণিজ্য উপলক্ষে, একরূপ এ দেশের আধবাসী হইয়া গিয়াছেন । বাঙ্গালী সাধারণতঃ সুন্দরাকৃতি ও বুদ্ধিমান, কিন্তু দুর্বল ও অলস । ইহারা অতিশয় নম্র, শান্ত, ও আতিথেয় ; কিন্তু ভীক ও নিকৃৎসাহ ; অমুচরণ-ক্ষমতা ইহাদের বিলক্ষণ আছে । বঙ্গদেশের প্রচলিত ভাষা সংস্কৃত-মূলক ; অসভ্য জাতিদলের ভাষার বর্ণমালা নাই, সুতরাং লিখিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই । এখানে হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়,—হিন্দুরা নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ পরব্রহ্মকে প্রধান উপাস্ত বলিয়া স্বীকার করেন ।

এক্ষণে বঙ্গদেশ দুইজন ছোট লাটের শাসনাধীন । রাজস্ব-সংগ্রহ ও শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য প্রদেশ গুলি কতিপয় বিভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলার সমষ্টি । বঙ্গদেশের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, উহা এদেশে প্রচুর-পরিমাণে উৎপন্ন হয় । তণ্ডুল গোধূম, বাজরা,

মুগ, মটর, বুট, কলাই প্রভৃতি শস্ত, সর্ষপ, তিল, মসিনা, এরণ্ডবীজ, আর্জক ও অন্ত্যাত্ত মসলা এবং আম জাম কাঁটাল কমলালেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এদেশীয়েরা শিল্পবিষয়ে অপটু নহে; অতি পূর্বকালে বঙ্গদেশ হিন্দুরাজ-গণের অধিকৃত ছিল; মধ্যে মুসলমানেরা ইহার অধিকার লাভ করেন। এক্ষণে ইংরাজেরা এদেশের একাধিপতি হইয়াছেন।

---

জীবন-বৃত্তান্ত-মূলক প্রবন্ধে—জন্মকাল, জন্মস্থান, মাতাপিতা, বাল্যাবস্থা, উন্নতিলাভ, গুণ, সংকার্য্য, পরমায়ু, মৃত্যু।

### ‘ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার’

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর, মহেন্দ্র লাল সরকার হাবড়ার নিকট-বর্ত্তী পাইকপাড়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু-কালে তিনি মাতৃ-পিতৃ-হীন হন; সুতরাং বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল হেয়ারস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্ত হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। হিন্দু কলেজে পাঠ করিবার সময় সুবিজ্ঞ অধ্যাপকগণের নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, মহেন্দ্রলাল অল্প বয়সেই বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তথাকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া এম, ডি, উপাধি প্রাপ্ত হন।

অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সূচিকিৎসার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ তিনি ঐলোপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করি-

তেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় সংস্কার জন্মিল যে, হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হৃদয়ে এই বিশ্বাস জন্মবার পরক্ষণেই তিনি পূর্বাवलম্বিত চিকিৎসা প্রণালী ত্যাগ করিলেন। ইহাতেও তিনি অনতিবলম্বে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেন। স্বদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচার জন্ত তিনি অকুণ্ঠিত-ভাবে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল, তিনি পণ্ডিতাশ্রয়ী হইয়াও কখনও নিজের বিজ্ঞাবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার করিতেন না। তাঁহার স্বভাবে বালকের গ্রাম সরলতা সর্বদাই লক্ষিত হইত। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসিদ্ধ লোক ছিলেন। দরিদ্রের সন্তান হইয়া কষ্টে বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ আত্মনির্ভর ছিল।

দয়া-ভক্তি-বিনয়াদি গুণ-বিষয়ক প্রবন্ধে—লক্ষণ, বিকাশ,  
কার্য্য, উপায়, উদাহরণ।

‘দয়া’

পরের হুঃখ নিবারণের ইচ্ছাকে দয়া কহে। সংসারে বিপদের অভাব নাই। সর্বদা সাবধান থাকিলেও বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করা হুঃসাধ্য। এ সংসারে যখন কেহ কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন তাহাকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর আমাদের অন্তঃকরণে দয়া দিয়াছেন।

দয়া অসাধারণ গুণ। উহার প্রভাবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সুখ-লাভ করিয়া থাকেন। বিপন্ন ব্যক্তি দাতার সাহায্যে বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখী হন এবং যিনি সাহায্য করেন, তিনিও তজ্জন্ত অনিচ্ছনীয় বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, এ সংসারে



সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্থ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, এক্রপ স্থলে বিদ্বান্ মূর্থকে জ্ঞানদান, ধনী নির্ধনকে অর্থদান, সাধু অসাধুকে সত্বপদেশ দান করিয়া দয়া প্রকাশ করিতে পারেন ।

মহারাজী স্বর্ণময়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কামরা গ্রামের রামতনু দে নামক এক দরিদ্র ব্যক্তির কন্যা । কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশীয় কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় । তাঁহার হৃদয় দয়া ভক্তি প্ৰভৃতি নানা সদগুণে সমলঙ্কৃত ছিল, তিনি দেশ হিতকর ষাবতীয় কার্যো দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন । প্রতি-দিন তিনি চারি হাজার ভিক্ষুক তাঁহার দ্বারে সমাগত হইত তিনি তাহাদের প্রত্যেককে অর্দ্ধসের পরিমিত তণ্ডুল প্রদান এবং শীত-কালে ব্রাহ্মণদিগকে শাল-বনাত-প্ৰভৃতি বিতরণ করিতেন । তিনি বিদ্বাৰ্থীদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং রোগীদিগের রোগ নিবারণার্থ প্রচুর দান করিয়াছেন । তাঁহার জমিদারীর নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে দেবসেবা ও অতিথিসেবার সুচারু ব্যবস্থা আছে । তাঁহার জৈদৃশ্য দানে সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে মহারাজী উপাধি দান করেন । তিনি শূদ্রকন্যা হইয়াও দয়াগুণে দেবীপদ বাচ্য হইয়াছিলেন ।



এ পর্য্যন্ত প্রায়শঃ অনলঙ্কৃত সরল রচনার কথা লিখিত হইল । পরন্তু সুলেখকগণ কল্পনাশক্তি-প্ৰভাবে রচনা-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের রচনার আদর্শ-স্বরূপ ২৪টি স্থল পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল । এই সকল উদাহরণ দর্শনে রচনা-শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা-প্ৰবৃত্তি বলবতী হইবার আশা করা যায় । এই সকল উদাহরণের পর যে সকল প্রকরণ

লিখিত হইল, তাহা এবং বিশেষতঃ অলঙ্কার-প্রকরণ, রচনা-কালে প্রথম শিক্ষাধিগণের সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে ।

সুলেখক ৮অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় “পৃথিবীস্থ যাবতীয় কৃত্রিম পদার্থ মানবীয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের ফল ।” এই কথা বলিতে কি সুন্দর রচনাই করিয়াছেন :—

“পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সূচক্ৰণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণ-শ্রেণী, তড়িৎ-সম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয়রথ, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচার-স্থান, জ্ঞান-রূপ মহারত্নের আকর-স্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানি-গণের জ্ঞান-সমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম-মহিমা-পক্ষে সাক্ষ্যদান কারিতেছে ।”

তিনি “আয়বান্ কৃষক অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অপেক্ষা আদরণীয় ।” এই কথা বলিতে লিখিয়াছেন :—

“একুপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ-বিশিষ্ট পর্ণকূটের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্ব-রথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদশ্রেণীও মলিন বোধ হয় । একুপ স্বাভাবিক বুদ্ধি কৃষকের কদলী-পত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণ-পাত্তারূঢ় সুগন্ধপরিপূর্ণ সুস্বিদ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও ভূপ্তিকর ।”

পূজাপাদ বিজ্ঞাসাগর মহাশয় “ভগবান্ আপনার রক্ষা ককন ।” এই বাক্যপ্রসঙ্গে ভগবানের দশাবতারের বিষয় কিরূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখ :—

‘যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পর্যোধি-জ্বলে নিলীন হইলে, মীন-রূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-মূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনী মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সমাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন, যিনি নর-সিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখ-কুলিশ-প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্য-কশিপুর বক্ষঃস্থল বিদৌর্ণ করিয়াছেন, যিনি দৈত্য-রাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন-অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্র-পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ-বধামর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ-ধার কুঠার দ্বারা মহাবীৰ্য্য কার্ত্তবীৰ্য্য অর্জুনের ভৃঙ্গ-বন ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরতি-শোণিত-জ্বলে পিতৃ-তর্পণ করিয়াছেন, যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথ-গৃহে অংশ-চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর-সৈন্য সমভি-বাহারে সমুদ্রে সেতু-বন্ধনপূর্ব্বক, দুর্কৃত্ত-দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়া-ছেন, যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যত্ববংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য-বধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষ প্রকারে লীলা করিয়াছেন, যিনি বেদ-মার্গ বিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালু জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সঙ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুঘণা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবন-মণ্ডলে ককী নামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতি দ্রুতগামী দেব-দত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল কর-

বাল-ধারণ-পূর্বক বেদ-বিদ্যে ধর্ম-মার্গ-পরিভ্রষ্ট নষ্ট-মতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকী-নাথ বৈকুণ্ঠ-স্বামী ভূত-ভাবন ভগবান্ আপনার রক্ষা করুন ।

“সুবক্তা বক্তৃতা দ্বারা নিজ মনোভাব অত্রে সংক্রামিত করিতে পারেন ।” এই কথা বলিতে একজন সুলেখক লিখিয়াছেন :—

“বক্তৃতা হৃদয়ের শোণিত, বক্তৃতা অশ্রু-জল, বক্তৃতা চির-প্রিয়, চির-পুঞ্জিত, আশার অভিবাঞ্ছিত, বক্তৃতা ভাবি-ঘটনার আলেখ্য, বক্তৃতা কার্যের অগ্রগামিনী ছায়া, বক্তৃতা আহ্বান, বক্তৃতা সাহস, বক্তৃতা বহি-বর্ত্তিকা, বক্তৃতা সংগ্রাম, বক্তৃতা বিজয়, বক্তৃতা অধিকার, বক্তৃতা যোগ ;—প্রথম যোগ—সত্যের সহিত ; পরে যোগ—দেশীয় আত্মার সহিত । পূর্বে সংগ্রহ কেন্দ্রীকরণ, হৃদয়ে চিন্তা ও ভাবের ঘনীভূত সমাবেশ, শেষে বিস্তৃতি, বিতরণ, এক আত্মার অমৃত আত্মার উপরে অধিকার-স্থাপন । বক্তৃতা বাষ্পীয় যন্ত্র, একজনের হৃদয়ের উত্তাপ, চিন্তাকে ভাষারূপ বাষ্পে পরিণত করিয়া অগণ্য লোকের কার্য-স্বরূপ গতি উৎপাদন করে । বক্তৃতা ভাবের কন্ডা, বক্তৃতা কার্যের জননী । আবার কবিত্বে যে সৌন্দর্য্য আছে, সঙ্গীতে যে মধুরতা আছে, ভূমি-কম্পে যে প্রক্ষেপ আছে, জালামুখীর উদ্দিগরণে যে ভয়াবহ বিপ্লব আছে, বজ্রপাতে যে আঘাত আছে, বাত্যাহত সমুদ্রে যে তুমুল কল্লোল আছে, হৃদয়-শোণিত-মিশ্রিত বক্তৃতাতে তাহার সকলই আছে ।”

পূজ্যপাদ ৮তারশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় “সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল ।” এই কথা ক্রুরূপ বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন :—

“ক্রমে দিব্যাবসান হইল, মুনিজনেরা রক্তচন্দন সঙ্কীর্ণিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অমূল্য হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ

হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমল-বনে, কমল-বন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্বত-শিখর শ্রবণে মগ্নিত হইয়াছে। রবি অন্তর্গত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা সমীরণে তরু-শাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনি-জনেরা ধ্যানে বসিলেন, ও বন্ধাজলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহুমান হোম-ধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরদ্বর্ণ কুশদ্বারা অগ্নি-হোত্র বেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেগায় দিনকরের ভয়ে গিরি-গুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল, এই সময়, সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমির-রূপ মলিন বসনে অবগুষ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। তাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের স্তায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্বদিগ্ভাগে সুধাংশুর অংশু অন্ন অন্ন দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল, যেন, প্রিয়-সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্বদিগ্ দশন-বিকাস-পূর্বক মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ-মণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যা-সমীরণ আশ্রম-মৃগ গণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।”

৬৪। রেলওয়ে, ছুভিক্ষ, বজ্রা, বাত্যা, দুর্গোৎসব, বিজ্ঞাশিক্ষা, পরিশ্রম প্রভৃতি-বিষয়-ঘটিত প্রবন্ধ লিখিবার কালে তৎ-সম্বন্ধে কোন পুস্তকে যাহা পড়িয়াছ বা লোক-মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, অথবা স্বয়ং যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা যথাযথ সজ্জিত করিয়া লিখিবে। ফলতঃ উপদেশদ্বারা রচনা করিবার শক্তি পরিবৰ্দ্ধিত করা যায় না; ইহাতে যাঁহায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, তিনিই ভাল রচনা করিতে পারেন। তথাপি অভ্যাস-বলে যতদূর চেষ্টা করিতে পারা যায়, তাহা সকলেরই করা আবশ্যক।

৬৫। প্রবন্ধ লিখিবার পূর্বে তদ্বিষয়ে যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োগ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা লিখিবার যোগ্য কি না এতৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিবে।

৬৬। সংক্ষিপ্ত ও সার-গর্ভ রচনাই সমধিক প্রশংসনীয়।

৬৭। সার্থক শব্দের প্রয়োগে সর্বাস্তঃকরণে চেষ্টা করিবে।

৬৮। অনুপ্রাসাদির অনুরোধে কদাচ অনর্থক শব্দের প্রয়োগ করিবে না।

৬৯। অপ্রচলিত দুর্লভ শব্দের যথাশক্তি পরিবৰ্জন করিবে।

৭০। এক বাক্যে অনেক অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার করিবে না।

৭১। ব্যাকরণ-লিখিত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুস্পষ্ট-রূপে মনের ভাব প্রকাশে যত্নবান্ হইবে।

৭২। এক পদের বহু বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বাক্যকে ক্রটি-কটু করিবে না।

৭৩। শব্দবিজ্ঞাস সম্বন্ধে বাক্যের পূর্বাংশ ও পরাংশের সামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। কদাচ পূর্বাংশ অপেক্ষা পরাংশের লঘুতা সম্পাদন করিবে না। যথা,—“আশুভ-লক্ষিত কেশ-রাশি চিরুণী দিয়া

আঁচড়াইতেছে।’ এখানে পূর্বাংশ অপেক্ষা পরাংশের শব্দ-বিন্যাসে লঘুতা প্রকাশ পাইতেছে।

৭৪। যে যে পদের সমাস করিবে, যদি ঋতিকটু দোষনা হয়, তবে, সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাদের সন্ধি করিবে। ফলতঃ ঋতিকটুতা সর্বপ্রযত্নে পারবর্জনীয়।

৭৫। অনেক সম-কারক পদ এক বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, শেষস্থ পদের পূর্বে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করিবে।

৭৬। স্বীয় কল্পনা-শক্তির আশ্রয়ে একাগ্র চিত্তে সাবধানে রচনা লিখিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৭৭। জীব জন্তু ; খ্যাতি, প্রতিপত্তি ; মান, সম্মান ; ধন, সম্পত্তি ; অতিথি, অভ্যাগত ; কটু, কাটব্য ; লজ্জা, সরম ; বন্ধু, বান্ধব ; লোক, জন ; অহুনর, বিনয় ; যুদ্ধ, বিগ্রহ ; কার্য, কর্ম ; আচার, ব্যবহার ; অনুরোধ, উপরোধ ; রীতি, নীতি ; দীন, দরিদ্র ; দীন, দুঃখী ; অনাথ, অসহায় ; বিলাপ, পরিতাপ ; আশ্রিত, অনুগত ; শোক, দুঃখ ; দুঃখ, ক্রোধ ; রীতি, পদ্ধতি ; বিঘ্ন, বিপত্তি ; বাধা, বিপত্তি ; স্নেহ, বাৎসল্য ; আকার, প্রকার ; প্রীতি, প্রণয় ; বাদ, অনুবাদ ; তর্ক, বিতর্ক ; কথন, উপকথন ; ভক্ষা, ভোজ্য ; সৈন্ত, সামন্ত ; আত্মীয়, স্বজন ; অপর, সাধারণ ; যত্ন, চেষ্টা ; আয়াস, পরিশ্রম ; জগৎ, সংসার ; বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ; সাধ্য, সাধনা ; সুখে, স্বচ্ছন্দে ; দেব, হিংসা ; স্নেহ, মমতা ; দয়া, মায়া ; মণি, মাণিক্য ; বিবাদ, বিসংবাদ ; কলহ, বিবাদ ; বিত্ৰী, বিবর্ণ ; পরিকৃত, পরিচ্ছন্ন ; আমোদ, প্রমোদ ; আমোদ, আহ্লাদ ; দ্রব্য, সামগ্রী ; শূর, বীর ; আলাপ, পরিচয় ; লালন, পালন ; সেবা, শুশ্রূষা ; কৃতার্থ, চরিতার্থ ; হৃষ্ট, পুষ্ট ; আচার, বিচার ; আচার, ব্যবহার ; শিষ্ট, শাস্ত্র ; চেষ্টা, চরিত্র ; শোক,

সস্তাপ ; ভক্তি, শ্রদ্ধা ; আশা, ভরসা ; সময়, কাল ; দয়া, দাক্ষিণ্য ; মোহিত, চমৎকৃত ; তিরস্কার, ভৎসনা ইত্যাদি বহুল যুগ্ম শব্দের প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির অর্থগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ বুঝা যায় ; আধিকাংশের বুঝা বা বুঝান দুঃসাধ্য। সুতরাং যে সকল যুগ্ম শব্দের অর্থগত প্রভেদ বুঝা দুঃসাধ্য, ঈদৃশ শব্দের ব্যবহার সাধ্যানুসারে বর্জনীয়। কিন্তু ভাষার লালিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে, সময়ে সময়ে এরূপ যুগ্ম শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

## (১) বাক্য-বিশ্লেষণ ( Analysis of sentences ) ।

যে পদ সমূহের যোজন। দ্বারা মনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে বাক্য কহে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অন্তর্গত অংশ সমূহকে বিলিষ্ট করিয়া তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বাক্য-বিশ্লেষণ কহে।

প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। “বালক” “গমন করিল” “বিদ্যালয়ে” ইহারা প্রত্যেকে এক একটি পদ। কেবল “বালক” “গমন করিল” বা “বিদ্যালয়ে” বলিলে বক্তার মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না ; “বালক বিদ্যালয়ে গমন করিল” বলিলে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, অতএব ইহা একটি বাক্য।

সমাপিকা ক্রিয়া-বিহীন অসম্পূর্ণ ভাব-প্রকাশক পদসমূহকে বাক্যাংশ ( Phrase ) কহে। যথা,—“তথায় যাইরা” “বায়ু পরিবর্তনের জন্য” ইত্যাদি। প্রয়োগানুসারে বাক্যাংশ বিশেষভাবে বা বিশেষণ-ভাবে পরিচায়ক হইয়া থাকে।

বাক্যাত্মকেরই দুইটি প্রধান অংশ আছে। যথা,—উদ্দেশ্য ( Subject ) ও বিধেয় ( Predicate ) ।

যাহার উদ্দেশ্যে কিছু বলা যায়, তাহাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহাকে বিধেয় কহে। যথা,—“রামের রথ ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইল” এই বাক্যে “রামের রথ” উদ্দেশ্য এবং “ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইল” বিধেয়।

পদ পরিচয় হলে যাহাকে কর্তা বলা যায়, বাক্য-বিশ্লেষণ-কালে তাহা ও তৎসংবলিত অংশকে উদ্দেশ্য এবং পদ-পরিচয় হলে যাহাকে ক্রিয়া বলা যায়, তাহা ও তৎসংবলিত অংশকে বিধেয় বলে বাক্য ত্রিবিধ। যথা—সরল, মিশ্র ও যৌগিক।



## সরল বাক্য (Simple sentence )।

যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ( ১ ) ও একটি বিধেয় ( ২ ) থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যথা,—তিনি আসিতেছেন।

উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপায়ে সংপ্রসারিত হইতে পারে।

( ক ) বিশেষণ। যথা,—‘সাধু’ লোক হুখে থাকেন। ‘অক্ষম’ আমি কবিকীৰ্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি। ‘নিতান্ত’ দরিদ্রেরা ভিক্ষা করে।

( খ ) বস্তু বিভক্তি-যুক্ত পদ। যথা,—‘তোমার বন্ধু’ আসিতেছেন।

( গ ) সমকারক পদ। যথা,—‘আমার পুত্র’ তারারচরণ সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

( ঘ ) বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ। যথা,—রাম “ভাৰ্ঘ্য ও অনুজ সহ” বনগমন করিয়াছিলেন। “তোমার মত বুদ্ধিমান” লোক আর নাই।

( ঙ ) অসমাপিকা ক্রিয়া ও তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ। যথা,—“সদৃশে জন্মগ্রহণ করিয়া” কোন্ নারী পতিনিম্না কবে ?

( চ ) তেতুবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া। যথা,—তোমার “পড়িতে” ইচ্ছা নাই।

উপরি লিখিত উপায় সমূহের মধ্যে দুই বা ততোধিক উপায়েও উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হইতে পারে। যথা,—ঈশ্বর ভিন্ন মানবের আর কে প্রকৃত বন্ধু আছেন ?

বিধেয় নিম্নলিখিত উপায়ে সম্প্রসারিত হইতে পারে।

( ক ) ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা,—তিনি ‘শীঘ্র’ আসিবেন।

( খ ) বিশেষণের বিশেষণ। যথা,—সে ‘বড়’ চতুর।

( গ ) বিশেষণভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ। যথা,—“প্রভাত হইবামাত্র” তাহার প্রস্থান করিবেন।

( ঘ ) তৃতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পদ। যথা,—তিনি আমাকে “যষ্টি দ্বারা” প্রহার করিয়াছেন। “বৃক্ষ হইতে ফল পড়িল।” আমি “বিষ্ণুপুরে” গিয়াছিলাম।

( ১ ) বিশেষ্য, সৰ্জনাম, বিশেষ্যভাবাপন্ন বিশেষণপদ বা বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ, স্থান-বিশেষে উদ্দেশ্য বা কৰ্ত্তৃপদ-রূপে ব্যবহৃত হয়। কোন স্থলে উদ্দেশ্য অনুক্ত থাকে।

( ২ ) সমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোন কোন স্থলে কেবল সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগেও বিধেয় অসম্পূর্ণ থাকে। যে সকল শব্দ দ্বারা বিধেয়কে পূর্ণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিধেয়ের পূরক ( Completion of the predicate ) বলে। সৰ্ব্বপদ, ক্রিয়ার কৰ্ম্মপদ, অকৰ্ম্মক ক্রিয়ার বিধেয় বিশেষণ, সমকারক পদ ও বস্তু বিভক্তি যুক্ত পদ, বিধেয়ের পূরক হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে বিধেয় উহাও থাকে।

সকর্মক ক্রিয়াস্থলে কর্মপদ বিধেয়ের পূরক হয় ।

( ক ) কর্মপদ । যথা,—আমি “পুস্তক” পড়িব । অকর্মক ক্রিয়া হলে, বিধেয় বিশেষণ, সম্ভারক পদ ও যষ্টি বিভক্তি-যুক্ত পদ বিধেয়ের পূরক হয় ।

( খ ) বিধেয় বিশেষণ । যথা,—তিনি “পরম ধার্মিক” ছিলেন ।

( গ ) সম্ভারক । যথা,—বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর “রাজা” ছিলেন ।

( ঘ ) যষ্টি বিভক্তিযুক্ত পদ । যথা,—এই পুস্তকখানি “তাহার” ।

উপরিলিখিত উপায় সমূহের মধ্যে দুই বা ততোহধিক উপায়ে বিধেয়ের সম্ভারণ বা পূরণ হয় । কর্মকরণাদি বিশেষণ-যোগেও সংযুক্ত হইয়া থাকে ।

## মিশ্র বাক্য (Complex sentence)

পরস্পর-সাপেক্ষ প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের মিশ্রণে উৎপন্ন পূর্ণ বাক্যকে মিশ্র-বাক্য কহে ।

মিশ্র-বাক্যে একটি প্রধান বাক্য ( Principal clause ) এবং এক বা ততোহধিক অপ্রধান বাক্যাংশ ( Dependent clause ) থাকে ।

বহুবাক্যের সমবায়-হেতু মিশ্র-বাক্যে একাধিক কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে । যথা,—“যৎকালে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন এ দেশ মোগল শাসনাধীন ছিল ।” এই পূর্ণ বাক্যে “তখন ..ছিল” প্রধান শাখা এবং “যৎকালে...করেন” অপ্রধান শাখা ; ইহাতে দুইটি কর্তা এবং দুইটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে ।

প্রধান বাক্যের সহিত অপ্রধান বাক্যের সাধারণতঃ দুই প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ।

( ১ ) অপ্রধান বাক্য বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত সকর্মক ক্রিয়ার কর্মরূপে অথবা কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্ভারক-রূপে ব্যবহৃত হয় । যথা,—“সেই অবোধ বালক জানিত না যে, চোরেরা রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে ।” এস্থলে “চোরেরা...হইয়া থাকে” এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত “জানিত না” ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । “তিনি যে চোর নহেন, এ কথা তোমায় কে বলিল ?” এস্থলে “তিনি...নহেন” এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্যভাবে পরিচায়ক হইয়া “এ কথা”র সহিত সম্ভারক হইয়াছে ।

( ২ ) অপ্রধান বাক্য, প্রধান বাক্যান্তর্গত সর্বনাম বা বিধেয়ের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় । যথা,—“এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা আপনি করিতে পারেন ।” এস্থলে “এক্ষণে ..হয়” এই অপ্রধান বাক্য, বিশেষ্য-ভাবে পরিচায়ক হইয়া প্রধান বাক্যান্তর্গত “তাহা” এই সর্বনামকে বিশেষিত করিতেছে । “যখন আমি এই সরোবরে স্নান করিলাম, তখন আমার শরীর শীতল হইয়া গেল” এস্থলে “যখন ..

করিলাম” এই অপ্রধান, বিশেষ্য ভাবে পরিচায়ক বাক্য দ্বারা প্রধান বাক্যান্তর্গত “শীতল হইয়া গেল” এই বিধেয় বিশেষিত হইতেছে।

## যৌগিক বাক্য (Compound sentence).

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোহধিক সরল বা মিশ্র বাক্যের যোগে উৎপন্ন পূর্ণ বাক্যকে যৌগিক বাক্য কহে।

যৌগিক বাক্যেও একাধিক কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া থাকে ; এবং বাক্যগুলি “এবং” “ও” “কিন্তু” “বা” প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়। যথা,—“রাম আসিলেন ও শ্রাম চলিয়া গেলেন।” “রাজ্য দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় মহিষীকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন।”

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলি স্ব স্ব প্রধান ; কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কোন পূর্ণ যৌগিক বাক্যের মধ্যে যখন প্রধান, বা অপ্রধান সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কোন বাক্য থাকিবে, তখন বুঝিতে হইবে, যে, সমুদায় পূর্ণ বাক্যটি যৌগিক হইলেও সেই অংশটি মিশ্র বাক্য হইয়া যৌগিক বাক্যের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। যথা,—“তিনি আসিযেন না, এ কথা আমি শুনিলাম, কিন্তু আমার মন তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।” এস্থলে “তিনি...শুনিলাম” অংশটি মিশ্রবাক্য।

আবার একটি পূর্ণ মিশ্র বাক্যের মধ্যেও একাংশ যৌগিক বাক্য থাকিতে পারে। যথা,—“যখন তুমি সময়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর নাই এবং আমার অযথা কুৎসা রটনা করিয়াছ, তখন আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিব না” এ স্থলে সমুদায় পূর্ণবাক্যটি মিশ্র বাক্য ; কিন্তু ইহার প্রথম অংশ “তুমি...করিয়াছ” অংশটি যৌগিক।

দুই বা ততোহধিক পদ সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হইলেই সর্বত্র যৌগিক বাক্য হয় না। যথা,—“এক আর একে দুই হয়।” “দস্তা ও তাম্রে পিত্তল হয়”। এই গুলি সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য নহে।

আবার “পৃথিবী ও বুধ নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।” ইহা সরল বাক্যবৎ প্রতীতমান হইলেও যৌগিক বাক্য। ইহাকে বিশ্লিষ্ট করিলে দুইটি নিরপেক্ষ সরল বাক্য পাওয়া যায়। যথা,—“পৃথিবী নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে” ও “বুধ নিয়ত সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।”

কিন্তু “দস্তা ও তাম্রে পিত্তল হয়” এই বাক্য বিশ্লিষ্ট করিয়া “দস্তায় পিত্তল হয়” ও “তাম্রে পিত্তল হয়” এইরূপ দুইটি বাক্য করিলে অভিলষিত অর্থ প্রকাশিত হয় না। এইরূপ উদ্দেশ্যকে যৌগিক উদ্দেশ্য কহে।

যে যে উপায়ে সূত্র বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সেই সেই উপায়ে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে।

বাক্য-বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাক্যটি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বলিয়া, পরে তাহার প্রত্যেক অংশের বিশ্লেষণ পূর্বক পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হয়। মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের অংশগুলি অগ্রে পৃথক্ করিয়া পরে প্রত্যেক বাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হয়। যথা,—

(ক) “দিবাবসান-সময়ে রামের রথ তমসা-তীরে উপনীত হইল।”

এইটি সরল বাক্য।

রথ ... উদ্দেশ্য (কর্তা)।

রামের ... উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ।

উপনীত হইল ... বিধেয়।

দিবাবসান-সময়ে  
ও তমসা-তীরে } বিধেয়ের বিশেষণ-ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।

(খ) “লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে, রাম ও সীতা ব্রাহ্মণদিগকে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি দান করিলেন।” এইটি সরল বাক্য।

রাম ও সীতা ... যৌগিক উদ্দেশ্য।

দান করিলেন ... বিধেয়।

অলঙ্কার, বস্ত্র ও ধন-রত্নাদি বিধেয়ের প্রথম পুরকার্থ সম্প্রসারণ (মুখ্যকর্ম)।

ব্রাহ্মণদিগকে ... বিধেয়ের দ্বিতীয় পুরকার্থ সম্প্রসারণ (গৌণকর্ম)।

লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে বিধেয়ের তৃতীয় সম্প্রসারণ (বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক বাক্যাংশ)।

(গ) “রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হিন্ন-মূল তরুণ স্ত্রায় ভূতলে পতিত ও মুচ্ছিত হইলেন।” সরল বাক্য।

দশরথ ... উদ্দেশ্য (কর্তা)।

রাজা ... উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ (সমকারক)।

হইলেন ... বিধেয়।

ভূতলে পতিত ও মুচ্ছিত বিধেয়ের পুরক (বিধেয় বিশেষণ)।

হিন্নমূল তরুণ স্ত্রায় ‘ভূতলে পতিত’ এই বিশেষণের বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া—বিধেয়ের বিশেষণ ভাবে পরিচায়ক সম্প্রসারণ।

(ঘ) “বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, এ কথা চির-প্রসিদ্ধ।” মিশ্র বাক্য।

এ কথা চির-প্রসিদ্ধ (আছে) ... প্রধান বাক্য।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস (হয়) ... অপ্রধান বাক্য।

## প্রধান বাক্য—

কথা	...	...	উদ্দেশ্য । ( কৰ্ত্তা )
এ	...	...	উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।
আছে	..	...	বিধেয় ( অমুক্ত ) ।
চির-প্রসিদ্ধ	...	...	বিধেয়ের পুরক ( বিধেয় বিশেষণ )

## অপ্রধান বাক্য—

বাস	...	...	উদ্দেশ্য । ( কৰ্ত্তা )
লক্ষ্য	...	...	উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।
হয়	...	...	বিধেয় ( অমুক্ত ) ।
বাণিজ্য	...	...	বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।

(৩) “ক্রুরা মন্থরা ক্রোধে অধীরা হইল এবং কৈকেয়ী-প্রদত্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষিপ্ত করিল ।”

এইটি বৌগিক বাক্য ।

“ক্রুরা...হইল” এবং “কৈকেয়ী...করিল” পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য ।  
“এবং” এই সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত ।

## প্রথম বাক্য—

মন্থরা	...	...	উদ্দেশ্য ।
ক্রুরা	...	...	উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।
হইল	...	...	বিধেয় ।
ক্রোধে অধীরা	...	...	বিধেয়ের পুরক ।

## দ্বিতীয় বাক্য—

মন্থরা	...	...	উদ্দেশ্য ।
ক্রুরা	...	...	উদ্দেশ্যের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।
নিক্ষিপ্ত করিল	...	...	বিধেয় ।
দূরে	...	...	বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।
অলঙ্কার	...	...	বিধেয়ের পুরক ( কৰ্ম্ম পদ )
কৈকেয়ী-প্রদত্ত	...	...	বিধেয়ের বিশেষণার্থ সম্প্রসারণ ।

## ( ২ ) যতি-চিহ্ন ।

১। পাঠবাগলে জিহ্বার ইষ্ট বিশ্রাম স্থানকে যতি কহে ।

২। বাক্য রচনা করিতে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয় ।

, এই চিহ্নের নাম প্রথমচ্ছেদ বা পাদচ্ছেদ (Comma) । এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অত্যন্ত কালবিশ্রাম করিতে হয় ।

; এই চিহ্নের নাম দ্বিতীয়চ্ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ (Semi-colon) । এই চিহ্ন থাকিলে পাঠকালে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম করিতে হয় ।

: এই চিহ্নের নাম কোলন (Colon) । বিসর্গের সহিত উহার সাদৃশ্যহেতু ভ্রান্তি জন্মিবার আশঙ্কায় বাঙ্গালা ভাষায় উহা প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

। এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি । যেখানে পূর্ব বাক্যের সহিত পর বাক্যের সম্বন্ধ থাকে না, সেই স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । এই চিহ্ন স্থলে জিহ্বার সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ।

? প্রশ্ন-সূচক চিহ্ন (Note of interrogation) । প্রশ্ন-স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । যেখানে এই চিহ্ন থাকে, সেই স্থলে প্রশ্ন-বোধক-স্বরে পাঠ করিতে হয় ।

! বিষয়, ভয়, হর্ষ, বিষাদাদি আবেগ প্রকাশ স্থলে এবং সম্বোধন (১) পদের শেষে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । ইহাকে বিষয়াদি-সূচক চিহ্ন (Note of interjection) কহে ।

- সমাস-পদ বিভাগ-স্থলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । ইহাকে সংযোজক-চিহ্ন (Hyphen) কহে ।

“ যেখানে অন্তের বাক্যাদি অবিকল উদ্ধৃত করিতে হয়, সেই স্থলে এই চিহ্নের ব্যবহার হয় । ইহাকে উদ্ধার চিহ্ন (Quotation) কহে ।

( ) বা [ ] কোন বাক্যাংশ বা শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে বা অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে এই বন্ধনী চিহ্ন (Bracket) ব্যবহৃত হয় ।

— এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য কথা উপস্থিত হইলে অথবা কবিগণের চিন্তার হঠাৎ বিশ্রাম স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ইহাকে (Dash) ড্যাশ্ কহে ।

\*\*\* বা ..... যেখানে কোন পদ বা বাক্যাংশ পরিত্যাগ করা যায়, সেই স্থানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় । ইহাকে পরিহারচিহ্ন (Ellipsis) কহে ।

,— কোন বিষয়ে উদাহরণ দিতে হইলে, এই চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় ।

\* + † § ¶ (১) (ক) ইত্যাদি । কোন বাক্যের বা শব্দের অর্থ লিখিতে হইলে পৃষ্ঠার নিম্নভাগে এই সকল চিহ্নের অগ্রতমটি ব্যবহৃত হয় ।

(১) পদ্যে সম্বোধন পদের শেষে ( , ) চিহ্ন এবং সম্বোধন পদ বাক্যের শেষস্থিত হইলে ( ! ) চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ।

(৩) প্রায়-উচ্চারণ-সাম্য শব্দের অর্থভেদ ।

অংশ	...	ভাগ	কুট	..	পর্বত
অংস	...	শব্দ	কূট	...	গিরি-শৃঙ্গ
অণু	...	ক্ষুদ্রতমাংশ	কুল	...	বংশ, গোষ্ঠী
অমু	...	পশ্চাৎ	কূল	...	নদ্যাদির তীর
অশন	...	ভোজন	কৃত	..	ছিন্ন
অসন	...	ক্ষেপণ	কৃত্য	...	কার্য্য
অন্ন	...	খাদ্য	কৃষ্ট	...	কর্ষিত
অগ্র	...	অপর	কৃষ্ণ	...	বাহুদেব
অন্নপুষ্ট	...	আহার-পুষ্ট	কোণ	...	বিদিক্
অগ্রপুষ্ট	...	কোকিল	কোন	...	অনিশ্চিত
অর্থ	...	মূল্য	কটি	...	কোমর
অর্থা	...	পূজা	কোটি	...	শতলক্ষ
অশিত	...	ভক্ষিত	কোমল	...	নরম
অসিত	...	কৃষ্ণ	কমল	...	পদ্ম, জল
অশ্ন	...	প্রস্তুত	গিরিশ	...	শিব
অশ্ব	..	ঘোটক	গিরীশ	...	হিমালয়
আন্ত	...	গৃহীত	চতুর্	...	চারি
আর্ন্ত	..	পীড়িত	চতুর	...	কার্য্যদক্ষ
আপণ	...	হট্ট	চিত্ত	...	মনঃ
আপন	...	নিজ	চিত্তা	...	অগ্নি
আন্তিক	...	ঈশ্বর-বাদী	তরণি	...	নৌকা, সূর্য্য
আন্তীক	...	অরংকার-পূত্র	তরুণী	...	যুবতী
আহতি	...	হোম	তুণ্ড	..	মুখ
আহুতি	...	আহ্বান	তুল	...	উদর
ইতি	...	সমাপ্তি, ইহা	দশন	...	দন্ত
ঐতি	...	বড়্-বিধ শস্ত্রবিদ্য	দশন্	...	দশ
কল্য	...	প্রাতঃকাল	দশাশ্ব	...	চন্দ্র
কল্প	...	অধির	দশাশ্র	...	রাবণ

ଦିନ	...	ଦିବା	ପୃଷ୍ଠ	...	ଞ୍ଜିଆସିତ
ଦୀନ	...	ଦରିଦ୍ର	ପୃଷ୍ଠ	...	ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଦ୍ଵୀପ	...	ଜଳମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ଵୀପ	ପ୍ରୋତ	...	ଶୁଦ୍ଧିତ
ଦ୍ଵିପ	...	ହସ୍ତୀ	ପ୍ରୋଥ	...	ଅଧ-ନାସିକା-ଶକ
ଦୀପ	...	ପ୍ରଦୀପ	ବନ୍ଧ	...	ବନ୍ଧନ
ଦ୍ରୁକୂଳ	...	ଦ୍ରୁ ବଂଶ	ବନ୍ଧ୍ୟ	...	ନିଷ୍ଠଳ
ଦ୍ରୁକୂଳ	..	କୌର ବନ	ବଳି	...	ପୂଜୋପହାର
ଦୂତ	...	ଚର	ବଳୀ	...	ବଳବାନ୍
ଦୂତ	...	ପାଞ୍ଚକ କ୍ରୀଡ଼ା	ଭାବ	...	ଛଳ
ଦୂର	...	ଅସନ୍ନିକୃଷ୍ଟ	ଭାବ	...	ପ୍ରକାଶ
ଦ୍ରୁ	...	ନିମ୍ନିତ	ମହିତ	...	ପୂଜିତ
ଦେଶ	...	ରାଜ୍ୟ	ମୋହିତ	...	ମୋହ-ପ୍ରାପ୍ତ
ଦେବ	...	ବିଦ୍ୟା	ସତି	...	ମୁନି
ଧାନ	...	ଆଧାର	ଜ୍ୟୋତି:	...	ଦୀପ୍ତି
ଧାନ	...	ଚିନ୍ତନ	ସାତ	...	ଗତ, ଗମନ
ନିରାଶ	...	ଆଶା-ରହିତ	ଜାତ	...	ଉପମ
ନିରାସ	...	ନିରମନ	ରିକ୍ତ	...	ଶୂନ୍ୟ
ନିର୍ଜର	...	ଦେବତା	ରିକ୍ତ	...	ଦାୟ, ଧନ
ନିର୍ଦ୍ଦର	...	ସରମ୍ପା	ରକ୍ତ	...	ସର୍ବ
ନିଶିତ	...	ଶାନ୍ତି	ରକ୍ତ	...	କର୍କଶ
ନିଶିଥ	...	ଅକ୍ଷରାତ୍ର	ଲକ୍ଷ	...	ଶତସହସ୍ର
ନୀଡ଼	...	କୁଳାର	ଲକ୍ଷ୍ୟ	...	ଦ୍ରୁତ, ଶରୀର
ନୀର	...	ଜଳ	ବର୍ଣ୍ଣ	...	ପ୍ରେଷ୍ଟ
ନୀଳ	...	ବର୍ଣ୍ଣ-ବିଶେଷ	ବର୍ଜ୍ୟ	...	ତ୍ୟାଗ୍ୟ
ପକ୍ଷ	...	ମାମାନ୍ତି	ବିହର	...	ଜାନୀ
ପକ୍ଷ	...	ନେତ୍ର-ଲୋମ	ବିହର	...	ଅତି-ଦୂରସ୍ଥ
ପଦ୍ୟ	...	ଛନ୍ଦୋମୟ ଶାକ୍ୟ	ବିହ	...	ଜଳୀ
ପଦ୍ୟ	...	କମଳ	ବିହ	...	ଶ୍ରୀକଳ
ପୁଂ	...	ନରକ-ବିଶେଷ	ବିଷ	...	ଗରଳ, ଶୃଙ୍ଗଳ
ପଦ୍ମ	...	ପବିତ୍ର	ବିଷ	...	ଶୃଙ୍ଗଳ



বৃষ্টি	...	বর্ষণ	শূত	...	পক
বৃষ্ণি	...	যদুবংশ	শ্রিত	...	সেবিত
বেদ	...	শ্রুতি	বৃশ্চ	...	শান্তুড়ী
বেধ	...	গভীরতা	শ্রুশ্র	...	মুখ-রোম
ব্যসন	...	বিপদ	স্বহ	...	স্বামিত্ব
বসন	..	বস্ত্র	সত্য	...	যথার্থ
শকল	...	খণ্ড	সম	.	সমান
সকল	...	সমগ্র	শম	...	যম, শাস্তি
শক্ত	...	সমর্থ	শর	..	তীর
সক্ত	...	আসক্ত	স্বর	...	উদাত্তাদি
শঙ্কর	...	শিব	শব	...	মৃতদেহ
সঙ্কর	...	মিশ্রণোৎপন্ন	সব	...	প্রসব, অপত্য
শপ্ত	...	অভিশাপগ্রন্থ	সর্গ	...	সৃষ্টি
সপ্ত	...	সপ্তসংখ্যা	স্বর্গ	...	স্বরলোক
শম্বর	...	হরিণ-বিশেষ	সামি	...	কিয়দংশ
সম্বর	..	সংবরণ	স্বামী	...	প্রভু
শবল	...	নানাবর্ণযুক্ত	শারদা		দুর্গা
সবল	...	বলবান্	সারদা	...	সরস্বতী
শক্তি	...	ক্ষমতা	সার্থ	...	বণিক্
সক্তি	...	সংযোগ	স্বার্থ	...	নিজ প্রয়োজন
সক্খি	...	উরু	সুত	...	পুত্র
শারদ	..	বৎসর	সুত	..	সারথি
সারদ	...	শ্রেষ্ঠ-দায়ক	সুদ	...	কুমুদ
শুক	...	পক্ষি-বিশেষ	সুদ	...	পাচক
শূক	...	শস্যের স্ফূটগ্র	সুদ	...	অংস
সুর	..	দেবতা	সুন্দ	...	কার্তিকেয়
শূর	...	বীর	স্ববণ	...	ক্ষরণ
সূর	...	সূর্য	অবণ	...	শ্রুতি
সহিত	..	নিঃসঙ্গল	হতি	...	হোম
সহিত	...	●সহ	হুতি	..	আহ্বান

( ৪ ) বর্ণ-গত কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ একার্থক কতিপয় শব্দ ।

অগার	কিশলয়	গুবাক	নিমিষ	মকুর	বাম্প
আগার	কিসলয়	গুবাক	নিমেষ	মুকুর	বাম্প
অক্ষুর	কুরবক	জম্বুক	পদবী	মকুল	বাহ্লিক
অক্ষর	কুরবক	জম্বুক	পদবি	মুকুল	বাহ্লীক
অস্তরীক্ষ	কুশীদ	জামাতৃ	পনস	মুঘল	বিষদ
অস্তরিক্ষ	কুশীদ	যামাতৃ	পণস	মুসল	বিশদ
আহিতুণ্ডিক	ক্রিমি	তন্তুবায়	পরিষদ	যবানী	শুকর
অহিতুণ্ডিক	ক্রিমি	তন্তুবায়	পর্ষদ	যমানী	সুকর
উলুক	কৈকেয়ী	তন্তুবাপ	পারাপার	রশনা	শৃগাল
উলুক	কেকয়ী	তন্তুবাপ	পারাবার	রসনা	সৃগাল
উষা	কোশ	তনু	বজুব	রুক্ম	শৈবাল
উষা	কোষ	তনু	বজুর	রুক্ম	শৈবল
কোষ্ঠি	কৌশল্যা	দাশ	ভগিনী	লক্ষণ	শও
বিষ্টি	কৌসল্যা	দাস	ভগ্নী	লক্ষণ	ষও
কপাট	ক্ষুর	দৈবকী	মরীচ	বসিষ্ঠ	সরযু
কবাট	থুর	দৈবকী	মরিচ	বশিষ্ঠ	সরযু
কপিল	গাণ্ডিব	ননন্দ	মহুর	বাণারসী	শূর্ণপথা
কবিল	গাণ্ডিব	ননান্দ	মহুর	বারাণসী	শূর্ণপথা
কলস	গুগ্গুল	নারিকেল	মকুট	বাণ্মীক	হনুমৎ
কলশ	গুগ্গুল	নারীকেল	মুকুট	বন্মীক	হনুমৎ

## ( ৫ ) কতিপয় বিপরীতার্থক শব্দ ।

অধর্মণ	...	উত্তমর্ণ	জাগরণ	...	নিদ্রা
অনুকূল	...	প্রতিকূল	অলন	...	নির্ব্বাণ
অনুলোম	...	বিলোম, প্রতিলোম	ঝট্টি	...	বিলম্ব
অলীক	...	সত্য	তরণ	...	বৃদ্ধ
আপদ	...	সম্পদ	তিমির	...	আলোক
আদ্র	...	শুক	তিরস্কার	...	পুরস্কার
আবির্ভূত	...	তিরোহিত	দক্ষিণ	...	বাম
উচ্চ	.	নিম্ন	দীর্ঘ	...	হৃষ
উৎকর্ষ	..	অপকর্ষ	দুর্লভ	...	সুলভ
উৎকৃষ্ট	...	নিকৃষ্ট, অপকৃষ্ট	দুষ্কৃতি	...	শুকৃতি
উদয়	...	অস্ত	নূতন	...	পুরাতন
উন্মীলিত	...	নিমীলিত	নৈসর্গিক	..	কৃত্রিম
উপকার	...	অপকার	পরকীয়	...	স্বকীয়
উর্দ্ধ	...	অধঃ	পরুষ	..	কোমল
ঋজু	...	কুটিল	পাপ	...	পুণ্য
কর্কশ	...	কোমল	পুষ্ট	...	ক্ষীণ
কু	..	সু	প্রাচীন	...	নব্য
কুংসা	...	প্রশংসা	বন্ধু	...	শত্রু
কৃতঘ্ন	...	কৃতজ্ঞ	বন্ধুর	...	মহৎ
কুশ	...	সূল	মুদ্র	...	তীক্ষ্ণ
ক্ষয়	...	বৃদ্ধি	মুখা, মিথ্যা	...	সত্য
গরল	...	অমৃত	বগ্ন	..	সুস্থ
গরিষ্ঠ	..	লঘিষ্ঠ	বোষ	..	হর্ষ
গুণ	..	দোষ	লঘু	...	গুরু
গুপ্ত	...	প্রকাশিত	বার্থ	...	সার্থক
গৌরব	...	লাঘব	বাষ্টি	...	সমষ্টি
চঞ্চল	..	স্থির	শীঘ্র	...	বিলম্ব
শুক	...	সরস	সিদ্ধ	..	রুদ্ধ
সমিকৃষ্ট	...	বিপ্রকৃষ্ট	সমক্ষ	...	পরোক্ষ
সমাপ্ত	...	আরম্ভ	সুপ	...	দুঃখ
সুপ্ত	...	জাগরিত	হলাহল	...	অমৃত

(৬) প্রচলিত কতিপয় অপ-প্রয়োগ ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	দম্পতি	... দম্পতী
অজানিত	... অজ্ঞাত	দুরদৃষ্ট	... দুরদৃষ্ট
অধীনস্থ	... অধীন	দুরাবস্থা	... দুরবস্থা
অনাথিনী	... অনাথা	দ্বিরাত্রি	... দ্বিরাত্র
অন্তর্দান হইল	... অন্তর্হিত হইল	নিন্দুক	... নিন্দক
অপ্সরী-সম্ভবা	... অপ্সরঃ-সম্ভবা	নিরপরাধী	... নিরপরাধ
আধিক্যতা	... আধিক্য	নিরহঙ্কারী	... নিরহঙ্কার
আয়ত্তাধীন	... আয়ত্ত বা অধীন	নিগুণী	... নিগুণ
আরোগ্য হইলাম	... আরোগ হইলাম	নির্দোষী	... নির্দোষ
আবশ্যকীয়	... আবশ্যক	নির্দোষিতা	... নির্দোষতা
একত্রিত	... একত্র	নির্ধনী	... নির্ধন
একদৃষ্টে ( ১ )	... একদৃষ্টিতে	নীরোগী	... নীরোগ
ঐক্যতা	... ঐক্য বা একতা	নৈরাশ হইলাম	... নিরাশ হইলাম
কেবলমাত্র	... কেবল	পক্ষীগণ	... পক্ষিগণ
ক্রেতাগণ	... ক্রেতৃ-গণ	পত্রপ্রাপ্ত (১)	... পত্র প্রাপ্তিতে
গ্রাহ্য বোণা	... গ্রাহ্য বা গ্রহণ বোণা	পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন	... পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন
ঘনিষ্ঠতা	... ঘনিষ্ঠতা	পার্বত্য	... পার্বত্য, পার্বত্য
বর্ণায়মান	... বর্ণ্যমান	পঘাটক	... পঘাটক
চক্ষুঃসারা	চক্ষুঃসারা বা চক্ষুঃসার	পিতা-মাতা	... মাতা-পিতা
চমৎকার হইলাম	... চমৎকৃত হইলাম	পিতৃ-মাতৃ-হীন	... মাতাপিতৃ হীন
জাগ্রত	... জাগ্রৎ	পূজ্যাম্পদ	... পূজ্যাম্পদ
জীবাত্মা-সংক্রান্ত	... জীবাত্ম-সংক্রান্ত	প্রবৃত্ত হইলাম	... প্রবৃত্ত হইলাম
জ্ঞাতার্থে (১)	... জ্ঞানার্থে	বক্ষ্যপরি	... বক্ষ্য উপর
তৎকালীন কহিল	... তৎকালে কহিল	বাহ্যিক দৃষ্টি	... বাহ্য দৃষ্টি
তত্রাচ বলিবে	... তথ্যচ বলিবে	বুদ্ধিমত্তী স্ত্রীলোক	... বুদ্ধিমত্তী স্ত্রী
তত্রাপি কহিল	... তথ্যপি কহিল	ভাগ্যমান	... ভাগ্যবান
তদৃষ্টে ( ১ )	... তদর্শনে	ভূম্যধিকারী	... ভূম্যধিকারী
তৃতীয় সংখ্যক	... ত্রি-সংখ্যক	ভ্রাতাগণ	... ভ্রাতৃগণ
ত্রৈবাধিক পরীক্ষা	... ত্রিবার্ষিক পরীক্ষা	মনোকষ্ট	... মনঃকষ্ট

মনোমুগ্ধকর	... মনোমোহ-কর	সম্মান	... সম্মান
মহদুপকার	... মহোপকার	সম্মুখ	... সম্মুখ
মহাত্মাগণ	... মহাত্ম-গণ	সমতুল্য	... সম বা তুল্য
মহারাজা	... মহারাজ	সম্রাজ্ঞী	... সম্রাট্ (২)
মহারাজ্ঞী (১)	... মহারাজ্ঞী	সবিনয়-পূর্বক	... সবিনয়ে বা বিনয়-পূর্বক
মহিমা চল্ল	... মহিম চল্ল	সবিতাদেব	... সবিতৃ দেব
মহিমা সাগর	... মহিম-সাগর	সর্কাপেক্ষা বৃহত্তর	... সর্কাপেক্ষা বৃহৎ
মাননীয়	... মাননীয়	সশক্তিত	... শক্তিত বা সশক্ত
মালিন্যতা	... মালিন্য	সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ	... সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ
মৈত্রতা	... মৈত্র বা মিত্রতা	সাক্ষ্য দেওয়া	... সাক্ষ্য দেওয়া
যদ্যপিও	... যদ্যপি	সাদর-পূর্বক	... সাদরে বা আদরপূর্বক
যাবদীয়	... যাবতীয়	সাবধান-পূর্বক	... সাবধানে বা সাবধানতা-পূর্বক
যোগীবর	... যোগি-বর	সাবকাশ নাই	... অবকাশ নাই
লজ্জাস্কর	... লজ্জাকর	সৃজন (৩)	... সঞ্জন
লাঘবতা	... লাঘব	স্বকেশিনী	... স্বকেশা বা স্বকেশী
বাতুল্যতা	... বাতুল্য	সৌজন্ত্যতা	... সৌজন্ত্য
বিমর্ষ হইলাম	... বিমর্ষবৃত্ত হইলাম	স্বত্বাধিকার	... স্বত্ব বা অধিকার
ব্যয়-সাধ্য-প্রযুক্ত	... ব্যয়-সাধ্যতা প্রযুক্ত	হস্তীগণ	... হস্তি-গণ
ব্যবহার্য্যলীল	... ব্যবহার্য্য		
শিরোশোভা	... শিরঃশোভা		
সপ্যতা	... সধ্য		
সদাসর্বদা	... সদা বা সর্বদা		
সন্তোষ হইলাম	... সন্তুষ্ট হইলাম		

(১) মহতী রাজ্ঞী বুঝাইলে মহারাজ্ঞী পদ হয়। মহারাজের স্ত্রী অর্থে হয় না।

(২) যে স্ত্রীলোক কোন সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী তাঁহাকে সম্রাজ্ঞী বলিলে ভুল হয়; ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাট্।

(৩) সৃজন, সত্যীত প্রভৃতি কয়েকটি অশুদ্ধ পদ বাক্যলা ভাষায় এরূপ প্রচলিত হইয়াছে যে, এ সকল পদের প্রয়োগ অনিবার্য্য।

## ( ৭ ) কাব্য ।

১। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে।

শ্রব্যকাব্য।

২। যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য কহে। শ্রব্য কাব্য তিন প্রকার। যথা,—পদ্যময়, গদ্যময় এবং গদ্য-পদ্যময়।

পদ্যময় কাব্য।

৩। সংস্কৃত ভাষায় পদ্যময় কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষ-কাব্য।

৪। মহাকাব্যাদি গদ্যেও লিপিত হয়।

মহাকাব্য।

৫। কোন দেবতা অথবা অশেষ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা এক বংশোৎপন্ন বহু ভূপতির বিবরণ যে কাব্যে লিখিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য কহে। মহাকাব্য নানাবিধ বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত থাকে। যথা,—রামায়ণ, মেঘনাদবধ ইত্যাদি।

খণ্ড কাব্য।

৬। এক বিষয়ে অনতিদীর্ঘ যে কাব্য তাহাকে খণ্ড কাব্য কহে। যথা,—মেঘ-দূত, ঋতু-সংহার ইত্যাদি।

কোষকাব্য।

৭। পরস্পর-নিরপেক্ষ শ্লোক-সমূহকে কোষ-কাব্য কহে। যথা—সস্তাব-শতক, পদ্য-পাঠ ইত্যাদি।

গদ্যময় কাব্য।

৮। বাহ্যর আদ্যন্ত গদ্যে রচিত, তাহাকে গদ্যময় কাব্য কহে। যথা,—কাদম্বরী, টেলিমেকস্ ইত্যাদি।

গদ্য-পদ্যময়-কাব্য।

৯। সংস্কৃত ভাষায় গদ্য-পদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূকাব্য কহে। বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ কাব্যের মধ্যে স্বধীরঞ্জন, ছাত্র বোধ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

দৃশ্য কাব্য।

১০। যাহা শ্রবণ করা যায়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্য কাব্য কহে। যথা,—শশিষ্ঠা, কুলীন-কুল-সর্বস্ব ইত্যাদি।

## (৮) ছন্দঃ (Versification) ।

১। যাঁহা পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ এবং শ্রবণ ও মনের প্রীতিপ্রদ, তাহাকে ছন্দঃ কহে ।  
ছন্দোবদ্ধ সার্থক পদ বিভ্রাণকে পদ্য কহে ।

২। ছন্দঃ দুই প্রকার । যথা,—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ( Blank verse ) ।

৩। অন্ত্য বর্ণের মিল না থাকিলে অমিত্রাক্ষর হয় ।

যথা,—‘তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে,

সরস কমল-কুল-বিকসিত যথা ।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ ( ১ ) (Rhyme) ।

৪। ‘একই অক্ষর দুই চরণান্তে রবে । অন্তস্থ উপাত্ত স্বর এক জাতি হবে ॥’

যতি ( Pause ) ।

৫। ‘জিহ্বার বিশ্রাম স্থান যতি নাম ধরে । শ্রুতবি সকল ভায় পদচ্ছেদ করে ॥’

একাবলী ।

৬। ‘একাদশ বর্ণে চরণ যার । একাবলী নাম জানিবে তার ॥’

যথা,—‘ভা ন ভামণ্ডল । বল স্বরূপ, কে দিল তোমায় একুপ রূপ ?

তোটক ।

৭। ‘প্রথমে লঘুবর্ণ দুটা হইবে । ঙ্গ অক্ষর এক পণে লিখিবে ॥

পর বারটি অক্ষর এই মতে । হয় তোটক সংস্কৃত শাস্ত্রমতে ॥’

যথা,—‘নম নিত্য নিরামষ বিশ্বপতে, নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে ।

পয়ার ( Couplet ) ।

৮। ‘চতুর্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার । অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার ॥’

যথা,—‘ধন জন যৌবনের গর্ভ কর মন । জান না নিমিষে হরে সকলি গমন ॥

নালবাঁপ ও তরল পয়ার ।

৯। ‘চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার । মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি অক্ষর আর ॥

যথা,—‘কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে । ধরি বাণ ধরশাণ হান হান হাঁকে ॥

‘চতুর্থেতে অষ্টমেতে মিল থাকে যার । ভিন্নাক্ষর বলে তারে তরল পয়ার ॥’

যথা—‘দেখ দ্বিজ, মনসিজ জিনিয় মুরতি । পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥’

( ১ ) আমার প্রথম পুস্ত্যপাদ অধ্যাপক স্বর্গীয় মধুসূদন বাচ্চপতি মহাশয়ের ছন্দোমাল্য  
হইতে কতিপয় ছন্দের লক্ষণ ও উদাহরণ গৃহীত হইল । বিশেষ বিবরণ উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ।

### পর্যায়সম ( Alternate Rhyme ) ।

- ১০। ‘প্রথম চরণ সহ তৃতীয় মিলিবে । মিলিবে দ্বিতীয় সহ চতুর্থ চরণ ॥  
ইহাই পর্যায়সম বুঝিয়া লিখিবে । রচনা করহ রীতি পয়ারে যেমন ॥’

মধ্যসম ।

- ১১। ‘প্রথম চরণ সহ চতুর্থ মিলিবে । মিলিবে দ্বিতীয় সহ তৃতীয় চরণ ॥  
ইহাবে চরণ সব পয়ারে যেমন । মধ্যসম নাম তার জানিবে লিখিবে ॥’

মালতী ।

- ১২। ‘পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ হয় হে । তাহারে মালতী-চ্ছন্দঃ কবিগণ কয় হে ।’  
যথা,—‘তেজস্বর তেজ সম তত দুঃখ হয় না । তার তেজে যার তেজ তার তেজ সম না ।  
প্রথর রবির তাপ শিরে সহ হয় হে । তার তাপে বালি তাপে পদে সহ নয় হে ॥’

তুণক ।

- ১৩। আদ্য দীর্ঘ(১)অন্ত্য হ্রস্ব এইরূপ বন্ধনে । রাখিবে পনের বর্ণ তুণকের যোজনে ॥’  
যথা,—‘ভূতনাথ ভূত-সাথ দক্ষ-যজ্ঞ নাশিছে । যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অটুহাস হাসিছে ॥’

কুসুম-মালিকা ।

- ১৪। ‘যদি পয়ারের আগে থাকে দুইটি অক্ষর । তারে কুসুম-মালিকা-চ্ছন্দঃ কহে কবিবর ॥’  
যথা,—‘যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে । যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু-মিলনে ।  
যথা কমলিনী মলিনী বামিনীযোগে থেকে । শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে ॥  
হ’ল তেমতি স্মৃতি নরপতি মহাশয় । পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয় ॥’

ললিত ।

- ১৫। ‘তিন ভাগে ধর, আঠার অক্ষর, প্রতি ষষ্ঠে কর, মিলন আর ।  
পাঁচ বর্ণ পরে, এইরূপে ধরে, তেইশ অক্ষরে, চরণ তার ॥’  
যথা,—‘‘কেন রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস বাসনা

কেন রে কর ।

অমল কমল, জিনিরে কোমল, অতি নিরমল,

শরীর ধর ॥’

( ১ ) ‘‘একমাত্রো ভবেদ্রহস্যো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে ।

ত্রিমাত্রস্তু প্রুতো ক্ষেয়ো ব্যঞ্জনস্বর্জমাত্রকম ॥’’

উচ্চারণ-কালকে মাত্রা কহে; হ্রস্ব স্বর এক-মাত্র, দীর্ঘ স্বর দ্বি-মাত্র, প্রুত স্বর ত্রি-মাত্র  
এবং ব্যঞ্জন স্বর্জমাত্র । গান, রোদন বা দুরাহ্মানে প্রুত স্বর ব্যবহৃত হয় ।





লঘু ত্রিপদী ( Short Triplet ) ।

- ১৯ । 'বার বর্ণ আগে,                      লিখ দুই ভাগে,  
 ছয়ে ছয়ে মিল হবে ।  
 আটটি অক্ষর,                      লিখ তার পব,  
 শেষ পদে যতি রবে ॥'  
 যথা,—'যে জন দিবসে,                      মনের হরষে,  
 আলায় মোমের বাতি ।  
 আশু গৃহে তার,                      দেখিবে না আর,  
 নিশিতে প্রদীপ ভাতি ॥'

তরল ত্রিপদী ।

- ২০ । 'লঘু ত্রিপদীর,                      পরিশেষে ধীর,  
 এক বর্ণ তবে দাও হে ।'  
 যথা,—'যদি হীন-সহ                      অহরহঃ রহ  
 মতি তব হীন হইবে ।  
 সমানের সনে,                      থাক একমনে  
 মতি সম-ভাবে রহিবে ॥'

বিশাখ পয়ার ।

- ২১ । 'পঞ্চদশ বর্ণে হয়                      মালতীর শেষ হে  
 মালতীর শেষ ।  
 তার পরে ছয় বর্ণ                      কর সমাবেশ হে  
 কর সমাবেশ ॥'  
 যথা,—'অতীত চিন্তার নাহি কোন ফলোদয় হে,  
 কোন ফলোদয় ;  
 করণীয় কাণ্ডে তুমি করহ নিশ্চয় হে,  
 করহ নিশ্চয় ।

( ৯ ) পদ্য-সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় ।

- ১ । হ্রস্ব স্বর ও তৎসংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণ লঘু বর্ণ ।
- ২ । দীর্ঘস্বর, অনুস্বার ও বিসর্গান্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণ এবং কখন কখন পাদান্তিম লঘুবর্ণ, গুরুবর্ণ-রূপে গণ্য হয় ।
- ৩ । পদ্যে হ্রস্ব বর্ণও বর্ণ-গণনা স্থলে পরিগৃহীত হয় । যথা—বসে গিয়া  
 ইন্দ্রজিৎ বজ্র করিবারে ।' কিন্তু একপ বর্ণ-গণনা অনেক স্থলেখকের অভিমত নহে ।

৪। পদ্যে বর্ণ সংক্ষেপ জন্ম কতকগুলি ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—করিয়া—করি ; করিতেছে—করিছে ইত্যাদি।

৫। পদ্যে ‘ইল’ ভাগান্ত ক্রিয়াপদের শেষে প্রায়ই আকারযুক্ত হয় এবং ‘ইলাম’ স্থানে ‘ইলু’ হয়। যথা,—চলিলা, কহিলা, চাহিলা, ভুলিলু, রাখিলু, ছিলু ইত্যাদি।

৬। পদ্যে বহুল-পরিমাণে নাম-ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। যথা,—নাদিলা, উত্তরিলা, টঙ্কারিয়া, বিস্তারিয়া স্বর্নিছে ইত্যাদি।

৭। পদ্যে এমন কতকগুলি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা গদ্যে ব্যবহৃত হয় না। যথা,—হেন, এবে, যাহে, তাহে, ইথে, পানে, মাঝারে, তেঁই, তব, মম, কভু ইত্যাদি।

৮। গদ্যে ব্যবহায্য নহে, এমন অনেক ক্রিয়াপদের প্রয়োগ পদ্যে পরিলক্ষিত হয়। যথা,—পশিলা, তিতিয়া, স্থধিবে, উপজে, উরি, নেউটিল, যুঝিতে, আইলু, উছলে, উথলিছে, খেদাইছে, আছিল, পরশে, নারিলু, হেরিয়া, ছুটিলু, থুয়োছল, জিনিয়া, ভণে, নারে ইত্যাদি।

৯। কতকগুলি ব্যাকরণ-দ্রষ্ট্রী-প্রত্যয়ান্ত পদ পদ্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে। যথা,—চাতকিনী, কুরঙ্গিণী, প্রকেশিনী, শ্রামাসিনী ইত্যাদি। এরূপ অন্তর্গত পদ-প্রয়োগ স্পৃহণীয় নহে।

১০। উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে শব্দ-গত বর্ণের পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোগ বা বিয়োগ দ্বারা প্রকৃত শব্দকে রূপান্তরিত করার নাম অপভ্রংশ। অপভ্রংশ করিলে, যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অপভ্রষ্ট শব্দ কহে। পদ্যে বা চলিত ভাষায় পদের কোমলতা-সম্পাদন করিবার জন্ম কতকগুলি অপভ্রষ্ট শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা,—যত্ন,—যতন, রত্ন—রতন, মধো—মাঝে, কষ্টা—কাঁথা, অক্ষি—অঁখি, দ্বার—দুয়ার, নিষ্ঠুর—নিটুর, মিত্র—মিতা, হৃদয়—হিয়া, বন্ধু—বঁদু, পার্শ্ব—পাশ, মুক্তা—মুকুতা, সেচনী—সেউতি, চিত্ত—চিত, হর্ষ—হরিষ, বর্ধা—বরিষা, শক্তি—শকতি, প্রাণ—পরাণ, স্বর্ণ—সোনা, কর্ণ—কান, নাসিকা—নাক, ভক্ত—ভাত, যুত—ঘি, ত্রাস—তরাস, আমিষ—অঁস, উচ্ছিষ্ট—এঁটো, অলক্তক—আলতা, দ্রুত—দ্রুথ, দধি—দই, বটন—বাঁটা ইত্যাদি।

১১। প্রাচীন পদ্য গ্রন্থে হিন্দী-পারসী প্রভৃতি ভাষায় বহুল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

১২। পদ্য-লেখক চন্দের অনুরোধে অনেক স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম-লঙ্ঘন করিয়া থাকেন ; কিন্তু যেখানে চন্দ্র-পতনের আশঙ্কা নাই, তথায় ব্যাকরণ-নিয়মের লঙ্ঘন দোষাবহ।

## (১০) অলঙ্কার (১)

( Figure of Speech ).

১। যেমন মানব-দেহের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া অঙ্গদ-হার-বলয়াদিকে অলঙ্কার কহে, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ-স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা-সম্পাদক অনুপ্রাস-উপমাদি ধর্ম্মকে অলঙ্কার কহে ।

২। অলঙ্কার দুই প্রকার । যথা,—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ।

৩। শব্দালঙ্কার শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমকাদি নানা প্রকার ।

শব্দালঙ্কার ।

শ্লেষ (Paronomasia) ।

৪। একটি শব্দ ছুট বা বহু অর্থ প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে শ্লেষ কহে ।

যথা,—“গোত্রের-প্রধান পিতা মুখ-বংশ-জাত । পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য-বংশ গাতা ।”

অনুপ্রাস (২) (Alliteration) ।

৫। একরূপ ব্যঞ্জন-বর্ণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে অনুপ্রাস কহে ।

যথা,—“কোকিল কোকিলা করে কলরবে গান । মধুকরী মধুকরে মধু করে দান ।”

যমক (Analogue) ।

৬। একাকার ভিন্নার্থ পদ-দ্বয়ের বিস্তারকে যমক কহে । আদ্য-মধ্য-অন্ত্যভেদে যমক প্রধানতঃ তিন প্রকার ।

যথা,—“ভারত ভারত খাত আপনার গুণে ।” আদ্য ।

“পাইয়া চরণ-তরি তরি ভবে আশা ।” মধ্য ।

“কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব-ভব ।” অন্ত্য ।

“কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে ।

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত-সহকারে ।”

} সর্ব

কাকু ( Tone of Voice ) ।

৭। স্বর-ভঙ্গিকে কাকু কহে ।

যথা,—“সম্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ; উর্বরা ভূমিতে

( ১ ) শব্দার্থযোরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ ।

রসাদীনুপকূর্ব্বস্তোহলঙ্কারান্তেহঙ্গদাদিবৎ । সা, দ ।

( ২ ) ‘অনুপ্রাসঃ শব্দ-সাম্যং বৈষম্যেহপি স্বরন্ত যৎ ।’

কি কণ্টক বৃক্ষ জন্মে না? চন্দন-কাঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার কি দাহিকা শক্তি নাই?”

### বক্রোক্তি ( Equivoque ) ।

৮। যদি বক্তা সরল-ভাষে কোন পদের প্রয়োগ না করিয়া কাকু বা শ্লেষ-বাক্য দ্বারা বক্রভাবে কোন পদের প্রয়োগ করেন, তবে সেই প্রয়োগকে বক্রোক্তি কহে।

যথা,—“স্বল্পক্ষতি-মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল। তোমা হেন বিজ্ঞ কাছে নিম্নিত কেবল ॥”

### ৯। প্রশ্নোত্তর।

“কে বল আছেন ভব তরিবারে তরি?

কেবল আছেন ভব তরিবারে তরি ॥”

আপনি দ্বিজ নন্ ত দ্বিজ কে? আপনি মহাবিজ (১)।

### ১০। পহেলিকা ( Riddle ) ।

“বিধাতৃ-নির্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিরাহার ॥  
যখন পুরুষ-বর হয় বলবান্। বিবাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥”

### চিত্র পদ্য।

“লজ্জিল কণ্টক নানা জলজ লভিল। লভিল জলজ নানা কণ্টক লজ্জিল ॥”

## অর্থালঙ্কার ।

### উপমা ( Simile ) ।

১২। একধর্ম-বিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তু-দ্বয়ের সাদৃশ্য কল্পনাকে উপমা কহে।

যথা,—“ছিহু মোরা স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে,

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে

বাঁধি নীড় থাকে সুখে। ———”

“———বসিতাম আমি

নাথের চরণ-তলে ব্রততী যেমতি

বিশাল রসাল-মূলে———”

( ১ ) “শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে।

যাত্রায়াং পীথি নিজ্রায়াং মহচ্ছন্দো ন দীয়তে ॥”

### মালোপমা

১৩। এক উপময়ের দুই বা বহু উপমান থাকিলে মালোপমা হয়।

যথা,—“মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি  
খনির তিমির গর্ভে ( না পারে পশিতে  
সৌরকর রাশি যথা ) সূর্য্যকান্ত মণি ;  
কিংবা বিশ্বাধরা রনা অম্বুরাশি তলে ”

### রূপক ( Metaphor ) ।

১৪। উপময়ের উপমান-রূপে আরোপ করাকে রূপক কহে ( ২৮৯ সূত্র ) ।

যথা,—“সূর্য্যরূপ সিংহ অন্তাচলের গুহাশায়ী হইলে, ধাতুরূপ দন্তি-যুথ নির্ভয়ে  
ক্রমং আক্রমণ করিল ।”

“মুচ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর  
শোণিতে আরক্ত কায়,                      অন্ত গেল রবি হায় ।  
অন্ত গেল যবনেব গৌবব-ভাস্কর ।”

### সাক্ষরূপক ।

১৫। যেখানে অঙ্গীতে কোন বস্তুর আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া, তাহার অঙ্গীভূত বস্তুতেও অঙ্গ বস্তুর আরোপ করা যায়, সেখানে সাক্ষরূপক হয়।

যথা—“——শোকের ঝড় বহিল সভাতে ।  
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে  
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন  
নিখাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারি-ধারা  
আসার ; জীমূতমল্ল হাহাকার রব ॥”

### পরম্পরিত রূপক ।

১৬। এক বস্তুর আরোপের জন্য অঙ্গ বস্তুর আরোপ করাকে পরম্পরিত রূপক কহে।

যথা,—“প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া ।  
রাখিলেন রাজ-লক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥”

এখানে প্রতাপে তপনের আরোপ নিমিত্ত কীর্ত্তিতে পদ্মের আরোপ করিতে হইয়াছে।

### ভ্রান্তিমান ( Rhetorical Mistake ) ।

১৭। অত্যন্ত দোষাদৃশ্য জানাইবার মানসে সদৃশ গুণসম্পন্ন বস্তুতে সদৃশ বস্তুর কাল্পনিক ভ্রমকে ভ্রান্তিমান কহে।

যথা,—“উৎপলাক্ষী সীতা সতী তমসার জলে, আপন নয়ন-ছায়া দেখি কুতূহলে,  
কুবলয়-বুগ ভাবি বাহু প্রসারিয়া, ধরিতে করেন যত সানন্দ ইহা ॥”

### অসঙ্গতি ( Separation of Cause ) ।

১৮। কারণ একস্থানে কিন্তু তাহার কার্য্য অল্প স্থানে হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয় ।

যথা—“শিবের কপালে রয়ে,                      অত্নরে আহতি লয়ে,  
না জানি বাড়িল কিবা গুণ ।  
একের কপালে রহে                      আরের কপাল দহে,  
আগুনের কপালে আগুন ॥”

### উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) ।

১৯। উপমেয়ের উপমানরূপে সম্ভাবনাকে অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত কোন বিষয়ের অভেদ কল্পনাকে উৎপ্রেক্ষা কহে । বাচ্যা ও প্রতীয়মানা-ভেদে উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার ।

যথা,—“সদ্ধাকালীন সমীরণ-ভরে বৃক্ষ-শাখা সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইলে, বোধ হইল, যেন বৃক্ষগণ পক্ষীদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আসিবার নিমিত্ত কর-সঞ্চালন দ্বারা আহ্বান করিতেছে ।”

“কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন । মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ ॥”

### ব্যতিরেক ( Excess of Object or Subject ) ।

২০। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনাকে ব্যতিরেক কহে  
যথা—“সস্তির সুললিত শ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর ; স্বঘমাতে কেহ নয় তোমার সমান ;

কিসে উপমার পাত্র নক্ষত্র-নিকর ? দূরতাই তাহাদের চাক্তা-নিদান ।

কোথা পাবে কোমলতা হরস সুবাস । গোপনে খনিতে মণি তাই করে বাস ॥”

“কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা । পদ নগে পড়ে তার আছে কতগুলি ।”

### অর্থাস্তরত্বাস ( Corroboration ) ।

২১। সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং বিশেষ দ্বারা সামান্তের সমর্থনকে অর্থাস্তরত্বাস কহে । যথা—“অনুশ্রু ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি, সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি অমুরূপ পায়েই অমুরাগিণী হইয়াছ । মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন জলাশয়ে প্রবেশ করিবে ?”

“চির সুখী জন                      ভ্রমে কি কখন

ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?

কি যাতনা বিধে                      বুঝিবে সে কিসে

কভু আশীবিধে দংশেনি যারে ॥”

### কাব্যলিঙ্গ ( Implied Causality ) ।

২২। বাক্যের বা পদের অর্থ, অন্ত অর্থের কারণ-স্বরূপ প্রতিপন্ন হইলে, কাব্যলিঙ্গ হয়। যথা,—

“পীতাম্বর-ভক্তিরস-প্রফুল্ল-হৃদয় । কাননে ভ্রমিছে ধ্রুব হইয়া নির্ভর ॥”

“নূতা-পরা-বিষাধরা বিদ্যাধরী-বাল। । উল্লাসে উৎফুল্ল-অঁখি নিরখে সে জন ॥”

### স্বভাবোক্তি ( Description ) ।

২৩। পদার্থ সকলের রূপ-গুণাদির যথার্থ বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা,—

“পাখী সব কবে রব রাতি পোহাইল । কাননে কুহুম-কলি সকলি ফুটিল ॥”

“রাতি গেল হইতেছে রবির উদয় । স্নমধুর, ডাকিতেছে পাখী সমুদয় ॥”

### অতিশয়োক্তি ( Hyperbole ) ।

২৪। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়-রূপে নির্দেশ করাকে অতিশয়োক্তি কহে। যথা,—

“————হে রজনী ! দয়াময়ী তুমি

শিশির-আসারে নিত্য সরস কুহুমে

নিদাঘার্ভ, প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে ।”

### সহোক্তি ।

২৫। সহার্থ-বাচক শব্দ দ্বারা গুণ-ক্রিয়াদির সাদৃশ্য বা সমকালিকত্ব প্রতিপাদন করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

“শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল ।

করকা সহিত পড়ে রুষ্টি অবিরল ॥”

“স্বদেশ-সলিলের সহিত তাঁহার লজ্জা বিগলিত হইল ।”

### নিদর্শনা ( Transference of Attributes ) ।

২৬। সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অব্যাপ্তবিক ধর্ম কিংবা কার্য আরোপিত হইলে, নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

যথা,—“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা

রে দূত ! অমর-বুল্ল বার ভুজ-বলে

কাতর, সে ধমুর্ধরে রাঘব-ভিখারী

বধিল সম্মুখ-রণে ! ফুল দল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শাখালী তরুণরে ?”



## অপ্রস্তুত প্রশংসা ।

- ২৭। অপ্রস্তুত অর্থের কখন দ্বারা প্রস্তুতার্থের স্থাপনকে অপ্রস্তুত প্রশংসা কহে ।  
 যথা,—“মুখ তুমি—মাটি কাটি লভি কহিনুর  
 ফেলিয়া সে রত্ন হায়, কে ঘরে ফিরিয়া যায়,  
 বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর ?”

## অপহৃতি ( Denial ) ।

- ২৮। উপমেষের অস্বীকার করিয়া উপমানের স্থাপনকে অপহৃতি কহে । যথা,—  
 “সৌধেপরি আরোহিয়া, দেখিছে রে দাঁড়াইয়া,  
 সারি সারি পুর-নারীগণ ।  
 আলু থালু কেশ-পাশ, আলু থালু নীল বাস,  
 কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন ।  
 আমি ত না নারী বলি, জ্ঞানল জলদাবলী,  
 নারীরূপে উঠেছে উপরে ।  
 অই দৃষ্টি দৃষ্টি নয়, মোদামিনী বোধ হয়,  
 চঞ্চলতা হেরে ভয় করে ।”

## ব্যাজস্তুতি ( Irony ) ।

- ২৯। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি কহে । যথা—  
 “গতি বড় বুদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।  
 কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন ॥”  
 “সভাজন শুন জামাতার গুণ,  
 বয়সে বাপের বড় ।”

## বিভাবনা ( Effect without Cause ) ।

- ৩০। কারণ-বাতিরেকে কাযোৎপত্তিকে বিভাবনা কহে । যথা,—  
 “অচক্ষু সর্বত্র চান, অকণ শূন্যে পান,  
 অপদ সর্বত্র গতাগতি ।  
 কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মৃথ বিনা বেদ পড়ি,  
 সবে দেন কুমতি হুম ত ॥”

## বিশেষোক্তি ( Cause without Effect ) ।

- ৩১। যেখানে কারণ আছে অথচ কাযা দোষিতে পাওয়া যায় না, সেইখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয় । যথা,—  
 “যদি করি নিম পান, তথাপি না যায় প্রাণ,  
 অনলে সলিলে মৃত্যু নাই ॥”

### সমাসোক্তি ( Personification ) ।

৩২। সমান কার্য সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ে অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি হয়। যথা,—

“হায় রে তোমারে কেন দুখি ভাগ্যবতি ?  
ভিখারিণী রাধা এবে তুমি রাজরাণী ।  
হয়-প্রিয়া মন্দাকিনী হুতগে তব সঙ্গিনী  
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি,  
সাগর-বানরে তব তাঁর সহ গতি ।”

### দীপক ( Identity of Action or Agent ) ।

৩৩। যে স্থানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয়ের একটি নাত্র ক্রিয়া থাকে বা অনেক ক্রিয়ার একমাত্র কর্তৃ-পদ থাকে, তথায় দীপক অলঙ্কার হয়। যথা,—

“পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবাবে ।  
উৎসবে সম্পদ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে ॥”  
“অজিন রঞ্জিত আঁহা কত শত রঙে  
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে  
সখী ভাবে সম্ভাষিয়া, ছায়ায়, কভু বা  
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,  
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ।  
নব লাভকার সতী দিতাম বিবাহ  
তরু সহ, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে

### দৃষ্টান্ত ( Parallel ) ।

৩৪। সাধারণ ধ্বংস-বাচক পদ-দ্বয় আপাততঃ ভিন্নার্থ-বোধক হইলেও প্রণিধান দ্বারা পূর্বোক্তর-বাক্যে যে উপমান-উপমেয় ভাবের অবগতি হয়, তাহাকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা,—

“কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয় ।  
শোভাধার পূর্ণ শশী রাহু-গ্রস্ত হয় ॥”

### উল্লেখ (Manifold Predication) ।

৩৫। এক বস্তুর অনেক প্রকারে উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহে। যথা,—

“চারি বেদে যাঁর ভেদ বুঝিতে না পারে ।  
বোদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁরে ধরিবারে নাারে ।  
বাইবেলে যাঁরে বলে সর্বশক্তিময় ।  
কোরাণেতে মুসল্মানে যাঁরে আল্লা কয় ॥

ভুবন-ভবনে যার মহিমা অপার ।  
 স্বাবর জঙ্গমে গায় গুণগান যার ॥  
 সেই সে অনাদি এই সংসারের সার ।  
 মানস-সরসে আসি বহন আমার ॥”

### দোষ ( ১ ) ।

৩৬ । শব্দার্থ ও রসাদির অপকর্ষকে দোষ বলে । দোষ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা,—  
 —শ্রুতি-কটুতা, ব্যাকরণ-দ্রষ্টতা, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থতা, নিরর্থকতা, অলীলতা প্রভৃতি ।

#### শ্রুতি-কটুতা ( Unmelodiousness ) ।

৩৭ । শব্দ সকল শ্রুতির অস্ব-কর হইলে শ্রুতি-কটুতা দোষ হয় । যথা,—“বৃক্ষ-  
 মূলে ঝঙ্ক-কুল তরফুর প্রতি ঝঙ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ।”

#### ব্যাকরণ-দ্রষ্টতা ( Solecism ) ।

৩৮ । ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধি ঘটিলে ব্যাকরণ-দ্রষ্টতা হয় । যথা,—

“সুকেশিনী শির-শোভা কেশের ছেদনে  
 ক্ষুদ্রা নহে যদি তাহে হয় উপকার ।”

#### অপ্রযুক্ততা ( Non-current words ) ।

৩৯ । যে সকল শব্দ কেবল অভিধানে আছে, সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, সেই সকল  
 শব্দের প্রয়োগ করিলে অপ্রযুক্ততা দোষ হয় । যথা,—

“ঈশাকের উষবুধে মায়া গেল মার ।  
 নাকেতে নির্জর-গণ করে হাহাকার ॥” (২)

#### গ্রাম্যতা ( Vulgarity ) ।

৪০ । যে সকল শব্দ অপকৃষ্ট লোকে ব্যবহার করে, সেই সকল শব্দকে গ্রাম্য শব্দ  
 কহে । গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগে গ্রাম্যতা দোষ হয় । যথা,—

“নাচ ত মগুর তুমি ঘাড উঁচু করি,  
 অহিভুক্ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম ?”  
 “শত-গ্রন্থি-কাঁথা মাত্র জীর্ণ আবরণ  
 দরিদ্রে কতই ক্লেশ দেও তুমি তবে ।”

( ১ ) “বাক্যে রসাত্মকং কাব্যং দোষান্ত্যাপকর্ষকাঃ ।

উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীত্যঃ ॥”

(২) ঈশাক—শিব, উষবুধ—অগ্নি, মার—কন্দর্প, নাক—স্বর্ণ, নির্জর—বেব ।

“অঙ্গদ বলয় সর্প সর্পের পইতা।

চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা।”

### দূরাশ্রয় ( Violation of Construction )।

৪১। কর্তৃ-কর্ম-প্রভৃতি কারক, ক্রিয়াপদের সন্নিহিত না হইয়া, অশ্রু বাক্যান্তে স্থাপিত হইলে, দূরাশ্রয় দোষ হয়। যথা,—

“ছিছু মোরা-স্থলোচনে, গোদাবরী-তীরে,  
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে,  
বাধি নৌড় থাকে স্থখে। ছিছু ঘোর বনে  
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুরবন সম।”

### অসমর্থতা ( False Application )।

৪২। যে শব্দে যে অর্থের বোধ হয় না, সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়। যথা—

“আমার লপিতে দেও কুস্তীর নন্দন।  
মৎস্ত-রাজ-পুত্র পরে করহ অর্পণ ॥” (১)

### অবাচকতা ( False analogy of Meaning )।

৪৩। যে শব্দের যে শক্তি নাই, সেই শব্দ দ্বারা সেই অর্থ প্রকাশ করিলে, অবাচকতা দোষ হয়। যথা,—

“মলয় বহিলে হায, নত-শিরা তুমি তায়,  
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো হেলিয়া।”

### নিরর্থকতা ( Expletives )।

৪৪। পাদ-পুরণার্থ অথবা ব্যবহার-দোষে একার্থক দুই শব্দের প্রয়োগকে নিরর্থকতা দোষ কহে। যথা,—

তিনি অদ্যাপিও আসেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন। সদাসর্বদা সাবধানে থাকিবে। তাহার কথা গ্রাহ-যোগ্য নহে। ইত্যাদি।

### অশ্লীলতা ( Indecency )।

৪৫। যে সকল শব্দ উচ্চারণ করিলে মনে লজ্জা, যুগ্ম অথবা চিত্তমালিঙ্গের উদয় হয়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগে অশ্লীলতা দোষ হয়।

(১) লপিত—বাক্য, কুস্তীর নন্দন—কর্ণ, মৎস্ত-রাজ-পুত্র—ইউত্তর।

## ক্লিষ্টতা ( Involved Construction ) ।

৪৬। অতি কষ্টে অর্থবোধ হইলে ক্লিষ্টতা সোম হয়। যথা,—

“অত্রি-লোচন-সন্তৃত-জ্যোতিঃ-প্রভব-প্রভাবতী তোমাদের শোকে স্নান হইতেছে।” (১)

“ধ্বান্তারি-তনয়া-পুলিন-বিহারী কংসারি তোমার মঙ্গল করুন।” (২)

## অধিক-পদতা ( Verbal Redundancy ) ।

৪৭। বাক্য-মধ্যে দুই একটি অধিক পদ সন্নিবেশিত হইলে, অধিক-পদতা দোষ হয়। যথা,—“হাসিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন।”

## প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা ( Violation of Poetical Convention ) ।

৪৮। পাপে মলিনতা ; যশে ধবলতা ; বর্ধাকালে হংস-গণের মানস-সরোবরে গমন ; কন্দর্পের কুলধনু, ত্রমর-পঙ্ক্তি-বিশিষ্ট জ্যা, পঞ্চ-সংখ্যক বাণ ; দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদ-নিমীলন , সূর্য্যপ্রিয়া পদ্মিনী ও ডায়া ; চন্দ্র-প্রণয়িনী কুমুদিনী ও তারকাবলী ; মেঘ-গর্জনে মধুর-গণের নৃত্য ; চক্রবাক-মিথুনের রাত্রি-বিরহ ; চাতক ও চকোনের যথাক্রমে মেঘজল ও চন্দ্রকিরণ পান ; অশ্বের হেবিত ; গজের বৃংহিত ইত্যাদি কবি-প্রসিদ্ধ বিষয়ের বিরুদ্ধ-বর্ণনাকে প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা কহে। যথা,—নিশীথ-কালে কমলিনী কলেবিকসিত কমল-কুল কমনীয় কান্তি প্রকাশ করিতেছে।—

‘নাচ্যে তারাবতী বেডি দেব দিবাকরে সুহৃ-বন্দ-পদে’ ইত্যাদি।

## রস ( Sentiments ) ।

৪৯। রস নয় প্রকার ; যথা,—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রোদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শাস্ত্র।

৫০। কোন বিষয় পাঠ, দর্শন বা শ্রবণ করিলে যে ভাব সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃ-করণে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহাকে স্থায়ি-ভাব কহে।

৫১। আদি রসে অনুবাগ, বীর-রসে উৎসাহ, করুণ-রসে শোক, অদ্ভুত-রসে বিস্ময়, রোদ্র-রসে কোপ, ভয়ানক-রসে ভয়, হাস্য-রসে হাস, বীভৎস-রসে জুগুপ্সা ও শাস্ত্র-রসে শম, স্থায়ি ভাব।

৫২। মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যে নানা বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বীর, করুণ, অদ্ভুত, রোদ্রাদি রসের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পরিণামে বীর-রসের স্থায়িভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জন্য মেঘনাদ-বধ কাব্যকে বীররস-প্রধান কহে। এইরূপ অগুত্র বৃত্তিতে হইবে।

(১) অত্রি লোচন-সন্তৃত-জ্যোতিঃ—চন্দ্র, অত্রি-লোচন-সন্তৃত-জ্যোতিঃপ্রভব-প্রভাবতী—জ্যোৎস্নাবতী ( রজনী ) ;

(২) ধ্বান্তারি-তনয়ী-পুলিন-বিহারী—যমুনা-তীর-বিহারী, কংসারি—কৃষ্ণ।

### গুণ ( Style ) ।

৫৩। রসের উৎকর্ষ-বিধায়ক ধর্মকে গুণ কহে। গুণ তিন প্রকার। যথা,—  
মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ ।

### মাধুর্য্য ( Elegance ) ।

৫৪। যে গুণ থাকিলে শ্রবণ-মাত্র কাব্য, চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্য-  
গুণ কহে। যথা,—

“পতি-শোকে রতি কাঁদে                      বিনাইয়া নানা ছাঁদে,  
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।” ইত্যাদি ।

### ওজো-গুণ ( Elaborate Style ) ।

৫৫। রচনার যে ধর্ম থাকিলে চিত্ত এককালে উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে ওজোগুণ কহে।  
যথা,—

“হা ভারতবর্ষীয় মানব-গণ ! আর কতকাল তোমরা, মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া  
প্রমাদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে ? একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচন করিয়া দেখ, তোমাদের  
পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার-দোষের ও অগ্ন্যহত্যা-পাপের শ্রোতে উচ্ছলিত হইয়া  
যাইতেছে, ইত্যাদি ।

### প্রসাদ গুণ ( Perspicuity ) ।

৫৬। পাঠমাত্রেই যে রচনার অর্থবোধ হয়, অথচ চিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া  
তদ্বাধ্যো শীঘ্র প্রবেশ করে, সেই রচনায় প্রসাদ গুণ আছে। যথা,—

“পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।  
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।” ইত্যাদি ।

### পত্র লিখিবার ধারা ।

১। বিচারালয় ও সরকারী কার্যালয় সংক্রান্ত (Official) পত্রাদি ব্যতিরেকে অন্ত্র  
পত্র লিখিবার কালে পত্রের শিরোভাগে অষ্ট্রী দেবতার নাম লিখিবার রীতি আছে।  
যথা,— শ্রীশ্রীহরিঃ, শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী ইত্যাদি। এবং কেহ কেহ দেবতার নামের  
নিম্নে সহায়ঃ, পরশম্, জয়তি ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন।

জমিদারী পত্রে অষ্ট্রী দেবতার নাম লেখার পদ্ধতি আছে।

আশুকল,সিদ্ধি-কামনার 'নমো গণেশায়' এবং বিবাহের পত্রে 'প্রজাপত্যে নমঃ' লিখিবার রীতি আছে ।

২। পত্রের শিরোভাগে দক্ষিণ কোণে সাল, তারিখ, নার এবং যে স্থান হইতে পত্র লিখিত হইতেছে সেই স্থানের নাম লিখিতে হয় । কেহ কেহ বা ঐগুলি পত্রের শেষেও লিখিয়া থাকেন ।

৩। যাঁহার নিকটে পত্র প্রেরিত হইবে, তাঁহার নাম, ধাম ইত্যাদি পত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হয়, সেই লেখাকে 'শিরোনাম' ( ১ ) কহে ।

৪। পত্রের উপরিভাগ হইতে তিন চারি অঙ্গুলি নিয়ে পত্রের বিষয় ( সংবাদাদি ) লিখিতে হয় । পোষ্টকার্ডে স্থানাভাব বশতঃ এক অঙ্গুলি বাদ রাখিলেও চলিতে পারে ।

৫। পত্রের বিষয় লিখিবার পূর্বে যাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে, তাঁহার সহিত সম্পর্কাদি অনুসারে সম্বন্ধাদি-সূচক যে সকল কথা লিখিতে হয়, সেই লেখাকে "পাঠ" কহে । লেখকের শিষ্টাচার প্রদর্শনই পাঠ লিখিবার উদ্দেশ্য ।

৬। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে তাহার শেষে ইতি, কিমধিকমিতি, নিবেদনমিতি, শ্রীচরণে নিবেদনমিতি প্রভৃতি পাঠ-বিবেচনায় লিখিতে দেখা যায়, পরে স্বাক্ষর-কালে লেখকের সম্পর্ক অনুযায়ী বিশেষণ তাঁহার নামের পূর্বে লিখিত হয় ।

কেহ কেহ বা সেই বিশেষণ, নামের পূর্বে লিখিয়া পাঠ আরম্ভ করেন, যেমন সেবক শ্রী অমুকস্ত প্রণাম নিবেদনঞ্চ বিশেষ :— আজ্ঞাকারী শ্রী অমুকস্ত,—প্রতিপাল্য শ্রী অমুকস্ত ইত্যাদি ।

আত্মীকর্ষীদের উপযুক্ত পাত্রকে পত্র লিখিতে হইলে লেখকের নাম পাত্রের উপরে আড়-ভাবে বা পার্শ্বে লিখিবার প্রথা আছে ।

পূজনীয় ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রীযুক্ত এবং কল্যাণীর ব্যক্তির নামের পূর্বে শ্রীমান্ লেখা হয় ।

৭। শিরোনামায় নামের পূর্বে সম্বন্ধাদিসূচক বিশেষণ ও নামের পরে সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া তদনুসারে শ্রীচরণাদি শব্দে সপ্তমী বিভক্তির বহুবচন যোগ করিয়া লিখিতে হয় । যথা,—শ্রীচরণেষু, স্নেহান্বেদেষু, সমীপেষু ইত্যাদি ।

সরকারী কার্যালয় সংক্রান্ত (Official) পত্রে অথবা আবেদন-পত্রে যাঁহার নিকট পত্র লিখিতে বা আবেদন করিতে হইবে, তাঁহার নাম না লিখিয়া কেবল পদের উল্লেখ করা উচিত । যথা,—সম্পাদক মহাশয়, ইন্স্পেক্টর মহোদয় ইত্যাদি ।

যেব্যক্তি পত্র লিখিতে গেল্প পাঠ, শিরোনামা স্বাক্ষরকারী বা লেখকের বিশেষণাদি লিখিতে হয়, তাহা নিয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল ।

৮। পিতা, মাতা, পতি, স্বর, স্বরপত্নী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, মাতুল, মাতুলানী, জ্যাঠা-ভ্রাতা, জ্যাঠা-ভ্রাতৃজায়া, জ্যাঠা ভগিনী,

জ্যোষ্ঠা ভগিনীর পতি প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে ( ১ ) পত্র লিখিতে হইলে—পাঠ—ঐচরণেষ্  
ঐচরণকমলেশ্, প্রণতি-পূর্বক-নিবেদনমেতৎ, স-প্রণাম নিবেদনমিদম্ ইত্যাদি ।

শিরোনামা—পূজনীয়, পরমপূজনীয়, ভক্তিভাজন ইত্যাদি ।

নাম ও সম্পর্ক শেষে—পূজনীয়েষু, ঐচরণেষু, ঐচরণাযুজেষু ইত্যাদি । লেখকের  
বিশেষণ—সেবক, সেবকামুসেবক, প্রণত দাস, ভূতা, আলীকাদাকাজী ইত্যাদি ।

২। পুত্র, কন্যা, কনিষ্ঠভ্রাতা, কনিষ্ঠা ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতৃ-  
পুত্র, ভ্রাতৃপুত্রী, শিষ্য, শিষ্যা, ছাত্র, ছাত্রী, ভাষ্য, শ্রালক ( ভাষ্যার বয়ঃকনিষ্ঠ ) প্রভৃতি  
আলীকাদের উপযুক্ত পাত্রদিগকে পত্র লিখিতে হইলে—

পাঠ—কল্যাণীয়েষু কল্যাণবরেষু, প্রাণাধিকেষু, স্নেহাস্পদেষু, শুভাশিষ্যঃ-সন্ত, শুভাশিষ্যঃ  
রাশয়ঃ সন্ত ইত্যাদি ।

শিরোনামা—কল্যাণীয়, কল্যাণীয়-বর, প্রাণাধিক, স্নেহাস্পদ, স্নেহাস্পদ ইত্যাদি ।

নাম ও সম্পর্ক শেষে—নিরাপংসু, দীর্ঘজীবীষু, কল্যাণীয-বরেষু, প্রীতি-স্থানেষু ইত্যাদি ।

লেখকের বিশেষণ—আলীকাদক, শুভাকাজী, মঙ্গলাকাজী, শুভামুখ্যারী, শুভার্থী,  
হিতৈষী, হিতাকাজী ইত্যাদি ।

১০। বন্ধু, বৈবাহিক, নিঃসম্পর্কীয় সর্বাণ, সাধারণ ভ্রতুলোক প্রভৃতি সমান সমান  
ব্যক্তিদিগকে পত্র লিখিতে বিনয়াদি-প্রকাশের আবশ্যকতা অনুসারে—পাঠ—সবিনয়  
নিবেদন, বিনয়পূর্বক নিবেদন, সমস্মান নিবেদন, সাদর-সম্ভাষণ-পুরঃসর-নিবেদন ইত্যাদি ।  
শিরোনামা—বন্ধুবর, মাণ্ডবর, মাননীয়, মদেক-সদয়, অভিন্ন-হৃদয় পোষ্ট্-বর । নাম ও  
সম্পর্কশেষে—বন্ধুবরেষু, মাণ্ডবরেষু, সদাশয়েষু সমীপেষু ইত্যাদি ।

লেখকের বিশেষণ—ঈদীয়, ভবদীয়, তোমারই, বশংবদ, বিনীত, ঘনিষাবনত, আশ্রম  
ইত্যাদি

১১। জমিদার, তালুকদার, রাজকীয় প্রধান কর্মচারী, কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ, সম্ভ্রান্ত  
কর্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে পত্র লিখিতে সস্ত্রম অনুসারে—

পাঠ—প্রবল প্রতাপেষু, মহিমবরেষু, মতিমার্গেষু, বহুমান-পূর্বক-নিবেদন, সমস্মান-  
মাবেদনম্ ইত্যাদি ।

শিরোনামা—মহিমবর, মহামহিম, প্রতিপালক, অশেষ গুণ সম্পন্ন ইত্যাদি ।

নাম ও সম্পর্কশেষে—মহিমবরেষু, মহিমার্গেষু, সম্মানভাজনেষু, বরাবরেষু ।

লেখকের বিশেষণ—চিরানুগত প্রজা, অনুগ্রহাকাজী, প্রতিপালা, ভিকারী, একান্ত  
বশংবদ ইত্যাদি ।

১২। লেখক স্নেহভাজন-স্থলে—পত্রে—পাঠ—প্রিয়দর্শনেষু এবং  
শিরোনামা—অসেচনক (২) বা অসেচনকবর লিখিতে পারেন ।

( ১ ) জ্যোষ্ঠা, জ্যোষ্ঠাই, খুড়া, খুড়ী, বগুর, বাগুড়ী, পিসে, শিশী, মেসো মাসী প্রভৃতি  
গুরু-সম্পর্কীয় এবং উচ্চ বর্ণ-জাত ব্যক্তিদিগকেও ঐরূপ পাঠাদি লিখিতে হইবে ।

(২) যাহাকে দেখিলে বা যাহার কথা শুনিলে তৃপ্তির শেষ হয় নী ।



১০। যাঁহাকে পত্র লেখা যাইতেছে, তিনি বা লেখক জীলোক হইলে,—  
শিরোনামার ও পত্র-শেষে যে সকল বিশেষণ পদের অয়োগ করা হইয়াছে, সেইগুলিকে  
জী-প্রত্যয়ান্ত করিয়া লইতে হইবে ।

১৪। পত্রের ভাষা সৰ্ব্বথা সরল হইবে, অয়োজনীয় কথাগুলি অতি সাবধানে লিখিতে  
হইবে, যেন বর্ণাঙ্কিত প্রভৃতি দোষ না ঘটে ; লেখা সমাপ্ত হইলে, এক বা দুইবার  
পড়িয়া দেখিবে ।

১৫। বর্তমান সময়ে বিবাহ-শ্রাদ্ধ-প্রভৃতি কার্য উপলক্ষে পত্র মুদ্রিত করিয়া জাতি  
বা সম্পর্ক-নির্বিশেষে প্রেরিত হয় । ঈদৃশ স্থলে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন ।  
বিবাহাদি স্থলে—বিহিত-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদন বা বিহিত সম্মান-পূর্বক-বিজ্ঞাপন এবং  
শ্রাদ্ধস্থলে অশৌচাবস্থায় প্রণামাদি করিবার নিষেধ থাকায় ‘সময়োচিত-নিবেদন’  
‘সময়োচিত-সন্তাষণ-পূর্বক-নিবেদন’ ইত্যাদি লেখা হইয়া থাকে ।

শিরোনামার আদর্শ ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত

দাদা মহাশয় শ্রীচরণেষু

দেয়া ————বাঁটুরা———গ্রাম

গোবরডাঙ্গা পোষ্ট

২৪ পরগণা জেলা

পত্রের আদর্শ ।

শ্রী শ্রীহরিঃ

শরণম্ ।

ভবানীপুর

১২৯১ সাল ২রা বৈশাখ

প্রগতি-পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়ের প্রেরিত পত্র যথাসময়ে আমার হস্তগত হইয়াছে । শারীরিক অস্বাস্থ্য-বশতঃ  
উত্তর প্রদানে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন । আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ-রূপে সুস্থ  
হইয়াছি, আমার স্বাস্থ্য-সংবাদ শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিবেদন করিছেন ।  
আমাদের পরীক্ষার ফল অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই । সংবাদ পাইলেই জানাইব । ভবিষ্যতে  
গণিতাদি যে সকল বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতেছি ।  
শ্রীমান্ স্থলীলের জন্ত একখানি অতি সুন্দর সচিত্র পুস্তক ক্রয় করিয়াছি । সে এখন  
কেমন আছে ? তাহাকে আমার আলীকাদ জানাইবেন এবং বাঁটুরা সকলের কুশল  
সংবাদ লিখিয়া স্থতী করিবেন, শ্রীচরণে নিবেদন ইতি ।

প্রণত

শ্রী আশুতোষ দত্ত ।

# পরিশিষ্ট ।

## ( ১ ) বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ।

১। অ আ, কবর্গ, হ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ ( Guttural ) বলে ।

২। ই ঈ, চবর্গ, য, শ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান তালু, ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ ( Palatal ) বলে ।

৩। উ ঊ, পবর্গ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ, ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ ( Labial ) বলে ।

৪। ঞ ঞ, টবর্গ, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা, ইহাদিগকে মূর্দ্ধা বর্ণ ( Cerebral ) বলে ।

৫। ঞ, তবর্গ, ল, স ইহাদের উচ্চারণ-স্থান দন্ত, ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ ( Dental ) কহে ।

৬। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও তালু, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যতালব্য বর্ণ ( Palato-Guttural ) কহে ।

৭। ও ঔ ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ, ইহাদিগকে কণ্ঠ্যোষ্ঠ্য বর্ণ ( Labio-Guttural ) বলে ।

৮। অন্তঃস্থ বকারের উচ্চারণ-স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ ( Dento-labial ) বলে ।

৯। চল্লবিন্দু ও অনুস্বারের উচ্চারণ-স্থান নাসিকা, ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ ( Nasal ) কহে । চল্লবিন্দু, অনুনাসিক উচ্চারণের জ্ঞাপক-চিহ্ন মাত্র বর্ণ-মধ্যে গণ্য নহে ।

১০। ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠের দ্বারা নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হয়, তজ্জন্ত ইহাদিগকে অনুনাসিকও কহে ।

১১। বিসর্গের উচ্চারণের নির্দিষ্ট স্থান নাই, যখন যে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে থাকে, তাহার যে উচ্চারণ-স্থান উহারও সেই উচ্চারণ-স্থান । এই নিমিত্ত উহাকে আশ্রয়-স্থান ভাগী কহে ( ১ ) ।

---

( ১ ) ভট্টোজ্ঞী দীক্ষিত মতে বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ ।

“অ কু-হ বিসর্জনীয়ানাং ঋঃ ।” উক্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত-মহাশয়গণ বিসর্গকে হ্কারের দ্বারা উচ্চারণ করেন, যেমন চেতঃ—চেতহ্ । তেজঃ—তেজহ্ তদনুসারে বিসর্গ কণ্ঠ্য বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ।

## ( ২ ) প্রচলিত কতিপয় সংস্কৃত ধাতু ।

অন্	প*সক*	ভক্ষণ	গর্জ্জ	প অক	গর্জ্জন
অন্	প অক*	জীবন	গাহ্	আ সক	প্রবেশ
অয়্	আ*সক	গতি	গুপ্	প সক	গোপন
অর্চি	প সক	পূজা	গুহ্	উ সক	রক্ষণ
অর্জ্জ	প সক	উপার্জন	গৈ	প অক	গান
অর্থ	আ সক	বাচ্ঞা	গ্রহ্	উ সক	গ্রহণ
অষধীর্	প সক	অবজ্ঞা	চর্	প অক	গতি
অশ্	প সক	ভোজন	চি	উ সক	চয়ন
অস্	প অক	ধাকা	চিস্তি	প সক	চিন্তা
অস্	প সক	ক্ষেপণ	ছিদ্	উ সক	ছেদন
আস্	আ অক	উপবেশন	জন্	আ অক	জনন
ই	প সক	গতি	জি	প সক	জয়
অধি-ই	আ সক	অধায়ন	জ্ঞা	প সক	জ্ঞান
ইব্	প সক	ইচ্ছা	তপ্	প সক	তাপ
ঐক্	আ সক	দর্শন	তুষ্	প অক	প্রাতি
কথি	প সক	কথন	তৃপ্	প অক	তৃপ্তি
কম্প	আ অক	কম্পন	তৃ	প সক	তরণ
কাজ্জ	প সক	আকাজ্জা	তাজ্	প সক	ভাগ
কাশ্	আ অক	প্রকাশ	তৈ	আ সক	পালন
কুপ্	প অক	কোপ	দম্	প সক	উপশম
কৃ	উ*সক	করণ	দহ্	প সক	দাহ
কৃষ্	প সক	আকর্ষণ	দা	উ সক	দান
ক্রম্	প অক	পাদবিক্ষেপ	দিশ্	আ সক	আদেশ
ক্লব্	প অক	ক্লরণ	দ্রহ্	উ সক	দোহন
ক্লি	প সক	ক্লয়	দৃশ্	প সক	দর্শন
ক্লিপ্	উ সক	ক্ষেপণ	দ্বিব্	উ সক	দ্বৈষ
খ্যা	প সক	কথন	ধা	উ সক	ধারণ
গম্	প সক	গমন	ধৃ	উ সক	ধারণ

ধৈ	প সক	ধান	লভ্	আ সক	লাভ
নন্	প অক	আনন্	লোক	আ সক	দর্শন
নন্	প সক	নমস্কার	বচ্	প সক	কখন
নশ্	প অক	নাশ	বস্	প অক	নিবাস
নী	উ সক	প্রাপণ	বহ্	উ সক	বহন
পত্	প অক	পতন	বিদ্	প সক	জ্ঞান
পা	প সক	পান	বৃ	উ সক	বরণ
পীড়্	প সক	পীড়ন	শক্	প অক	শক্তি
পু	উ সক	শোধন	শাস	প সক	শাসন
পূর্	আ সক	পূরণ	ঈ	আ অক	শয়ন
প্রচ্ছ্	প সক	জিজ্ঞাসা	শ্রম্	প অক	খেদ
প্রী	উ অক	প্রীতি	শ্র	প সক	শ্রবণ
ফন্	প অক	বিকাশ	সহ্	আ সক	সহন
বুধ্	আ সক	অবগতি	মৃ	আ সক	প্রসব
ভক্	প সক	ভোজন	মৃ	প অক	গতি
ভজ্	উ সক	সেবা	মৃজ্	উ সক	মৃষ্ট
ভন্জ্	প সক	ভঙ্গ	সেব্	আ সক	সেবা
ভাষ	আ সক	কখন	স্ত	উ সক	স্ততি
ভিন্	উ সক	ভেদ	স্ত	উ সক	আচ্ছাদন
ভী	প অক	ভয়	হা	প অক	স্থিতি
ভূজ্	আ সক	ভোজন	স্নিহ্	প সক	প্রীতি
ভূ	প অক	হওয়া	স্পৃশ্	প সক	স্পর্শ
মদ্	প অক	ইর্ষ	স্মি	আ অক	ঈর্ষাকান্ত
মস্জ্	প অক	অবগাহন	মৃ	প সক	স্মরণ
মা	প সক	মান	স্বন্	প অক	শব্দ
মুচ্	উ সক	তাগ	ইন্	প সক	হিংসা
যা	প সক	গমন	ইস্	প অক	হাশ
যাচ	উ সক	ভিক্ষা	হা	প সক	তাগ
যুজ্	প সক	যোগ	হিন্স	প সক	হিংসা
রক্ষ্	প সক	পালন	হু	প সক	হোম
রুদ্	প অক	রোদন	হু	উ সক	হরণ
রুধ্	উ সক	রোধ	হ্লাদ্	আ অক	অধ
লপ	প সক	আলাপ	হ্লে	উ সক	আহ্বান

ধাতুর অনেক অর্থ, এখানে কেবল প্রসিদ্ধ অর্থ লিখিত হইল ।

( ৩ ) অকারাদিক্রমে কতিপয় “উণাদি” প্রত্যয় ।

অক্—চন্-চম্পক, ন-নরক, কৃষ্-কৃষক,  
চর-চরক, উন্দ-উদক ।  
অঙ্গচ্—তু-তরঙ্গ, ল-লবঙ্গ, মদ্-মতঙ্গ,  
স্থ-সারঙ্গ ।  
অজিক্—ভিষ্-ভিষক্ ।  
অটন্—শক্-শকট, কর্ক—কর্কট ।  
অঠ—কম্-কমঠ ।  
অওন্—তু-তরঙ, কু-করঙ ।  
অৎ—মহ্-মহৎ, ঈষ্-ঈষৎ, পৃষ্-পৃষৎ  
বৃহ্-বৃহৎ ।  
অতি—বস্-বসতি ।  
অত্রন্—নক্ষ-নক্ষত্র ।  
অত্ৰিন্—পত্-পতত্রি ।  
অথন্—শপ্-শপথ ।  
অথিণ্—সারি-সারথি ।  
অদ্—শৃ-শরৎ ।  
অন্—উদ্-ঋ-উদর, ধ্রু-ধ্রুব,  
হিন্-সিংহ (১), মস্জ-মসজ্জা ।  
অন—যু-যবন, উন্দ-ওদন, গম্-গগন,  
চন্দ-চন্দন ।  
অনি—রন্জ-রজনি, গ্রহ্-গ্রহণি, ধৃ-ধরণি,  
তু-তরণি, অব্-অবনি, রম্-রমণি  
শৃ-শরণি ।  
অন্তু—জি-জরন্তু, বস্-বসন্ত ।  
অস্তি—অষ্-অবস্তি ।  
অশ্চ—ঋ-অরণা, পৃষ্-পর্জন্তু ।  
অপ—স্থ-সর্ষপ ।  
অভক্—ঋষ্-ঋষভ, বুষ্-বৃষভ ।  
অভচ্—ক্-করভ, গর্দ-গর্দভ ।

অম—কল্-কলম, কর্দ-কর্দম ।  
অষচ্—কদ্-কদম্ব ।  
অযু—স্থ-সরযু ।  
অব্—প্র-অত্—প্রাতিঃ ।  
অৱন্—ভ্রম্-ভ্রমর, স্থম্-স্থমর,  
শিন্ধ-শেখর, জন্-জঠর,  
মহ্-মহুর, জঙ্জ-জঙ্জুর ।  
অৱ্—ঋ-অৱক্ ।  
অলচ্—মঙ্গ-মঙ্গল ।  
অলি—অনজ্-অঞ্জলি ।  
অষক্—হা-স্তবক ।  
অস্—রক্ষ-রক্ষঃ, চিৎ-চেতঃ, অজ্-বয়ঃ,  
পা-পয়ঃ, শ্রি-শিরঃ, নহ্-নভঃ  
বচ্-বক্ষঃ, অন্গ্-ইর-অজিরাঃ,  
উচৈঃ-শ্র-উচৈশ্রবাঃ ।  
অসচ্—পন্-পনস, বে-বেতস ।  
বয়-বায়স, দিব্-দিবস ।  
আক—শল্-শলাকা, পত্-পতাকা,  
পা-পিপাক, শু-শুবাক ।  
আকু—বৃত-বার্তাকু ।  
আগু—যু-যবাগু ।  
আনক্—ভী-ভয়ানক ।  
আশ্চ—বদ্-বদাশ্চ ।  
অয়—কষ্-কষায় ।  
আরন্—অন্গ্-অঙ্গার ।  
আলক্—তম্-তমাল ।  
ই—ঋ-অরি, হ্র-হরি, বীধ্-বীধি, বিদ্-  
বেদি, অত্-অতি ।  
ইজি—পণ্-পণিক্ ।

(১) “বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহ বর্ণ-বিপর্যায়ঃ ।

বোড়শাদৌ বিকারঃ স্তাষর্গনাশঃ পুষোদরে ॥”

ইঞ—নহ্-নাভি, বণ্-বাণি ।  
 ইণ্—ব্-বারি, পণ্-পানি ।  
 ইন্—কৃ-কবি, মন্-মণি, সহ-খ্যা—সখি(১)  
 আ-হন্—অহি ।  
 ঈতি—হ্-হরিৎ, য্-সরিৎ, য্-যোষিৎ,  
 তড্-তড়িৎ ।  
 ঈতন্—হ্-হরিত ।  
 “ইত্—স্তুনি-স্তময়িত্ ।  
 ঈধিন্—অত্-অতিধি ।  
 ইন্—কঠ্-কঠিন ঙ্গ-দ্রবণ, বেপ-বিপিন,  
 নল-নলিন, হ্-হরিণ ।  
 ইলচ্—কুট্-কুটিল, সল-সলিল ।  
 ইসিন্—ছাৎ-জ্যোতিঃ, হ্-হবিঃ স্থপ-সপিঃ ।  
 ইলক্-লক্ষ্মী ।  
 ইকন্—অল্—অলোক, হ্-হয়ীক ।  
 ইচি—য়-মরোচি, বে-বোচি ।  
 ইদ—কৃন্-কুসীদ ।  
 ইবন্—শ-শরীর, কুস্ত-কুস্তীর, ঘস্-ক্ষীর,  
 বশ্-উল্লীর, গম্-গম্ভীর,—গম্ভীর ।  
 উ—ম্-মরু, ত্-ভরু, চর-চরু তন্-তন্মু,  
 বন্ধ্-বন্ধু, মন্-মমু, সন্ম-সিস্মু, উন্ম-  
 ইন্ম, সাধ্-সাধু, রিপ্-রিপু, তন্শ্-  
 অংশু, যজ্-রজ্জু, মন্-মধু, শো শিশু ।  
 উপ্—কৃ-কারু, বা-বায়ু, স্বদ-স্বাদু, রহ্-  
 রাত, স্বা-স্বায় ।  
 উতি—ম্-মরুৎ, গৃ-গরুৎ ।  
 উনন্—কৃ-করণ, ব্-বরণ, দারি-দারুণ,  
 পিশ্-পিপুন, অর্জ্জ-অর্জুন, ত্-তরণ,  
 ঋ-অবণ ।

উনি--শক্-শকুনি ।  
 উর—মন্ম-মন্মুরা, মদ-মদন্তর, বন্ধ্-বন্ধুর,  
 চত্-চতুর ।  
 উলন্—তন্ড্-তণ্ডল ।  
 উলি—অনগ্-অঙ্গুলি ।  
 উশক্—অনক্-অঙ্কুশ ।  
 উযন্—পৃ-পরুষ, কল-কলুষ ।  
 উস্—বপ্-বপুঃ, ধন্-ধনুঃ, চক্ষ্-চক্ষুঃ, মহ-  
 মুহঃ ।  
 উ—চম্ চমু, বহ্-বধু ।  
 উধ্—ময়-ময়ুধ ।  
 উন্—কর্ক ধা—কর্ককু ।  
 উর—মি-ময়ুর, দৃ-দর্দূর, সান্দ্-সিন্দূর,  
 কৃপ্-কপূর ।  
 উল,—লনগ্-লাঙ্গুল ।  
 উযন্—গন্ড্-গণ্ড, মন্জ-মঞ্জুষা,  
 পীয়-পীয়ুষ ।  
 ঋ—দিব্-দেব (২) য্-অস্-অসু, ন-নন্দ,—  
 ননন্ বা ননান্দ ।  
 ঋত্—শক্-শকুৎ ।  
 ঋন্ম—কৃ-করেণু ।  
 ঋশ্—ব্-বরেণা ।  
 ওতচ্—কব্-কপোত ।  
 ওরন্—কঠ্-কঠোর, চক্-চকোর ।  
 ওল—কল্প-কল্লোল ।  
 ক—শুভ্-শুভ, গ্রহ্-গ্রহ, কৃ-ক্রেত্র,  
 উষ্-উষ্ক ।  
 কন্—চিত্-চিকণ ।  
 কত্—কৃ কতু ।

- (১) “অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ সর্দৈবানুমতঃ সূহৃৎ ।  
 একত্রিংশ ভাষ্যত্রিংশ সম প্রাণঃ সখা মতঃ ॥”  
 (২) “পিতা মাতা ননন্দা না সর্বোহ্-ভ্রাতৃ-যাতরঃ ।  
 জামাতা দুহিতা দেবা ন তৃণস্তা ইমে দশ ॥”

কন্—ভী-ভেক, ই-এক, মন্ত-মন্তক,

কৈ-কাক, শল্-শক ।

কন্—ভু-ভুবন, কৃ-কিরণ ।

কনিন্—যু-যুধা, রাজ্-রাজা, মুহ্-মূৰ্ছা ।

কয়ন্—মল্-মলয়, তন-তনয়, জ্-জদয় ।

করন্—পুষ-পুষ্কর ।

কলচ—কম্-কমল, অন-অনল, পুষ্-পুঙ্কল,

কুণ্ড-কুণ্ডল, ধাব্-ধবল, পট্-পটল ।

কালন্—তম্-তমাল, বিশ্-বিশাল ।

কি—গৃ-গরি ।

কিকন্—ব্রশ্-বৃশ্চিক ।

কিতচ্—বচ্-উচিত ।

কিন্ধচ্—পুল-পুলিন্দ, অল্-অলিন্দ ।

কিরচ্—মদ্-মদিরা, বন্ধ-বধির,

শল শিশির, স্থা-স্থবির, শী-শিবির ।

কিল—মিধ-মিথিলা, ম্লথ-মিথিল ।

কীটন্—কৃ-কিরীট ।

কু—বাধ্-বিধু, গৃ-গুরু, মৃদ্-মৃদু, লন্-লঘু

উর্গ্-উরু, ঋজ্-ঋজু, দৃশ্-দৃশু ।

জিন্—জা-জাতি, যম্-যতি ।

জ্—মিদ্-মিত্র, মি-মিত্র ।

কথন্—রম্-রথ, কাশ্-কাষ্ঠ ।

ক্ধিন্—অস্-অস্তি ।

ক্ন্—তৃহ্-তৃণ ।

ক্রি—ভৃ-ভূরি ।

ক্রু—কৃ-কৃক ।

কন্—বিশ্-বিশ্ব, লিহ্-লিহ্মা ।

কসি—কুস্-কৃষ্ণি ।

কহ্—ইস্-ইক্ষু ।

কহ্—তিজ্-তীক্ষ্ণ, স্লিহ্-স্লক্ষ্ণ ।

খ—শম্-শম্ভু, মুহ্-মুখ, নহ্-নথ, শী-শিখা ।

গক্—মৃদ্-মৃদা, ভৃ-ভৃঙ্গ ।

গন্—গম্-গঙ্গা ।

ঘক্—দৃ-দীর্ঘ ।

চট্—নিব্-স্মৃচী ।

ঞণ্—জরা-ই-জরায়ু, ত্-তালু, দৃ-দারু,

চর্-চরু, জন্-জায়ু ।

টিবচ্—মহা-মহিষ, অম্-আমিষ ।

ঠ—কণ্-কণ্ঠ ।

ড—অম্-অণ্ড, দম্-দণ্ড, সন্-বণ্ড, কণ্-কাণ্ড

ডতি—পা-পত ।

ডু—আ-অন্থ-আণু, পর-শৃ-পরশু ।

ডুতচ্—অদ্-ভা বা ভূ-অভুত ।

ডুণ্য—পু-পুণ্য ।

ডু—ভ্রম্-ক্র ।

ডু—নী-নু ।

ডো—গম্-গো ।

ডো—গৈ-গো ।

ড্রট্—স্ট্রো-স্ট্রী ।

ড্রি—ভৃ-জি ।

ণিজন্—বাদি-বাদিত্র ।

গুস্—ই-আয়ুঃ ।

তকক্—ইষ্-ইষ্টক, অশ্-অষ্টক ।

তন্—হস্-হস্ত, গৃ-গর্ত ।

তনন্—বী-বেতন ।

তি—বি-তস্-বিতস্তি, যক্ষ-যষ্ট ।

তুন্—তন-তন্ত, জন্-জন্ত, সি-সেতু, ধা-ধাতু

হি-হেতু, চার-কেতু, বস্-বস্ত ।

তুক্—ব-বতু ।

তৃচ্—ভাজ্-ভাতৃ, পা-পিতৃ, দ্রহ্-দ্রহিতৃ ।

ত্বাক্—মৃ-মৃত্যু ।

ত্রিপ্—রা-রাত্রি ।

ধক্—তৃ-তীর্থ, নি-নী-নিশীথ, পৃষ্-পৃষ্ঠ,

যৃ-যুথ

ধন্—প্র-প্রোধ, উব্-ওষ্ঠ, গৈ-গাধা,

শু-শোধ ।

ধৃক্—লী-লীধ ।

ন-রন্-রজ্জ, স্-স্ননা, সি-সেনা,  
ফায়-ফেন ।

মক্-উব্-উক্, বৌ-বৌণা, মৌ-মৌন ।

নি-অনগ্-অগ্নি, বৃব্-বৃষ্টি, বহ্-বহ্নি ।

নু-ভা-ভানু, হা-জঙ্ঘু, বিব্-বিষ্ণু ।

প-পা-পাপ, শূ-শূর্ণ, বা-বাণ্ণ, লস্-লল্ণ

পাস-কৃ-কাপাস ।

ফক্-গল-গুল্ফ ।

ভ-গৃ-গৰ্ভ ।

ম-ধৃ-ধর্ম্ম, ক্-ক্লেম, এস্-গ্রীষ্ম ।

মক্-ধৃ-ধূম, যজ্-যুগ্ম, ঞ্চ-ঞাম,

হন্-হিম ।

মদ্-যৃব্-যৃগ্দ্, অস্-অস্গ্দ্ ।

মন্-ভস্-ভস্ম, কৃ-কশ্ম, চরু-চশ্ম, শূ-শশ্ম,

ব্যো-ব্যোম, বৃন্-ব্রহ্মা, আ-অত্-আত্মা,

গ্রস্-গ্রাম ।

মি-নী-নেমি, ঋ-উগ্নি, অশ্-রশ্মি ।

মিক্-ভূ-ভূমি ।

মূলক্-তৃ-তুমুল ।

যক্-মন্-মধ্য ।

যু-মন্-মনু্য, দস্-দনু্য ।

র-বপ্-বিপ্র, ইল্-ইল্ল, বজ্-বজ্র,

অর্দ-অর্জি, অজ্-বীর ।

রক্-ভল্-ভল্ল, উচ্-উগ্র শুচ্-শুক্,

চল্-চল্ল, সম্-উল্-সমুজ্, নী-নীর,

শুচ্-শৃজ্, কৃত্-ক্র ।

রি-ভৌ-ভৌর ।

রু-মি-মেক ।

ল-অম্-অম্ল ।

ব-অশ্-অব, হৃস্-হৃষ ।

বন্-গৃ-গ্রীবা, লী-লিব ।

বল-পল্-পল্ল ।

বলক্-লী-লৈবল ।

বালন্-লী-লৈবাল ।

বিন্-দৃ-দর্কি ।

শুন্-শ্ল-শ-পশ্ ।

বন্-শ্ল-পার্শ্ব ।

যিবন্-প্রথ্-পৃথিবী ।

ধ্রুন্-রাজ্-রাষ্ট্র, উষ্-উষ্ট্র ।

ধরচ্-গাহ্-গহ্বর, পৈ-পীবর ।

ধরন্-শূ-শর্বরী ।

স-বদ্-বৎস, হন্-হংস, কন্-কংস, কব্-

কক্, মন্-মাংস, স্নৃ-স্নৃগা, ব্রশ্চ-বৃক্ষ,

ঋষ্-ঋক্ষ, রুহ্-রুক্ষ, উল্-উৎস ।

সরক্-ধৃ-ধূসর ।

সরন্-বস্-বৎসর, মদ্-মৎসর ।

স্মন-স্মচ্-স্মশ্ ।

শুন্-মদ্-মৎশ । ইত্যাদি ।



## (৪) উপসর্গের (১) অর্থ ও তদ্যোগে ধাতুর

## অর্থগত বৈলক্ষণ্য ।

প্র	...	গতি, আরম্ভ, উৎকর্ষ, সর্বতোভাব, উৎপত্তি ।		
পরা	...	ভঙ্গ অনাদর, প্রত্যাবৃতি ।		
অপ	...	অনাদর, ভ্রম, অসাকল্য, বৈরূপ্য, ত্যাগ, নঞর্থ ।		
সম্	...	প্রকর্ষ, লেব, নৈরন্তর্য্য, ঐতিহ্য, আভিযুখ্য ।		
নি	...	নিশ্চয়, নিষেধ ।		
অব	...	নিশ্চয়, অসাকল্য, অনাদর ।		
অনু	...	পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, লক্ষণ, বীক্ষা ।		
নির্	...	অত্যাধিক্য, নিষেধ, নিশ্চয়, বাহিরগণ ।		
ছিন্ন	...	নিষেধ, কষ্ট, নিন্দা ।		
বি	...	বিশেষ, বৈরূপ্য, নঞর্থ, গতি, দান ।		
অধি	...	উপরিভাগ ।		
হু	...	শোভন, অনায়াস, অতিশয় ।		
উৎ	...	উর্দ্ধ, উৎকর্ষ, প্রাচুর্য্য, নৈকট্য ।		
পরি	...	সর্বতোভাব, অতিশয়, বীক্ষা ।		
প্রতি	...	লক্ষণ, ব্যাবৃতি, সাদৃশ্য, বীক্ষা, সমাধি, প্রত্যর্পণ ।		
অভি	...	সমস্তাৎ, বীক্ষা, ধ্বংস ।		
অভি	...	অতিশয়, অসম্ভাবনা ।		
অপি	...	আহরণ, অজ্ঞান ।		
উপ	...	অনুকম্পা, সামীপা, আধিক্য, উৎকর্ষ, আরম্ভ, হীনতা, পশ্চাৎ ।		
আ	...	ঈষৎ, পর্য্যন্ত, সম্যক্, ব্যাপ্তি, সমস্তাৎ, গ্রহণ, প্রত্যাবৃতি ।		
প্র	হ্র	ঘঞ্	প্রহার	আবাত
অপ	হ্র	ঘঞ্	অপহার	চুরি
সম্	হ্র	ঘঞ্	সংহার	কিনাশ
নি	হ্র	ঘঞ্	নীহার	শিশির
উপ	হ্র	ঘঞ্	উপহার	উপচোকন
আ	হ্র	ঘঞ্	আহার	ভোজন

(১) “ধাত্বর্থঃ বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ, তমনুবর্ততে ।

তমেব বিশিনষ্টাশ্চ উপসর্গ-স্বিধা মতঃ ॥

• উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদশ্চ নীয়তে ।

প্রহারাহার-সংহার-বিহার-পরিহারব্যং ॥”

বি	হ	ঘঞ্	বিহার	ভ্রমণ
নির্	হ	ঘঞ্	নির্হার	শবাদি-বহিন্‌য়ন
প্রতি	হ	ঘঞ্	প্রতীহার	স্বার, স্বারবান্
অভি	হ	ঘঞ্	অভিহার	বলপূর্বক গ্রহণ
উদ্-উৎ	হ	ঘঞ্	উদ্ধার	মুক্তি
পরি	হ	ঘঞ্	পরিহার	পরিচ্যোগ
বি-অব	হ	ঘঞ্	ব্যবহার	আচরণ
অধি-আ	হ	ঘঞ্	অধ্যাহার	উচ্চ করা
উপ-সম্	হ	ঘঞ্	উপসংহার	শেষ
অভি-অব	হ	ঘঞ্	অভ্যবহার	ভোজন
সম্-অভি-বি-আ-হ	হ	ঘঞ্	সমভিষাহার	সঙ্গ

ই ... প্রত্যয়, অপায়, উপায়, বিপর্যয়, অতায়, অভিপ্রায়, অস্থয়, সময়, জ্ঞায়, আয়, বায়, প্রায়, নিরয় ।

ঐক্ ... প্রেক্ষণ, অপেক্ষা, উপেক্ষা, প্রতীক্ষা, উৎপেক্ষা, পরীক্ষা, বীক্ষিত ।

কৃ ... প্রকৃতি, অনুকৃতি, নিকৃতি, বিকৃতি, স্বকৃতি, প্রতিকৃতি ।

কৃপ ... সংকল্প, বিকল্প ।

ক্রম্ ... আক্রমণ, বিক্রম, উপক্রম, সংক্রম, পরাক্রম ।

ক্ষিপ্ ... আক্ষেপ, বিক্ষেপ, সংক্ষেপ, উৎক্ষেপ, প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ ।

গম্ ... অনুগমন, আগমন, অপগম, নির্গমন, প্রতিগমন ।

গ্রহ ... অনুগ্রহ, নিগ্রহ, প্রতিগ্রহ, আগ্রহ, পরিগ্রহ, বিগ্রহ ।

চর্ ... আচরণ, বিচরণ, সঞ্চরণ, উচ্চারণ, প্রচার, অপচার, সঞ্চায়, উপচার ।

চি ... উপচয়, অপচয়, সমুচ্চয়, সঞ্চয়, নিশ্চয়, পরিচয় ।

জ্ঞা ... অনুজ্ঞা, আজ্ঞা, সংজ্ঞা, অবজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা, বিজ্ঞান ।

তপ্ ... অনুতাপ, সন্তাপ, উত্তাপ, প্রতাপ, পরিতাপ ।

দা ... আদান, প্রদান, নিদান, অবদান, প্রতিদান, উপাদান ।

দিশ্ ... উপদেশ, আদেশ, সন্দেশ, বাপদেশ, নির্দেশ, উদ্দেশ ।

দৃশ্ ... প্রদর্শন, সন্মর্শন, নিদর্শন, সূদর্শন, পরিদর্শন, আদর্শ ।

ধা ... সংহিত (১), নিহিত, অবহিত, বিহিত, পরিহিত ।

ভূ ... প্রভব, পরাভব, সত্ত্ব, অনুভব, বিভব, উদ্ভব, অভিভব, পরিভব ।

নী ... আনয়ন, প্রণয়ন, অপনয়ন, উপনয়ন, নির্ণয়, অভিনয় ।

পদ্ ... আপত্তি, বিপত্তি, উপপত্তি, সম্পত্তি, উৎপত্তি ।

মন্ ... অনুমান, বিমান, অভিমান, সম্মান ।

যুক্ত্ ... সংযোগ, বিরোধ, প্রয়োগ, অনুযোগ, অভিযোগ, উদ্যোগ, উপযোগ ।

(১) হিত ও তত শব্দ পরে থাকিলে সম্ শব্দের ম্-কারের বিকল্পে লোপ হয়

যথা—সম্ + হিত = সহিত, সম্ + তত = সতত ; অন্তত সংহিত, সন্তত ।

রুধ্ ...অবরোধ, নিরোধ, প্রতিরোধ, অনুরোধ, সংরোধ, বিরোধ, উপরোধ ।

লপ্ ...সংলাপ, প্রলাপ, বিলাপ, অপলাপ, আলাপ ।

বদ্ ... অনুবাদ, বিবাদ, সংবাদ, প্রবাদ, অপবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ ।

বপ্ ... নিবাপ (১) নির্বাপ (২) ।

বহ্ ... বিবাহ, উদ্বাহ, সংবাহ, প্রবাহ, নির্বাহ ।

বিদ্ ... সংবেদন, নিবেদন, নির্বেদ, অধিবেদন (৩), পরিবেদন (৪), পরিবেতা (৫) আবেদন ।

সদ্ ... প্রসাদ, বিবাদ, অবসাদ, নিষাদ ।

হ্ ... প্রসর, অপসরণ, অনুসরণ, নিঃসরণ, উৎসরণ, প্রসার, সংসার ।

স্থ্ ... অবস্থা, বিষ্ঠা, সংস্থা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা, প্রস্থান, সংস্থান, অবস্থান, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, উত্থান ।

হন্ ... নিধাত, আঘাত, সংঘাত; অপঘাত; ব্যাঘাত, প্রতিঘাত, প্রহতি ।

হ্র ... প্রহরণ, অপহরণ, সংহরণ, নিহরণ (৬), বিহরণ, উদ্ধরণ, আহরণ,

## (৫) অনিট্ ধাতু ।

দরিদ্রা ভিন্ন সমুদয় আকারান্ত; খি, শি, ভিন্ন সমুদয় ইকারান্ত; ডী, শী দীধী বেবী ভিন্ন ঙ্কারান্ত; য়, ক্, য়, স্ক্, ক্ষ্, উর্গ্ ভিন্ন উকারান্ত; য়, জাগ্ ভিন্ন ঞ্কারান্ত ক্কারান্ত মধ্যে শক্; চ্কারান্ত মধ্যে পচ্, মুচ্, রিচ্, বচ্, বিচ্, সিচ্; ছ্কারান্ত মধ্যে প্রচ্ছ্; জ্কারান্ত মধ্যে ত্যজ্, নিজ্, ভজ্, ভজ্, ভূজ্, ভ্রূজ্, মন্জ্, যজ্, যুজ্, রজ্, রজ্, বিজ্, স্বজ্, সৃজ্; দ্কারান্ত মধ্যে অদ্, কৃদ্, খিদ্, ছিদ্, তুদ্, মুদ্, পদ্, বিদ্, বিন্দ্, সদ্, স্বন্দ্, সিদ্, হৃদ্; ধ্কারান্ত মধ্যে কৃধ্, ক্ষুধ্, বৃধ্, বৃদ্ধ্, রাধ্, রুধ্, বাধ্, শুধ্, সাধ্, সিধ্; ন্কারান্ত মধ্যে মন্, হন্; প্কারান্ত মধ্যে আপ্, ক্ষিপ্, তপ্, তিপ্, তৃপ্, ত্রপ্, ছুপ্, লিপ্, লূপ্, নপ্, নপ্, স্থপ্, স্বপ্; ভ্কারান্ত মধ্যে ভত্, রত্, লভ্; ম্কারান্ত মধ্যে গন্, মন্, যন্, রন্; শ্কারান্ত মধ্যে কৃশ্, দন্শ্, দৃশ্, মৃশ্, রিশ্, কৃশ্, লিশ্, বিশ্, স্পৃশ্; ব্কারান্ত মধ্যে কৃষ্, তুষ্, ত্বিষ্, বিব্, পিষ্, পুষ্, শিষ্, শুষ্, শ্লিষ্; স্কারান্ত মধ্যে বস্, ঘস্; হ্কারান্ত মধ্যে দিহ্, দহ্, দুহ্, দহ্, মিহ্, রহ্, লিহ্, বহ্ ধাতু অনিট্ ।

যে যে প্রত্যয় স্থলে ইকারাগমের বিধি আছে, সেই সেই স্থলে উপরিলিখিত ধাতু গুলি ভিন্ন, অস্ত্র সকলের উত্তর প্রায় ই হইয়া থাকে। কতকগুলি ধাতুর উত্তর বিকল্পে হয়।

- 
- (১) পিতৃ-উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি । (২) ভিক্ষা । (৩) বহু-বিবাহ ।  
 (৪) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ ।  
 (৫) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহকারী কনিষ্ঠ; (৬) শবাদি-বহিনর্গম ।

## [ ৬ ] পদান্বয় (Parsing)

১। পদের সম্বন্ধ ও ব্যাকরণ-ঘটিত কতিপয় বিষয়ের উল্লেখকে পদান্বয় বা পদ-পরিচয় কহে।

২। বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া পদ থাকে।

৩। বিশেষ্যের (১) লিঙ্গ, পুরুষ, বচন, কারক এবং ক্রিয়াদির সহিত যে সম্বন্ধ তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

৪। বিশেষণের প্রকার-ভেদ এবং যাহার বিশেষণ তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

৫। সর্বনামের মধ্যে যে স্থলি বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে, তাহাদের সেই বিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন-অনুসারে লিঙ্গ ও বচন হয়; কেবল পুরুষ ও কারকের প্রভেদ থাকে।

৬। অব্যয় শব্দের প্রকার ভেদ এবং সংযোজকাঙ্গি-স্থলে যাহাদের সংযোজক তাহাদের উল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে। যে অব্যয়গুলি বিশেষ্য-স্থানীয়, সেই সকল অব্যয়ের কারকের উল্লেখ করিতে হয়।

৭। ক্রিয়ার সমাপিকা অসমাপিকা-ভেদ; অকর্ম্মক, সাকর্ম্মক ও ষিকর্ম্মক ভেদ<sup>১</sup> বাচ্য, কাল ও পুরুষের উল্লেখ করিতে হয়। সাকর্ম্মক হইলে কর্ম্মপদ বলিতে হয়। অসমাপিকা ক্রিয়ার বাচ্যাঙ্গি বলিতে হয় না।

### পদান্বয়াদি করিবার প্রণালী।

“তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী  
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু  
লয়ে, রচ মধুচক্র, গোড়জন যাহে  
আনন্দে করিবে পান স্থা নিরবধি।”

তুমি—সর্বনাম, যুদ্ধ শব্দের প্রথমার একবচন, কল্পনার পরিবর্তে বসিয়াছে, অতএব  
স্ত্রীলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, একবচন, কর্তৃকারক, ‘আইস’ ক্রিয়ার সহিত অস্থিত।

ও—অব্যয়, সমুচ্চয়-সূচক অব্যয়।

আইস—ক্রিয়া, সমাপিকা, অকর্ম্মক, অনুজ্ঞা-অর্থের বর্ত্তমান, মধ্যম পুরুষ, ‘তুমি’ এই  
কর্তৃপদের ক্রিয়া।

দেবি—বিশেষণ, দেবী শব্দের সংসোধন; ‘কল্পনা’ পদের বিশেষণ।

তুমি—সর্বনাম, যুদ্ধ শব্দের প্রথমার একবচন; মধুকরীর পরিবর্তে বসিয়াছে,  
অতএব স্ত্রীলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, একবচন, কর্তৃকারক; ‘হও’ এই উহা ক্রিয়ার  
সহিত অস্থিত।

---

(১) দেখা, করা, খাওয়া, পরা, চলা ইত্যাদি ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্যের লিঙ্গ, পুরুষ ও বচনের উল্লেখ করিতে হয় না।

মধুকরী—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন ; এখানে মধুকরী-স্বরূপা অর্থে কল্পনাপদের বিধেয় বিশেষণ ।

কল্পনা—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ একবচন সম্বোধনে প্রথমা ( ১ ) ।

কবির—বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথমপুরুষ, একবচন, সম্বন্ধে যষ্ঠী ; 'চিত্ত-ফুল-বন-মধু' শব্দের সহিত সম্বন্ধ ।

চিত্ত-ফুল-বন-মধু—বিশেষ্য, ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্মকারক ; 'লয়ে' ক্রিয়ার কর্ম ।

লয়ে (লইয়া)—ক্রিয়া, অসমাপিকা, সক্রম্যক ; 'চিত্ত-ফুল-বন-মধু' কর্ম ।

রচ—ক্রিয়া, সমাপিকা, সক্রম্যক, অমুক্তা অর্থে বর্তমান, মধ্যম পুরুষ, কর্তা 'তুমি' কর্ম 'মধুচক্র' ।

মধুচক্র—বিশেষ্য, ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্মকারক ; 'রচ' ক্রিয়ার কর্ম ।

গোড়জন—বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথমপুরুষ, একবচন, কর্তৃকারক ; 'পান করিবে' ক্রিয়ার কর্তা ।

যাহে—সর্বনাম যদ্ শব্দের পঞ্চমীর একবচন, 'মধুচক্র' শব্দের পরিবর্তে বসিয়াছে, অতএব ক্রীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, অপাদান কারক ।

আনন্দে—ক্রিয়ার বিশেষণ, 'পান করিবে' ক্রিয়ার সহিত অধিত ।

করিবে পান (পান করিবে)—ক্রিয়া, সমাপিকা, সক্রম্যক, ভবিষ্যৎ কাল, প্রথমপুরুষ কর্তা 'গোড়জন ; কর্ম 'স্বধা' ।

স্বধা—বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্মকারক ; 'পান করিবে' ক্রিয়ার কর্ম ।

নিরবধি—ক্রিয়া-বিশেষণ ; 'পান করিবে' ক্রিয়ার সহিত অধিত ।

### অনুয় ।

হে দেবি কল্পনে (২) তুমিও আইস, তুমি মধুকরী, চিত্তফুল-বনমধু-লইয়া মধুচক্র রচনা কর, গোড়জন যাহা হইতে আনন্দে নিরবধি স্বধাপান করিবে ।

(১) কল্পনা শব্দের সম্বোধনের একবচনে কল্পনে পদ হয় । কবি এখানে ব্যাকরণ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, "নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ ।"

(২) পদ্যকে গদ্যে পরিবর্তিত করিবার সময়, আনন্দক মত নূতন শব্দের যোজন্য, অতিরিক্ত শব্দভাগ, শব্দ বিশেষের আকার-পরিবর্তন ইত্যাদি না করিলে তাহা হুশ্রাব্য ও বিপুল হয় না । ●

অর্থ ।

কবি ( মাইকেল মধুসূদন দত্ত ) কবি-কল্পনা-শক্তিকে মধুকরী স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—হে কল্পন! যেমন মধুকরী ফুলবন হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুক্রম রচনা করে, যাহা হইতে মধুপান করিয়া লোকে তৃপ্তি স্বথ-সন্তোষে সমর্থ হয়, তুমিও সেইরূপ কবিগণের মনোভাব সংগ্রহ করিয়া এমন কাব্য রচনা কর, যাহা পাঠ করিয়া, গোড়দেশবাসি-জন-গণ নিরন্তর সুখ-সন্তোষ করিবে ।

তাৎপর্যার্থ ।

হে কল্পন! আমি যেন তোমার প্রভাবে সুমধুর কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হই ।

অন্বয়-পূর্বক অর্থ ।

হে দেবি ( স্বর্গীয় শক্তি-দম্পত্রে ) কল্পনে ( কাব্যরচনার কবির মনোমোহিনী শক্তি ) তুমিও আইস ( আমার চিত্তে আবির্ভূত হও ) । তুমি মধুকরী ( ভ্রমরীর স্থায় সুমধুর পদার্থ-সঙ্কেতে সমর্থ ) ; কবির ( প্রাচীন কবিদিগের ) চিত্ত-ফুল-বন-মধু ( মধুবৎ সুমধুর মনোভাব ) লইয়া ( সংগ্রহ করিয়া ) মধুক্রম ( মধুক্রম মদন মধুরাধার ) রচ ( প্রস্তুত কর ) গোড়জন ( বঙ্গবাসিন্জনগণ ) যাহে ( যাহা হইতে ) নিরবধি ( চিরকাল ) আনন্দে ( সুখে ) সুখ ( অমৃত ) পান করিবে ।

## ছাত্রবৃত্তির ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্ন ।

১। ব্যাকরণ কাহাকে কহে ?

২। সন্ধি কাহাকে কহে, তাহা কয় প্রকার ? কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি নিত্য হয় ?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর ।

শঙ্কর, অভ্যুত্থান, ততোহধিক, ত্রয়োদশ, অন্তর্দাহ, অধমর্গ, ব্যতীত, সন্নিহিত, পয়োধি, বিষাক্ত, কারাগার, আশীর্বাদ, গীম্পতি, নভোমণ্ডল, বিদ্যাম্বালা, সন্ন্যাসী, নির্ভীক, শরাসন, নীরস, পরিচ্ছেদ, উদ্ভাসিত, সঙ্গীত ।

ক। মনস্কামনা, মনোগত এই দুই পদের বিভিন্ন প্রকার সন্ধি হইবার কারণ নির্দেশ কর ।

খ। অতএব পদ অতীব হয় না কেন ?

গ। রূঢ় শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর । উকারের কারণ কি ?

ঘ। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি কর ।

প্রাতঃ+রবি, সম্+যম, দিব্+লোক, অপ্+যম ।

ঙ। অন্তঃ+বেদনা, মনঃ+বেদনা এই দুই স্থলে কিরূপ সন্ধি হইবে ? যদি দুই স্থলে ভিন্ন প্রকার সন্ধি হয়, তাহা হইলে কারণ নির্দেশ কর ।

চ। নীরস ও উখিত এই দুই পদে ব্যাকরণ-ঘটিত কি বিশেষ কথা আছে ?

ছ। লোচন-আনন্দ-কর, সুখাংশু, তিরোহিত, নীল উজ্জ্বল, নিদাঘার্ভ, নবোদিত, নিরুপবীত, হিতৈষিণী, স্বস্তি, রক্ষোরাজ ইহাদের মধ্যে সংহিত পদগুলির সন্ধি-বিভেদ ও অসংহিত পদগুলির সন্ধি কর।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি-বিভেদ কর। নীরস, সমুজ্জ্বল, তপোধন, শোকাভ, মহর্ষি, পরাধুত।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির গণ্ডের কারণ কি?

পরিণাহ, প্রণিনাদ, পরিমাণ, প্রণাশ।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ন মুর্দ্ধন্ত হয় নাই কেন?

চতুরানন, মুর্দ্ধন্ত, নরবাহন, প্রনষ্ট।

৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির যত্নের হেতু কি?

দুস্ত্রবৃত্তি, দুর্বিষহ, অযুগ্ম, উষিত।

ক। দর্শণ, ত্রিণেত্র, শ্রীনাথ, পরিণাম, অভিসেক, বিষণ, অভিলাস, পিতৃস্বসা, অশ্বেষন এই পদগুলির অশুদ্ধি শোধন কর।

৭। নিম্নলিখিত বিশেষ্য গুলিকে বিশেষণ ও বিশেষণ গুলিকে বিশেষ্য কর।

রথ, প্রসাদ, প্রসন্ন, প্রীতি, অশ্বেষণ, চাতুরী, আশ্বাস, বহুদর্শিতা, লয়, আহুত, উদ্যম, বাঘাত, সমবেত, বলবান, গ্রাহ, সঙ্গাত, শ্রেষ্টা, বিসর্জন, উদ্যত, অভিপ্রায়, স্বপ্ন, বিহিত, অভিভূত, নীলমা।

৯। তদ্ধিতে সাহায্য-বাহিরকে নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর।

প্রসন্ন, জীর্ণ, বিগুহ, বাহু, আতীন, উৎসর্গ, ব্যতীত, সৌকর্য।

১০। কৃত প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিশেষণ পদ গুলিকে বিশেষ্যে এবং বিশেষ্য গুলিকে বিশেষণে পরিণত কর।

উপ্ত, অবহিত, স্থায়ী, গুরু, ভীক, শয়ান, হর্ষ, অভিভূত, সম্পত্তি।

ক। কৃত ও তদ্ধিতে সাহায্য-ব্যতিরেকে অশুদ্ধ কি উপায়ে বিশেষ্য পদ বিশেষণে পরিণত হয়?

১১। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দ গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ গুলিকে পুংলিঙ্গ কর। পথ-প্রদর্শক, শ্রেষ্টা, ধাত্রী, অশ্ব, গুরু, বিধাতা, প্রেমসী, গুণগ্রাহী, মনু, তেজস্বী, দেবরাজ, জনক, তর্কী, রজক, মহান, স্ব, নর্তক, ভ্রূক, ভারত, মায়াবী, প্রিয়সখ, হে বৎস, সহধর্মিণী, মহারাজ, হে পরোপকারিণি, শিখিনী, মহীয়সী, হিতৈষিণী, নিরস্তা, পাপীয়সী, গরীয়সী, অগ্রসর।

১২। রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ় শব্দের পরস্পর প্রভেদ কি?

১৩। কারক কাকে বলে? বাক্যলায় কারক কয় প্রকার? তাহাদের লক্ষণ কি? রজককে বস্তু ধিতেছি, এহলে রজককে কোন্ কারক?

১৪। করণ কারক ও হেতুপদে প্রভেদ কি?

১৫। পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায় এবং তাঁহাকে মনে পড়িল। এহলে চন্দ্রকে ও তাঁহাকে পদে কারক-ঘটিত কি বিশেষ কথা আছে ?

১৬। সম্বোধন ও সম্বন্ধ এই দুইটিকে কারক বলা যায় কি না ?

১৭। বাঙ্গালার সম্পদান কারকের আবশ্যকতা আছে কি না ?

১৮। পুরুষ ও বচন কাহাকে কহে ?

১৯। বচন-ভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ-ভেদ হয় কি না ?

২০। পুরুষ কয় প্রকার ? যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ এক ক্রিয়ার কর্তা হয়, তাহা হইলে কোন পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার প্রয়োগ হইবে ? এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয় যদি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ হয়, তাহা হইলেই বা ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগ সম্বন্ধে কিরূপ করিতে হইবে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।

ক। যে যে প্রকারের পদ ক্রিয়া-বিশেষণ হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ কর, এবং প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও ।

২১। সমাস কাহাকে কহে, তাহা কয় প্রকার ? নিত্য সমাস কাহাকে কহে ?

২২। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের প্রভেদ, একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।

২৩। রূপক ও উপমিত সমাসের প্রভেদ কি ? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও এবং উপপদ সমাসের একটি উদাহরণ দাও ।

ক। তৎপুরুষ সমাসে কোন কোন স্থলে লুক্ ও অলুক্ হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।

২৪। নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির ব্যাস বাক্য ও সমাসের নাম লিখ ।

হতাশন, পদ্মালয়া, বন্ধঃস্থল, জীবন্মৃত, যুবজানি, দশাহ, মহারাজ, পরশুরাম, পুরাবৃত্ত, যদুবংশাবতংশ, সংখ্যাতীত, কুহুমাসন, স্মৃতিপথ, পূর্ববাহু, সতীর্থ, পরলোক-গত, মহামুভব, সরসিজ, দম্পতী, জ্বলদ, চতুর্দশ, পলাশাদি, অচ্যুত, বিশ্বামিত্র, বীত-স্পৃহ, সিংহাসন, কিন্নর, জন্মান্তর, পূর্বাপর, চিত্ত-চকোর, ষথার্থ ।

২৫। ‘পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা’ এহলে ‘পিতৃ-মাতৃ-হীন’ পদটি সমাসের নিয়মানুসারে শুদ্ধ কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে কিরূপ হইবে ?

২৬। ‘মহারাজ’ ও ‘মহদাশ্রয়’ এই দুইটি পদের প্রথমটিতে ত্ স্থানে আকার হইবার এবং দ্বিতীয়টিতে ত্ স্থানে আকার না হইবার কারণ কি ?

২৭। তদ্ধিত কাহাকে কহে ?

২৮। যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্যে পরিণত করা যায়, তাহাদের মধ্যে যে কোন চারিটির নাম কর ।

২৯। কোন শব্দের উত্তর, কি কি অর্থে কোন কোন প্রত্যয় করিয়া পরবর্তী শব্দগুলি সিদ্ধ হইয়াছে ? শৈব, রাজ্য, গৌরব, গাঙ্গেয়, পাপিষ্ঠ, সন্ন্যাসী, প্রেরণী, সর্বসঙ্গী, কৈকেয়ী, দিবা, সৌর, মানুষ, দৌহিত্র, জ্যোদী, সৌম্য ।

ক। ‘রঘুচূড়ামণি’ এখানে রঘু শব্দের অর্থ কি ? কোন শূণ্য তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে উক্ত অর্থের প্রতীতি হইয়াছে ?



খ। সৌহার্দ পদে ব্যাকরণ ঘটত কি বিশেষ কথা আছে ?

৩০। কাল কাহাকে কহে ? উহা কয় প্রকার ? কোন্ কোন্ স্থানে অতীত কালে বর্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

৩১। কৃত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়ে প্রভেদ কি ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও । অপত্য অর্থে কি কি প্রত্যয় হইয়া থাকে ?

৩২। প্র, পরি, 'ব, সম্ ও অভি উপসর্গ যোগে হু ও নী ধাতুর যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য পাঁচটি করিয়া সরল বাক্য রচনা কর ।

ক। কি কি অর্থে ধাতুর উত্তর সন্ ও যঙ প্রত্যয় হয়, সন্ ও যঙ প্রত্যয়ের সাধা-রণ নিয়মগুলির উল্লেখ কর । সনন্ত আপ্ ধাতুর উত্তর জ্ঞ প্রত্যয় ও যঙন্ত গন্ ধাতুর উত্তর শান প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হইবে ?

৩৩। নামধাতু কাহাকে বলে ? তাহার কতিপয় উদাহরণ দাও ।

৩৪। যজ্, পচ্, ক্ষি, মুহ্, বন্ এবং বাধ্ ধাতুর উত্তর অ ( যজ্ ) ও ত ( জ ) প্রত্যয় করিলে যে যে পদ হইবে তাহা লিখ ।

৩৫। কোন বাচ্যে কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয়ে নিম্নলিখিত শব্দ-গুলি সিদ্ধ হইয়াছে ?

উদয়, উদ্ধার, কাস্ত গৃহস্থ, অন্ন, কম্পমান, প্রলয়, যোগ্য, ধনঞ্জয়, কল্পনা, অব্বেষণ, অপত্য, সংহার, পরিব্রাতা, জিগীষা, কীর্ত্তি, শ্রম, নির্বাণ, অধীত, পৃষ্ট, উপচিকীর্ষা, সমবেত, শ্রষ্টা, জিহাংসা, লিপ্সা, স্বপ্ন, দেদীপ্যমান, প্রতীকার, লোলুপ, দৃশ্যমান, ইত্যা, মন্দীভূত, বিপর্যায়, প্রাচীন, আচ্ছন্ন, প্রাসার, সম্ভীত, শ্রোতব্যতী, অধাপনা, অনুসন্ধিৎসু, প্রেম, বিকীর্ণ, উড্ডীন, স্থরীকৃত, মীমাংসিত ।

৩৬। নিম্নলিখিত পদগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর ।

কুণ্ঠিত, প্রচ্ছন্ন, অনুজ, সৌমাদৃশ্য, মৌন, অবহিত, ত্রবীভূত, ব্যাপার, প্রেরণী, পর্যাবসিত, ক্রীড়নক, নির্বাণ, বিদ্ধ, সন্ধ্যা, অপিত, জিজ্ঞাসা ।

৩৭। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যুৎপত্তি লিখ ।

শরাসন, শূর্ণগথা, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র, অহোরাত্র, নৃগংস, জাহ্নবী, ভার্যা, পার্থ, যামিনী, হতাশন, সিংহাসন, সুসজ্জীভূত, সুযুগ্ম, পিপাসা ।

ক। 'সহোদর' এই পদটির ব্যুৎপত্তি কি ? ঐ অর্থে আর কি পদ হয় ?

৩৮। কুলপতি কাহাকে বলে ? ককুৎস্থ পদের ব্যুৎপত্তি কি ?

৩৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ কোন্ পদের অপভ্রংশ ?

উগার, সোণা, আধ, পাখী, কাজ, পরা, রাখা, উড়া ।

৪০। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ।

প্রসারণ, সম্বিকৃষ্ট, সরল, বিচ্ছেদ, স্পন্দ, সমষ্টি, অমৃত, অনুকূল, উৎকর্ষ ।

৪১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লিখ ।

পত্র, গ্রহণ, প্রকৃতি, শূন্য, তমু, পাদ, বেলা, জীবন, মালা, দশা, গুরু, রস, গুণ, পদ, বর্ণ, বন্দ, রাগ, জীবন, কর, বিগ্রহ ।

৪২। নিম্নলিখিত শব্দ-যুগ্মের প্রত্যেকের অর্থগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন কর ।

কূল, কুল ; কটি, কোটি ; দশম, দশন ; প্রকৃত, প্রাকৃত , অন্তর্কর্ত্তা, অন্তর্কর্ত্তা ;  
স্বর্গ, সর্গ ; শুক, সুখ ; শরণ, স্মরণ ; কমল, কোমল ; দূত দূত ; সৈন্ত, সামন্ত ;  
বিলাপ, পরিতাপ ; নির্ম্ময়, নির্দয় ; ঈর্ষা, মাৎসর্য্য ।

৪৩। পতগ, উরগ, মোদর ইহাদের অল্প রূপ লিখ ।

৪৪। উপসর্গ যোগে খাতুর অর্থের বৈপরীত্য ঘটে, তাহা তিনটি খাতু লইয়া  
বুঝাইয়া দাও ।

৪৫। সম্ নি, অনু প্রতি এই চারিটি উপসর্গের অর্থ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।

৪৬। নিম্নস্থ বাক্যগুলি পদ-যোজনা দ্বারা পূরণ কর ।

( ১ ) আমাকে—হইতে—অনিচ্ছা—উত্থান করিতে হইবে ।

( ২ ) দিবা—হইলে—পশ্চিমদিকে—যায় ।

( ৩ ) পূর্বদিকে—অন্ধকার—করিয়া উদ্ভিত—থাকে ।

( ৪ ) তিনি মৃত্যুশয্যা—করিয়াও দুঃখীর হিতের—নিবৃত্ত ছিলেন না ।

( ৫ ) রামমোহন রায়ের যে আর একটি—শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার—করা যায়  
নাই । তিনি—গান—করিতে পারিতেন ।

( ৬ ) পাণ্ডিদিগের—নানা—সর্ব্বদা—হইয়া থাকে ।—কালে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে  
—শিক্ষা—চরিত্র—হয় না ।

( ৭ )—কর, লেখা পড়া—চিরকাল—কাল কাটাইবে, যিনি নিজে—করেন ঈশ্বর  
—সহায় হইবেন । জ্ঞান ও ধর্ম্মের মিলন যেন—যোগ ।

( ৮ )—পরের—দর্শনে—পরবশ হইয়া—বিসর্জন দিয়া পরদুঃখ—জন্ত স্বয়ং নানা-  
বিধ কষ্ট—করেন তিনিই যথার্থ—।

( ৯ )—কালে—রাজহংস-গণ—নদীর—জলে—সুখে—করে ।

( ১০ )—আগমনে—ময়ূর-গণ—পুছে—করিয়া করে ।

৪৭। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশ গুলির ভুল সংশোধন কর ।

( ১ ) তেঁই এক জনের বেড়িলা রাজ্যচয় ।

( ২ ) আমি আগত রবিবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব । তিনি নিজের  
কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছেন ।

( ৩ ) দেবী, আমার প্রণাম গ্রহণ করণ এবং আমার প্রতি সন্তোষ হও ।

( ৪ ) পৃথিবী জলাভাবে শুকতা হইয়াছে ।

( ৫ ) সম্মানের যোগ্য ব্যক্তিকে অপমান করা ভাল হয় নাই ।

( ৬ ) নাহি চায় গাড়ী ঘোড়া সর্প অন্তর্য্য

নাহি চায় অট্টালিকা কমল শয়ন ।

( ৭ ) দৌর্ব্বল্য অপেক্ষা স্ববল-শরীরী কর্ম্মের লোক হয় । অধ্যয়নে অমুরক্ত না  
হইলে কাহার জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব । আমার সাবকাশ নাই ।

( ৮ ) আমি মহাশয়কে বিশেষ "মান্তমান" করিয়া থাকি, আপনি আমাকে ভূয়সী-

স্নেহ করিয়া থাকেন, এজন্ত নিবেদন করিতেছি, আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছি, তজ্জন্ত মহাশয়ের ভাবিত হইবার প্রয়োজন নাই ।

( ৯ ) তিনি कहিলেন, তিনি আর কখনও অপ্রিয় কথা মুখে আনিবেন না । এবং সকলকেই রোগে ঔষধ, সোকে সান্তনা করিবেন এবং সকলের উপর সৌজন্ততা প্রদর্শন করিবেন ।

( ১০ ) সর্বদা সাবধান-পূর্বক জনক-জননীর সেবা সূত্ৰেণ করিবে, তাঁহাদের কথা তাচ্ছল্য করিবে না ।

( ১১ ) আমার পুত্রের শুভ অস্ত্রপ্রাসন কলা হইবে বিধায় মহাশয়কে পত্রদ্বারায় নিমন্ত্ৰণ করিলাম ত্রুটি না লইয়া দিনের ভদ্রাসনে অধিষ্ঠান করিতে আজ্ঞা হইবে ।

( ১২ ) শঠের সহিত মৈত্রতা করিলে পরিণামে অশুভাপ হয় ।

( ১৩ ) মান্তনীয় লোকের মাত্তের হানি করিও না ।

( ১৪ ) লৌহ আমাদের অত্যন্ত ব্যবহার্য্যনীয় ;

( ১৫ ) তুমি পরীক্ষায় পারকতা হইয়াছ ।

( ১৬ ) রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছ এক্ষণে তোমাকে আরোগ্য বলা যায় ।

( ১৭ ) সকল কাজই সাবধান-পূর্বক করা উচিত ।

( ১৮ ) তোমার সৌজন্ততায় পরম পরিতোষ হইলাম ।

( ১৯ ) সেই স্থানে চারি জন বালক ছিল তন্মধ্যে এক জন অতি শৈশব ।

( ২০ ) রাজা সেই দম্ভা-ভয়ে সদা সশঙ্কিত ।

( ২১ ) তিনি দোষী, কি নির্দোষী, তাহার বিশেষ তথ্য না লইয়া, শাস্তি দিলে সেই দণ্ডিত নিরপরাধি কর্তৃক অভিশপ্ত হইতে হয় ।

( ২২ ) অনেক জনগণদের কর্তৃক সেই মহারাজার মহতী মহিমার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছি । তিনি পিতা মৃত্যু হইয়াছে, তুমি তাহা শুন নাই, জানিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ।

( ২৩ ) নলিনী স্খাঙ্করের ত্রিধ্ব-কর স্পর্শে প্রফুল্ল হইল এবং কুমুদিনীনাথক দিবাকর অন্তাচলচূড়াবলিখিনী হইলেন ।

( ২৪ ) আশ্চর্য্য ব্যাপার, অশ্রুজল, শৈশব কাল, শ্রীবান্, ভাগ্যবন্ত, সন্তোষ হইলাম, অনাটন, অপারক, কিষা, বশব্দ, বারম্বার, কিষদন্তী ।

( ২৫ ) সে যদ্যপিও সবিনয় পূর্বক আত্মদোষ কালন করিতে চেষ্টা করিল, তথাপি মান্তনীয় জজ সাহেবের বিচারে সে সাপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইল ।

( ২৬ ) অনন্তর মহিমাগর যশোবান্ ক্ষেত্রিয়-শ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী-রাজা সেই সম্মান-স্পদ যোগীবরকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ-সহকারে প্রণাম করিলেন । তপস্বীও ভাগ্যমানতা সম্পন্ন সেই ভূমিদেব বিক্রমাদিত্যের আরম্ভাধীন রাজ্যের শ্রীবুদ্ধি হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ।

( ২৭ ) দুই লোকের বাহ্যিক ও আন্তরিক ভাব বুঝা যায় না ।

( ২৮ ) এক সূর্য্যকিরণ বাস্তি অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ হইয়া প্রবীণ একটা বটবৃক্ষের সৌন্দর্য্যতা দেখিয়া বিস্ময় হইয়াছিল ।

- ( ২৯ ) আগত কল্যা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে একটি সভার মহতী অধিবেশন হইবে ।
- ( ৩০ ) রামের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যতা নাই বটে, কিন্তু তিনি সৌজ্ঞাত্য-গুণে ভূষিত ।
- ( ৩১ ) যখন রাম অতি শৈশব ছিলেন, তখন তিনি লেখাপড়ায় মনো-নিবিষ্ট কম করিতেন ।
- ( ৩২ ) অসম পরতন্ত্র-হেতু তাহাদের ক্ষুণ্ণতার উদয় হয় নাই ।
- ( ৩৩ ) সভাসীন মাণ্ডমান মহাস্বাগণের যত্নে, সুবিজ্ঞাভিমানী যুবকগণ বৃথা আফালন হইতে ক্ষান্ত হইল ।
- ( ৩৪ ) জ্ঞানমান সম্ভ্রান্তশালী লোক কোন বিপন্ন ব্যক্তিকে সাদর-পূর্ব্বক সাহায্য করিতেছেন, দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ হইলাম ।
- ( ৩৫ ) যিনি নীচ লোককে কটুক্তি করেন, তিনি অপমান হইবার ভয় রাখেন না ।
- ( ৩৬ ) আবশ্যকীয়, একত্রিত, সক্ষম, অধীনস্থ ।
- ( ৩৭ ) বিদ্যান বৈষ্ণব সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হন ।
- ( ৩৮ ) বিপদকালীন ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে ।
- ( ৩৯ ) পূর্ব্ব মহারাজা আমাকে দুইটি বর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ।
- ( ৪০ ) আমার দুরাবস্থা ; নতুবা শেষাবস্থায় ঈদৃশী কষ্ট পাইব কেন ?
- ( ৪১ ) আবশ্যকীয় প্রয়োজ্য প্রাপ্তের নিমিত্ত কর্তব্য ।
- ( ৪২ ) সশস্ত্রিত, দুরাবস্থা, ব্যবসা, গ্রহিতা, স্বরস্বতী ।
- ( ৪৩ ) চন্দ্রবংশাবতঃশ রাম রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন ।
- ( ৪৪ ) তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি এবং ঐশ্বৰ্য্যে বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন ।

## রচনা শিক্ষা সম্বন্ধে অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী ।

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ।  
লোকারণ্য, কায়মনোবাক্যে, সকল স্থলের মূল, অবিষ্ময়কারিতার ফল, গুরু-পরম্পরা-গত, একতান-মনে, আগ্রহাতিশয়-সহকারে, ভোগলালসা-বিসর্জন-পূর্ব্বক, বলা যায় না, যতদূর সাধ্য, চিন্তা কি অনুচিত, হত-বুদ্ধি, অগ্রপশ্চাৎ, বিসর্জন, পরিতোষ ।

২। দান, গ্রহণ, শ্রবণ, হরণ ইহাদের ব্যক্তি-বাচক পদ কি ? ঐ ঐ ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় করিলে কি কি পদ হইবে ? ঐ সকল ত প্রত্যয়ান্ত পদ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলির বিপরীতার্থক পদ লইয়া এক একটি বাক্য লিখ ।  
দান, উপকার, সংযোগ, দীর্ঘ, সুস্থ, অলস, ধীর, মুদ্রতা, স্থূল ।

৪। সম্-আ-রূহ, সম্-দিহ, এবং উপ-দিশ, এই তিন ধাতুর উত্তর ত ও অ প্রত্যয় করিয়া যে যে পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাদের এক একটিকে অবলম্বন করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি যথা-স্থানে বিন্যস্ত করিয়া একটি বাক্য রচনা কর ।  
বিনয়, পায় না, সদগুণের, ইহার ভূষণ, অভাবে, কোন, সকল, ঐশি, শোভা ।

৬। এমন একটি বাক্য লিখ, যাহাতে সমস্ত কারক আছে ।

৭। এরূপ দুইটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে অন্ততঃ একটি কৃদন্ত, একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ ও একটি সমস্ত পদ আছে ।

৮। স্বপ্ন, যজ্ঞ, রনজ্জ্ ও রুচ্, ধাতুর কৃৎ-প্রত্যয়-নিপ্পন্ন কয়েকটি পদ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ।

৯। নিম্নলিখিত পদগুলি লইয়া এরূপ এক একটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে একটি সমস্ত পদ, একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি কর্ম কারকের প্রয়োগ থাকে । কৃতাজ্ঞলিপুটে, আপাদমস্তক, নূনাধিক, সর্বতোভাবে, স্ততরাং শ্রেয়স্কর, নতুবা, অনুষ্ঠান, অনুসারে, বিস্ত্রিত, দেদীপ্যমান, হিতাহিত, পরিত্যাগ, সদালাপ, লোলুপ, বিরাজমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরিতাপ, উৎসাহ, অধ্যবসায়, মীমাংসা, শ্রেয়সী ।

১০। অভিনন্দন, সামঞ্জস্য, বীভৎস, হৃদয়গ্রাহী, বিভীষিকা, এই পাঁচটি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর ।

১১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশ ও শব্দগুণ লইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর । দৈব-দুর্বিপাক-বশতঃ ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ়, এমন কি, যৎপরোনাস্তি, অন্ততঃ, কি জানি, আপাদমস্তক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, উপযুপরি, যাহা হউক, সর্বতোভাবে, বাবজীবন, প্রচণ্ডবেগে, বিশেষতঃ; অভিভব, অভিভূত; প্রিয়, প্রীতি, ; ভোগ ভোগ্য ।

১২। হরিকে কাতর দেখিয়া রামের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল । ‘হরিকে কাতর দেখিয়া’ এই অংশের সহিত উক্ত বাক্যের অপরাংশের কিরূপ সম্বন্ধ? এই বাক্যে এক কর্তৃত্ব নিয়মের অলুখা হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে বাক্যটি শুদ্ধ কি না, কারণ সহ লিখ এবং এই বাক্যের কোন কোন স্থানের পরিবর্তন করিয়া তিনটি বাক্য রচনা কর ।

১৩। এরূপ একটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে দ্বন্দ্ব, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব ও তৎপুরুষ সম্বাদের পদ আছে ।

১৪। ‘নানকল্পে’ ‘ফলতঃ’ ‘অবহিত-চিত্তে’ ‘বিনা যত্নে’ পদের প্রত্যেকটি লইয়া পৌর্বাণ্য-সঙ্গতি-রক্ষা-পূর্বক চারিটি বাক্য রচনা কর ।

১৫। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ রচনা কর ।

১৬। (১) কার্পাস ও পাট। (২) সুবর্ণ ও লৌহ (৩) লবণ ও মুদঙ্গার। (৪) বাষ্পীয় শকট। (৫) রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত। (৬) সাহসিকতা। (৭) বীণাম। (৮) গঙ্গার পুল। (৯) ধাতু। (১০) দুর্গোৎসব। (১১) মহরম। (১২) বড়দিন। (১৩) ব্রাহ্মোৎসব। (১৪) আত্র। (১৫) নারিকেল। (১৬) কদলী। (১৭) বাণিজ্য ।

১৭। নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বন করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখ ।

(১) স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলনের ফল। (২) শিল্প শিক্ষার কঙ্গ। (৩) ধাতুমুদ্রার প্রয়োজন ও উপকারিতা। (৪) দেশ-ভ্রমণের ফল ।

১৮। শ্রীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, ইহাদের দিবস লিখ ।

১৯। কলিকাতার প্যাসের আলোক ও বিশুদ্ধ-জল-প্রণালীর বিষয়ে যাহা জানি লিখ ।

২০। পরিচ্ছন্নতা, রেলওয়ে, নারিকেল গাছ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখ।

২১। নিম্নলিখিত বিষয়ে সরল ভাষায় এক একটি প্রবন্ধ লিখ।

(১) একতার সমান বল নাই। (২) স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। (৩) জন্মনী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। (৪) ব্রোধ শুভ ও অশুভ উভয়েরই মূল। (৫) কাগজের উপকারিতা। (৬) আকবরের সময়ে আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের অবস্থা। (৭) নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ও অধ্যয়নের অবস্থা। (৮) লৌহের গুণ ও কার্যকারিতা। (৯) লোভ সর্বনাশের মূল। (১০) পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি-স্বরূপ। (১১) কিরূপে হিন্দুদিগের বসতি-বিস্তার হইয়াছিল? (১২) অধ্যবসায়ের উপকারিতা। (১৩) স্বাবলম্বন শিক্ষা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা। (১৪) বাল্যজীবনে সংস্কারের উপকারিতা। (১৫) উদ্যমশীলতা। (১৬) আলস্য সমাজের ভয়ঙ্কর শত্রু। (১৭) আলস্য সকল দুঃখের মূল। (১৮) ছাত্রজীবনের কর্তব্য।

২২। বাল্যাবস্থা (যতদূর স্মরণ থাকে) এবং বর্তমান অবস্থা অবলম্বন করিয়া আপন আপন জীবন-চরিত রচনা কর।

২৩। কল্য বেল দশটা হইতে অন্য বেল দশটা পর্যন্ত বাহা করিয়াছ, দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা বিস্তারিত-রূপে লিখ।

২৪। তোমার সম্মুখে যে যে পদার্থ রহিয়াছে, তাহার আমাদের কি কি কার্যে লাগে?

২৫। বিদ্যালিঙ্গার ফল ও রাজ-ভক্তি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ।

২৬। ‘কুসংসর্গে থাকি অপেক্ষা একাকী থাকি ভাল’ এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

২৭। কৃষি-জীবী ও বাণিজ্য-জীবীর অবস্থার ইতর বিশেষ কি?

২৮। ভারতবাসীরা মুসলমানদিগের শাসন সময়ে কিরূপ ছিলেন এবং ইংরাজ-দিগের শাসন সময়েই বা কিরূপ আছেন?

২৯। “জন্তুদিগের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা ও তাহাদিগকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করান নিষ্ঠুরের কার্য এবং আপনাদিগের স্বার্থের হানিজনক।” এই বাক্যের পোষকতা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখ।

৩০। ‘গুরুভক্তি’ অবলম্বন করিয়া একটি রচনা কর।

৩১। আপন আপন গ্রামের বা নগরের বিষয় বর্ণন কর।

৩২। নিম্নলিখিত কবিতাটির তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া এক প্রবন্ধ রচনা কর।

“কেন পাস্ত ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ।

উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

কাঁটা হেরে ক্ষান্ত কেন কবল তুলিতে,

দুঃখে বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?”

## ভাষা-বিচার ।

বর্তমান বান্ধালা ভাষার ইতিবৃত্ত বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন । কেহ বলেন, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে হিন্দী, হিন্দী হইতে বান্ধালা ; অস্ত্রে বলেন সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে বান্ধালা এবং 'কেহ বা কহেন, সংস্কৃত হইতেই প্রকৃতাদির স্রায় বান্ধালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । সকলেই আপন আপন মতের সমর্থনার্থ নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু সংস্কৃতই যে বান্ধালা ভাষার মূল, তদ্বিষয়ে মত বৈধ দেখা যায় না । কালে কালে নানা জাতির সংগ্রবে বান্ধালা ভাষায় নানা ভাষার শব্দ, ক্রমে ক্রমে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে ও হইতেছে । বিভিন্ন ভাষার যে যে শব্দ অবিকৃত-ভাবে বা কিঞ্চিৎ বিকৃত-ভাবে ইহাতে মিলিত হইয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং করিতেছে' তদ্বোধো কতকগুলি নিম্নে সঙ্কলিত হইল ।

সংস্কৃত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আর্ঘ্য, অনার্য্য, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, শ্র্ণ, রোপা, তাম্র, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, হস্ত, দন্ত, কেশ, হৃৎ, বিবাদ, শোক, প্রমুখাৎ, দৈবাৎ, প্রসাদাৎ তব, মম, দাসস্ত, শর্দূলঃ, আদৌ, ঈচরণেষু ইত্যাদি ।

প্রাকৃত—কজ্জ—কাজ, অজ্জ—আজ, তুম্—তুমি, অহমি—আমি, মজ্—মাঝ, বহ—বো, ভোই—হয়, পথর—পাথর, মিচ্ছা—মিছা, বুড়্—বুড়া, \* অংধআর—অঁধার, ঘিঅ—ঘি, চক্—চাকা, দহি—দই, বকল—বাকল, সহি—সই, সংঝা—সঁঝা ইত্যাদি ।

হিন্দী—বাপ, মা, আছো, ফটক, ডর, ভুল, চুক, গাঁজা, ঠাণ্ডা, হরকরা, তামাক, গহেরা, সরাই, চণ্ডা, খাড়া, মোটা, ফাটা, কুল, ঝাড়, বাগান, মালী, গাছ, পালকী, রানী, নাওয়া, সিপাই ইত্যাদি ।

আদিম—চেকি, কুলা, ধুচনী, বীট, মাঝি, মাল্লা, বোকা, খোকা, ঠেঁটা, বোঁচা, লেপ, সগডি, ছেলে, মেয়ে, সর। মালসা, মাদুর ইত্যাদি ।

আরব্য—মোক্তদমা, আইন, উকিল, মোস্তার, দলিল, দাবি, হাল, বকেয়া, দোয়াত, আসল, নোক্তমান, জিদ, আতর, মোকাম, দেয়াগ, আমীর, হাওদা, সরবৎ, দোকান, খাজানা, সইস, তুফান, সর্ভ, নাকাল ইত্যাদি ।

পারস্ত—পোয়াদা, আসামী, হুদ, পাজি, হয়েক, পীরান, বাহাছর, পাশা, বালাখানা, শাল, বালিশ, জেলা ইত্যাদি ।

ইংরাজি—বেঞ্চ, চেয়ার, বাগ, গ্লাস, প্লেট, পেঞ্জিন, নম্বর, টেবিল, টিকিট, ডাক্তার, ডেস্ক, আইরনচেই, ক্রশ, বোর্ড, ষ্টিকিং, পোষ্ট, ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি ।

পটুগিজ—বেহালা, কিতা, সাবান, নিলাম, কেদারা, চাবি, কেরানী, গির্জা, পাদরী, ইম্পাত, পের, বারাণ্ডা ইত্যাদি ।

ইটালিক—ম্যালেরিয়া, গেজেট, পেন্টালুন, পাইনাকোট, সোডা, ভেলভেট, কাপ্তেন, পিস্তল ইত্যাদি ।

চীন—চা, চিনি, সাটিন ইত্যাদি। ওলন্দাজ—ডেক্, গ্যাস্।

আমেরিকান্—মেহগনী, আলপাকা। মালয়—সাগু। হিব্রু—শরতান।

গ্রীক্—টেলিগ্রাফ, থিয়েটার্।

ফ্রেঞ্চ—ডিপো, ফিরিজি, প্রোগ্রাম্, বিন্ফুট, বনবন্, অডিকলোন, পোর্টমাণ্টো।

স্পেনিশ—কর্ক, মেরিণো, নিগ্রো, প্লেট, সেরি, সিগার ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা,—সংস্কৃত-বাঙ্গালা, মিশ্রিত-বাঙ্গালা এবং খাটি-বাঙ্গালা।

যে সকল গ্রন্থে প্রচুর-পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত-ব্যাকরণানুযায়ী-সন্ধি-সমাস-তদ্ধিত কৃদন্তু-শব্দ-বহুল বাক্য লক্ষিত হয়, তাহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যথা—কাদম্বরী, শকুন্তলা প্রভৃতি।

যে সকল গ্রন্থে সংস্কৃত, আদিম-বাঙ্গালা ও অম্লান্য ভাষার শব্দ প্রচুর-পরিমাণে পরি-নুষ্ঠ হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা,—বর্তমান সময়ে প্রচলিত অধিকাংশ নাটক, উপন্যাস এবং প্রাচীন গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ ইত্যাদি।

যে সকল পুস্তকে আদিম-বাঙ্গালা ও অম্লান্য ভাষার শব্দ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তৃতীয়-শ্রেণী নিবিষ্ট। যথা,—হতুমপেচার নক্সা, আলালের ঘরের দুলাল ইত্যাদি।

## [ ৯ ] বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতিপয় আরবী,\*

পারসী, হিন্দী শব্দ ও তাহাদের অর্থ।

[ আ = আরবী, পা = পারসী, হি = হিন্দী।

(পা) অগ্ন্যাম্ ... সমাধা	(পা) আব্‌ক ... লজ্জা, সম্মান
(পা) আতন্ ... অগ্নি	(পা) আবাদ ... চাষ, পত্তন
(অ) আদনী ... মনুষ্য	(পা) আব্দার ... জলদাতা
(আ) আদায়তি ... বিপক্ষতা	(আ) আবোয়াব ... ভনকিত প্রাপ্য
(আ) আদত্ ... স্বভাব, অভ্যাস, গোটা	মাথটাদি
(আ) আদব্ ... সম্মতা	(পা) আমদানী (আমদানী)... আনীত, আয়
(আ) আদালত্ (অদালত)... বিচারালয়	(আ) আমল্ (অমল্) অধিকার, কর্ত্ত্ব
(আ) আদার (অদার... আদান)	(আ) আমলা ... কর্ত্ত্বচারী
(পা) আন্দাজ্ (অন্দাজ্)... অনুমান	(আ) আমানত (অমানত)... হাণন, স্ত্রাস
(পা) আফ্‌সোস্ (অফ্‌সোস্)... অনুতাপ	(আ) আমিন (অমীন)... পরিমাণ-কারক
(আ) আকোরা (অফ্‌ওরা)... জনরব	অধ্যক্ষ
(পা) আব্‌কার ... মদ্যকারক	(পা) আমেজ্ ... সংগ্রহ



(আ) আরামা ...	বল্লকর-ভূমি
(আ) আরক (অরক্)	... সারভাগ, নিখাস,
(আ) আরজি ...	আবেদন-পত্র
(আ) আরাজি ...	ভূমি
(পা) আরেন্দা ...	বাহক
(আ) অংলবৎতা ...	অবস্থা, নিশ্চয়
(স) অংলগ্	.. পৃথক্
(আ) অংলা ...	প্রধান, শ্রেষ্ঠ
(আ) অংলা (অলা) .	ঈশ্বর
(পা) আস্কারা ...	প্রশ্ন, গুপ্তপ্রকাশ
(পা) আসোরোর (সোরার) অথারোহী	
(আ,ইং) আস্তাবল্ (অস্তাবল্,) অস্থানা	
(পা) আস্তানা ...	উপাসনাস্থান, গৃহ, পীর-স্থান
(আ) আহাম্মক্ (অহম্মক্) নির্বোধ	
(আ) আহোয়াল্	... অবস্থা
(আ) ইজা ...	অনুযুক্তি, ক্রেশ
(পা) ইজ্জৎ	... সম্মান
(আ) ইমান্	... বিশ্বাস
(পা) ইয়াদ্	... অভ্যাস, স্মরণ
(পা) ইয়্যর্	... বন্ধু
(আ) ইস্তক	... অবধি, পর্য্যন্ত
(আ) ইস্তেহার	... ঘোষণা
(আ) ইস্তেজার	... প্রতীক্ষা
(হি) ইন্দেরা ...	বৃহৎ কূপ
(আ) ইনাম্	... পুরস্কার
(আ) ইয়াম্	... দেবতা, অগ্রগামী
(পা) ইমারত্	... অট্টালিকা
(পা) ইলাকা	... অধিকার
(আ) ইস্তেফা	... পরিত্যাগ
(আ) ইশারা	... ইঙ্গিত
(পা) উমেদ (উয়েদ) ..	আশা
(পা) উমেদবার (উয়েদবার) প্রত্যাশাপত্র	
(আ) উমর	... বয়স্
(আ) উস্তাদ্	... শিক্ষক

(আ) একরার (ইকরার) প্রতিজ্ঞা, স্বীকার	
(আ) এখ্ তিয়্যার (ইখ্ তিয়্যার) ...	ক্ষমতা
(আ) এজমাল্	... সাধারণ, যৌথ
(আ) এজলাস্ ( ইজ্ লাস্ ) আসন-বিশেষ	
(পা) এজাফা	... বৃদ্ধি
(আ) এজারা	... নিয়মিত অধিকার
(আ) এজ্ হার ( ইজ্ হার ) প্রকাশ	
(আ) এন্তেলা ( ইন্তেলা ) বিজ্ঞাপন	
(আ) এব্ নে ( ইব্ ন্ ) পুত্র	
(পা) এবারৎ	... বর্ণবিজ্ঞান, ভাষা
(আ) এয়েজ	... পরিবর্তন
(আ) এলেম ( ইলম্ ) বিদ্যা, গুণ, পাণ্ডিত্য	
(আ) এন্তেমরারী	... চিরস্থায়ী
(আ) ওয়াকত্	... সময়
(পা) ওকালত্ নামা	প্রতিনিধি-নিয়োগপত্র
(আ) ওজ্জন	... তৌল
(আ) ওজর	... আপত্তি, হেতু
(আ) ওজে	.. কারণ
(আ) ওমরা	... ভাগ্যবান্, ধনী
(আ) ওয়াকিফ্	... জ্ঞাত
(আ) ওয়ানীল	... আয়া-কারী
(আ) ওয়াজিব	... যথার্থ
(আ) ওয়াদা	... নিয়মিতকাল
(আ) ওয়াপশ্	... প্রত্যাৰ্পণ
(আ) ওয়্যারিস্	... উত্তরাধিকারী
(আ) ওরফে ( ওরফ ) প্রসিদ্ধ-নাম	
(আ) ওয়ালিদ্ ( ওল্ দ্ ) পিতা	
(পা) কবুল	... প্রতিজ্ঞা, স্বীকার.
(আ) কসম্	... শপথ
(আ) কসরত্	... প্রচুর, ব্যায়াম
(আ) কসুর	... অপরাধ
(হি) কৎ	... লেখনীর অগ্র
(পা) কদম্	... পাদবিহার, চরণ
(পা) কদর	... মর্যাদা, বৃত্ত
(আ) কদর দান	... মর্যাদাকারী

(অ) কদিম্	... বহুকালের, পুরাতন
(পা) কবজা	... অসি-মুষ্টি. অধিকার
(অ) কবজ্	কর-গ্রহণ-পত্রী, কোষ্ঠ-বন্ধ
(অ) কবর্	.. সমাধি
(অ) কবুলিয়ৎ	... স্বীকার-পত্রী
(অ) কয়েদ্	... অবরোধ
(অ) করজ্	... ঋণ
(অ) করার্	... দৈর্ঘ্য
(অ) কলম্	... লেখনী
(অ) কসাই	... হিংস্রক, মাংস-বিক্রেতা
(পা) কাগজ	... লেখ্য-পত্র
(হি) কাজি	... বিচারক
(অ) কাহুন	... বিধি, আইন
(পা) কাফের	... পামণ্ড, নাস্তিক
(পা) কাবু	.. বন্দীভূত
(অ) কাবেজ	... আয়ত্তকারী
(পা) কাম	.. কার্য
(পা) কামান	... ধনুক
(পা) কারদা	... রীতি
(পা) কারেম	... স্থির
(পা) কারখানা	... কার্খালয়
(পা) কারদানী	... ক্ষমতা, বিজ্ঞতা
(পা) কার্পরদাজ্	... কৰ্ম-কারক, অধ্যক্ষ
(পা) কারোবার	... বিষয়, ব্যাপার
(পা) কারিগর	... শিল্পী
(পা) কিস্মৎ	... মূল্য
(অ) কিস্তী	.. নৌকা
(হি) কুছ্	.. অল্প
(পা) কুস্তি	... ব্যায়াম বিশেষ
(পা) কুবালা	... বিক্রয়-পত্রী
(হি) কেছেরী ( কাচারী )	বিচারালয়
(পা) কিস্ত	... দেয়কাল
(পা) কিস্ত খেলাপ	দেয় কালাতীত
(পা) কিস্ত বন্দী	... দেয় কাল-নির্ণয়
(অ) কিতা	... খণ্ড

(পা) কিতাব্	... পুস্তক
(পা) কিনারা	... কূল
(পা) কিকায়ৎ	... লভ্য, যথাশব্দ
(পা) কৈফিয়ৎ	... বৃত্তান্ত, তথ্য
(পা) কোৎ	... রোধ স্থান
(হি) কোত	... পরিমাণ
(হি) কোতোয়াল্	... নগর-পাল
(হি) কোরা	... নুতন
(হি) কোর	... কোটি
(পা) খস্	... তৃণবিশেষ
(অ) খবর্	... সংবাদ
(অ) খবর্-দার	... সাবধান
(অ) খামার	... শস্তাগার, গোলা
	পতিত ভূমি
(অ) খয়রাৎ	... দান
(অ) খয়ের	... মঙ্গল
(অ) খয়ের্ খা	... মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
(পা) খরচা	... ব্যয়
(পা) খরিদ্	... ক্রয়
(হি) খাড়া	... দণ্ডায়মান
(অ) খাতির্	... সম্মান, মান
(অ) খাতির জমা	... নিশ্চিন্ততা
(অ) খাদাকি ( খাজাকি )	কোষাধ্যক্ষ
(পা) খাস্	... স্বীয়, নিজ
(অ) খাওয়াস্	... ভৃত্য
(পা) খাফাপোষ	... পাত্রাবরণ
(পা) খান্সামা	... আহাঙ্গাদির অধ্যক্ষ
(পা) খামখা	... অকারণ
(পা) খানা	... গৃহ, ভক্ষ্য
(অ) খায়াব	... মল
(অ) খারিজ্	... রহিত
(পা) খাল্	... চৰ্ম্ম, শরীর-ভিল
(হি) খালি	... শূন্য, রিক্ত
(হি) খাসা	... উত্তম
(পা) খুন	... হত্যা, রক্ত

(পা) খুব	... উত্তম, অধিক	(আ) গরম	... উষ্ণ
(পা) খুসি	... হর্ষ	(আ) গাফেল	শিথিল, অমনোযোগী
(পা) খিসারত	... অপচয়	(আ) গাফেলী	... শৈথিল্য, অবহেলা
(পা) খিদমত	... সেবা দাসত্ব	(পা) গুল	... পুষ্প, নির্বাণ, ভয়
(আ) খিদমৎগার	... ভূতা	(পা) গেরদ	... আয়ত, একত্র করা
(আ) খেরাজ	... রাজস্ব	(পা) গেরেফ্তার	... ধৃত
(আ) খেরাজী	... করদ	(হি) গোসল	... স্নান
(আ) খিলাৎ	পরিস্ফুট-পারিতোষিক	(পা) গুজরান	... ক্ষেপণ, পরিপোষণ
(আ) খিলাফ	... অনুত	(পা) গোম	... অনুদ্দেশ
(পা) খোজা	... ছিন্ন-মুন্স	(পা) গোমাস্তা	... করগ্রাহক
(হি) খোদ	... স্বয়ং	(পা) গোয়েন্দা	... চর
(আ) খোদা	... ঈশ্বর	(পা) গোল	... বৃত্তাকার
(পা) খুর্দন	... ভক্ষ্য, ভোজন	(পা) গোলাব	... পুষ্প বিশেষ
(পা) খোরাক	... আহার	(পা) গোলেস্তান	... পুষ্পোদ্যান
(পা) খোরাকী	... আহারীয়	(পা) গোস্ত	... মাংস
(পা) খোর-ও-পোষ	... অন্ন বস্ত্র	(পা) গোস্তাখী	অসভ্যতা, অগল্ভতা
(হি) খোলা	... অনাবৃত	(পা) গোশা	... নির্জল, গৃহকোণ
(পা) খুলাসা	... পরিষ্কার	(হি) চপ্কান	বস্ত্র-নিষিদ্ধ-অঙ্গাবরণ
(পা) খুস	... সন্তোষ	(হি) চমক	... দীপ্তি
(পা) খুস কুবালা	... স্বেচ্ছা বিক্রয়-পত্র	(হি) চর্	... পুলিন, চড়া
(পা) খুস-খবর	... সুসংবাদ	(পা) চশমা	... প্রতিচক্ষু
(পা) খুস খরিদ	... স্বেচ্ছাক্রয়	(পা) চশম	... চক্ষুঃ
(পা) খুস-খোরাক	... উত্তম-আহায	(হি) চাকলা	... নগর, বিভাগ
(পা) খুস-দেল	... প্রফুল্লভংকরণ	(হি) চাকর	... ভূতা
(পা) খুস-বু	... সুগন্ধ	(পা) চাকু	... ছুরিকা
(পা) খোসামোদ (খুসমেদ)	সন্তোষোৎপাদন	(হি) চাদর	... আবরণ উত্তরীয় বস্ত্র
(পা) গম্বুজ ( গম্বজ )	চূড়া	(হি) চাপরাস	... নিদর্শনী, পদাতী
(পা) গম্বজ	... ইট	(পা) চাবক	... অধ-চালন-বস্ত্র
(পা) গম্বজি	... স্বার্থপর	(পা) চারা	... উপজীবিকা, উপায়
(পা) গরদ	... ঘূলা	(পা) চিজ্	... দ্রব্য
(পা) গরদন	... গলদেশ	(হি) চিলা	... জ্যা
(পা) গরহাজির	... অনুপস্থিত	(পা) চিরাগ	... দীপ
(পা) গরমী	... নিদাঘ	(পা) চেহারা	... মুখশ্রী, বদন
(হি) গরজ্	... স্বার্থ	(পা) চোপ-দার	... রৌপ্যাদি বস্ত্রধারী
(পা) গরক	... মগ্ন, ধ্বংস	(পা) চোস্ত	... অগ্ন্যধ্বংস

(হি) চৌকি	...	আসন
(হি) চৌকীদার	...	প্রহরী
(হি) ছিপান	...	গোপন
(হি) ছিপলা	...	অল্পবুদ্ধি
(হি) ছোক্রা	...	বালক
(হি) ছোরা	...	অস্ত্র-বিশেষ
(আ) জবর	...	প্রধান
(পা) জবর-দস্ত	...	দৌরাভ্যাকারী
(পা) জমা	...	কর
(পা) জমাই	...	রাজস্বযুক্ত
জমা-ওরাশীল-বাকী	...	কর-আদায়-বত্রী-পত্রী
(পা) জমা ওজান্তা	...	পুঙ্ককর
(পা) জমাবন্দী	...	কর-নির্দ্ধারণ
(আ) জমায়েৎ	...	জনতা
(হি) জওয়ান্	...	যুবা
(আ) জওয়াব	...	উত্তর
(আ) জওয়াহির	...	রত্নাদি
(আ) জরিব্	...	পরিমাণ
(আ) জল্দ	...	শীঘ্র
(আ) জল্লাদ	...	ঘাতক
(পা) জবান্	...	জিহ্বা
(পা) জবান্বন্দ	...	সাক্ষা-বাক্য
(পা) জমিন্	...	ভূমি
(পা) জমিন্দার	...	ভূম্যধিকারী
(পা) জরদ্	...	পীত
(আ) জরি	...	স্বর্ণ-নির্মিত দ্রব্য-বিশেষ
(আ) জরুর্	...	প্রয়োজন
(আ) জরুরী	...	আবগুক
(পা) জহর	...	বিষ
(পা) জলুস্	...	দীপ্তি, উপবেশন
(পা) জাদ	...	উদ্ভব
(পা) জামিনী	...	প্রতিভূত
(হি) জামিন্	...	প্রতিভূ
(পা) জহাঁপনা	...	প্রাণ-রক্ষক

(পা) জায়	...	পরিমিত
(পা) জায়গীর	...	বৃত্তি
(পা) জারী	...	প্রকাশ
(পা) জাল	...	কৃত্রিম
(পা) জাহির	...	প্রকাশ
(হি) জি	...	প্রাণ, মহাশয়
(পা) জিন্জির	...	শৃঙ্খল
(আ) জুম্লা	...	একত্র করা, বাক্য
(পা) জিনস্	...	দ্রব্য
(পা) জিস্মা	...	সমর্পণ
(পা) জিস্মানামা	...	স্থান-পত্র
(পা) জিয়াদা	...	অধিক
(পা) জের্	...	অধীন, নীচ
(পা) জের্বার	...	দায়গ্রস্ত
(পা) জেরা	...	যৎকিঞ্চিৎ
(পা) জেহন্নম	...	নরক, উৎসন্ন
(পা) জেহেল্ থানা	...	কারাগার
(হি) জোত	...	অধীন ভূমি, কৃষিভূমি
(হি) জোতদার	...	প্রজা, কৃষক
(পা) জোর	...	শক্তি
(আ) জোল্‌ম্	...	দৌরাভ্য
(আ) তক্‌সম্	...	বিভাগ
(আ) তক্‌লিফ্	...	ক্লেশ
(পা) তকিয়া	...	উপাধান
(পা) তখ্‌ত	...	সিংহাসন
(পা) তখ্‌ত্‌ পোস্	...	কাঠাসন
(আ) তস্‌দিক্	...	নির্দেশ
(আ) তস্‌বিহ্	...	অপমালা
(আ) তস্‌বীর	...	প্রতিমূর্তি
(আ) তস্‌বুরুফ্	...	অপচয়
(আ) তদারক্	...	অভ্যুসন্ধান
(পা) তন্‌বাহ্	...	বৃত্তি-বিশেষ
(আ) তকায়েৎ	...	স্থানান্তর
(পা) তবিরৎ	...	মানসিক অবস্থা
(আ) তম্‌হক্	...	দণ্ড পত্র

(আ) তমাম্	... দমস্ত, শেষ
(পা) তামাসা	... নৃত্যাদি, আমোদ
(আ) তরুণা	... সম্প্রদায়
(আ) তরুণমা	... অনুবাদ
(আ) তরফ্	... পক্ষ, দিক্
(পা) তরাজিদন্	... তোল করা
(পা) তলব্	... আহ্বান
(পা) তল্লাস	... অনুসন্ধান
(আ) তহসিল	... আদায় কবা
(আ) তহসিল্দার	... করগ্রাহী
(আ) তহবিল	... সঞ্চিত ধন
(আ) তহবিল্দার	... ধন রক্ষক
(আ) তহরিব্	... লিখন
(হি) তাক্	... কোলাঙ্গা
(পা) তাগিদ্	... ত্বর
(পা) তাকিদা	... শীঘ্রতা
(পা) তাজ	... উদ্যোগ
(পা) তাজ্জব্	... আশ্চর্য
(পা) তাজা	... টাটকা
(পা) তাজি	... আরবীয় বৃহৎ
(পা) তাজিয়া	... যাবনিক প্রতিমা
(পা) তারদাদ্	... বিষয়-নিরূপণ
(আ) তারিদ্	... পোষকতা
(পা) তারিন্	... নির্দিষ্ট
(আ) তারিফ্	... প্রশংসা
(পা) তারাজ্	... লুণ্ঠন
(আ) তারিখ	... অহঃ, দিবস
(পা) তালুক	... অধিকার, সম্বন্ধ
(পা) তালুকদার	... ভূম্যধিকারী
(পা) তালাব্ (তালাও)	... পুষ্করিণী
(আ) তালিম্	... শিক্ষা
(আ) তালিম্খানা	... শিক্ষা-গৃহ
(পা) তালেবর	... ভাগ্যবান্
(হি) তির	... শর
(হি) তিরন্দাজ	... শর-নিষ্ক্ষেপকারী

(আ) তুমার	... কর-আদান
	জ্ঞাপন-লেখাধার
(আ) তুল্ কলাম্	... বাক্য-বাহ্য
(পা) তেজারত্	... বাণিজ্য
(আ) তেরিজ	... সঙ্কলন
(হি) তু	... তুই
(পা) তৈয়ার	... প্রস্তুত
(পা) তোষাপানা	... ভাণ্ডার
(পা) তোজী	... কর-সংগ্রহ-বিভাগ
(পা) তোজী-নবিস্	... কর-বিভাগ-লেখক
(আ) দখল	... ভোগ, অধিকারী
(আ) দখলিকার	... অধিকারী
(পা) দস্তুর	... পুস্তক, পুস্তিকা
(পা) দস্তুরী	... লেখা-রক্ষক
(আ) দফা	... বার
(আ) দফে	... শেষ
(পা) দব্দবা	... প্রতাপ
(পা) দম্	... স্বাম
(পা) দরকার্	... প্রয়োজন
(পা) দরখাস্ত	... আবেদন
(আ) দরদ্	... ব্যথা
(পা) দব্বার	... প্রকাণ্ড সভা
(পা) দরবেশ্	... সন্ন্যাসী
(পা) দরয়োয়াজা	... বার
(পা) দরাজ	... প্রশস্ত
(পা) দরিয়াফত্	... তদন্ত, অবগতি
(আ) দলিল	... নিদর্শন-পত্র
(আ) দর	... মূল্য
(পা) দস্তুর	... রীতি
(পা) দহরম্	... প্রীতি
(আ) দাখিল	... প্রবেশ, প্রবেশ
(হি) দাখিলা	... প্রবেশ-পত্রী, কবচ
(পা) দাগ	... চিহ্ন
(হি) দাঙ্গা	... যুদ্ধবিশেষ
(পা) দাদন	... অগ্রিম দেওয়া

(পা) দাদন্দার ..	প্রাক্ গৃহীত
(হি) দাদা ..	পিতামহ
(পা) দানা ..	বিচক্ষণ
(পা) দাবি ..	প্রাপ্যাকাঙ্ক্ষা
(পা) দাবিদার ..	প্রাপ্যভিলাষী
(হি) দাম ..	মল্য
(পা) দায়রা ..	উর্দ্ধ বিচার
(আ) দায়ের ..	উপস্থিত
(আ) দাওয়া ..	ঔষধ
(পা) দাক ..	মনা, ঔষধ
(পা) দারোগা ..	প্রহারের অধ্যক্ষ
(পা) দিক্ ..	বিরক্তি
(পা) দিগন্ ..	প্রভৃতি, দ্বিতীয়
(আ) দুনিয়া ..	সংসার
(আ) দুনিয়াদার ..	সংসারী
(হি) ডম্ ..	পুচ্ছ
(হি) দুবলা ..	কৃশ
(পা) দুরন্ত ..	পরিষ্কার, ঠিক
(পা) দুস্মন্ ..	বিপ্লব, শত্রু
(স) দেন ..	দেয়
(পা) দেন্দার ..	শুল্ক
(পা) দেনা ..	দাতব্য, দায়ী
(পা) দন্ত ..	হস্ত
(পা) দস্তাবিজ ..	সাক্ষর-পত্র
(পা) দিমাগ ..	অহঙ্কার, মস্তিষ্ক
(আ) দেওয়ান্ ..	কাৰ্য্যাধ্যক্ষ, মন্ত্রী
(আ) দেওয়ানী ..	কাৰ্য্যাধ্যক্ষতা
(হি) দেব্ ..	বিলম্ব
(পা) দিল্ ..	অন্তঃকরণ
(হি) দোতাই ..	দুই তৃতীয়াংশ
(হি) দোয়া ..	আলীকাদ
(আ) নকল ..	প্রতিলিপি, অনুলকরণ
(আ) নকলনবিস্ ..	প্রতিলেখক
(আ) নজ্-দিক্ ..	নিকট
(আ) নজর ..	উপচোবন, অবলোকন

(আ) নজির ..	দৃষ্টান্ত
(হি) নথী ..	গ্রথিত লেখ্য
(পা) নবিসেনা ..	লেখক
(আ) নমুনা ..	পরীক্ষা-যোগ্য
(আ) নাকিচ্ ..	অকর্ম্মণ্য
(পা) নাচার ..	অনুপায়
(পা) নাজাই ..	অস্থির, অসংস্থাপন
(আ) নাজির ..	পদাতিকাধ্যক্ষ
(আ) নাজেহাল্ ..	হৃদ্বন্দ্য
(আ) নাভায়ান্ ..	অশক্ত, দরিদ্র
(আ) নাভালগ্ ..	অপ্রাপ্ত ব্যবহার
(আ) নামঞ্জুর ..	অগ্রাহ্য
(পা) নামা ..	পত্র
(আ) নায়েব্ ..	প্রতিনিধি
(আ) নারাজ ..	অসম্মত
(আ) নালায়েক ..	অযোগ্য
(পা) নালিস ..	অভিযোগ
(পা) নালিসবন্দ ..	বিবাদী
(আ) নাহক ..	অনর্থক
(পা) নেক ..	উত্তম
(পা) নোক্তা ..	বিন্দু
(হি) পছন্দ ..	মনোনীত
(পা) পয়দা ..	উৎপত্তি
(হি) পর্ ..	পক্ষ
(পা) পরগণা ..	প্রদেশ
(পা) পরদা-নসিন্ —	অন্তঃপুর-বাসিনী
(পা) পরওয়ানা ..	আজ্ঞাপত্র
(পা) পশম্ ..	উর্ণা, লোম
(পা) পায় ..	পদ
(পা) পায়মাল ..	পদদলিত, [সর্ব্বস্বান্ত
(পা) পায়িক ..	পদাতি, রক্ষক
(হি) পাল্-কী ..	শিবিলা
(পা) পীর ..	প্রাচীন, গুরু
(পা) পুল ..	সেতু
(পা) পুখ্ত ..	দৃঢ়

(পা) পেয়ারা ... প্রিয়	(পা) বদীয়াৎ ... গ্রানি
(পা) পেমা ... জীবিকা	(পা) বন্দু ... রোধ
(পা) পোষাক ... বেশ	(পা) বন্দোবস্ত . ধাৰ্য্য, স্থির
(পা) ফকির ... সন্ন্যাসী	(আ) বনাম ... প্রতিশ্রুতি
(হি) ফসল ... শস্য	(আ) বমাল ... ধনসহ
(আ) ফসাদ ... বিবাদ	(আ) বয় ... বিক্রয়
(আ) ফতে ... জয়	(পা) বয়নামা . বিক্রয়-পত্রী
(আ) ফয়সলা ... নিষ্পত্তি-পত্র	(পা) বয়ান্ — বৃত্তান্ত
(আ) ফরিয়াদী ... বাদী	(আ) বয়গান্ ... দূরীকরণ, নিরস্ত করা
(পা) ফলান ... অমুক	(আ) বব্বাদ্ ... নিফল
(পা) ফলুস্ ... কপর্দক	(পা) বরফ ... নীহার
(আ) ফাজিল ... উদ্বৃত্ত	(পা) বরাবর ... সমীপ, সমতল
(পা) ফানুস ... দীপাধার	(হি) বল্লম ... শূল
(আ) ফায়দা ... লাভ	(পা) বস্তাবন্দী ... মোট বাঁধা
(আ) ফারখত ... নির্দায়-পত্র, পৃথক-ভুক্ত	(পা) বস্তী ... গ্রাম
(আ) ফারেগ ... অন্তর	(আ) বাকী ... অবশিষ্ট
(পা) ফারসী ... মৌলিক ভাষা	(আ) বাকী জায় ... অবশিষ্টের বিস্তার
(পা) ফিল্ . হস্তী	(পা) বাগ ... উদ্যান
(আ) ফিকর্ ... সন্ধান, চিন্তা	(হি) বাচ্চা ... শাবক
(আ) ফেরেব ... প্রবঞ্চনা	(পা) বাজ ... পক্ষি-বিশেষ
(পা) ফেরহেস্ত . সূচীপত্র	(পা) বাজা ... বাদ্য
(আ) ফরসৎ ... অবকাশ	(পা) বাজাবিতা ... যথায়ীতি
(আ) ফোরুদার ... দৈন্যধাক্ক	(পা) বাজার ... হট, বিপণি
(আ) ফোৎ ... মৃত	(পা, হি) বাজী ... ক্রীড়া
(পা) বপ্ত ... অদৃষ্ট	(পা) বাজে ... অসম্পর্কীয়
(পা) বকলম ... প্রতিলেখক	(পা) বাজেরাপ্ত ... দস্তাপত্র
(আ) বক্শি ... কণ্ঠচারী	(আ) বাতিল ... অনৃত, অগ্রাহ্য, ভাব
(আ) বকায়া ... বাকী	(অ) বাদ ... পণ্য, অবশিষ্ট
(আ) বক্শিশ্ ... পারিতোষিক	(আ) বাব্ ... হেতু, প্রকার
(আ) বখীল ... কুপণ	(আ) বাঘদ ... কারণ
(আ) বস্ ... নিবর্তক বাক্য	(আ) বায় ... বিক্রেতা
(পা) বদ্ ... অপকৃষ্ট	(আ) বাবদিগর ... পুনরায়
(পা) বদজাদ ... অস্বাস্থ্য, দুষ্টজাত	(আ) বাব্বদার ... বাহক
(পা) বদনা ... ভ্রাস্ত	(পা) বহানা ... ছল
(পা) বদ্মাস ... মনোপঞ্জীবী	(আ) বিঘা ... কুড়

(আ) বিমর্জিম ...	অনুযায়ী
(পা) বু ...	গন্ধ
(পা) বুনিয়াদ ...	মূল, আদি
(পা) বে-অকুফ ...	নিকোষ
(আ) বেইমান ...	অবিশ্বাসী
(আ) বেইজ্জত ...	অপমান
(পা) বেওয়ারিশ ...	আত্মমিক
(পা) বেগম ...	রাণী
(পা) বেগান ...	অপর
(পা) বেচার ...	নিরুপায়
(আ) বে সহবৎ ...	অসভ্য
(আ) বেউসর ...	নির্ভয়
(পা) বেজায় ...	অন্যায়
(পা) বে দখল ...	অনধিকার
(আ) বে নামী ...	নামাস্তর করণ
(আ) বে কায়দা ...	নিয়ম
(পা) বে বাক ...	সমস্ত
(পা) বে বুনিয়াদী ...	মূলহীন, আধুনিক
(পা) বে মুকাবিলা ...	অগোচর
(আ) বে মেহনৎ ...	বিনাশ্রম
(আ) বেযোতন ...	উদ্বাস্ত
(পা, হি) বেওয়ার ...	বিধবা
(আ) বিল্কুল ...	সমস্ত
(আ) বেল্মোস্তা ...	সর্বশুদ্ধ
(বি) বেহদ ...	অশেষ
(আ) বেহায় ...	নির্ভয়
(পা) বেহদা ...	অসভ্য
(হি) বেহোস ...	অজ্ঞান
(পা) বুথার ...	অর
(পা) বোল ...	মুত্র
(আ) মকান ...	নিবাস
(পা) মগজ ...	মস্তিষ্ক
(পা) মজকুর ...	উক্ত, প্রমুখ
(আ) মজবুৎ ...	দৃঢ়
(আ) মজমুন ...	মর্গ

(পা) মজা ...	রস
(আ) মৎলব ...	ইচ্ছা
(আ) মতাবিক ...	অনুযায়ী
(আ) মদরসা ...	পাঠশালা
(আ) মদদ্ ...	সহকারিতা
(আ) মন্সেফ ...	বিচারকর্তা
(আ) মন্জুর ...	গ্রাহ্য
(আ) মফসল ...	পল্লীগ্রাম
(পা) মবলগ ...	সর্বশুদ্ধ
(পা) ময় ...	সহিত
(আ) ময়দান ...	প্রান্তর
(আ) মওয়াক্কেল ...	বাদে নিয়োক্তা
(আ) মর্জি ...	উচ্ছা
(আ) মরদ্ ...	পুরুষ
(আ) মশাল ...	দীপ বিশেষ
(আ) মহকমা ...	বিচার-স্থান
(পা) মহতাব ...	চন্দ্র
(পা) মহলা ...	পল্লী
(আ) মহাল ...	গ্রাম, পুরী
(আ) মাসুল ...	কর
(আ) মাজুল ...	কর্মচ্যুত
(পা) মানো ...	অর্থ, ব্যাখ্যা
(আ) মাফ ...	ক্ষমা
(আ) মামুলী ...	নিযমিত, সাধারণ
(আ) মার্কত ...	দ্বারা
(আ) মাল ...	ধন
(আ) মালগুজারী ...	রাজস্ব
(আ) মালুম ...	অনুভব
(আ) মালিক ...	কর্তা
(পা) মাহ ...	মাস, চন্দ্র
(আ) মাহিয়ান ...	মাসিক বেতন
(পা) মিক্দার ...	পরিমাণ
(আ) মিলমার ...	সমভূমি
(পা) মিজাজ ...	শরীর-ভাব, অবস্থা
(আ) মিয়াদ ...	নিয়ম, কাঠাবদ্ধ



(অ) মিরাদী ...	নিয়মিত	(অ) মৌকুক ...	স্বগিত
(অ) মুচলকা ...	প্রতিজ্ঞা	(অ) মৌজা ...	গ্রাম
(পা) মুদ্দই ...	বাদী	(অ) মোজুদ্ ...	প্রস্তুত
(পা) মুদ্দৎ ...	কাল	(অ) মোরুদী ...	পৈতৃক
(অ) মুন্সী ...	লেখক	(অ) মোলবী ...	অধ্যাপক পণ্ডিত
(অ) মুনিব ...	প্রতিপালক, প্রভু	(অ) রকম ...	আকার
(পা) মুফ্তি ...	বিদ্বান	(হি) রঙ ...	বর্ণ
(অ) মুলক্ ...	দেশ	(পা) রগ ...	শিরা
(অ) মুসকিল ...	অসাধা, কঠিন	(পা) রসদ ...	খাদ্য-জব্য সংগ্রহ
(অ) মুরক্বী ...	প্রভু, শিক্ষক	(পা) রসিদ ...	প্রবেশ-পত্র, গ্রহণ-পত্র
(অ) মুলতবা ...	স্বগিত, রাহিত	(অ) রহম ...	রীতি-অনুযায়ী বেতন
(অ) মুকবরর ...	নিরূপিত	(অ) রদ্ ...	পরিত্যাগ
(পা) মুকাবিলা ...	উভয় সমক্ষে	(অ) রদবদল ...	পরিত্যাগ ও পরিবর্তন
(হি) মুপতিধার ...	প্রতিনিধি	(পা) রদী ...	অকর্ণণ্য
(অ) মুছলম ...	সমস্ত	(পা) রফ তানী ...	চলিত
(অ) মুরাৎবর ...	বিবাদী	(পা) রফা ...	সমাধা, মীমাংসা
(অ) মুসাফির ...	পথিক, ভ্রমণকারী	(পা) রফ্ত ...	অভ্যাস, সংস্কার
(অ) মুসাহেব ...	বয়স্ক	(পা) রাজি ...	সম্মত
(অ) মুজাহেম ...	প্রতিবন্ধকতা	(পা) রাজিনামা ...	সম্মতি-পত্র
(অ) মুৎফরুকা ...	সামান্য বিচার, বিবিধ বিচার	(অ) রায় ...	অভিপ্রায়
(অ) মুতালুক ...	অধীন	(পা) রাহ্ ...	পথ
(অ) মুহরির ...	লেখক	(অ) রজু ...	উভয়ের মিলন
(পা) মেহনৎ ...	শ্রম	(অ) রবকারী ...	বিচারামুতান-পত্র
(পা) মেহেসুবান্ ...	অনুগ্রাহক	(পা) রিজাই ...	লেপ
(পা) মোকদ্দমা ...	বাবহার, বিবাদ	(অ) রেয়োয়াজ ...	দেশাচার
(হি) মোনাকের ...	অপলাপ	(হি) রেস ...	আক্রোশ
(পা) মোনাকেসা ...	অপ্রণয়, বিচ্ছেদ	(অ) রিসওয়ৎ ...	উৎকোচ
(পা) মোনাসেব ...	উচিত, উপযুক্ত	(পা) রিহাই ...	মার্জনা
(পা) মোনাফা ...	লভ্য	(পা) রিহিন্ ...	বন্ধক
(পা) মোরগ ...	পক্ষী	(অ) রৈয়ৎ ...	প্রজা
(পা) মোর্দা ...	শব [ দাতা ]	(পা) রুখ্ ...	সম্মুখ, বদন
(পা) মোমা ...	উচ্চশিক্ষিত, ব্যবস্থা	(পা) রুখসৎ ...	বিদায়
(পা) মোসাহেরা ...	মুসিক বেতন	(পা) রোজ ...	দিন
(পা) মোহর ...	নামাক্তিত মুদ্রা, মুদ্রা	(পা) রোজ্গার ...	উপার্জন
		(হি) রুপেরা ...	মুদ্রা

১) রোয়াদ	... বিচারস্থান পত্র	(পা) শুভার	... সংখ্যা
২) রোসনাই	... আলোক	(পা) শুহরৎ	... রাষ্ট্র, ঘোষণা
৩) লবালব	... সম্পূর্ণ	(পা) সন্ধিন*	... গুরুতর
৪) লফজ	... বাক্য	(হি) সন্	... অবদ
৫) লবেজান	... ওষ্ঠাগতপ্রাণ	(পা) সন্দুক	... সিন্দুক
৬) লমোরাজমা	... কর্মোপযোগী ব্যবহার্য দ্রব্য	(আ) সফর	... বিদেশ, প্রবাস
হি) লহ (লহ)	... রক্ত	(পা) সফেদ	... খেত
আ) লাওয়ারিস	... অধিকার-রহিত	(পা) সখোরার	... আরোহী
আ) লাখিরাজ	... নিকর	(আ) সরোরাল	... প্রহর, জিজ্ঞাসা
আ) লাগারিং	... পয্যন্ত	(পা) সরাসর	... সামান্য বিচার, সমুদয়
পা) লাচার	... অনুপায়	(পা) সব্দার	... প্রধান
(পা) লাল	... রক্তবর্ণ, চুনী	(আ) সরদ	... শ্রেণী, কক্ষ
(হি) লালচ	... লোভ	(পা) সরফরাজ	... সম্মানস্পদ, ধন্য
(পা) লাস	... মৃতদেহ	(আ) সব্বরাহ	... আরোজন
(আ) লায়েক	... উপযুক্ত	(আ) সরঞ্জাম	... সমাধান সামগ্রী
(পা) লেকেন	... কিস্তি	(আ) সরঞ্জামী	... কর্মনির্বাহ-ব্যয়
(পা) শনাখত	... জ্ঞান	(আ) সরেজমিন	... উৎপত্তিস্থান, মূলস্থান
(পা) শরতান	... দুই, ষষ্ঠ	(আ) সলাম	... নমস্কার
(আ) শসখত	... স্মরণীয়পত্র	(আ) সহবৎ	... সামাজিকতা
৭) শরপোন	... আচ্ছাদন	(আ) সহি	... স্বাক্ষর, নিশ্চিত
(আ) শরম	... লজ্জা	(আ) সাকিন	... নিবাস
(আ) শরিক	... অংশী	(পা) সাজা	... শাস্তি
(আ) শহর	... নগর	(আ) সানী	... পুনরায়
(আ) শহর কোতোয়াল	... নগর-রক্ষক	(পা) সানিতজ্জবিজ	... পুনর্বিচার
৮) শাগির্জ	... শিষ্য	(পা) সাক	... পরিষ্কার
(পা) শাদি	... আহ্লাদ, বিবাহ	(পা) সাকাই	... পরিষ্কৃত
(পা) শায়	... সন্ধ্যা	(পা) সাকিনা	... মুক্তিপত্র
(আ) শামিল	... মিশ্রিত	(পা) সারেস্তা	... হুশিষ্ণিত
(আ) শারের	... সরোবর, রচক	(আ) সাবেক	... পুরাতন
(পা) শাহ	... ভূপতি, চক্রবর্তী	(আ) সাল	... বৎসর
(পা) শিকারেৎ	... নিন্দা	(আ) সাল্তমামী	... বার্ষিক
(পা) শিকার	... হৃগর		
(পা) শের	... ব্যাঘ্র		
৯) শোবা	... শকা, সন্দেহ		

\* এই স পাশী বা আরবী সিন্, সাদা বা সে অক্ষরের উচ্চারণ-তুল্য ।

(পা) সালিশ্	... মধ্যস্থ	(আ) হাসিল	... উদ্ধার, সমা
(হি) সিপাহি	... সৈন্য	(হি) হাল কা	... লঘু
(পা) সিমানা	... সীমা	(পা) হাজং	... অবরোধস্থান
(হি) সিব্	... মস্তক		আবগ্ধক
(আ) সিব্‌নামা	... পত্র-মস্তক	(আ) হাজার	... সহস্র
(পা) সুরং	... স্থলর	(পা) হাজির	... উপস্থিত
(পা) সুরং হাল্	... বহুমান কন্ঠের রূপ	(পা) হাজিরজামিন্	... দর্শন-প্রতিভা
(আ) সেরফ্	... কেবল	(আ) হাবেলা	... অট্টালিকা
(আ) সিরেস্তা	... লেখ্যাজ্ঞা	(আ) হামেশা	... সর্বদা
(আ) সিরেস্তাদার	... মন্ত্রী, কৰ্ম্মাধ্যক্ষ	(হি) হায়া	... লজ্জা
(পা) সুপদ	... সমর্পণ	(হি) হায়োয়া	... বাতাস
(আ) সোপারিস্	... উপরোধ	(হি) তারাম্	... অখাদ্য
(আ) সোলেনামা	... সন্ধিপত্র	(আ) হারাম্‌জাদ্	... মন্মজাত, জা
(পা) সৈয়দ	... জাতিবিশেষ, প্রধান	(হি) হাল্	... বর্তমান, অব
(আ) হক্	... যথার্থ	(পা) হাসিয়া	... প্রাস্ত
(আ) হকদার	... উত্তরাধিকারী	(পা) হিকমৎ	... কৰ্ম্মনৈপুণ্য
(আ) হকৌকৎ	... যথার্থ	(পা) হিসসা	... অংশ
(আ) হকীয়াৎ	... স্বত্ববিচার	(পা) হিসসা দার	... অংশী
(আ) হজম্	... জীর্ণ	(পা) হিসাব	... নির্ণয় করা
(আ) হজরত	... আপনি প্রভু	(পা) হিফাজৎ	... যত্ন, প্রয়াস
(পা) হজুর	... প্রভুত বাচক	(পা) হিম্মত	... সাহস
(আ) হদ্দ	... শেষ, সীমা	(আ) হকুম	... আদেশ
(আ) হযরান্	... বাতিব্যস্ত	(হি) হবহ	... অবিকল
(আ) হযদম	... সর্বসময়	(হি) হলিয়া	... আকৃতি
(আ) হযরোজ	... প্রতিদিন	(পা) হমর	... কৰ্ম্মনৈপুণ্য, বি
(আ) হযকৎ	... কাষো বাধা	(আ) হেস্‌ত নেস্‌ত	... অস্তি নাস্তি
(আ) হলফ্	... শপথ	(আ) হজ্জত	... সকারণ তর্ক
(আ) হলফন্	... কৃত শপথ	(আ) হরমৎ	... মর্যাদা
(আ) হাকিম	... রাজ-প্রতিনিধি	(পা) হোস্	... চৈতন্ত
(আ) হাজামা	... কোলাহল্	(পা) হোসিয়ার্	... সতর্ক









